সাধন-কল্প-লতিকা।

মন্ত্রভাগ সম্পূর্ণ।

প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য
পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতা সকলের সাধনপদ্ধতি।

ভূতপূর্ব্ব আত্মতত্ত্বদর্শন প্রণেতা

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কালীঘাট ১১১।৪ নং টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা;

৩ নং রমাপ্রসাদ রায়ের লেনস্থ "লরেন্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস" হইতে
জে, ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত।

মাহা অগ্রহায়ণ সন ১৩২১ সাল।

[মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

ভূমিকা

যাঁহারা প্রত্যহ সন্ধ্যা আহ্নিক করেন তাঁহারা প্রতিদিন বেদ বেদান্ত সংহিতা উপনিষদ সাংখ্য পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র সকল পাঠ করেন। আমাদিগের আহ্নিক ক্রিয়াগুলি ঐ সকল শাস্ত্রের সহিত মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত এবং নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যহ ভগবানকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিবার জন্য, তাঁহার সৃষ্টি বৈচিত্র্য বুঝিবার জন্য, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য যোগজ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবার জন্য, জগদীশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অটল রাখিবার জন্য প্রতি দিন বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের চর্চ্চা করিতে হয়। সেই বেদ বেদান্তের মর্ম্মাভ্যাস অতি সুলভ উপায়ে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সন্ধ্যা ও আহ্নিক তত্ত্বের সৃষ্টি। প্রতিদিন সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার হেতু এই যে, ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইবে, দৃঢ় অভ্যাস আয়ত্ত করিতে পারিলে ক্ষণমাত্র সময় জন্য আর ঈশ্বরকে ভুলিবে না। ঈশ্বর সর্ব্বদাই স্মৃতি পথে আরূঢ় থাকিবেন, তাহা হইলে অন্তে ঐহিক এবং পারত্রিক সদ্গতি হইবে। কখন কাহার অন্তকাল উপস্থিত হইবে তাহা কেহই জানে না, এজন্য সর্ব্ব সময়ে কালের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য সুতরাং প্রত্যহই সন্ধ্যা আহ্নিক করার প্রয়োজন। মরণ কালে যেরূপ বাসনা করিয়া মৃত্যু হয়, মরণান্তে বাসনানুরূপ দেহ প্রাপ্তি হয় এজন্য ভগবান বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

৮অ, গীতা।

যে ব্যক্তি মরণকালে আমাকেই স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করিয়া পরলোক গত হন, তিনি মদীয় স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুনর্ব্বার জীব যখন জন্মগ্রহণ করে তখন পূর্ব্ব বাসনানুসারেই করে। যথা—

সৃষ্টি কালে পুনঃ পূর্ব্ব বাসনা মানসৈঃ সহ।
জায়তে জীব এবং হি যাবদাভূত সংপ্লবঃ ॥ ২৫ ॥

২অ, ভগবতী গীতা

সৃষ্টিকালে জীবাত্মা পূর্ব্বের অভিলষিত বাসনার সহিত পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ

করে। এই প্রকার সৃষ্টি হইতে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত জীবাত্মা বার বার দেহ আশ্রয় করিয়া জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারে বারংবার জাতায়াত করিয়া থাকে।

মরণকালে ঈশ্বর জ্ঞান থাকিলে উত্তম গতি লাভ হইয়া থাকে। এই হেতু প্রত্যহ সন্ধ্যা আহ্নিক করার প্রয়োজন। সন্ধ্যা আহ্নিক অভ্যস্ত হইলে আত্ম জ্ঞান, তত্ত্ব জ্ঞান ও ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হয়, এজন্য বলা হইয়াছে যে, সন্ধ্যা আহ্নিক করিলে বেদ বেদান্তাদি পাঠের ফল হয়। ঐ সন্ধ্যা আহ্নিক দ্বিবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিক, বৈদিক সন্ধ্যার অধিকাংশ নারায়ণোপনিষদে এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যার সম্যকাংশ তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আচমন ক্রিয়ার মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনের মন্ত্র পর্য্যন্ত যাবতীয় মন্ত্রের ক্রিয়া পদ্ধতি তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এরূপ পদ্ধতি অতি সহজে কোন শাস্ত্রই তন্ত্রশাস্ত্রের ন্যায় সংগঠন করিতে পারে নাই। তন্ত্র শাস্ত্র যাহা প্রকাশ করে নাই, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তান্ত্রিক পদ্ধতির এক একটী ক্রিয়া এক এক খানি শাস্ত্রের মর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছে। যে যে মূল শাস্ত্রে যাহা আছে, তন্ত্র শাস্ত্র সেই সেই শাস্ত্রের ক্রিয়া এত বাহুল্যরূপে কীর্ত্তন করিয়াছে যে মূল অধ্যয়ন না করিয়া সেই শাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান জন্মিতে পারে। বেদ বেদান্তের ক্রিয়া কাণ্ডের সাধনের নাম তন্ত্র। বেদ বেদান্তও যা, তন্ত্র শাস্ত্রও তাই। অনেকের বিশ্বাস যে বেদ বেদান্ত—তন্ত্র শাস্ত্র ছাড়া এবং তন্ত্র শাস্ত্রও বেদ বেদান্ত ছাড়া, কিন্তু তাহা নহে; বেদ বেদান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছে, তন্ত্র শাস্ত্র সেই সকল সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষতা প্রতিপাদন করিয়াছে। এজন্য তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত আছে যে—

অলম্ বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
কিমন্যৈর্ব্বহুভিস্তন্ত্রৈ র্জ্ঞাত্বৈকম্ সর্ব্ববিদ্ভবেৎ॥

তন্ত্র শাস্ত্র।

বেদ স্মৃতি পুরাণ সংহিতা ইত্যাদি শাস্ত্র সকল কি প্রয়োজন? এক তন্ত্র শাস্ত্র জ্ঞাত হইলেই সকল শাস্ত্রই জ্ঞাত হওয়া হইল।

বেদ বেদান্ত যে সকল সামগ্রী স্ত্রী শূদ্রদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে তন্ত্র শাস্ত্র সেই সমস্ত সামগ্রী স্ত্রী শূদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছে। যদি তন্ত্র শাস্ত্র না প্রণীত হইত, তাহা হইলে স্ত্রী শূদ্রদিগের কোনরূপ উপায়ান্তর থাকিত না। এ হেন তন্ত্র শাস্ত্রকে পণ্ডিতগণ কি অভিপ্রায়ে যে অবজ্ঞা করেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, যে কোন কৃতবিদ্য পণ্ডিতাভিমানী হউক না কেন তিনি কখনই

শাস্ত্রের অপলাপ* করিবেন না, কেননা তাহাতে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র সকল ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক বন্ধনীস্বরূপ। বন্ধনী না থাকিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং সমাজ রক্ষা হয় না, একারণ এক এক শ্রেণীর শাস্ত্র হইতে বহু কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, ফল, পুষ্পসমন্বিত অনন্ত শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল এক পরমাত্মাকে চিনিবার জন্য এত প্রকার শাস্ত্র। সকল লোক সমান জ্ঞানী নহে, যাহার যেরূপ জ্ঞান, তাহার পক্ষে তদ্রূপ শাস্ত্রোপদেশের আবশ্যক। যে বেদ বেদান্ত দার্শনাদি শাস্ত্র বুঝে না তাহার গতি কি হইবে? সেই ব্যক্তি শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া থাকিবে কি? এমন কি উপদেশ আছে যে, তাহা বেদে নাই তন্ত্রে আছে, অথবা তন্ত্রে নাই বেদে আছে। বেদের উপদেশ ও তন্ত্রের উপদেশ মধ্যে কোন প্রকার ভিন্নতা লক্ষিত হয় না। ইহা বিশেষ বিবেচনা করা উচিত যে কোন শাস্ত্রই বিনা উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় নাই, যখন যেরূপ উপদেশের আবশ্যক হইয়াছে তখনই সেইরূপ শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। বন্ধনী না থাকিলে কোন প্রকার ইষ্ট সিদ্ধি হয় না। শাস্ত্র সকল বন্ধনীস্বরূপ, বন্ধনী দ্বারা সমাজ সংগঠন হয়, সমাজ সংগঠিত হইলেই ইষ্ট সিদ্ধি হয়, এ নিমিত্ত শাস্ত্র সকলের প্রয়োজন।

শাস্ত্র, সার্ব্বভৌমিক অধিকারভুক্ত হওয়া উচিত এই বিবেচনা করিয়া দেবাদিদেব ভগবান শিব তন্ত্র শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, তাঁহারা সকল শাস্ত্রেরই উচ্ছিন্ন করিতে পারেন। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তত্ত্ব বিফল হয়। শিবোক্ত শাস্ত্র যদি অপ্রমাণ হয়, তবে তান্ত্রিক দীক্ষা যাহা—শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত আছে তাহা সকলই মিথ্যা ও নিরর্থক হইয়া যায়। শৈবাদি পঞ্চমত দীক্ষা বৈদান্তিক ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সোপান মাত্র। কলিযুগের লোক ক্ষীণবুদ্ধি বিশিষ্ট সুতরাং বেদাধ্যয়নের অনুপযুক্ত, বৈদিকসাধন চতুষ্টয় অতি কঠোর, কলির জীব তাহা সম্পন্ন করিতে অসমর্থ, নিরবচ্ছিন্ন যোগ সাধনও

বেদং গৃহীত্বা যঃ কশ্চিচ্ছাস্ত্রঞ্চৈবাব মন্যতে।
স সদ্যঃ পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্॥ ১১॥

অত্রি সংহিতা।

যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া সেই গর্ব্বে অন্যান্য শাস্ত্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করে, সে একবিংশতিবার পশুজন্ম প্রাপ্ত হয়।

তাহাদের পক্ষে অসম্ভব সুতরাং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সম্বলিত সরল সাধন তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন এই হেতু ভগবান শিব তন্ত্র শাস্ত্র প্রনয়ণ করিয়াছেন। বেদ বেদান্তাদিতে যাহাদিগের অধিকার নাই তাহারা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে? সুতরাং তন্ত্র বৈ তাহাদিগের গতি কৈ? জ্ঞান ও ধর্ম্মোপার্জ্জন ত কোন না কোনরূপ শাস্ত্র মত হওয়া চাই, সেরূপ শাস্ত্র কৈ? সর্ব্ব সাধারণে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, ব্রহ্মসূত্র, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি শাস্ত্র ও পুরাণ অধ্যয়ন করিতে পারে না, এজন্য ভগবান শিব বলিয়াছেন—"আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ" অর্থাৎ কলিতে তন্ত্রোক্তমতে দেবতাদিগের উপাসনা করিবে।

"বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ।
আত্ম তৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অন্যান্য যুগে বেদোক্ত বিধানে এবং কলিযুগে তন্ত্রোক্ত বিধানে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু হে সুরেশানি! কলিকালে বেদোক্তই হউক বা তন্ত্রোক্তই হউক যে কোন বিধানে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে আগমোক্ত বিধান বেদ বিরুদ্ধ নহে, শিববাক্য কখনও বেদ বিরোধী হইতে পারে না। তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম কাণ্ড বেদোক্ত ক্রিয়ারই রূপান্তর, তন্ত্রোক্ত জ্ঞানকাণ্ড কেবল বেদোক্ত জ্ঞান কাণ্ডেরই ব্যাখ্যা মাত্র। তন্ত্র শাস্ত্র সার্ব্বভৌমিক শাস্ত্র বলিয়া তাহার ভাষা অতি সরল, অলঙ্কারযুক্ত ও ভক্তি উত্তেজক এজন্য জ্ঞান, ভক্তি, ক্রিয়া, আচার এ সমস্তই বেদের অবিরোধে তন্ত্রেতে দেদীপ্যমান এবং কলিযুগের পক্ষে প্রত্যক্ষ। কাল সহকারে বেদের যে সকল ক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে এবং বেদেতে যে সকল স্ত্রী শূদ্রপক্ষে অনধিকার উক্ত হইয়াছে তন্ত্র শাস্ত্র সে সকল পূরণ করিয়াছেন। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই তন্ত্রশাস্ত্র প্রচলিত, কাশ্মীর, নেপাল, মিথিলা, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও মধ্যভারত এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশ সকল তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত। ভগবান ভূতভাবন ভবাণীপতি কৃপা করিয়া পরমা প্রকৃতি পার্ব্বতীকে উপলক্ষ করিয়া যদি তন্ত্রশাস্ত্র না বলিতেন, তাহা হইলে ভারতের অদৃষ্টে বড়ই দুর্দ্দশা হইত। তন্ত্রশাস্ত্র যেমন বেদের বিরোধী নহে সেইরূপ পুরাণাদিরও বিরোধী নহে কারণ, তন্ত্রেতে যে যে দেবতার উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে পুরাণেতে তাহাই আছে। কিন্তু পুরাণমতে মন্ত্র দীক্ষার নিয়ম নাই। গায়ত্রী, সন্ধ্যাবন্দনা, দশবিধ সংস্কার যেমন বেদমতে সম্পাদিত হয়, সেইরূপ অধিকারী ভেদে গায়ত্রী সন্ধ্যা ইষ্টদেবতার পূজা প্রভৃতি তন্ত্রমতে আচরিত হইয়া থাকে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে যে কিছু জ্ঞান কাণ্ডীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার বিধি আছে, তন্ত্র শাস্ত্রে অবিকল সেই সকল বিধি রূপান্তরে বর্ণিত আছে। তন্ত্র শাস্ত্র কোন শাস্ত্রেরই বিরোধী নহে।

কেহ কেহ বলেন তন্ত্র শাস্ত্র আধুনিক শাস্ত্র, কিন্তু না—বিচার স্থলে তাহা বিশিষ্টরূপে দেখান হইয়াছে এবং অসংখ্য দেব ঋষি যক্ষ রক্ষ ও মানব সাধকের তান্ত্রিক সাধন দেখান হইয়াছে। যদি তন্ত্র শাস্ত্র আধুনিক হয় তাহা হইলে সকল শাস্ত্রই আধুনিক হইবে। প্রমাণ স্থলে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্র ব্যভিচারপূর্ণ। যাঁহারা তন্ত্র শাস্ত্রকে ব্যভিচারপূর্ণ বলেন তাঁহারা বেদের আভাস কিছুই প্রাপ্ত হন নাই, যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তন্ত্র হিংসা মূলক শাস্ত্র। যাঁহারা তন্ত্রকে হিংসা মূলক শাস্ত্র বলেন, তাঁহারা বৈদিক অশ্বমেধাদি যজ্ঞ কাণ্ডের পশু হিংসার বিষয় অবগত নহেন এই গ্রন্থের মধ্যভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাহা জ্ঞাত হইবেন।

তন্ত্রশাস্ত্র অবৈদিক। যাঁহারা তন্ত্র শাস্ত্রকে অবৈদিক বলেন তাঁহাদের আদৌ তন্ত্র জ্ঞান নাই। বেদ মন্ত্র এবং তন্ত্রের মন্ত্র একই। এই সমস্ত বিষয়ের যুক্তি, প্রমাণ ও মীমাংসা যথাযথরূপে প্রকৃত স্থলে বিচার পূর্ব্বক দেখান হইয়াছে এইগুলির সমাধান হইলেই তন্ত্র শাস্ত্র যে অতি কল্যাণদায়ক তাহা সর্ব্ব সাধারণে বুঝিতে পারিবেন।

অনেকের বিশ্বাস যে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা বৃদ্ধ বয়সের কার্য্য, যৌবনকালে কেবল সংসারধর্ম্ম করিবে এবং অর্থোপার্জ্জন করিবে, কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক যেহেতু মরণের নির্দ্ধারিত কাল নাই, মরণ জন্য সকলের প্রস্তুত থাকা উচিত এজন্য শাস্ত্রে বলিয়াছে যে—

যুবৈব ধর্ম্ম মন্বিচ্ছেদানিত্যং জীবিতং যতঃ।
কৃতে ধর্ম্মে ভবেৎ কীর্ত্তিরিহ প্রেত্য চ বৈ সুখম্॥

বিষ্ণুসংহিতা।

যুবা কালেই ধর্ম্মকে অনুসরণ করিবে, যে হেতু জীবন অনিত্য; ধর্ম্মকে সাধনা করিলে ইহকালে কীর্ত্তি এবং পরকালে সুখভোগ হয়।

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥

মনুসংহিতা।

আপনার সহায়তার জন্য প্রতি দিন ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া যথাশক্তি ধর্ম্ম সঞ্চয় কর। কারণ, ধর্ম্মের সহায় দ্বারা দুস্তর অন্ধকার (মৃত্যু) হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

সুখন্তু জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মেণ জন্যতে।
অধর্ম্ম জন্য দুঃখস্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাং॥

ভাষাপরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম জন্য যে সুখ তাহা জগতের কাম্য, কিনা জগতে সকলেই সুখ কামনা করে। আর অধর্ম্ম জন্য যে দুঃখ তাহা জীবমাত্রেরই প্রতিকূল, কিনা অপ্রার্থিত

অর্থাৎ কেহই দুঃখ প্রার্থনা করে না। সুতরাং নিজের সুখের জন্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। যিনি না করিবেন তিনি আপন পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিবেন।

অনেকের এরূপ স্বভাব আছে যে নিজে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে না অথচ অন্যকে কুতর্ক দ্বারা অবিশ্বাসে পতিত করিবে। যাহারা এরূপ করে তাহারা ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিক, তাহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই। ইহকালে লোকের কাছে নিন্দিত এবং পরকালে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যথা—

নাস্তিকস্য কৃতঘ্নস্য ধর্ম্মোপেক্ষা রতস্য চ।
বিশ্বাসঘাতকস্যাপি নিষ্কৃতির্নাস্তি সুব্রতে ॥৬৭॥

৭ অ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

অর্থাৎ নাস্তিক, ধর্ম্মদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক এবং কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোনরূপেই নিস্কৃতি নাই। তাহাদের কি ইহকাল কি পরকাল কোন কালেই নিস্তার পাই-বার উপায় নাই।

যাহা হউক নির্ব্বোধ না হইলে আর আপনার সুখে আপনি ব্যাঘাত করে না, ইহা নিশ্চয়। এক্ষণে সাধক সাধিকাগণের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা এই সাধনকল্পলতিকান্তর্গত মন্ত্র ভাগের সাধন পদ্ধতি যেন একবার নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করেন। পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ আছে সে সকল মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিবেন, সেই গুলিই শিবের উক্তি এবং করণীয় ও পদ্ধতি সকল তদনুযায়ী গ্রথিত হইয়াছে। সাধন কালে প্রমাণগুলি বাদ দিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। যাহার পর যে অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা ধারাবাহিক বর্ণিত হইয়াছে মনো-যোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, এতদ্দারা যদি একজন সাধক বা সাধিকার আনুকুল্য বোধ হয় তাহা হইলে আমার সমস্ত পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব কিমধিক বিস্তারেণালম্।

---

* শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মার্থোপার্জ্জনের জন্য কোন সময়েই নিষেধ করেন নাই তবে এই কথা বলিয়াছেন, যে—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥ মহাভারত।

যখন বিদ্যা ও অর্থ চিন্তা করিবে তখন আপনাকে অজর অমর বিবেচনা করিবে। আর যখন ধর্ম্মাচরণ করিবে তখন যম আমার চুলের টিকি ধরিয়া আছে এইরূপ মনে করিবে।

১১৫।৪নং টালিগঞ্জ রোড
কালিঘাট, কলিকাতা।
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল।

ভূতপূর্ব্ব আত্মতত্ত্ব দর্শন এবং
অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার প্রণেতা।
শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়।

সাধনকল্পলতিকা মন্ত্র ভাগের বিষয় বিবরণ।

প্রথম—পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

সাধনকল্পলতিকা।

মন্ত্র ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দীক্ষিতের তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য পদ্ধতি।

সাধন কল্পলতিকার উত্তর ভাগে প্রাতঃকৃত্যের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু মান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য বর্ণিত হয় নাই। কারণ, মান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্যে অদীক্ষিতের অধিকার নাই, এই কারণ বশতঃ অদীক্ষিতের যতটুকু [illegible] কেবল তাহাই যথাবিহিত উত্তর ভাগে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে দীক্ষিত [illegible] পক্ষে মন্ত্র ভাগে এই মান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য বলিব। মান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য কি? [illegible] মন্ত্র সংযুক্ত প্রাতঃকৃত্য। গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া যে প্রাতঃকৃত্য করিতে [illegible] তাহা। তাহার পদ্ধতি এইরূপ—

> ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় বদ্ধ পদ্মাসনঃ সুধীঃ।
> নিধায় ভূত শুদ্ধ্যাদান গুরুং প্রাতঃস্মরেৎসব (১) ॥
>
> রুদ্র যামল।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া সাধক ব্যক্তি নিজ শয্যাতেই [illegible] করণানন্তর গুরুদেবকে স্মরণ করিবেন।

সর্ব্ব প্রথমে কেন ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে? শাস্ত্রকারগণ তাহার [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন। তাহা এই যে—

---

(১) প্রাতঃকৃত্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। [illegible] আমনীয় উক্তিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। শিব যাহা কখনও [illegible] সহে, এই বিধানে সর্ব্ব [illegible] ভূতশুদ্ধি অর্পিত হইল। কিন্তু সাধক [illegible] এরূপ রীতি [illegible] দেখিতে পাই না।

গুরুদেবকে ধ্যান কবিবার পূর্ব্বে শরীর ও মন শোধন করিতে হয়। শরীর শোধনের উপায় ভূতশুদ্ধি (২)। ভূতশুদ্ধি করিবাব যে বিস্তৃত পদ্ধতি আছে তাহা এস্থলে প্রযোজ্য নহে, অথচ ভূতশুদ্ধি ব্যতীত কোনরূপ অর্চ্চনা করিলে তাহা বিফল হয়। একারণ, এস্থলে যাহা সংক্ষেপ তাহাই কবিতে হয়। বিস্তৃত ভূতশুদ্ধি মধ্যাহ্নকৃত্যে বর্ণিত হইবে এক্ষণে যাহা সংক্ষেপে হয় তাহাই বলিতেছি—

১। ভূত শুদ্ধি।

"ওঁ হ্রৌঁ" এই মন্ত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে।

"ঔঁ হ্রৌঁ" এই মন্ত্র শূদ্রের পক্ষে ॥

এই মন্ত্র (১০৮)একশত অষ্টবাব জপ কবিলে ভূত শুদ্ধির ফল হয়।

প্রমাণ যথা, ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে।

জ্যোতির্ম্মন্ত্রং মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
এতজ্জ্ঞান প্রভাবেণ ভূতশুদ্ধেঃ ফলং লভেৎ ॥

আর এক প্রকার সংক্ষেপ ভূত শুদ্ধি আছে—

তাহা প্রাণায়াম করিবার মত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করিতে হয়। যথা—নাশাপুট (বাম নাশা ছিদ্র মুক্ত রাখিয়া এবং দক্ষিণ নাসা ছিদ্র টিপিয়া) ধাবণ করিয়া শ্বাস গ্রহণ সময়ে বলিবে—

"ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীব„
শিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ।১॥

এই মন্ত্রটী বলিয়া বাম নাসা ছিদ্র দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিবে। তাহাতে পূরক হইবে। তৎপরে—

ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ।২ ॥

এই মন্ত্রটী বলিয়া শ্বাসরোধ পূর্ব্বক দুই নাসাপুট বদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিতে হইবে।

(২) দেহ কারণ ভূতানাং ভূতানাং যদশোধনং।
অবয়ব ব্রহ্ম সংযোগাৎ ভূতশুদ্ধি রিয়ংমতা ॥
ভূত শুদ্ধিং বিনাকর্ম্ম জপ হোমার্চ্চনাদিকং।
ভবেত্তু নিষ্ফলং সর্ব্বং প্রকারেণপ্যনুষ্ঠিতং ॥
শৈবাগমে।

তৎপরে—

ওঁ বং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা। ৩ ॥

ওঁ পরমশিব সুষুম্না পথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস

জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংস স্বাহা। ৪ ॥

এই চতুর্থ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রেচন করিবে, কি না শ্বাস ত্যাগ করিবে। এইরূপ করিলেই ভূত শুদ্ধি করা হইবে। ইহার পর চৌর মন্ত্র ন্যাস করিতে হইবে (৩)। যথা—

২। চৌর মন্ত্র ন্যাস ॥

চৌর মন্ত্রং মহামন্ত্রং পঞ্চাশৎগণ তোষণং।

চৌর মন্ত্রং বিনা ভদ্রে শান্তিস্বস্ত্যয়নং কুতঃ ॥

বর্ণ বিলাস তন্ত্র।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে পঞ্চাশৎ গণ-দেবতাকে সর্ব্বাগ্রে পরিতুষ্ট না করিলে সমস্ত পূজা পাঠ বৃথা হয়। এ জন্য প্রথমে কার্য্যের প্রারম্ভে পঞ্চাশৎগণ দেবতা

(৩) চৌর মন্ত্র ন্যাস করা ব্যতীত কোন রূপ দৈব কার্য্যে অধিকার জন্মে না। যথা—

শ্রীগণেশ উবাচ—

অধুনাহং প্রবক্ষ্যামি চৌর মন্ত্র মতঃ শৃণু।

চৌর মন্ত্র পরিজ্ঞানং বিনাহি ব্রাহ্মণীশ্বরি ॥

পুরাণং প্রপঠেদযস্তু স এব মূর্ত্তিমান কলিঃ।

পর জন্মনি পাপিষ্ঠঃ স ভবেচ্চৌর কুক্কুরঃ ॥

শিব পূজা বিষ্ণু পূজা শক্তি পূজা তথৈব চ।

সর্ব্ব পূজাসু যত্তেজো হরতে গনপঃ স্বয়ং ॥

পঞ্চাশদ্গণ দেবানাং জ্যোতির্বিং মুনি পুঙ্গবাঃ।

প্রতি দ্বার পথে দক্ষা প্রতি পদ্মেষু জৃম্ভতে ॥

হরন্তি জপতেজাংসি প্রতি পদ্মেষু সংস্থিতাঃ।

জপপূজাসু যত্তেজ তত্র চৌরা গণাধিপঃ ॥

তস্মাচ্চৌর প্রবোধার্থং চৌর মন্ত্রং জপেদ্দশ ॥

ততস্তু পূজয়েদ্ধীমান্ যজ্ঞ বা ইষ্টদেবতাঃ ॥

বর্ণ বিলাস তন্ত্র।

যাহাতে জপ সংহরণ করিতে না পারেন তজ্জন্য চৌর মন্ত্র দ্বারা সমস্ত শরীরের ছিদ্র সকল কবাট স্বরূপ বন্ধ করিতে হয়।

শরীর দ্বার যথা—

কর্ণদ্বয়ং তথা চক্ষুর্দ্বয়ং নাসা মুখং ততঃ।
নাভি স্থানে লিঙ্গ মূলে গুহ্য স্থানে তথৈব চ॥
মনোদ্বারং ভ্রুবোর্মধ্যে দশৈকং দ্বারমীরিতং।
প্রতিদ্বারে ন্যাসেন্মন্ত্রং চৌরাখ্যং ব্রাহ্মণীশ্বরী॥

গণেশ বিমর্ষিণী তন্ত্র।

শাস্ত্রের উপরোক্ত বচনানুসারে শরীরের দশবিধ দ্বারে চৌর মন্ত্র জপ করিবে (৪)। সেই জপ প্রণালী এইরূপ, যথা—

শারীর স্থান।		বীজ মন্ত্র।	জপ সংখ্যা।
১	হৃদয়ে	ক্রোং	১০ বার
২	চক্ষুর্দ্বয়ে	হ্রীং হ্রীং দশধা পূর্ব্বক	২০ বার
৩	কর্ণদ্বয়ে	হ্রীং হ্রুং ঐ	২০ বার
৪	নাসাদ্বয়ে	হুং হুং ঐ	২০ বার
৫	মুখবিবরে	স্ত্রীং স্ত্রীং	১০ বার

(৪) চৌর মন্ত্র যথা।

অঙ্কুশং প্রথমং বীজং হৃদয়ে দশধা জপেৎ।
প্রজপান্তে ততোমাতঃ কবাটং নিক্ষিপেত্ততঃ॥
হ্রীং হ্রীং বীজদ্বয় মিতি বিন্যসেন্নয়ন দ্বয়ে।
কর্ণয়োশ্চ তথা হ্রীং হ্রীং হুং হুং নাসাদ্বয়ে তথা॥
মুখে স্ত্রীং দ্বিবিধং বীজং নাভৌ ক্লীং সুভগেশ্বরী।
হসৌঃবীজং লিঙ্গমূলে গুহ্যে ব্লুং পরিকীর্ত্তিতং॥
হুংকারঞ্চ ভ্রুবোর্মধ্যে মনস্থানে তথৈব চ।
এতদেকাদশ দ্বারে চৌর মন্ত্রাণি বিন্যসেৎ॥
দশধা চৌর মন্ত্রঞ্চ একধা বাপি বীজকং।
অনেনৈব জপে নাপি প্রতি দ্বারে কবাটকং॥

গণেশ বিমর্ষিণী তন্ত্র।

৬	নাভিমূলে	ক্লীং	১০বার
৭	লিঙ্গমূলে	হেসৌঃ	১০বার
৮	গুহ্যে	বুং	১০বার
৯	ভ্রূমধ্যে	হুং	১০বার
১০	শিরসী	হ্রীং শ্রীং ক্লীং	১০বার

চৌব মন্ত্র ন্যাসান্তে গুরুদেবকে চিন্তা করিতে হইবে। চিন্তা কালীন এইরূপ ভাবনা করিবে যে, শিরস্থিত সহস্রদল কমল (৫) মধ্যে হংসপীঠোপরি গুরুদেব শ্বেত কলেবর, প্রসন্ন মুখমণ্ডল, প্রশান্ত হৃদয় এবং শান্ত মূর্ত্তি বিশিষ্ট হইয়া নিজ শক্তি সহিত বিরাজিত আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া নাভি মণ্ডলে দক্ষিণ হস্তোপরি বাম হস্ত (৬) রাখিয়া গুরুদেবের ধ্যান করিতে হইবে। যথা—

৩। গুরু ধ্যান যথা।—

ওঁ। বরাভয়ং করং শান্তং শুক্ল বর্ণং সশক্তিকং।
জ্ঞানানন্দ ময়ং সাক্ষাৎ সর্ব্ব ব্রহ্ম স্বরূপকং॥

কালী কুলামৃত তন্ত্র।

শুক্ল বর্ণ বিশিষ্ট গুরুদেব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ এবং জ্ঞানানন্দময়, তিনি নিজ শক্তি সহিত সহস্রারে থাকিয়া সাধককে এক হস্তে বর এবং অপর হস্তে অভয় প্রদান করিতেছেন। এইরূপ ভাবে ধ্যান করিতে হইবে।

এ পদ্ধতি কেবল তারা বিষয়ে। অন্যান্য দেবতা স্থলে বাম হস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া ধ্যান করিতে হয়।

সাধারণ নিয়ম এই যে, বাম হস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া গুরুদেবের ধ্যান করিবে। অর্থাৎ পুং দেবতার ধ্যান কালে বামহস্তোপরি দক্ষিণহস্ত ও স্ত্রী দেবতার ধ্যান কালে দক্ষিণহস্তোপরি বামহস্ত রাখিতে হয়।

(৫) অথাতঃ প্রাতরুত্থায় শয্যায়াং সুসমাহিতঃ।
শিরস্থ কমলে ধ্যায়েৎ স্ব গুরুং শিব রূপিণং॥

ভৈরব তন্ত্রে।

(৬) স্ব নাভৌ দক্ষিণে হস্তে বাম হস্তং নিধায় চ।
ধ্যায়েত্তু সহস্রারে শ্রীগুরুং শক্তি সংযুতং।

তারারহস্যে।

এরূপপ্রকার সংক্ষেপ গুরুর ধ্যান আর শাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর এবং বৈষ্ণব এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের জন্য এই ধ্যানটিই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষেপ। তন্ত্রান্তরে বহুবিধ গুরুর ধ্যান আছে। (৭) সমস্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যিনি যেরূপ ধ্যান গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সেইরূপ করিবেন।

অনেকের স্ত্রী গুরু আছেন, স্ত্রী গুরুর ধ্যান স্বতন্ত্র। তাহা হইলেও তাহা কেবল লিঙ্গ ব্যত্যয় মাত্র, অর্থাৎ—"ব্যত্যয় বহুলমিতি" পাণিনী সূত্রে উল্লেখ আছে যে, লিঙ্গ ব্যত্যয় দ্বারা পুং গুরুকেই স্ত্রীরূপে ধ্যান করা হয় মাত্র। বস্তুত গুরু শব্দ পুংলিঙ্গ বাচক। যাহা হউক স্ত্রী গুরু ধ্যানের রীতি আছে। অনেকে আপন আপন মাতৃদেবীর নিকট দীক্ষিত হন, এজন্য স্ত্রীগুরু ধ্যানের আবশ্যক আছে।

৪। স্ত্রীগুরুর ধ্যান, যথা—

তরুণারুণ কল্পাভাং করুণাপূর্ণ লোচনাং।
বরাভয়করাং শান্তাং স্মরামি নবগৌরবীম্॥

এ ধ্যানটীও সংক্ষেপ। স্ত্রীগুরুরও দীর্ঘ ধ্যান আছে (৮)। যাহা হউক স্ত্রী বা পুং গুরুর ধ্যানানন্তর মানস উপচারে পূজা করিতে হয়।

(৭) পুং গুরুর দীর্ঘ ধ্যান, যথা—

পদ্মাসীনং স্মিত মুখং বরাভয় করাম্বুজং।
শুক্ল মাল্যাম্বর ধরং শুক্ল গন্ধানুলেপনং॥
বামোরু স্থিতয়া রক্ত শক্ত্যা লিঙ্গিত বিগ্রহং।
তয়া স্বদক্ষ হস্তেন ধৃত চারু কলেবরং॥
বামেণোৎপল ধারিণ্যা সুরক্ত বসন স্রজা।
সিত রক্ত প্রভাং বিভ্রচ্ছিব দুর্গা স্বরূপিণং॥

রুদ্র যামল।

অপিচ সংক্ষেপ ধ্যান। যথা—

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং [illegible]ভুজং [illegible]।
প্রসন্ন বদনং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকং॥

(৮) স্ত্রী গুরুর দীর্ঘ ধ্যা[illegible]

সহস্রারে মহাপদ্মে কিং

মতান্তরে সৌরাদি পঞ্চোপাসক ভেদে গুরুদেবের বর্ণ ভেদ হইয়া থাকে। যথা—শাক্তের পক্ষে শ্বেতবর্ণ, শৈবের পক্ষে গৌরবর্ণ, সৌরীর পক্ষে পীতবর্ণ, গাণপত্যের পক্ষে রক্তবর্ণ ও বৈষ্ণবের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ নীলবর্ণ বা শ্যামবর্ণ ধ্যান করিতে হয়। যথা—

তত্র হংসাখ্য পীঠেতু স্বগুরুং রক্ত বর্ণকং।

কৃষ্ণার্চ্চন চন্দ্রিকা।

সহস্রারে গুরুধ্যায়েৎ সুরক্তং পদ্মলোচনম্।

কৌলাবলী তন্ত্র।

নীলাম্বরং নীল বিলেপ যুক্তং শঙ্খাদিভূষং মুদিতং দ্বিনেত্রম্।

বীর চূড়ামণৌ।

শ্রীগুরুং পরমানন্দং চাক্ষ মুদ্রা লসৎ করম্।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিল সিদ্ধিদম্॥

শিব তাণ্ডব।

শ্বেতাম্বরং ধরং গৌরং শ্বেতাভরণ ভূষিতং।
ইত্যাদি ধ্যানং বৈষ্ণব বিষয়ে বোদ্ধব্যং। শ্যামা রহস্যম্।

শাক্তাদৌ তু রক্ত মাল্যাম্বর ধরঃ সুরক্তং। পদ্ম বিষ্টরং ইতি সারদা তিলক

প্রফুল্ল পদ্ম পত্রাক্ষীং ঘন পীন পয়োধরাম্॥
প্রসন্ন বদনাং ক্ষীণ মধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং।
পদ্মরাগ সমাভাসাং রক্ত বস্ত্র সুশোভনাং॥
রক্ত কঙ্কণ পাণিঞ্চ রক্ত নূপুর শোভিতাং।
শরদিন্দু প্রতীকাশ রক্তোদ্ভাসিত কুণ্ডলাং।
স্বনাথ বামভাগস্থাং বরাভয় করাম্বুজাম্॥

গুরুদেবের অন্য প্রকার ধ্যান—

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
শ্বেতাম্বর পরিধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনং॥
বরাভয় করং শান্তং করুণাময় বিগ্রহং।
বামেনোৎপল ধারিণ্যা শক্ত্যা লিঙ্গিত বিগ্রহং।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্ট দায়কং॥

টিকাকারঃ॥ তন্মাত্তু শ্বেত বর্ণ মপি গুরোর্ধ্যানানন্তরং ভবতি। শক্তি বিষয়ে তত্র ব্রহ্ম রন্ধ্রে সহস্রারে কর্পূর ধবলো গুরু। ইতি জ্ঞানার্ণবে॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম রন্ধ্রমধ্যে শুক্লবর্ণ, দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র, গুরু অবস্থিত আছেন, তাঁহার পরিধান শুক্লবর্ণ বস্ত্র, শ্বেত মাল্যধারী, শ্বেতচন্দন লিপ্ত, তাঁহার এক হস্তে বর ও এক হস্তে অভয়, তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও করুণাময়। তাঁহার বামদিকে (রক্তবর্ণ) শক্তি, বাম হস্তে উৎপল ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহার শরীর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ ধ্যান করিবে।

শ্যামা রহস্যে শ্বেতবর্ণগুরুর যে ধ্যান বলা হইয়াছে তাহা বিষ্ণু বিষয়ে। অর্থাৎ বৈষ্ণব সাধক দিগের জন্য। শক্তি বিষয়ে গুরুর ধ্যানে রক্ত বর্ণ বলা হইয়াছে। পুনরায় বলা হইয়াছে যে, শক্তি বিষয়েও শ্বেতবর্ণ রূপে গুরুদেবকে ধ্যান করিতে পারিবে। এক্ষণে ব্যক্তব্য এই যে, যিনি যেরূপ উপদেশ পাইয়াছেন তিনি সেইরূপ বর্ণে ধ্যান করিবেন, আর যাঁহারা উপদেশ স্মরণ রাখিতে পারেন নাই তাঁহারা শ্বেত বর্ণ ধ্যান করিবেন। ধ্যানানন্তর মানস পূজা (৯) করিতে হয়।

৫। মানসোপচার, যথা—

পৃথিব্যাত্মক গন্ধঃ স্যাদাকাশাত্মক পুষ্পকং।
ধূপো বায়্বাত্মকঃ প্রোক্তো দীপো বহ্ন্যাত্মকঃ পরঃ॥
রসাত্মকঞ্চ নৈবেদ্যং পূজা পঞ্চোপচারিকা।
কনিষ্ঠা পৃথিবী তত্ত্বং তদ্‌যোগাদ্‌ গন্ধ যোজনং॥
অঙ্গুষ্ঠো গগণং তত্ত্বং তে নৈব পুষ্প যোজনং।
তর্জ্জনী বায়ু তত্ত্বং স্যাদ্ধূপং তে নৈব যোজয়েৎ॥
তেজস্তত্ত্বং মধ্যমাস্যাদ্দীপং তে নৈব যোজয়েৎ।
অনামা জল তত্ত্বং স্যা তে নৈব যোজয়েচ্চকং॥

গুরু গীতা।

(৯) এবং ধ্যাত্বা কুলেশানিং মানসৈরুপচারকৈঃ।
পূজয়িত্বা জপেন্ মন্ত্রী মায়া তত্ত্বং বীজ মুক্তমম্॥ ২৯॥
যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে।
ততস্ত প্রণমেদ্ধীমান্ মত্রে ন্যাসেন সংযুতকম্॥ ৩০॥

ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ পূজা করিতে হইলে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুল এই ষড় উপচার দ্বারা সংক্ষেপ পূজা করিতে হয়, কিন্তু ভোরবেলা শয্যায় বসিয়া এ সকল পুজোপহার দ্বারা পূজা করা অসম্ভব, এজন্য পঞ্চ ভূতের বীজ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ উপচার এবং পঞ্চভূতের সমষ্টি দ্বারা একটী উপহার কল্পনা করিয়া মনে মনে পূজা করিতে হয়। যথা পৃথিবীকে, গন্ধ কিনা চন্দন স্বরূপা পৃথিবীর বীজ মন্ত্র "লং"। হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে পৃথিতত্ব বলে। অর্থাৎ পৃথিতত্বের পরিণামে কনিষ্ঠাঙ্গুলির উৎপত্তি এ নিমিত্ত কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে লং বীজ দ্বারা গন্ধ কল্পনা করিয়া অর্পণ করিবে। পৃথিবীর গন্ধ গুণ স্বাভাবিক। গন্ধ অর্পণ করিবার সময় উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি যোগে মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাহার কারণ এই যে, আকাশ হইতে অপর চারি ভূতের উৎপত্তি। অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী কিনা মৃত্তিকা, এই পঞ্চ ভূতকে যথাক্রমে—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। এইগুলি কনিষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী,

মানসে গুরু পূজা।

মিথুনং চিন্তয়িত্বাতু মানসৈরুপচারকৈঃ।
ভৌতিকৈঃ পূজয়েদ্বিধান মুদ্রা মন্ত্র সমন্বিতৈঃ॥

অন্নদা কল্প তন্ত্র।

অর্থাৎ সশক্তিক যুগলরূপ গুরুদেবকে চিন্তা করিয়া পঞ্চ ভূতাদির পঞ্চগুণ সমন্বিত মুদ্রা ও মন্ত্রদ্বারা মানসিক পঞ্চ উপচারে গুরুদেবের পূজা করিবে। যথা—

গন্ধং ভূম্যাত্মকং দদ্যাত্তাব পুষ্পং ততঃ পরং।
ধূপং বাষ্বাত্মকং দেয়ং তেজসা দীপমেব চ॥
নৈবেদ্যমমৃতং দদ্যাৎ পানীয়ং বরুণাত্মকং।
অম্বরং মুকুরং দদ্যাচ্চামরং ছত্রমেবচ॥
তত্তন্মুদ্রা বিধানেন সংপূজ্যায় গুরুং জপেৎ॥

কঙ্কাল মালিনী তন্ত্র।

অভিষিক্ত হইলে গুরু দেবের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিবে, যথা—ওঁ "ঐং" কনিষ্ঠাভ্যাং "লং" পৃথ্যাত্মক গন্ধং সশক্তিক শ্রীঅমুকানন্দ নাথ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। এই রূপে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুল সমর্পণ করিবে। যথা স্থানে সে সকল বর্ণিত হইবে।

মধ্যমা ও অনামিকা হইতে গন্ধ পুষ্পাদিরূপে কল্পিত হয়। পূজা করিবার সময় এইগুলিকে যেরূপে অর্পণ করিতে হইবে তাহা দেখান যাইতেছে। যথা—

৬। গুরুদেবের পূজা প্রকরণ।

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি যোগে—গন্ধ সমর্পণ। মন্ত্র যথা—

ঐং কনিষ্ঠাভ্যাং লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সশক্তিক শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে—পুষ্প সমর্পণ। যথা—

ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সশক্তিক শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

উভয় হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—ধূপ সমর্পণ। যথা—

ঐং তর্জ্জনীভ্যাং যং বায়ুাত্মকং ধূপং সশক্তিক শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

উভয় হস্তের মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—দীপ সমর্পণ। যথা—

ঐং মধ্যমাভ্যাং রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সশক্তিক শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

উভয় হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—নৈবেদ্য সমর্পণ। যথা—

ঐং অনামিকাভ্যাং বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সশক্তিক শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

পঞ্চ ভূতের দ্বারা গন্ধপুষ্পাদি শেষ হইয়া গেল। তাহার পর ঐ পঞ্চভূতের সমষ্টি দ্বারা কৃতাঞ্জলিঃ পূর্ব্বক বলিতে হয়।

ঐং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলং সশক্তিক শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

এই ষষ্ঠ উপচার দ্বারা গুরুদেবের পূজা করা হইল। এক্ষণে জপ করিতে হইবে। জপ করিতে হইলে হয় মালা, না হয় অঙ্গুলিপর্ব্ব দ্বারা জপ করিতে হইবে। কারণ, এত ভোরবেলা মালা কোথায় আছে কে তাহার খোঁজ করে

শ্রীগুরোঃ স্তোত্র।

ওঁ নমঃ শ্রীনাথায় শ্রীমহাদেব্যুবাচ।—

গুরোর্মন্ত্রস্য দেবস্য ধর্ম্মস্য তস্য ত্র বদ।
বিশেষস্তু মহাদেব তদ্বদস্ব দয়ানিধে॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।—

জীবাত্মানাং পরমাত্মানাং দানং ধ্যানং যোগো জ্ঞানং।
উৎকল কাশী গঙ্গামরণং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং॥ ১॥
প্রাণং দেহং গেহং রাজ্যং স্বর্গং ভোগং যোগং মুক্তিং।
পং॥ ২॥

এজন্য অঙ্গুলি পর্ব্বে জপ করিবার পূর্ব্বে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কর ও শরীর শুদ্ধ করিতে হইবে। ন্যাস করিবার প্রণালী এবং মন্ত্র এইরূপ। মন্ত্র হইতেছে—"শ্রীগুরবে নমঃ"। এই মন্ত্রের দ্বারা করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিতে হইবে।

৭। করন্যাস।

শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গুঁং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। রঁং মধ্যমাভ্যাং বষট্। বেং অনামিকাভ্যাং হুঁং। নং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। মঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এই বলিয়া সমস্ত অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিতে হয়। ইহার নাম গুরু-দেবের করন্যাস।

৮। অঙ্গন্যাস।

শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ। গুঁং শিরসে স্বাহা। রঁং শিখায়ৈ বষট্। বেং কবচায় হুঁং। নং নেত্রত্রায় বৌষট্। মঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায়

বানপ্রস্থং যতিবিধ ধর্ম্মং পারমহংস্য ভিক্ষুকচরিতং।
সাধোঃ সেবাং বহুসুখ ভুক্তিং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ॥ ৩ ॥
বিষ্ণৌ ভক্তিং পূজন রক্তিং বৈষ্ণব সেবাং মাতরি ভক্তিং।
বিষ্ণোরিব পিতৃসেবন যোগং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ॥
প্রত্যাহারং চেন্দ্রিয় যজনং প্রাণায়ামং ন্যাস বিধানং।
ইষ্টে পূজা জপ তপ ভক্তি ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ॥ ৫
কালী দুর্গা কমলা ভুবনা ত্রিপুরা ভীমা বগলা পূর্ণা।
শ্রীমাতঙ্গী ধূমা তারা ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ॥ ৬ ॥
মাৎস্যং কৌর্ম্মং শ্রীবারাহং নরহরিরূপং বামন চরিতং।
নর নারায়ণ চরিতং যোগং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ॥ ৭ ॥
শ্রীভৃগুদেবং শ্রীরঘুনাথং শ্রীযদুনাথং বৌদ্ধং কল্ক্যং।
অবতারাদশ বেদবিধানং ন গুরো রধিকং ন গুরোরধিকং ॥ ৮ ॥
গঙ্গা কাশী কাঞ্চীদ্বারা মায়া যোধ্যাহবন্তী মথুরা।
যমুনারেবা পুষ্কর তীর্থং ন গুরো রধিকং ন গুরো রধিকং ॥ ৯ ॥
গোকুলং গমনং গোপুর রমণং শ্রীবৃন্দাবন মধুপুর রটনং।
এতৎ সর্ব্বং সুন্দরি মাতর্গুরো রধিকং ন গুরো রধিকং ॥ ১০ ॥

ফট্। এই বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ইহারই নাম গুরুদেবের অঙ্গন্যাস।

এইবারে গুরু শব্দের গ কারের কর এবং অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। যথা—

৯। করন্যাস।

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপর উভয় হস্তের তর্জ্জনী রাখিয়া বলিবে—গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

উভয় হস্তের তর্জ্জনীর উপর উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া বলিবে—গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।

উভয় হস্তের মধ্যমার উপর উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া বলিবে—গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্।

উভয় হস্তের অনামিকার উপর উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া বলিবে গৈং অনামিকাভ্যাং হুং।

উভয় হস্তের কনিষ্ঠার উপর উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া বলিবে গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।

পরে গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। ইহার পর অঙ্গন্যাস করিবে, যথা—

১০। গুরু শব্দের গকারের অঙ্গন্যাস। যথা—

গাং হৃদয়ায় নমঃ—বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। পরে—

গীং শিরসে স্বাহা—বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা ব্রহ্ম তালু স্পর্শ করিবে। পরে—

গূং শিখায়ৈ বষট্—বলিয়া শিখা স্পর্শ করিবে, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা। পরে—

তুলসী সেবা হরিহর ভক্তি গঙ্গাসাগর সঙ্গম মুক্তিঃ।
কিম্ পরমধিকং কৃষ্ণে ভক্তির্ণগুরো রধিকং ন গুরো রধিকং ॥ ১১ ॥
এতৎ স্তোত্রং পঠতি চ নিত্যং মোক্ষজ্ঞানী সোহপিচ ধন্যং।
ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্যদধ্যেয়ং ন গুরো রধিকং ন গুরো রধিকং ॥ ১২ ॥

ইতি বৃহদ্বিজ্ঞান পরমেশ্বর তন্ত্রে ত্রিপুরা শিব সংবাদে শ্রীগুরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তং ॥

গৈং কবচায় হুং—বলিয়া পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির দ্বারা বাম বাহু ও বাম হস্তের পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিবে। পরে—

গৌং নেত্রায় বৌষট্ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বাবা চক্ষুদ্বয় স্পর্শ করিবে। পরে—

গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া দক্ষিণ হস্তেব তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ কবিয়া বাম হস্তেব পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে।

তদনন্তব—গুরুপঙ্‌ক্তি নমস্কার কবিবে, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিবে—বামে গুরুভ্যো নমঃ, পরম গুরুভ্যো নমঃ, পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণে গণেশায় নমঃ। মধ্যে ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ। বলিয়া নমস্কার করিবে। তৎপরে "ঐং" এই গুরু মন্ত্র ১০৮ একশত অষ্টবাব জপ করিবে। জপান্তে গো যোনি মুদ্রায় জপ সমর্পণ কবিবে। জপ সমর্পণ মন্ত্র যথা—পুং গুরু পক্ষে—দক্ষিণ হস্তে।

১১। ওঁ—গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতুমে দেব তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরঃ॥

১২। স্ত্রীগুরু পক্ষে জপ সমর্পণ মন্ত্র। যথা—বামহস্তে।
গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতুমে দেবী তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরি॥

তৎপবে ঐং মন্ত্রে প্রণায়াম কবিয়া গুরুদেবকে নমস্কার কবিবে। নমস্কার মন্ত্র যথা—

১৩। পুং গুরুর নমস্কার।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জপ সমর্পণ বিধি। যথা—

গুহ্যাতি গুহ্য মন্ত্রেণ গোযোনি মুদ্রয়া তথা।
জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বাম হস্তে ক গহ্বরে॥

গো যোনি মুদ্রা। যথা—

দক্ষিণ বা বাম হস্তাঙ্গুলী মুঠা করিলে, কনিষ্ঠাঙ্গুলী মূলের নিম্নদেশে যে একটী যোনির ন্যায় আকৃতি হয়, তাহার নাম গোযোনি মুদ্রা।

ন গুরোরধিকং তত্ত্ব ন গুরোরধিকং তপ।
তত্ত্বজ্ঞানং পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অপিচ— গুরুগীতা।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমোঽস্তু গুরবেতস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাগমৃতং হন্তি বিষং সংসার সংজ্ঞকং॥

শৈবাগমে।

ভবপাশ বিনাশায় জ্ঞান দৃষ্টি প্রদর্শিনে।
নমঃ সদ্‌গুরবে তুভ্যং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনে॥
নরাকৃতি পরব্রহ্ম রূপায় জ্ঞান হারিণে।
কুলধর্ম্ম প্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পদ্ম বাহিনী তন্ত্র।

১৪। স্ত্রীগুরুর নমস্কার যথা। যথা—
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবত্বাদি জীবন্মুক্তি প্রদায়িনী।
জ্ঞান বিজ্ঞান দাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

দেবতা হইলে দক্ষিণ হস্তে ও দেবী হইলে বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিতে হয়। যথা—

দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্য বারিভিঃ।
জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বাম হস্তে বিচক্ষণঃ॥

জপরহস্য ধৃত তন্ত্র বচনং।

বিষ্ণু বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র। যথা—
গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ জনার্দ্দন॥

শৈব হইলে "জনার্দ্দন" স্থলে "মহেশ্বর"; সৌর ও গাণপত্য হইলে, "জনার্দ্দন" স্থলে "সুরেশ্বর" বলিবে। শাক্ত হইলে, "জনার্দ্দন" স্থলে—সুরেশ্বরি বা মহেশ্বরি বলিবে।

নমস্তে দেব দেবেশি নমস্তে হর পূজিতে।
ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্য নমোনমঃ॥

বামকেশ্বর তন্ত্র।

এইরূপে গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া বাগভব বীজ "ঐং" মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ত্রয় করিবে। পরে অভ্যাস থাকিলে স্তোত্র, স্তব, কবচ পাঠান্তর সংযত চিত্তে গুরুদেবকে নমস্কার করিবে। এ স্থলে কেবল "গুরুবে নমঃ" বলিয়া নমস্কার করিবে। নমস্কারান্তে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে হইবে। যথা—

১৫। ইষ্ট পূজা।

প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েন্নিজ দেবতাম্।
পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বাতাং মূল মন্ত্র জপঞ্চরেৎ ॥২৩॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

গুরু স্তব। যথা—

নমস্তুভ্যং মহামন্ত্র দায়িনে শিব রূপিণে।
ব্রহ্ম জ্ঞান প্রকাশায় সংসার দুঃখ তারিণে॥১॥
অতি সৌম্যায় বিদ্যায় বীরায়া জ্ঞান হারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুল কৌলিন্য দায়িনে॥২॥
শিব তত্ত্ব প্রকাশায় ব্রহ্ম তত্ত্ব প্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকা ভয় দায়িনে॥৩॥
অনাচারাচার ভাব বোধায় ভাব হেতবে।
ভাবাভাব বিনির্মুক্ত মুক্তি দাত্রে নমোনমঃ॥৪॥
নমস্তে সম্ভবে তুভ্যং দিব্য ভাব প্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দ স্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ॥৫॥
শিবায় শক্তি নাথায় সচ্চিদানন্দ রূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলি কলাত্মনে॥৬॥
কুল পূজোপদেশায় কুলাচার স্বরূপিণে।
আরক্ত নিজ তচ্ছক্তি বামভাগ বিভূতয়ে॥৭॥

অর্থাৎ উল্লিখিত মত গুরুদেবের প্রণামান্তে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে হইবে। এ স্থলে ইষ্ট দেবতা অর্থে কুলকুণ্ডলিনী। তাহা হইলে কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান ও পূজাদি করিতে হইবে।

এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই ইষ্টদেবতা স্বরূপ। তিনি মনুষ্য ... দেহাভ্যন্তরে আছেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে-কুণ্ডলিনী (১) শক্তির আশ্রয় ... স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। ঐ লিঙ্গ ত্রিবলয়াকারে সর্পাকারে বেষ্টিত হইয়া আছেন। দেহের অভ্যন্তরে গুহ্য দেশ ও মেড্রের মধ্যস্থানে একটী পদ্ম আছে, তাহার নাম মূলাধার। অর্থাৎ দেহের সমস্ত ধমনি যে স্থান হইতে উত্থিত বা, যে স্থানে সমস্ত ধমনির মূল দেশ তাহারই নাম মূলাধার। এ জন্য ঐ স্থানকে মূলাধার পদ্ম বলে। ঐ পদ্ম মধ্যে যে কর্ণিকা আছে কিনা বীজ কোষ আছে, তাহাতে বহ্নিমণ্ডল নামক ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্র মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ মহাদেব আছেন। ঐ মহাদেবকে তড়িদ্বর্ণা মৃণাল তন্তু সদৃশ সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী শক্তি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকৃতি রূপে সর্পাকারে বেষ্টন পূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিতা আছেন। সাধক ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া জাগরিত করিবেন।

তৎপরে গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে ব্রহ্মবর্ত্ম মধ্যে কিনা ব্রহ্ম রন্ধ্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত যে সূক্ষ্ম পথ আছে সেই পথ দিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে লইয়া গিয়া সহস্রারস্থিত পরম শিবের ক্রোড়ে বসাইয়া দিবে।

নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমোনমঃ।
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ ॥৮॥
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি।
কুল সম্ভব পূজায়াং মাদৌ যো ন পঠেদিদং ॥৯॥
বিফলা তস্য পূজাস্যাদভিচারায় কল্প্যতে।
ইতি কুব্জিকা তন্ত্রে গুরু স্তোত্রং সমাপ্তং ॥

(১) কুলং শিবরিতি প্রোক্তং শক্তিঃ কুণ্ডলিনী শিবা।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র কুল কুণ্ডলিনী তু সা ॥১॥
মূলাধার প্রকরণ, পদ্মবাহিনী তন্ত্র।

কুল অর্থে-শিব এবং কুণ্ডলিনী অর্থে-শক্তি রূপা শিবানী এই উভয়ের সংমিলন হইলেই কুলকুণ্ডলিনী নাম হইয়া থাকে।

১৬। তাহার পদ্ধতি এইরূপ।

প্রথমতঃ মূলাধার হইতে ব্রহ্ম রন্ধ্র পর্য্যন্ত মূল বিদ্যা কুণ্ডলিনীর ভাবনা করিবে। অর্থাৎ কুল কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। ধ্যান বহু প্রকার আছে তন্মধ্যে যাহা সংক্ষেপ তাহাই করিবে। যথা—

ওঁ প্রসুপ্ত ভুজগাকারাং সয়ম্ভু লিঙ্গমাশ্রিতাং।
বিদ্যুৎ কোটি প্রভাং দেবীং বিচিত্র বসনান্বিতাং।
শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণ প্রিয়াং॥ যোগসারে।

অর্থাৎ যিনি নিদ্রিতা, সর্পাকার এবং সয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন; যাঁহার রূপ কোটি বিদ্যুৎ সদৃশ, যাঁহার বসন অতি বিচিত্র, যিনি শৃঙ্গারাদি রসে আনন্দিত এবং সকল সময়েই কারণ প্রিয়া। এইরূপ ভাবে কুলকুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবে।

শ্রীগুরুস্তোত্র। যথা—

নমস্তে দেব দেবেশি নমস্তে হর পূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
ভব বন্ধন পাশস্য তারিণী জননী পরা।
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
শ্রীনাথ বামভাগস্থা সদয়া সুর পূজিতা।
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দ স্বরূপিণী।
মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু স্বরূপাচ মহারুদ্র স্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্ম স্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিরূপা চ সদা ঘূর্ণিতা লোচনা।
স্বনাথক সমালিঙ্গা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবত্বাদি জীবন্মুক্তি প্রদায়িনী।
জ্ঞান বিজ্ঞান দাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদ তন্ত্রে হর পার্ব্বতী সংবাদে শ্রী গুরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তং॥

তাহাব পর কুলকুণ্ডলিনীকে জাগবিত কবিতে হইবে। জাগরণ মন্ত্র—

১৭। পবন দহন যোগেন চেতয়েৎ—

অর্থাৎ পবন বীজ "যং" ও বহ্নি বীজ "রং" এই বীজদ্বয় দ্বারা কুণ্ডলিনীব নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইবে। অর্থাৎ যং রং বীজের প্রাণায়ম দ্বাবা নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে হইবে। ষোড়শবার "যং" বীজ জপ দ্বারা পূবক, চতুঃষষ্ঠীবার "রং" বীজ জপ দ্বারা কুম্ভক এবং দ্বাত্রিংশবার "যং রং" বীজ দ্বারা রেচক করিয়া "হুঁ" কার দ্বাবা চেতনা করাইতে হইবে। অর্থাৎ—দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া বাম হস্তে ষোড়শ (১৬) বার "যং" বীজ মন্ত্র জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক পূরক করিবে। তৎপরে উভয় নাসাপুট টিপিয়া ধরিয়া থাকিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট টিপিয়া ধরিয়া থাকিয়া শ্বাস রোধ পূর্ব্বক চতুঃষষ্ঠী (৬৪) বার "রং" বীজ মন্ত্র বাম হস্তে জপ করিয়া কুম্ভক করিবে। পরে দক্ষিণ নাসাপুটের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া বাম নাসাপুটের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি যেরূপ ছিল সেইরূপ রাখিয়া দ্বাত্রিংশ বার (৩২) বার "যং রং" বীজ মন্ত্র

কুণ্ডলিনীর দীর্ঘ ধ্যান।

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধার নিবাসিনীং।
তামিষ্ট দেবতা রূপাং সার্দ্ধ ত্রিবলয়ান্বিতাং॥
কোটি সৌদামিনী ভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টিতাং।
তামুত্থাপ্য মহাদেবীং প্রাণ মন্ত্রেণ সাধকঃ॥
উদ্যদ্দিন কর দ্যোতাং যাবচ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ।
অশেষা শুভ.শান্ত্যর্থং সমাহিত মনাঃ শিবং।
তৎপ্রভা পটলং ব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ॥

যিনি অতি সূক্ষ্মা মূলাধার নিবাসিনী স্বীয় ইষ্টদেবতারূপে সার্দ্ধ ত্রিতয় (সাড়ে তিন প্যাঁচ) বেষ্টনে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন, কোটি বিদ্যুতের ন্যায় যাঁহার দেহ কান্তি, সাধক এরূপ কুণ্ডলিনীকে প্রাণ মন্ত্রে অর্থাৎ "হংসঃ" এই মন্ত্রে প্রবোধিত করিয়া শ্বাস সংযমন পূর্ব্বক একাগ্রমনে ধ্যান করিবে। এবং উদয় কালীন দিনকরের ন্যায় দীপ্তিমতী কুণ্ডলিনীর দেহ প্রভায় এই শরীর পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিবে।

জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে। তৎপরে উহার বিপরীত করিবে। অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া পূরক, সমস্ত টিপিয়া কুম্ভক এবং বাম নাসাপুট মুক্ত রাখিয়া রেচক করিবে। তৎপরে "হুঁ" এই বীজ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুলকুণ্ডলিনীর চেতন করিবে। অর্থাৎ হুঙ্কার শব্দ করিলেই কুণ্ডলিনীর চেতন হইবে। ইহারি নাম পবন দহন যোগ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর চেতন হওয়া। অথবা ভূতশুদ্ধি প্রকরণানুসারে কুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত করিয়া পরে "হংস" এই প্রাণ মন্ত্র দ্বারা মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলকমল মধ্যে পরম শিবে জোযনা করিয়া ভাবনা করিবে।

১৮। যোজনা করিবার প্রণালী।

পরমশিবে কুণ্ডলিনীকে যোজনা করিবার সময় "হং" মন্ত্রদ্বারা পূরককালে কিনা শ্বাস গ্রহণসময়ে কুণ্ডলিনী শক্তিকে বায়ুদ্বারা ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া উত্তোলন করিবে। তৎপরে "হংস" মন্ত্র দ্বারা কুম্ভক সময়ে কুলকুণ্ডলিনীকে পরম শিবে জোযনা করিয়া কুলামৃত নিস্থত করিবে * এবং ঐ অমৃতদ্বারা পরদেবতার তর্পণ করিবে। পরে "সঃ" মন্ত্র দ্বারা রেচক সময়ে কিনা শ্বাসত্যাগ কালীন পুনরায় মূলাধারে নীত করিয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিবে। প্রণায়াম কালের মধ্যে এই সকল কার্য্য সারিতে হইবে। তাহার পর ত্রিবেণীতে স্নান করাইবে ‡।

---

* দীপ্তিমতী কুণ্ডলিনীর দেহপ্রভায় সহস্রার পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং কুণ্ডলিনী স্বীয় স্বামী সহবাসে লাক্ষারসোপম অমৃত নিস্থত করিয়াছেন। সাধক সেই অমৃতদ্বারা পরদেবতা কিম্বা গুরুর তর্পণ করিবে।

স ব্রহ্মা স হরঃ শাস্তঃ স শিবঃ পরম স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ।
ইতি কুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

অর্থাৎ যাঁহারা কুণ্ডলিনীকে পরম শিবে যোজনা করিয়া ভাবনা করিতে পারেন তাঁহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুল্য।

‡ ইড়া গঙ্গেতি বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা যমুনা নদী।
মধ্যে সরস্বতী বিদ্যাৎ প্রয়াগাদি সমন্ততঃ॥
এবং ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং ততো যজেৎ সমাহিতঃ।
মনসা গন্ধ পুষ্পাদ্যৈঃ সংপূজ্য বাগভবং জপেৎ।
ততোবৈ তোষয়েত্তাঞ্চ স্তবেনানেন সাধকঃ॥

তৎপরে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ির মূলস্থানকে ত্রিবেণী অর্থাৎ মূলাধার স্থানকে যুক্ত ত্রিবেণী মনে করিয়া ঐ সহস্রার হইতে আনিত কুণ্ডলিনীকে ঐ প্রয়াগ তীর্থ ত্রিবেণীতে স্নান করাইয়া পরে পূজা ধ্যানাদি করিবে। এই ধ্যান ইষ্টদেবতার ধ্যান স্বরূপ। যথা—

১৯। কুলকুণ্ডলিনীর পুনর্ধ্যান। যথা—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেব স্বরূপিণীং।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং পীনোন্নত পয়োধরাং॥
নব যৌবন সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং।
পূর্ণচন্দ্র নিভাং বক্ত্রাং সদা চঞ্চল লোচনাং॥
নানা রত্ন যুতাং রম্যাং পাদৌ নূপুর শোভিতাং।
কিঙ্কিনী চ তথা কট্যাং রত্ন কঙ্কন মণ্ডিতাং।
কন্দর্প কোটি লাবণ্যাং সদা মধুর হাসিনীং॥

ইচ্ছা হইলে এই স্থানে এই ধ্যান না করিয়া, গুরূপদিষ্ট ইষ্টের ধ্যান করিবে। যাঁহার যা ইষ্টদেবতা তিনি সেই ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবেন এবং আপন আপন উপদেশ মত ইষ্টদেবতার মানস পূজা করিয়া ইষ্ট মন্ত্র ১০৮ একশত অষ্টবার জপ করিবেন। অর্থাৎ যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত, কিনা শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর, ও বৈষ্ণব, এই পঞ্চ সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহার যাহা ইষ্টদেবতা তিনি সেই ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিবেন এবং সেই ইষ্টদেবতার ১০৮ বার বীজমন্ত্র জপ করিবেন। জপান্তে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণায়াম করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রার্থনা যথা—

প্রার্থনা পুং দেবতা বিষ্ণু, শিব, গণপতি ও সূর্য্য পক্ষে।

২০। লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব,
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং,
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে সকলের ঈশ্বর। হে চৈতন্যময় অধিদেব! হে লক্ষ্মীকান্ত। হে বিষ্ণো! তোমারই আজ্ঞাতে প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি সংসার যাত্রার অনুবর্ত্তন করিতেছি।

২১। প্রার্থনা শক্তিপক্ষে।

ত্রৈলোক্য রক্ষাধিময়ে সুরেশি,
শ্রীপার্ব্বতি ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে ত্রৈলোক্য রক্ষা কারিণি! হে সুরেশি! হে পার্ব্বতি! তোমারই আজ্ঞাতে প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি সংসার যাত্রায় অনুবর্ত্তন করিতেছি।

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদি প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগত্যর্থে তদস্তু তব পূজনং॥

প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি জগতের জন্য যাহা কিছু করিব তাহা যেন আপনার পূজা বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও আমি জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যেরূপে নিযুক্ত করিতেছ আমি তাহাই করিতেছি।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য মুক্তঃ স্বভাব বান॥

আমি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে, আমার সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই, আমি নিত্য মুক্তস্বভাব বিশিষ্ট এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শয্যা হইতে বহির্গমন সময়ে ভূমিতে পাদস্পর্শ জন্য পৃথিবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যথা—

দেবী সাধক বলিবেন—

ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়িত্রিশক্তে শ্রীবিশ্বমাতর্ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

সমুদ্র মেখলে দেবি পর্ব্বত স্তন মণ্ডলে।
বিষ্ণু পত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্বমে॥

তৎপরে "ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া উপাসকভেদে অগ্রে দক্ষিণপদ, সাধিকাভেদে বামপদ ভূমিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক শয্যা ত্যাগ করিবে। যাঁহারা দীক্ষিত তাঁহাদের পক্ষে প্রাতঃকৃত্য এই পর্য্যন্ত।

দর্শনং স্পর্শনং কার্য্যং প্রবুদ্ধেন শুভাবহং।
দধ্যাজ্যাদর্শ সিদ্ধার্থ বিল্ব গোরচন স্রজাং।
স্বমাননং ঘৃতে পশ্যেৎ যদীচ্ছেৎ চিরজীবিতং॥

ভাবপ্রকাশ।

দধি, ঘৃত, আদর্শ (আর্শি), শ্বেত সর্ষপ, বিল্বপত্র, গোরোচনা, এবং পুষ্পমাল্য দর্শন ও স্পর্শন করিলে মঙ্গল হয়। দীর্ঘজীবন ইচ্ছা করিলে গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃতে আপনার মুখ দর্শন করিবে।

শ্রোত্রিয়ং সুভগানারিং গাং চৈ বাগ্নি চিতং তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ আপদেভ্যঃ স বিমুচ্যতে॥

ছন্দোগ পরিশিষ্ট।

শ্রোত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সুভগানারী গুরু অগ্নিচিৎ ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রাতঃকালে উঠিয়া যে দর্শণ করে সে সমুদায় আপদ হইতে মুক্তিলাভ করে।

ধারণং পোষণং ত্বত্তো ভূতানাং দেবী সর্ব্বদা।
তেন সত্যেন মাং পাহি পাশান্মোচয় ধারিণি॥

কৃতাঞ্জলিঃ পূর্ব্বক এই মন্ত্র বলিয়া—"ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবেনমঃ॥" বলিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক কুল বৃক্ষ দর্শন করিয়া মলমূত্র ত্যাগাদি করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অভিষিক্তের প্রাতঃকৃত্য।

যাঁহারা অভিষিক্ত তাঁহারা দীক্ষিতদিগের মত সকলই করিবেন। উপরন্তু আবও কিছু বেশী করিতে হইবে। যে যে স্থানে বেশী করিতে হইবে তাহাই বলা যাইতেছে।

ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে গুরুদেবের ধ্যান করিবাব পূর্ব্বে হংস পিঠেব ধ্যান করিতে হইবে। কারণ হংস পিঠের উপরেই গুরু পাদুকা অবস্থান করে। গুরুদেবেব পাদপীঠ স্বরূপ হংসের শরীর জ্ঞানময়, পক্ষদ্বয় আগম ও নিগম, চরণ যুগল শিব শক্তিময়, চক্ষুপুট প্রণব স্বরূপ, নেত্র ও কণ্ঠ কামকলা স্বরূপ। এরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হংস পীঠোপরি এই গুরুদেবই পরম শিব,পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। যোগাবলম্বন ভিন্ন, অর্থাৎ সমাধিস্থ না হইলে এই পরব্রহ্মের দর্শন লাভ হয় না। যিনি বলিবেন আমি ব্রহ্মকে দেখিব তিনি এই স্থানেই ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্ম আত্মা রূপে এই স্থানে প্রত্যেক জীব শরীরে অবস্থান করেন। ব্রহ্মকে বহির্জ্জগতে কোথাও চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। যিনি দেখিবেন তিনি এই স্থানেই দেখিবেন। তিনি সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান আছেন কিন্তু তাঁহার দর্শন কেবল এই স্থানেই পাওয়া যায়।

এই পরম শিবের বা ব্রহ্মের মস্তকোপরি সহস্রদল কমলটী ছত্রাকারে

হংস পীঠ।

অগ্নি সোমৌ পক্ষাবোঙ্কারঃ শিরো, বিন্দুস্তু নেত্রং
মুখং, রুদ্রো রুদ্রাণী চরণৌ, বাহু কালশ্চাগ্নিশ্চোভে
পার্শ্বে ভবতঃ। পশ্যাত্য নাগারশ্চ শিষ্টোভয় পার্শ্বে ভবতঃ ॥৬॥

হংসোপনিষৎ।

হংস পক্ষি স্বরূপ এজন্য পক্ষিরূপেই ধ্যান করা বিধেয়। অগ্নিসোম হংসের পক্ষদ্বয়, ওঁকার ইহার শীরস্থান, বিন্দু ইহার নেত্র, রুদ্র ইহার মুখ, রুদ্রাণী ইহার চরণদ্বয়, কাল ও অগ্নি ইহার উভয় পার্শ্ব, ইহার কোন আগার নাই, ইহার পূর্ব্বাপর বৈরাগ্য বিদ্যমান আছে।

দ্বাদশ দল পদ্মটীকে আবৃত করিয়া আছে। ঐ সহস্রদল কমল মধ্যে যে চন্দ্র মণ্ডল আছে তাহার ক্রোড় দেশে অমাকলা নাম্নী চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে, উহা রক্ত বর্ণা, তড়ীৎ সদৃশা ও অতি সূক্ষ্মা, উহার ক্রোড়ে নির্ব্বাণ কলা আছে। নির্ব্বাণ কলাই সকলের ইষ্টদেবতাস্বরূপ, উহার ক্রোড়ে নির্ব্বাণ শক্তি রূপা মূল প্রকৃতি, বিন্দু ও বিসর্গ শক্তি সহিত পরম শিবকে বেষ্টন করিয়া আছে, ইহার ধ্যানে সাধক নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হংস পীঠের উপর যে পরম শিব বিরাজিত আছেন, তাঁহারই চৈতন্য সত্তায় তাবৎ জীবের চৈতন্যস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। উহার ক্রোড় দেশে যে শক্তিরূপা মূল প্রকৃতি অবস্থিতা আছেন, তিনি তাবৎ জীবের শক্তি, এজন্য ঐ পরম শিবশক্তিকে বেদান্ত মতে সবল ব্রহ্ম ও মায়া বলে। সাংখ্য মতে ঐ পরম শিবশক্তিকে প্রকৃতি পুরুষ বলে; পৌরাণিক মতে হর গৌরী, হরি হর পদ, সীতারাম, ও রাধা কৃষ্ণ বলে এবং তন্ত্র মতে পরম শিব ও পরমা শক্তি বলে। পঞ্চ সম্প্রদায়ের সাধকগণ কিনা—শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর এবং বৈষ্ণব ইহারা সকলেই এই স্থানকে আপন আপন ইষ্টের স্থান বলেন। যথা—

শিব স্থানং শৈবাঃ পরম পুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ।
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহর পদং কেচিদপরে ॥
পদং দেব্যা দেবী চরণ যুগলানন্দ রসিকা।
মুণীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতি পুরুষস্থান মমলং ॥৪৫॥

পরমহংস পূর্ণানন্দ কৃত ষটচক্র।

এই স্থানকে শৈবেরা শিবের স্থান, বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর স্থান, বেদান্তিকেরা হরিহর পদ বা ব্রহ্মের স্থান, শাক্তেরা মহাশক্তি মূলপ্রকৃতির স্থান এবং মুনিগণ প্রকৃতি পুরুষের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

সকল শাস্ত্রেরই অভিমত এই যে,এই সহস্রার পদ্মেই গুরু দেবের ধ্যান করিতে হইবে। গুরুদেব স্বয়ং এই স্থানে বিরাজিত আছেন। এজন্য সহস্রদল পদ্মে গুরুদেবের ধ্যান করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে উত্থায় কুল বৃক্ষং প্রণম্য চ।
শিরঃ পদ্মে সহস্রারে চন্দ্র মণ্ডল মধ্যকে ॥
অকথাদি ত্রিরেখাঢ্যে হংস মন্ত্র সুপীঠকে।
ধ্যায়েন্নিজ গুরুং বীরো রজতাচল সন্নিভং ॥ রুদ্র জামাল

গুরু ধ্যান।

সহস্র দল পঙ্কজে সকল শীত রশ্মি প্রভং
বরাভয় করাম্বুজং বিমল গন্ধ পুষ্পাম্বরং।
প্রসন্ন বদনেক্ষণং সকল দেবতারূপিণং
স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ব্বং গুরুং॥

ধ্যানান্তে পাদুকামন্ত্র (১) উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্প্রদায় পরম্পরা গুরুদেবের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিবে। পাদুকা মন্ত্র যথা—

"ঐঁ হ্রীং শ্রীং হসখ ফ্রেং হসক্ষ মলবরযুং সহখ ফ্রেং সহক্ষ মলবর যীং হেসৌ শ্রী অমুকানন্দনাথায় শ্রী অমুকী দেব্যম্বা শ্রীগুরু পাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।"

তৎপরে ঐঁ হইতে শেষ ফ্রেং পর্য্যন্ত জপ করিবে। এইরূপ পূজা ও জপ সমাপনানন্তর বাগভব (২) বীজ (ঐঁ) মন্ত্রের দ্বারা প্রাণায়ামত্রয় করিবে। পরে কুলগুরুগণকে স্মরণ করিবে।

(১) পাদুকা মন্ত্র।

পরমানন্দ রসাপূর্ণং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকং।
তারত্রয়ং সমুচ্চার্য্য হসখ ফ্রেং ততঃপর॥
হসক্ষ মলবর যুং সহখ ফ্রেং হেসৌস্ততঃ।
অমুকানন্দ নাথান্তে অমুকী দেব্যানন্তরং॥
অম্বা শ্রী পাদুকাং দত্ত্বা পূজয়ামি নমোঽন্তকঃ।
অয়ং শ্রী পাদুকা মন্ত্রঃ সর্ব্বেপ্সিত ফলপ্রদঃ॥

রুদ্র যামল।

(২) অপিচ—

বাগ্বীজঞ্চ মহামায়াং বিষ্ণু শক্তিং সমুচ্চরেৎ।
হসখ ফ্রেং তথানন্দ ভৈরবস্য মনুং ততঃ॥
তস্য শাক্তমনুং পশ্চাত্ততশ্চৈবং হেসৌঃ হেসৌঃ।
শ্রীগুরুশ্চ তথাশক্তের্ম্মন্ত্রমেতৎ সুরেশ্বরি॥
গুরুরানন্দ নাথান্ত শ্চাম্বান্তা শক্তিরীরিতাঃ।
পূজয়ামিতি দেবেশি পূজা বিধিরিতি প্রিয়ে॥

৭প, মাতৃকাভেদ তন্ত্র।

কুল গুরু যথা—

প্রহ্লাদানন্দ নাথাখ্যং সনকানন্দ নাথকং।
কুমারানন্দ নাথাখ্যং বশিষ্ঠানন্দ নাথকং॥

শ্রীগুরু-কবচং। দেব্যুবাচ—

ভূতনাথ মহাদেব কবচং তস্য মে বদ।
গুরু দেবস্য দেবেশ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম স্বরূপিণঃ॥

ঈশ্বরোবাচ—

অথাতঃ কথয়ামীশে কবচং মোক্ষদায়কং।
যস্য জ্ঞানং বিনাদেবি ন সিদ্ধির্নচ সদ্গতিঃ॥
ব্রহ্মাদয়োপি গিবিজে সর্ব্বত্র যাজিনঃ স্মৃতাঃ।
অস্য প্রসাদাৎ সকলা বেদাগম পুরঃসরাঃ॥
কবচস্যাস্য দেবেশি ঋষির্ব্বিষ্ণুরুদাহৃতঃ।
ছন্দোবিরাড় দেবতা চ গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ।
চতুর্ব্বর্গজ্ঞানমার্গ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূর ধবলোগুরু॥
বামোরু স্থিত শক্তি র্যঃ সর্ব্বত্র পরিরক্ষতু।
পরমাখ্যো গুরুঃ পাতু শিরসং মম বল্লভে॥
পরাপরাখ্যো নাসাং মে পরমেষ্ঠী মুখং সদা।
কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদানন্দ নাথকঃ॥
বাহুদ্বৌ শনকানন্দঃ কুমারানন্দনাথকঃ।
বশিষ্ঠানন্দ নাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্ব্বদা॥
ক্রোধানন্দঃ কটীং পাতু সুখানন্দঃ পদং মম।
ধ্যানানন্দশ্চ সর্ব্বাঙ্গং বোধানন্দশ্চ কাননে।
সর্ব্বত্র গুরবঃ পাতু সর্ব্ব ঈশ্বর রূপিণঃ।
ইতিতে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে॥
ভক্তিহীনে দুরাচারে দত্ত্বৈতং মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ।
অস্যৈব পঠনাদ্দেবি ধারণাৎ শ্রবণাৎ প্রিয়ে॥
জায়তে মন্ত্র সিদ্ধিশ্চ কিমন্যৎ কথয়ামিতে।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীর বন্দিতে॥

ক্রোধানন্দ সুখানন্দৌ ধ্যানানন্দং ততঃ পরং।
বোধানন্দং ততশ্চৈব ধ্যায়েৎ কুল মুখোপরি ॥

ধারণান্নাশয়েৎ পাপং গঙ্গায়াং কল্মষং যথা।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যদি মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে ॥
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং কৃত্বা গুরুর্যাতি সুনিশ্চিতং।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন ॥
ইতি কঙ্কাল মালিনী তন্ত্রে গুরু কবচং সমপ্তং।

স্ত্রীগুরু-কবচং।　শিব উবাচ—

স্তোত্রং সমাপ্তং দেবেশি কবচং শৃণু সাদরং।
যস্য স্মরণমাত্রেণ বাগীশ সমতাং ব্রজেৎ ॥
স্ত্রীগুরুকবচস্যাস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
তবাখ্যা দেবতাখ্যাতা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা ॥
ক্লীং বীজং চক্ষুষোর্মধ্যে সর্ব্বাঙ্গংমে সদাবতু।
ঐং বীজং মে মুখং পাতু হ্রীং জিহ্বাং পরিবক্ষতু ॥
শ্রীং বীজং স্কন্ধ দেশং মে হসখফ্রেং ভুজদ্বয়ং।
হকারঃ কণ্ঠদেশং মে সকারঃ ষোড়শং দলং ॥
ক্ষবর্ণ স্তদধঃ পাতু লকারো হৃদয়ং মম।
বকারঃ পৃষ্ঠদেশঞ্চ বকারো দক্ষপার্শ্বকং ॥
যুক্কারো বাম পার্শ্বঞ্চ সকারো মেরুমেব চ।
হকারো মে দক্ষ ভুজং ক্ষকারো বামহস্তকং ॥
মকারশ্চাঙ্গুলিং পাতু লকারো মে নখং বতু।
বকারো মে নিতম্বঞ্চ বকারো জঠরং বতু ॥
যীঙ্কারঃ পাদ যুগলং হেসৌঃ সর্ব্বাঙ্গমেব চ।
হেসৌর্লিঙ্গঞ্চ লোমানি কেশঞ্চ পরিরক্ষতু ॥
ঐং বীজং পাতু পূর্ব্বে মে হ্রীং বীজং দক্ষিণে বতু।
শ্রীং বীজং পশ্চিমে পাতু উত্তরে ভূত সম্ভবং ॥
শ্রীং পাতু অগ্নিকোণে চ বেদাখ্যা নৈর্ঋতে বতু।
দেবাখ্যা পাতু বায়ব্যাং শাম্ভবী শ্রীপাদুকা তথা ॥

মহারস রসোল্লাস হৃদয়া ঘূর্ণ লোচনাঃ।
কুলালিঙ্গ ন সম্ভিন্ন চূর্ণিতা শেষ তামসাঃ॥
কুলশিষৈঃ পরিবৃতাঃ পূর্ণাস্তঃ করণোদ্যতাঃ।
বরাভয় করাঃ সর্ব্বে কুল তন্ত্রার্থ বাদিনঃ॥

ইহার পর বাগভব বীজ "ঐং" এই গুরু মন্ত্র ১০৮ এক শত আটবার জপ করিবে। পরে অভ্যাস থাকিলে গুরু স্তোত্র ও কবচ পাঠান্তর গুরুদেবকে সংযত চিত্তে নমস্কার করিবে। নমস্কার মন্ত্র পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—১৩।১৪।১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পূজয়ামি তথা চোর্দ্ধং নমশ্চাধঃ সদাবতু।
ইতি তে কথিতং কান্তে কবচং পরমাদ্ভুতং॥
গুরুমন্ত্রং জপিত্বা তু কবচং প্রপঠেদ্‌যদি।
স সিদ্ধঃ সগণঃ সোঽপি শিবএব ন সংশয়ঃ॥
পূজাকালে পঠেদ্‌যস্তু কবচং মন্ত্র বিগ্রহং।
পূজাফলং ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি॥
ত্রি সন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি স সিদ্ধোনাত্র সংশয়ঃ।
ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈব স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্‌ যদি॥
তস্য দর্শন মাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ।
বিবাদে জয়মাপ্নোতি রণে চ নির্ঋতেঃ সমঃ॥
সভাযাং জয়মাপ্নোতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ।
সহস্রারে ভাবয়ন্‌ তাং ত্রিসন্ধ্যং প্রপঠেদ্‌ যদি॥
সএব সিদ্ধো লোকেষু নির্ব্বাণ পদমীয়তে।
সমস্ত মঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় চান্যথা পতনং ভবেৎ॥
অভক্তেভ্যশ্চ দেবেশি পুত্রেভ্যোঽপি ন দর্শয়েৎ।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা দশ বিদ্যাঞ্চ যো জপেৎ॥
সনাপ্নোতি ফলং তস্য চান্তে চ নরকং ব্রজেৎ।
সমাপ্তং কবচং দেবি কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥
তবস্নেহান্ন বন্ধেন কিংময়া ন প্রকাশিতং॥
ইতি মাতৃকাভেদ তন্ত্রে শ্রী গুরু কবচং সমাপ্তং।

ইহার পর গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধারে "যং রং" মন্ত্রে পূর্ব্বে যেরূপ কথিত হইয়াছে সেইরূপে প্রবোধিত করিয়া হুঁকার দ্বারা চেতনা করিবে। চেতনা করিয়া কুণ্ডলিনীর ধ্যান পূর্ব্বক পূজা করিবে। পূজা করিয়া অজপা মন্ত্র (১) সমর্পনান্তে মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠানে, ক্রমে মণিপুরে, অনাহতে, বিশুদ্ধে, আজ্ঞাখ্যে, শেষে সহস্রারে লইয়া যাইবে। তাহার ক্রম্ এইরূপ। যথা—

অজপা জপ সমর্পণ পদ্ধতি।

প্রথমে অজপা মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হয় যথা—

অস্য অজপা গায়ত্রী মন্ত্রস্য হংস ঋষিঃ অব্যক্ত
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরম হংসো দেবতা.হং বীজং সঃ
শক্তিঃ সোঽহং কীলকং পরমাত্ম প্রীতয়ে উচ্ছ্বাস
নিশ্বাসাভ্যাং ষটশতা ধিকৈক বিংশতি সহস্র
অজপাজপ সমর্পণেন মোক্ষ প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ।

শিরসি হংস ঋষয়ে নমঃ, মুখে অব্যক্ত গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি পরম হংসায় দেবতায়ৈ নমঃ, মূলাধারে হং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ সঃ শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে সোঽহং কীলকায় নমঃ। তৎপরে ষড়ঙ্গ ও কর-ন্যাস করিবে।

ষড়ঙ্গ ন্যাস। যথা—

ওঁ হংসাং সূর্য্যাত্মনে তেজোবত্যৈ শক্তয়ে হৃদয়ায় নমঃ।
ওঁ হংসীং সোমাত্মনে প্রভাশক্তয়ে শিরসে স্বাহা।
ওঁ হংসূং নিরঞ্জনাত্মনে অবিদ্যা.শক্তয়ে শিখায়ৈ বষট্।
ওঁ হংসৈং নিরাভাসাত্মনে মায়া শক্তয়ে কবচায় হুঁ।
ওঁ হংসৌং অনুসূক্ষ্মাত্মনে ঈক্ষণ শক্তয়ে নেত্রাভ্যাং বৌষট্।
ওঁ হংসঃ অব্যক্তাত্মনে জ্ঞান শক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্॥

হংসোপনিষৎ।

এবং কৃত্বা হৃদয়ে অষ্টদলে হংসাত্মানং ধ্যায়েৎ, অর্থাৎ হংসের ধ্যান করিবে।

---

(১) অজপা মন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

প্রণব মন্ত্র "ওঁ" ব্রাহ্মীস্থিতি জন্য, অজপা মন্ত্র "হংস" অর্দ্ধনারীশ্বর (১) জন্য। সোহং হইতে "স""হ" অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি বাদ দিলে ওঁ হইবে। হ কারে নিশ্বাস বাহিরে আসিতেছে ও স কারে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।

হংসধ্যান, যথা—

গমাগমস্থং গমনাদি শূন্যং
চিদ্রূপ রূপং তিমিরান্তকারং।
পশ্যামিতং সর্ব্বজন প্রধানং
নমামি হংসং পরমার্থ রূপম্ ॥

ধ্যানানন্তর অজপাজপ সমর্পণ করিবে যথা—

মূলাধারে।—

যথা—মূলাধারে স্বর্ণবর্ণ চতুর্দ্দলে বাদিসান্ত চতুর্বর্ণান্বিতে ষট্‌শতং অজপা জপং সশক্তি গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ।

স্বধিষ্ঠানে—

অনেক বিদ্যুন্নিভে বাদিলান্ত ষট বর্ণান্বিতে

চরন্নিবানন্দ মীনান্ ভুঞ্জানো হংস উচ্যতে।
হংকারেণ বহির্যাতি স কারেণ বিশেৎ পুনঃ ॥

হংস অর্থে আত্মা। এই আত্মা হৃৎসরোবরে আনন্দ স্বরূপ মীনকে ভক্ষণ করতঃ সেই স্থানে বিচরণ করেন এজন্য তিনি হংস। আত্মাই "হংস" বীজ সর্ব্বদা জপ করিতেছেন।

(১) অর্দ্ধনারীশ্বরের ধ্যান।

উদ্যদ্ভানু স্ফুরিত তড়িদাকার মর্দ্ধাম্বিকেশং।
পাশা ভীতিং বরদ পরশুং সংদধানং করাব্জৈ।
দিব্যা কল্পৈর্ন বমণি ময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং।
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুর্বব তুনশ্চন্দ্র চূড়ং ত্রিনেত্রম।

হংস মন্ত্রেব নাম অজপা। অজপা রূপ হংস মন্ত্র জীব মাত্রেই দিবা রাত্র আপনা আপনি জপ করে। কারণ শ্বাস প্রশ্বাসের নামই অজপা। যথা—

হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সঃকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ সঃকারঃ শক্তি রুচ্যতে।
সোঽহং হংসঃ পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥ তন্ত্র ॥

শ্বাস বহির্গমন কালে হংকার ও শ্বাস গ্রহণ সময়ে সঃকার উচ্চারিত হয়। হংকাব শিব স্বরূপ এবং সঃকাব শক্তি রূপিণী। হংস মন্ত্রে দুইটি পদ সিদ্ধ হয়। যথা = "সোঽহম্" একটী এবং "হংসঃ" এই আর একটী। প্রকৃতি শক্তি রূপিণীর

ষড়্‌দলে সহস্রং অজপা জপং সাবিত্রী
সহিতায় ব্রহ্মণে সমর্পয়ামি নমঃ।

মণিপুরে—

নীলোৎপল মেঘনিভে ডাদিফান্তদশ-
বর্ণান্বিতে দশদলে ষট সহস্রং অজপা
জপং লক্ষ্মী সহিতায় নারায়ণায় সমর্পয়মি নমঃ।

অনাহতে—

তরুণ রবিনিভে দ্বাদশবর্ণ যুতে দ্বাদশ
দলে ষট্‌সহস্রং অজপা জপং সশক্তি
শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ।

বিশুদ্ধে—

ষোড়শদলে ষটসহস্রং অজপা জপং
প্রাণধারিণীশক্তি সহিত জীব পুরুষায়
সমর্পয়ামি নমঃ।

আজ্ঞাখ্যে—

শ্রীচন্দ্রপ্রভে দ্বিদলে হক্ষবর্ণান্বিতে
সহস্রং অজপা জপং অর্দ্ধনারীশ্বরায়
মায়া সহিত গুরু মূর্ত্তয়ে সমর্পয়ামি নমঃ।

মন্ত্র "হংসঃ" এবং পুরুষ রূপ শিবের মন্ত্র—"সোঽহম্" এই দুই বাক্য জীব সর্ব্বদা জপ করিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বদা এই হংস মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। এই জপ আপনা আপনি সংসাধিত হয় বলিয়া ইহার নাম অজপা মন্ত্র। অতএব "হংস" মন্ত্রের নাম অজপা মন্ত্র।

অজপা মন্ত্রই বেদ চতুষ্টয়ের মহাবাক্য। যথা—সামবেদীয়-তত্ত্বমসি, ঋগ্বেদীয়-তৎপ্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম অহমস্মি, যজুর্ব্বেদীয়-অহং ব্রহ্মাস্মি, অথর্ব্ব বেদীয়-অয়মাত্মা ব্রহ্ম। এই মহাবাক্যের অর্থও যা আর "সোঽহং" মন্ত্রের অর্থও তা। ভগবান ব্রহ্মা, পিণাক পাণির হংস মন্ত্র লইয়াই বেদ চতুষ্টয়ের মহাবাক্য রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। যথা—

সহস্রারে—

নানাবর্ণোজ্জ্বলে সহস্রদলে অকারাদি
ক্ষকারান্ত সহিতায় সহস্রং অজপা জপং
স্বশক্তি গুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

ইতি জপং সমর্প্য অষ্টোত্তর শত সংখ্য অজপা জপং কুর্য্যাৎ।

তৎপরে পরিপুত মন হইয়া ইষ্ট দেবতাকে নমস্কার পূর্ব্বক চিন্তা করিবে—

পরদেব্যা হৃদিস্থেন প্রেরিতেন করোম্যহং।
নমে কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বাপি কৃত্যমস্তি জগত্ত্রয়ে॥

ষট্ শতাধিকৈক বিংশতি সহস্র জপেন পরদেবতা রূপ শ্রীপরমেশ্বরঃ প্রীয়তাম্ ইতি মনসা সংকল্প্য পুনঃ পরদিনার্থং হংসস্য ধ্যানং কুর্য্যাৎ, যথা—

সনৎ সুজাত উবাচ—

বিচার্য্য সর্ব্ববেদেষু মতং জ্ঞাত্বা পিণাকিনঃ।
পার্ব্বত্যা কথিতং তত্বং শৃণু গৌতম তন্মম ॥২॥

হংসোপণিষৎ।

অর্থাৎ সনৎসুজাত নামা মহামুনি গৌতমের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া কহিতেছেন- হে গৌতম! আমি সর্ব্ববেদের মত সকল বিচার করিয়া পিণাকির মতানুসারে পার্ব্বতী কর্ত্তৃক কথিত পর ব্রহ্ম তত্ব বলিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

অনাখ্যেয় মিদং গুহ্যং যোগিনাং কোষ সন্নিভম্।
হংসস্যা গতি বিস্তারং ভুক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্॥৩॥

হংসোপণিষৎ।

আমি তোমার নিকট যে পরম তত্ত্ব বলিতেছি তাহা কাহারও নিকট বক্তব্য নহে। যোগিগণ উহা সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই তত্বোপদেশ যোগিদিগের কোষ স্বরূপ। এই হংস মন্ত্রের নির্ণয় ও বিস্তার সাধকদিগের ভুক্তি মুক্তি ফলপ্রদ।

আরাধয়ামি মণি সন্নিভ মাত্মলিঙ্গং
মায়াপুরী হৃদয় পঙ্কজ সন্নিবিষ্টং।
শ্রদ্ধা নদী বিমল চিত্ত জলাবগাহং
নিত্যং সমাধি কুসুমৈর পুনর্ভবায় ॥

ইহার পর প্রাণায়ামস্যাবশ্যকতাপি দৃশ্যতে। অর্থাৎ ইহার পর "হংসঃ" দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। "হং"মন্ত্র দ্বারা পুরক "হংসঃ" মন্ত্র দ্বারা কুম্ভক এবং "সঃ" মন্ত্র দ্বারা রেচক করিবে। ইহার পর গুরুপাদুকা পঞ্চক স্তোত্রং পঠেৎ। যথা—

ওঁ নমঃ শ্রীনাথায়।

ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে নিত্য লগ্ন মবদাতমদ্ভুতং।
কুণ্ডলী বিবর কাণ্ড মণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ সরসীরুহং ভজে ॥১॥
তস্য কন্দলিত কর্ণিকাপুটে ক্লৃপ্তরেখ মকথাদি রেখয়া।
কোণ লক্ষিত হলক্ষ মণ্ডলী ভাব লক্ষ মবলালয়ং ভজে ॥২॥
তৎপুটে পুট তড়িৎ কড়ারিমস্পর্দ্ধমান মণি পাটল প্রভং।
চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্ব্বিন্দুনাদ মণি পীঠ মণ্ডলং ॥৩॥
উর্দ্ধমস্য হুতভুক্ শিখাত্রয়ং তদ্বিলাস পরিবৃংহণাস্পদং।
বিশ্বঘস্মর মহোচ্চিদোৎ কটং ব্যামৃষামি যুগমাদি হংসয়োঃ ॥ ৪ ॥
অত্রনাথ চরণার বিন্দয়োঃ কুঙ্কুমা সবপরী মরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দ শীতলং মানসং সংস্মরতি মঙ্গলাস্পদং ॥ ৫ ॥
নিশক্তমণি পাদুকা নিয়মিতাঘ কোলাহলং স্ফুরেৎ কিশলয়াঃ।
রুণং নখসমুল্ল সচ্চন্দ্রকং। পরামৃত সরোবরোদিত সরোজ।
সদ্রোচিষং ভজামি শিরসিস্থিতং গুরুপদার বিন্দদ্বয়ং ॥ ৬ ॥
পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রং পঞ্চ বক্ত্রাদ্বিনির্গতং।
ষড়াম্নায় ফলপ্রাপ্তং প্রপঞ্চেচাতি দুর্ল্লভং ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে পঞ্চবক্ত্র বিনির্গত শ্রীমদ্গুরু পাদুকা পঞ্চক স্তোত্রং সমাপ্তং।

মূলাধারান্মহেশানি সহস্রারে সমানয়েৎ।
শম্ভুগতাং পরাং শক্তিমেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ।
রমিত্বা শম্ভুনা সার্দ্ধং কুণ্ডলী পরদেবতা ॥

অর্থাৎ ইহার পর কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুষুম্নান্তর্গত

ব্রহ্মদ্বার দিয়া সহস্রারে লইয়া গিয়া পরশিবে সংযুক্ত করিবে। তাহার পর ভাবনা করিবে—

পরম শিব ও পরমাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী—শিবশক্তিরূপে ক্রীড়াপর হইয়া লাক্ষারস সদৃশ অমৃতের উদ্ভাবন করিবেন। সাধক ঐ অমৃতদ্বারা পরদেবতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া ষট্‌চক্রান্তর্গত দেবতাগণকে পরিতৃপ্ত করতঃ কুণ্ডলিনীকে পুনর্ব্বার মূলাধারে আনয়ন করিবে। আনয়ন প্রণালী এইরূপ—

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং শত মষ্টোত্তরং শিবে।
মাতৃকামালয়া জপ্ত্বা আজ্ঞাচক্রং সমানয়েৎ॥
তত্রেতরে শিবলিঙ্গে যোজয়েৎ কুণ্ডলীং পরাম্।
ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ীং তত্র শতমষ্টোত্তরং জপেৎ॥
ততো বিশুদ্ধৌ তাংনীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ।
তামিষ্ট দেবতাং ধ্যাত্বা জপেদষ্ট শতং প্রিয়ে॥
হৃৎপদ্মে তাং ততোনীত্বা বাণেন সহ যোজয়েৎ।
দেবীরূপাঞ্চ তাং নীত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥
মণিপুরে তু তাং নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ।
দেবীরূপাস্তু তাং ধ্যাত্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ॥
স্বাধিষ্ঠানে ততো নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ।
যোজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং দেবীং ধ্যাত্বা প্রিয়ম্বদে॥
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা মূলাধারে তু তাং নয়েৎ।
তত্রলিঙ্গং স্বয়ম্ভুঞ্চ ধ্যায়েৎ কুন্দসমপ্রভং॥

৪র্থ উল্লাস, শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী।

এইস্থানে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
নানারত্ন যুতং রম্যং বলয়াম্বিত শোভিতম্॥
প্রসন্নবদনং শান্তং নীলকণ্ঠ বিরাজিতম্।
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎ সর্ব্বভূষং কুন্দ সমপ্রভম্॥

তৎপরে কুণ্ডলিনীর ধ্যান যথা—

ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্।
বিশ্বতন্ত্রময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃত রূপিণীম্॥

অব্যক্ত রূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে।
ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি সাক্ষাদ্ব্রহ্ম ময়োভবেৎ ।

এই স্থানে কুলকুণ্ডলিনীকে ইষ্ট দেবতাজ্ঞানে মানসোপচারে পূজা করিবে।

মানস পূজা যথা—

মানস পূজা প্রণালী বা অন্তর্যাগ।

পূজাপদ্ধতি।

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১ ॥
তেনামৃতে নাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃস্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম ॥ ২ ॥

অর্থাৎ সাধক অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে আসন স্বরূপ হৃদয় কমল প্রদান করিবে। পরে সহস্রদল কমল বিনিঃসৃত সুধা দ্বারা তাঁহার চরণযুগলে পাদ্য প্রদান করিয়া মনকে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিবে। অনন্তর উক্ত সহস্রদল কমল বিচ্যুত সুধা দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় প্রদানপূর্ব্বক বস্ত্র স্বরূপ আকাশতত্ত্ব, গন্ধ স্বরূপ গন্ধতত্ত্ব প্রদান করিবে।

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধি ॥ ৩ ॥
অনাহত ধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বং চ চামরম্।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্ ॥ ৪ ॥

পুষ্পস্বরূপচিত্ত, ধূপ স্বরূপ প্রাণ, দীপস্বরূপ তেজস্তত্ত্ব, নৈবেদ্যস্বরূপ সুধা-সাগর, অনাহতধ্বনি ঘণ্টাস্বরূপ, চামর স্বরূপ বায়ুতত্ত্ব, ছত্রস্বরূপ সহস্রদল কমল, গীতস্বরূপ শব্দতত্ত্ব প্রদান করিবে।

নৃত্যমিন্দ্রিয় কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা ॥ ৫ ॥
অমায়াদ্যৈর্ভাব পুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ ভাবগোচরাম্।
অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা ॥ ৬ ॥

এবং নৃত্যস্বরূপ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের ক্রিয়া ও মনের চাঞ্চল্য সমর্পণ করিবে। পরে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীস্বরূপ পদ্মমালা প্রদান পূর্ব্বক ভাব গোচরা ভগবতীকে অমায় প্রভৃতি পঞ্চদশবিধ ভাব পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পঞ্চদশ

বিধ ভাব পুষ্পের মধ্যে দশ প্রকার সাধারণ পুষ্প এবং পঞ্চ প্রকার মহাপুষ্প। সাধারণ ভাব পুষ্প দশক যথা—অমায় (মায়া পরিহার), অনহঙ্কার (অহঙ্কার শূন্যতা) অরাগ (অনুরাগ বর্জ্জন), অমদ (গর্ব্ব হীনতা)।

অমোহকম্, অদম্ভং চ অদ্বেষাক্ষোভকং তথা।
অমাৎসর্য্যম্ অলোভং চ দশ পুষ্পং বিদুর্ব্বুধা ॥ ৭ ॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞান পুষ্পং চ পঞ্চমম্ ॥ ৮ ॥
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েৎ শিবাম্ ॥ ৮ ॥

অমোহ (মোহ রাহিত্য) অদম্ভ (অদাম্ভিকতা) অদ্বেষ (বিদ্বেষাভাব) অক্ষোভ (ক্ষোভ বর্জ্জিত) অমাৎসর্য্য (পর স্ত্রী কাতরতা শূন্য) অলোভ (লোভ-শূন্য) এই দশটি ভাব পুষ্প। তৎপরে পঞ্চবিধ মহাপুষ্প দ্বারা পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সময়, অহিংসারূপ প্রথম পুষ্পাঞ্জলি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ দ্বিতীয় পুষ্পাঞ্জলি, দয়ারূপ তৃতীয় পুষ্পাঞ্জলি, ক্ষমারূপ চতুর্থ পুষ্পাঞ্জলি এবং জ্ঞানরূপ পঞ্চম পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। এই পঞ্চদশ প্রকার ভাবপুষ্পদ্বারা ভগবতীর পূজা করিবে বা যাঁহার যা ইষ্টদেবতা, সেই দেবতার পূজা করিবে।

সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্য শৈলং তথৈব চ।
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকম্ ॥ ৯ ॥
কুলামৃতং চ তৎপুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালনোদকং।
কাম ক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১০ ॥

তৎপরে পঞ্চতত্ত্ব প্রদান সময়ে সাধক মনে মনে সুধাসাগর, পর্ব্বতাকার মাংস, পর্ব্বতাকার মৎস্য, রাশীকৃত মুদ্রা ও সুভক্ত ঘৃতাক্ত পরমান্ন, কুলামৃত, পীঠ-ক্ষালন বারি, এবং পঞ্চপ্রকার কুলপুষ্প অর্থাৎ বজ্রপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প ও সার্ব্বকালিক কুসুম নিবেদন করিবে। কামকে ছাগ স্বরূপ ও ক্রোধকে মহিষ স্বরূপ কল্পনা করিয়া বলিদান করিতে হইবে। অন্য দেবতার অন্য প্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। যথা—

নৈবেদ্য।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে।
যদ্‌যৎ প্রমেয়ং তৎসর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ ॥ ১১ ॥

বলিদান।

পাতাল ভূতল ব্যোম চারিণো বিঘ্ন কারিণঃ।
তাং স্তানপি বলিং দত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমাচরেৎ ॥ ১২ ॥

বলিদানের পর ভোগ দিবার সময় স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে, আকাশে অথবা জলমধ্যে যত কিছু প্রাণের (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য) বস্তু আছে তৎসমুদায় নিবেদন করিবে। পাতালচারী, ভূতলচারী, আকাশচারী যে কোন জীব পূজার বিঘ্নকারী হইবে, তাহাদিগকে বলিদান করিয়া দ্বন্দ্বভাব পরিহার পূর্ব্বক জপ করিতে আরম্ভ করিবে।

জপ।

গ্রথিত্বা কুণ্ডলিনীশক্তি নাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ।
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূল মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥ ১৩ ॥
অকারাদি লকারান্তম্ অনুলোমম্ ইতি স্মৃতম্।
পুনর্লকার মারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ ॥ ১৪ ॥

মানসিক জপ করিবার সময় কুলকুণ্ডলিনীরূপ সূত্রে অকারাদি (শেষ) লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ গ্রথিত করিতে হইবে। মালা গ্রথিত করিবার সময় সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন যে, কুণ্ডলিনীর দুইদিকে দুই মুখ। তিনি এক মুখ উন্নত করিয়া মূলাধারের চতুর্দ্দল হইতে স, ষ, শ, ব এই বর্ণ চতুষ্টয় গ্রাস পূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠানের ষডদলের ল, র, য, ম, ভ, ব, এই ছয় বর্ণ গ্রাস করিবেন। পরে তিনি মণিপুর পর্য্যন্ত মুখ উন্নত করিয়া দশদলস্থিত ফ, প, ন, ধ, দ, থ, ত, ণ, ঢ, ড এই দশটি বর্ণ গ্রাস করিয়া অনাহত চক্রস্থিত দ্বাদশদলে ঠ, ট, ঞ, ঝ, জ, ছ, চ, ঙ, ঘ, গ, খ, ক, এই দ্বাদশবর্ণ গ্রাস করিবেন। পরে তিনি বিশুদ্ধ চক্রস্থিত ষোড়শদল হইতে অঃ, অং, ঔ, ও, ঐ, এ, ৠ, ৯, ৡ, ঋ, ঊ, উ, ঈ, ই, আ, অ এই ষোডশবর্ণ গ্রাসপূর্ব্বক অজ্ঞাচক্রে গিয়া ক্ষ এই বর্ণের কিঞ্চিৎ গ্রাস করিবেন। পরে দ্বিতীয় মুখ অর্থাৎ পুচ্ছ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা ল এই বর্ণ উদ্গীরণ পূর্ব্বক দ্বিদল হইতে হ এই বর্ণ গ্রাস করিয়া পুনর্ব্বার উদ্গীর্ণ ল—কেও গ্রাসপূর্ব্বক ক্ষ, এই বর্ণের কিয়দংশ গ্রাস করিবেন। এইরূপে অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত পঞ্চশৎ বর্ণে মাতৃকামালা গ্রথিত হইল। উভয় মুখে ধৃত ক্ষ ইহার মেরু। এই মাতৃকা মালার প্রত্যেক বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিতে হইবে। অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে

অনুলোম এবং লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে বিলোম ক্রমে জপ করিলে একশত জপ হইবে।

অষ্টবর্গাদ্যাষ্ট বর্ণৈ তথা ন্যূনমথাষ্টকম্।
অষ্টোত্তর শতং জপ্তা সমর্প্যপ্রণমেদ্‌ধিয়া ॥ ১৫ ॥

পরে অষ্ট বর্গের আদ্য অষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অ ক চ ট ত প য শ এই অষ্টবর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া অষ্টবার জপ করিবে। ইহাদ্বারা একশত অষ্টবার জপ করা হইবে। পরন্তু এই মানসিক জপকালে শ্বাসরুদ্ধ রাখিয়া উক্ত ১০৮ বার জপ করাই সাধক সম্প্রদায়ের রীতি। যিনি ১০৮ বার জপ শেষ পর্য্যন্ত শ্বাস বায়ু রুদ্ধ রাখিতে না পারেন, তিনি কেবল শেষোক্ত অষ্টবার মাত্র জপ করিবেন।

প্রণাম।

সর্ব্বান্তরাত্ম নিলয়ে স্বান্তর্জ্জ্যোতিঃ স্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জ্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোস্তুতে ॥ ১৬ ॥

সাধক উক্ত প্রকারে অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া মনে মনে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক মনে মনে স্মরণ করিবেন যে, হে মাতঃ! তুমি সকলেরই অন্তরাত্মাতে বাস করিতেছ, তুমি সকলের অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ। আদ্যে কালি! আমি যে মানসিক জপ করিলাম তাহা গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার।

সমর্প্যজপ মে তেন পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্‌ধিয়া ॥ ১৭ ॥

সাধক এইরূপ জপ সমর্পণ সহকারে মনে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবেন যথা—

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং শিরসা পঞ্চাঙ্গ প্রণতিঃ স্মৃতাঃ।

পদদ্বয়, করদ্বয়, এবং মস্তক এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা নমস্কার করাকে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার বলে। এইরূপ করিলে পরে হোম করিবেন।

হোম। যথা—

অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ব্রজেৎ।
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েৎ ততঃ ॥ ১৮ ॥
আত্মান্তরাত্মা পরম জ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতদ্রূপং তু চিৎ কুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ ॥ ১৯ ॥
আনন্দমেখলা রম্যং বিন্দু ত্রিবলয়াঙ্কিতম্।
অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

অতঃপর মানসিক হোম করিবার প্রণালী বলিতেছি। ইহাদ্বারা সাধক

ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। অন্তর্হোম করিবার সময় মূলাধার রূপ কুণ্ড চিৎস্বরূপ অগ্নি উদ্দীপ্ত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হইবে। আত্মা (শরীর) অন্তরাত্মা (কুণ্ডলিনী) পরমাত্মা (ব্রহ্ম) জ্ঞানাত্মা (বুদ্ধি) এই চতুষ্টয় দ্বারা নির্ম্মিত চতুকোন চিৎকুণ্ড কল্পনা করিতে হইবে। এই চিৎকুণ্ড আনন্দরূপ মেখলা (কুণ্ডের অবয়ব বিশেষ) দ্বারা সুরম্য। মূলাধার চক্রস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপ বিন্দু এবং যোনি মণ্ডলরূপ ত্রিকোণ ইহার বিন্দু ও ত্রিকোণ মণ্ডল পরিকল্পিত হইবে। কামকলার নিম্নদেশস্থিত অর্দ্ধমাত্রা এই কুণ্ডের যোনি (আদি স্থান) স্বরূপ কল্পনা করা যাইবে। এই যোনি ব্রহ্মানন্দময় হইবে।

বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নাং মধ্যতোধ্যাত্বা কুর্য্যাৎ হোমং যথাবিধি ॥ ২১ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবি স্তেন প্রকল্পয়েৎ।
মূল মন্ত্রং সমুচার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেদমুম্ ॥ ২২ ॥

অনন্তর সাধক বামভাগে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা এবং মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী ধ্যান করিয়া যথাবিধানে হোম করিতে আরম্ভ করিবেন। এই হোমকালে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হবিঃ স্বরূপ পরিকল্পিত হইবে। পরে মূল মন্ত্র (গুরুদত্ত মন্ত্র) উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিবে যথা—

আহুতি মন্ত্র যথা—

১। ওঁ নাভি চৈতন্য রূপাগ্নৌ হবিষা মনসাস্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যম্ অক্ষবৃত্তি র্জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥

অর্থাৎ আমার নাভিস্থিত চৈতন্যরূপ হুতাশন, অধুনা জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আমি মনোময় স্রুক (হোম সাধন, দর্ব্বীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট যজ্ঞপাত্র বিশেষঃ) দ্বারা, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘৃতের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিলাম ॥ ১ ॥

২। ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্ম হবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসাস্রুচা।
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যম্ অক্ষবৃত্তি র্জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥

পুনর্ব্বার মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবির্দ্বারা, সমুদীপ্ত আত্মারূপ অগ্নিতে আমি সুষুম্না পথদ্বারা মনোময় স্রুক সহকারে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিলাম ॥ ২ ॥

৩। ওঁ প্রকাশাকাশ হস্তাভ্যাম্ অবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কলাস্নেহ পূর্ণ মগ্নৌ জুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥

অদ্য আমি প্রকাশ ও আকাশরূপ হস্ত দ্বারা উন্মনীরূপ স্রুক অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা উদ্দীপ্ত অগ্নিতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও মায়াবিকাশরূপ ঘৃতে পরিপূর্ণ আহুতি সমর্পণ করিলাম॥ ৩॥

৪। ওঁ অন্তর নিরন্তর নিরিন্ধন মেধমানে,
মায়ান্ধকারে পরিপান্থিনি সম্বিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভূত মরীচি বিকাশ ভূমৌ
বিশ্বং জুহোমি বসুধা শিবাবসানং॥ স্বাহা॥

যাঁহা হইতে অদ্ভূত দ্রব্য জ্যোতিঃ (জগৎ প্রপঞ্চ) প্রকাশ হইয়াছে, যিনি মায়ারূপ অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া, আমার অন্তর ইন্ধন অর্থাৎ কাষ্ঠ ব্যতিরেকে ও নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত ও সমুদ্দীপ্ত রহিয়াছেন তাদৃশ অনির্ব্বচনায় সম্বিৎরূপ অগ্নিতে আমি ধরাতলাবধি শিব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ও সমুদায় মায়াপ্রপঞ্চ আহুতি প্রদান করিলাম॥ ৪॥

৫। ওঁ ইদন্তু পাত্র ভরিতং মহত্তাপ পরামৃতম্।
পূর্ণাহুতি ময়ে বহ্নৌ পূর্ণ হোমং জুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥

আমার এই মনোময় পাত্র, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় রূপ হব্যে পরিপূরিত করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদানপুর্ব্বক হোম সমাপন করিলাম।

ইহার পর যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে তৎপরে জপ সমর্পণ পুর্ব্বক প্রণাম করিবে। যথা—

নমঃ সর্ব্বস্ব রূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমোনমঃ।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈঃ তে কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমোনমঃ॥

হে মাতঃ! তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার। তুমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী এবং আদ্যাকালী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। অন্ত ইষ্টের অন্ত নমস্কার করিবে।

ইহার পর দক্ষিণ নাসা টিপিয়া বামপদ অগ্রে করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিমত মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহ বা শয্যা হইতে বহির্গমন করিবে। ২২ পৃষ্ঠা দেখ। — প্রাতঃকৃত্য সাধন সম্পূর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাহ্নকৃত্যঃ।

মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনং।
পূর্ব্বাহ্ন এব কুর্ব্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনং ॥ ১৫২ ॥

৪ অ, মনু।

মল মূত্র ত্যাগ, দেহ প্রসাধন (শৌচাচার), দন্তধাবন (দাঁতন ও মুখ প্রক্ষালন), প্রাতঃস্নান অঞ্জন ধারণ (কর্জ্জল পরিধান) ও দেবতাদিগের পূজা, তুলসী পুষ্পাদি চয়ন ও পূজা (দেবার্চ্চনা) এই সকল কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণে করিতে হয়।

প্রাতঃকৃত্যের পরই পূর্ব্বাহ্নকৃত্যঃ করিতে হয় যথা—

নমস্কৃত্য বহির্গচ্ছেৎ বাম পাদ পুরঃসরম্।
ত্যক্ত্বা মূত্র পুরীষঞ্চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

ইষ্ট দেবতাকে নমস্কার করিয়া, অগ্রে বাম চরণ বিন্যাস পূর্ব্বক বহির্গমন করিবে। পরে মল মূত্র (১) পরিত্যাগ করিয়া দন্ত ধাবন (২) করিবে।

১। বিন্মূত্রোৎসর্গ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কর পাদৌ বিশোধয়েৎ।
মুখং প্রক্ষাল্য দেবেশি নাসারন্ধ্রদ্বয়ন্তথা ॥
নেত্রাঞ্জনং বিধায়ৈব শুদ্ধ স্থানং সমাশ্রয়েৎ ॥

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত তন্ত্র বচন।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া হস্ত পদ মুখ চক্ষুঃ ও নাসারন্ধ্রদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। চক্ষে অঞ্জন (কর্জ্জল) পরিবে এবং শুদ্ধ স্থানে উপবেশন করিবে।

মূত্রোচ্চার সমুৎসর্গং দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখোরাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ যথা দিবা ॥ ৫০ ॥

৪ অ, মনু।

সকল বর্ণই দিবাভাগে ও উভয় সন্ধ্যায় উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে।

ততো গত্বা জলাভ্যাসে স্নানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি।
আদাবপ উপস্পৃশ্যে প্রবিশেৎ সলিলে ততঃ॥ ৩৭॥
তৎপরে জলাশয়ে গমন করিয়া যথা নিয়মে স্নান করিবে। স্নান করিবার পূর্ব্বে

নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্ম সূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অথ কুর্য্যাৎ শকৃন্মূত্রে রাত্রৌচেদ্দক্ষিণামুখে॥ ৩৮॥

২ অ, উশনাসংহিতা।

যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে রাখিয়া দিবাতে উত্তর মুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে।

পথিমধ্যে, ভস্মে, গোষ্ঠে, চষাজমিতে, জলেতে, চিতাতে, পর্ব্বতে, দেব মন্দিরে, বল্মীক স্থানে, কোন গর্ত্তে, দণ্ডায়মান হইয়া, ও চলিতে চলিতে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না।

কর্ণোপরি যজ্ঞোপবীত রাখিবার কারণ।

প্রভাসাদিনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সবিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ॥ পরাশর।

প্রভাসাদি তীর্থ সকল ও গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র নদী সকল ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণোপরি বসবাস করে। মনু এই কথা বলিয়াছেন।

শৌচ ক্রিয়া। হাতে মাটী ইত্যাদি।

ধর্ম্মবিদ্দক্ষিণং হস্তমধঃ শৌচে ন যোজয়েৎ।
তথৈব বাম হস্তেন নাভেরূর্দ্ধং ন শোধয়েৎ॥ দেবল।

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি অধোদেশের শৌচ ক্রিয়াতে দক্ষিণ হস্ত যোজনা করিবে না এবং বাম হস্ত দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধদেশ শোধন করিবে না। অর্থাৎ বাম হস্ত দ্বারা অধোদেশ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঊর্দ্ধদেশ শোধন করিবে।

একা লিঙ্গে গুহ্যে তিস্র স্তথা বাম করে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা স্তিস্র স্তিস্রঃ পদেমৃদঃ॥ মনু।

শৌচ ক্রিয়াতে মনু মৃত্তিকার নিয়ম বলিয়াছেন—লিঙ্গদেশে একবার গুহ্যদেশে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, দুই হস্তে সাতবার; প্রত্যেকপদে তিন তিনবার মৃত্তিকা দিবেন।

নাভি মাত্র জলে স্থিত্বা মলানামপনুত্তয়ে।
সকৃৎ স্নাত্বা ততোন্মজ্য মাত্রমাচমনঞ্চরেৎ ॥ ৩৮ ॥
আত্ম বিদ্যা শিবৈস্তত্ত্বৈঃ স্বাহান্তৈঃ সাধকাগ্রণীঃ।
ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্যেত্যাচমেৎ কুল সাধকঃ ॥ ৩৯ ॥
৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

আচমন করিয়া পশ্চাৎ জলাবগাহন করিবে। নাভি মাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া শরীরের মল অপনয়ন করিবার জন্য একবার মাত্র জলে নিমজ্জন করিয়া (ডুব দিয়া) পরে গাত্র মার্জ্জন করিবে। পরে তান্ত্রিক আচমন করিবে। তাহার মন্ত্র এই। কুলসাধক—আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা, বলিয়া আচমন (৩) করিবে।

২। দন্ত ধাবন।

মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্য প্রয়তো নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্ত ধাবনং ॥　　বৃদ্ধশাতাতপঃ ॥

প্রতি দিবসেই মুখ পর্য্যুষিত হওয়াতে মনুষ্য অশুচি হয়, সুতরাং তৎ শাস্ত্রার্থ সকল মনুষ্যই যত্ন পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। অর্থাৎ দাঁত মাজিবে ও মুখ ধুইবে।
বর্ত্তমান সময়ে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন উঠিয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে টুথব্রস্ ও গোলাপি দন্তমঞ্জন ইত্যাদি হইয়াছে, এজন্য আর দন্তধাবন নিয়ম বলিলাম না।

৩। আচমন।

কৃত্বার্থ শৌচঃ প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ মৃজ্জলৈঃ।
নিবদ্ধ শিখ আসীনো দ্বিজ আচমনঞ্চরেৎ ॥
বৃদ্ধ পরাশর।

শৌচ কর্ম্ম ও হস্তপদাদি প্রক্ষালনান্তর দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) শিখা বন্ধন করিয়া আচমন করিবে।

আয়তং পর্ব্বণাং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতিবৎ করং।
সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বাপাণিনা দ্বিজঃ ॥
মুক্তাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাভ্যাং শেষেনাচমনং চরেৎ।
মাষমজ্জন মাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিপিবেদপঃ ॥ ভরদ্বাজঃ।

দক্ষিণ হস্তের করতল গোকর্ণাকৃতি করিয়া (কোষ করিয়া) তাহাতে বাম হস্ত দ্বারা জল পূরণ করিবে। একটী মাস কলাই ডুবিতে পারে এমত পরিমাণ জল দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া অবশিষ্ট জল বাম হস্তে প্রক্ষেপ করিবে। পরে দক্ষিণ হস্তের

তান্ত্রিক স্নান।

কুল যন্ত্রং মন্ত্রং গর্ভে বিলিখ্য সলিলে সুধীঃ।

মূল মন্ত্রং দ্বাদশাধা তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥

সাধক ব্যক্তি তৎপরে জলের উপরি ত্রিকোণ কুল যন্ত্র লিখিয়া তন্মধ্যে মূল মন্ত্র (বা তদন্তর্গত যে কোন বীজ মন্ত্র) লিখিয়া তদুপরি দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি বিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা ঐ জল তিনবার পান করিবে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে, আর স্ত্রীলোক ও শূদ্রবর্ণ দেবতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে।

কনিষ্ঠা দেশিন্যঙ্গুষ্ঠ মূলান্যগ্রং করস্য চ।

প্রজাপতি পিতৃব্রহ্ম দেবতীর্থান্যনু ক্রমাৎ ॥ ১৯ ॥

১ অ, যাজ্ঞবল্ক্য।

কনিষ্ঠাঙ্গুলি মূলে প্রজাপতি তীর্থ, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যেপর্ব্বে পিতৃতীর্থ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে দেবতীর্থের অবস্থান আছে। অন্যত্রে কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশের নাম কায়তীর্থ, ইহা তর্পণে ব্যবহার্য্য।

বৈদিকাচমন।

ওঁ বিষ্ণোঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ।

পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

এই আচমনত্রয় সাধারণ, ইহা ব্যতীত প্রত্যেক দেবতার স্বতন্ত্র আচমন আছে। তাহা দেবতা বিশেষের বর্ণনাস্থলে বলা যাইবে।

শাক্তাচমন।

আচামেদাত্ম তত্ত্বাদ্যৈঃ প্রণবাদৈর্দ্বিঠান্তকৈঃ।

মন্ত্রৈস্ত্রিধা তথা বক্ত্রংনাসাক্ষি শ্রোত্র নাভিহৃৎ ॥ নীল তন্ত্র।

"ওঁ আত্ম তত্ত্বায় স্বাহা" ইতি মুখে। "ওঁ বিদ্যা তত্ত্বায় স্বাহা", নাসাদ্বয়ে। ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা", চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ও নাভীতে। এই মন্ত্রত্রয় বলিয়া চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি স্থান সকল স্পর্শ করিবে।

শৈবাচমন।

স্বধান্তৈরাত্মতত্ত্বাদ্যৈরাত্ম বিদ্যা শিবাত্মকম্!

ক্রমাতত্ত্বত্রয়ং বিদ্যাৎ হাং হীং হূং শব্দরাক্রমাৎ ॥ শৈবাগমে।

অর্থাৎ ওঁ হাং আত্মতত্ত্বায়স্বধা ইতি মুখে, ওঁ হীং বিদ্যাতত্ত্বায়স্বধা ইতি

তেজোরূপং জলংধ্যাত্বা সূর্য্যমুদ্দিশ্য দেশিকঃ।
ততোয়ৈস্ত্র্যঞ্জলীন্ দত্ত্বা তেনৈব পাথসা ত্রিধা।
আভীষিচ্য স্বমূর্দ্ধানং সপ্তচ্ছিদ্রানিরোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥

করিবে। তৎপরে সেই অভিমন্ত্রিত জলকে তেজোরূপ চিন্তা করিয়া তাহা হইতে তিন অঞ্জলি জল লইয়া সূর্য্যোদ্দেশে প্রদান পূর্ব্বক সেই জল দ্বারা আপনার মস্তক তিনবার অভিষিক্ত করিবে। তৎপরে মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও

নাশাদ্বয়ে, ওঁ হূং শিবতত্ত্বায়স্বধা ইতি চক্ষুঃদ্বয় কর্ণদ্বয় ও নাভী ইত্যাদি স্থান সকল স্পর্শ করিবে।

বৈষ্ণবাচমনং।

কেশবাদ্যৈ স্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ।
দ্বাভ্যামোষ্টৌ চ সংমৃজ্যাৎ দ্বাভ্যাং মৃজ্যান্মুখং ততঃ ॥
একেন হস্তং প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈ কতঃ।
সংপ্রোক্ষ্যে কেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ ॥
আস্যনাসাক্ষি কর্ণাংশ্চনাভ্যুরস্কং ভুজৌক্রমাৎ।
স্পৃশেদেবং ভবেদাচ মনস্তু বৈষ্ণবান্বয়ে ॥

কেশবাদ্যাস্ত—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদরা ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ কেশবায় নমঃ, মাধবায় নমঃ নারায়ণায় নমঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার জলপান করিবে। পরে গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। মধুসূদনায় নমঃ,

এব মাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ।
কেশবাদ্যাঃ পুরাপ্রোক্তা বক্ষ্যে সঙ্কর্ষণাদিকান ॥
সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।

ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠদ্বয় (ঊর্দ্ধ ও অধঃ) মার্জ্জন করিবে। বামনায় নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ বলিয়া মুখ মার্জ্জন করিবে। হৃষীকেশায় নমঃ বলিয়া পুনরায় হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তকে জল স্পর্শ করিবে। সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া পুনর্ব্বার মুখ মার্জ্জন করিবে। বাসুদেবায় নমঃ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণও বাম নাসারন্ধ্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে স্পর্শ করিবে। অনিরুদ্ধায় নমঃ,

ততস্তু দেবতাপ্রীত্যৈ ত্রির্নিমজ্জ্য জলান্তরে।
উত্থায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য পিদধ্যাচ্ছুদ্ধবাসসী ॥ ৪২ ॥

চক্ষুঃ এই সপ্তচ্ছিদ্র রোধ করিয়া ইষ্ট দেবতার প্রীতির জন্য জল মধ্যে তিনবার ডুব (৪) দিবে। তৎপরে গা মুছিয়া শুদ্ধ বস্ত্র (কাচা কাপড়) পরিধান করিবে।

পুরুষোত্তমাধোক্ষজ নৃসিংহাশ্চ তথাচ্যুতঃ।
জনার্দ্দনোপেন্দ্র হরি বিষ্ণবো দ্বাদশেরিতা ॥

৭ম অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

পুরুষোত্তমায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে দক্ষিণ ও বাম চক্ষুঃ স্পর্শ করিবে। অধোক্ষজায় নমঃ, নৃসিংহায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ করিবে। অচ্যুতায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ যোগে নাভি স্পর্শ করিবে। জনার্দ্দনায় নমঃ বলিয়া করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। উপেন্দ্রায় নমঃ বলিয়া সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ যোগ করিয়া মস্তক স্পশ করিবে। হরয়ে নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ, বলিয়া দক্ষিণ ও বাম বাহু স্পর্শ করিবে। ব্রাহ্মণ বর্ণে প্রত্যেক নামের আদিতে ওঁকার পুটিত করিয়া উচ্চারণ করিবে।

শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসকগণের ইহাই সাধারণ আচমন মন্ত্র। তদ্ভিন্ন দেবতা বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আচমন মন্ত্র আছে। শ্রীবিদ্যা, কালী, তারা, ছিন্নমস্তা এবং অন্নপূর্ণা বিষয়ের আচমন মন্ত্র স্বতন্ত্র।

৪। স্নান প্রকরণ। তৈলাভ্যঙ্গ।

স্নান করিবার পূর্ব্বে তৈলাদি দ্বারা শরীর মর্দ্দন করিতে হয়। শাস্ত্রে বলে—

অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রম বাত হা।
শিরঃ শ্রবণ পাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ ॥ আয়ুর্ব্বেদ।

নিত্য অভ্যঙ্গ করিলে জরা শ্রম ও বায়ু নাশ প্রাপ্ত হয়, মস্তক পাদদ্বয় ও কর্ণে বিশেষরূপে শীলন করা কর্ত্তব্য। অভ্যঙ্গ অর্থে তৈলাদি মর্দ্দন।

ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্প বাসিতং।
অদুষ্টং পক্ক তৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ ॥ স্মৃতিঃ।

ঘৃত, সর্ষপ তৈল, ফুল বাসিত তৈল, পক্ক তৈল (মধ্য নারায়ণাদি) দ্বারা প্রত্যহ

মৃৎস্নয়া ভস্মনা বাপি ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্।
ললাট তিলকং কুর্য্যাৎ গায়ত্র্যা বদ্ধকুন্তলঃ ॥ ৪৩ ॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

পরে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক কেশ বন্ধন করিয়া, বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা অথবা ভস্ম দ্বারা লটাটে বিন্দুযুক্ত তিলক ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে।

স্নানাভ্যঙ্গে অদুষ্ট, অর্থাৎ হিতকর। সুতরাং তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে।

"অশ্বত্থামনে নমঃ" মন্ত্রে মাটিতে তিনবার তৈলের ছিটা দিয়া আপাদ মস্তক তৈল মর্দ্দন করিবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে বাম পদে ও শূদ্রে অগ্রে মস্তকে তৈল মর্দ্দন আরম্ভ করিবে।

মৃত্তিকালম্ভন।

সাধক স্নানের নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্নে মৃত্তিকা আহরণ করিবে। মূল মন্ত্রের পর "ফট্" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শস্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া লইবে। দুষ্ট মৃত্তিকা লইবে না। যথা—

মৃত্তিকাঃ সপ্ত ন গ্রাহ্যা বল্মীকে মূষিকোৎকরে।
অন্তর্জ্জলে শ্মশানে চ বৃক্ষমূলে সুরালয়ে।
পর স্নানাবশিষ্টে চ শ্রেয়স্কামৈঃ সদানরৈঃ ॥ দক্ষঃ।

বল্মীকস্থ (উইঢিপী) মূষিকোদ্ধৃত (ইঁদুর মাটী), জল মধ্যস্থিত (পাঁক), শ্মশানস্থ (চিতাভস্ম), বৃক্ষমূলস্থিত (গাছ তলার), দেবালয়স্থ, ও পর স্নানাবাশিষ্ট, এই সপ্ত প্রকার মৃত্তিকা মঙ্গলকামী ব্যক্তি গ্রহণ করিবে না।

অস্ত্রেণালোড্যমৃৎ স্নাং বৈ ত্রিভাগং তাস্তু কারয়েৎ।
জলেচৈকং দ্বাদশয়োর্ম্মিঃক্ষিপেদস্ত্র মুচ্চরন্।
একং মূর্দ্ধাদিনাদ্যন্তং পঠন মূলং বিলেপয়েৎ।
শেষং পাদাদিনাদ্যন্তং তথৈব প্রবিলেপয়েৎ ॥

৭ অ, গৌতমীয়ৎ তন্ত্রম্।

অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) দ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলন পূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকাকে তিন ভাগ করিবে। উহার এক ভাগ জলে নিক্ষেপ করিয়া আর দুই ভাগের এক ভাগ পাদমূলে ও শেষ ভাগ দেহে বিলেপন করিবে।

জলাশয়ে গমন।

নদ নদী তড়াগেষু দেবখাত জলেষু চ।
নিত্য ক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরি প্রস্রবণেষু চ ॥ ২৪ ॥
কূপমুদ্ধৃত তোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।
স্নায়ীতোদ্ধৃত তোয়েন অথবা ভুব্য সম্ভবে ॥ ২৪ ॥

১১অ, ৩ অংশ ; বিষ্ণুপুরাণ।

নদ, নদী, তড়াগ, দেবখাত, পর্ব্বত ও প্রস্রবণে (ঝরণায়) স্নান করা কর্ত্তব্য, অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া স্নান করিবে। তদভাবে মন্ত্র স্নান দ্বারা শুচি হইবে। উদ্ধৃত জলে স্বুবর্ণ, রত্ন, কুশ, পুষ্প, বিল্বপত্র বা শ্বেত সর্ষপ দিয়া শোধন করিয়াও যথারীতি স্নান করিতে পারেন। অগ্নি সংযোগে জল উষ্ণ করিয়াও স্নান করা যায়।

সাধক জলাশয়ে উপস্থিত হইয়া "ফট্" মন্ত্র দ্বারা তীরস্থান ধৌত করিয়া সেই স্থানে আনিত মৃৎপিণ্ড তিনভাগ করিয়া এক ভাগ জলে নিক্ষেপ করিবেন। যথা—

মূলেনানীয় মৃৎস্নাস্তু ত্রিভাগং তত্র কারয়েৎ।
ভাগমেকং জলেনৈব ক্ষিপেন্মন্ত্রং সমুচ্চরণ ॥
এবং মূর্দ্ধাদিনাভ্যন্তং তথৈব পরিলেপয়েৎ।
তথৈব ভাগান্তরেণ পরিলেপয়েদধোভাগ ॥ তন্ত্র ॥

নিক্ষেপ মন্ত্র—"মেধাতিথি ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুদেবতা তোয়ে মৃত্তিকা লম্ভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ় মস্য পাংশুলে।" অবশিষ্ট দুই ভাগ মৃত্তিকার এক ভাগ লইয়া নাভির উপর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত লেপন করিবে এবং অপর ভাগ দ্বারা নাভির নিম্ন হইতে পাদ মূল পর্য্যন্ত লেপন করিবে। লেপন মন্ত্র যথা—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে প্রতি গৃহ্ণামি প্রজায়ৈ চ ধনায় চ ॥
মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা ॥
আরুহ্য মম গাত্রানি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কশ্যপেনাভি মন্ত্রিতে ॥
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে।
আধারঃ সর্ব্বরূপস্য বিষ্ণোরতুলতেজসঃ ॥
তদ্রূপাশ্চ ততো জাতা অগ্রে তাঃ প্রণমাম্যহং ॥

উপরে যে লেপন মন্ত্র বলা হইল উহার অধিকাংশ প্রক্ষিপ্ত। মন্ত্র এই যথা,—

"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শত বাহুনা।
মৃত্তিকে হন মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা।
মৃত্তিকে দেহিমে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৮॥
মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতে সর্ব্বং তন্মে নির্ণুদ মৃত্তিকে।
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিম্॥ ৯॥"

নারায়ণোপনিষৎ।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মৃত্তিকা মাখিয়া জলে অবতরণ করিবার সময় ইষ্ট মন্ত্র বা বরুণ মন্ত্র পাঠ করিবে। বরুণ মন্ত্র যথা—

"নমো বরুণায়াভিষ্ঠিতোঃ বরুণস্য পাশঃ"।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলে নামিয়া চতুর্দ্দিকে একহস্ত করিয়া চতুর্হস্ত প্রমাণ (শক্তি বিষয়ে ত্রিকোণ কুণ্ড) একটী কুণ্ড কল্পনা করিয়া তাহার মধ্য হইতে পাঁচটী মৃৎপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তীরে নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপ মন্ত্র যথা—

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্য চ।
পাপানি বিনাশয় মে শান্তিং দেহি সদা মম॥

তৎপরে নাভি মাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ কুণ্ড মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করিবে। আবাহন মন্ত্র যথা—বৈদিক—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতদ্রু স্তোমং সচতা
পুরুষ্ণ্যা আসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া জিকিয়ে শৃণুহ্যা শিষোময়া।"

তান্ত্রিক তীর্থাবাহন মন্ত্র।

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
ব্রহ্মাণ্ডে দেব তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে।
তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর॥
ত্রিয়ত্রতানি তীর্থানি সূর্য্য রশ্মি স্থিতানি চ।
আগত্যার্ঘ্যং গৃহীত্বা চ সর্ব্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছমে॥

আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থ মিহ সুন্দরী।
ব্রাহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সর্ব্বতীর্থ সমন্বিতা॥"

তীর্থাবাহনান্তর "বং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতি করণ পূর্ব্বক "হুঁ" এই মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন এবং "ফট্" এই মন্ত্রে উর্দ্ধ অধ ও মধ্য করতল তালত্রয় দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া তৎপরে অভিমন্ত্রিত জলে একাদশ বার মূল মন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে, এই মনে করিয়া দ্বাদশাঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে যে, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে ইষ্টদেবতা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার গাত্রে এই দ্বাদশাঞ্জলি জল অর্পিত হইল এক্ষণে তাঁহার চরণ-তল বহিয়া সেই জল নিঃসৃত হইতেছে। আমি সেই জলে স্নান করিতেছি এই রূপ মনে করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

স্নানের তান্ত্রিক সংকল্প।

"ওঁ বিষ্ণুর্নমোহদ্য অমুকে মাসি,অমুকে পক্ষে,অমুক তিথৌ,অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক গোত্রঃ, শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বা দাস, শ্রীঅমুক দেবতা (ইষ্ট দেবতার নাম করিবে) প্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে।"

বলিয়া ইষ্টমন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া তৎপরে ইষ্ট মন্ত্রের দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। তদনন্তর ইষ্টদেবতা স্মরণ পূর্ব্বক মুক্তকেশ হইয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে স্রোতাভিমুখ বা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া যদৃচ্ছা ডুব দিবে। পরে কুণ্ড মধ্যে তিনবার মূল মন্ত্র জপ করিয়া কলস মুদ্রা দ্বারা আপনার মস্তকে ৩, ৭ বা ১০ বার জল দিবে। তৎপরে যদৃচ্ছা দেহ মার্জ্জন পূর্ব্বক উত্তমরূপে স্নান করিয়া দেব ঋষি ও পিতৃ পিতামহাদির তর্পণ করিবে, পরে জল হইতে উঠিবার সময় মন্ত্র বলিবে। যথা,—

ওঁ অসুরা ভূত বেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্ম রাক্ষসাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তি মায়ান্তু ময়া দত্তেন বারিণা॥

এই মন্ত্র বলিয়া তিন অঞ্জলি জল তীরে নিক্ষেপ করিয়া পরে জল হইতে উঠিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। পরে গা মুছিয়া ফোঁটা ও তিলক ধারণ পূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিবে। শিখা বন্ধন, গায়ত্রী পাঠ করিয়া অথবা এই মন্ত্রে করিবে। যথা—

ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্ণাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং॥

শিখা মোচন মন্ত্র।

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তিং করোম্যহম্॥

বৈষ্ণব তিলক ধারণ মন্ত্র।

কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্য মায়ুষ্যং তিলকং মেপ্রসীদতু॥

চন্দন ধারণ মন্ত্র।

কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্॥

স্নান সমাপ্ত হইলে শুষ্ক বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তীরে বসিয়াই হউক বা বাটীতে আসিয়াই হউক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবে। সন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতে হইবে।

গঙ্গাস্নান।

পদ দ্বারা গঙ্গাজল স্পর্শ মন্ত্র।

গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব।
স্পৃশামীত্য পরাধং মে প্রসন্না ক্ষন্তুমর্হসি॥
স্বর্গারোহণ সোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।
অতঃস্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

গঙ্গা দেবীর আবাহন মন্ত্র।

ব্রাহ্মণে ওঁকার এবং শূদ্রে নমঃ শব্দ সংযুক্ত করিয়া আবৃত্তি করিবে।

বিষ্ণোঃ পাদ প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণু পূজিতা।
পাহি নস্তেন সস্তস্মাদাজন্ম মরণান্তিকাৎ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধ কোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানিতে সন্তু জাহ্নবী॥
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবামৃতা॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোক প্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তি প্রদায়িনী॥
এতানি পুণ্য নামানি স্নান কালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথ গামিনী॥
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী।
দ্বিরিস্নানং করোম্যদ্য পাপং মে হর জাহ্নবী॥

তান্ত্রিক সন্ধ্যা।

বৈদিকীং তান্ত্রিকীঞ্চৈব যথানুক্রম যোগতঃ।
সন্ধ্যাং সমাচরেন্মন্ত্রী তান্ত্রিকীং শৃণু কথ্যতে ॥ ৪৪ ॥
আচম্য পূর্ব্ববৎ তোয়ে তীর্থান্যাবাহয়েচ্ছিবে ॥ ৪৫ ॥
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর সাধক যথাকালে বৈদিকী সন্ধ্যা সমাধান পূর্ব্বক তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। তন্মধ্যে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার (৫) বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। শিবে! জলদ্বারা পূর্ব্ববৎ আচমন করিয়া, তীর্থ সমুদায় আবাহন করিবে। আবাহন মন্ত্র যথা,—হে গঙ্গে! যমুনে! গোদাবরি! সরস্বতি! নর্ম্মদে! সিন্ধু!

সংক্ষেপ আবাহন মন্ত্র।

ওঁ আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি।
ত্রাহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সর্ব্বতীর্থ সমন্বিতে ॥

৪। গঙ্গা স্নানের ডুবদিবার মন্ত্র।

বিষ্ণু পাদার্ঘ্য সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথ গামিনী।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহিমাং ॥

গঙ্গার প্রণাম মন্ত্র।

সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

ঋক্‌বেদী, সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী সন্ধ্যা অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে। উপনয়ন কাল হইতেই ব্রাহ্মণ মাত্রেই বালককালে সন্ধ্যা শিক্ষা করেন। এ নিমিত্ত বৈদিক সন্ধ্যার বিষয় কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই। এ স্থানে কেবল আগমোক্ত, তান্ত্রিক সন্ধ্যা মাত্র বলিব।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা।

প্রথমতঃ আচমন করিতে হইবে। শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণব আচমন পূর্ব্বে ৪৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, সেইরূপ করিবে। তদনন্তর "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" মন্ত্রের দ্বারা

মন্ত্রেণানেন মতিমান্ মুদ্রয়াঙ্কুশ সংজ্ঞয়া।
আবাহ্য তীর্থং সলিলে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ৪৭ ॥
ততস্তত্তোয় তো বিন্দূন্ ত্রিধা ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ।
মধ্যমানামিকা যোগাৎ মূলোচ্চারণ পূর্ব্বকম্ ॥ ৪৮ ॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কাবেরি! তোমরা এই জলে অধিষ্ঠান কর। জ্ঞানী ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা জল মধ্যে তীর্থ আবাহন করিয়া, মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক দ্বাদশবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের সহিত অনামিকা যোগ করিয়া তদ্দ্বারা, মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেইজল হইতে তিনবার ভূমিতে জল বিন্দু নিক্ষেপ করিবে।

জলে তীর্থাবাহন করিয়া জল শুদ্ধি করিবে। পরে শুদ্ধ জলে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতী করণ করিয়া প্রত্যেক বার মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা তিনবার ভূমিতে কুশ দ্বারা ঐ জল নিক্ষেপ করিয়া সপ্তবার মস্তকে জল ক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। পরে বাম করতলে জল রাখিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক "হং যং বং লং রং" এই পাঁচটী বীজ মন্ত্র দ্বারা ঐ জল তিনবার অভিমন্ত্রিত করিবে, পরে বাম করাঙ্গুলি নিস্থত জল বিন্দু প্রতিবার মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা সপ্তবার মস্তকে অভ্যুক্ষণ করিবে অর্থাৎ ছিটা দিবে, তৎপরে বাম করতল স্থিত জলটুকু দক্ষিণ করতলে গ্রহণ করতঃ ঐ জলকে তেজোময় জ্ঞান করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবে যেন বাম নাসিকা দ্বার দিয়া (ঈড়া নাড়ী দ্বারা) ঐ তেজোময় জল আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহাভ্যন্তরস্থ পাপরাশি ধৌত করা হইল এবং ঐ জল পাপে কলুষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল মনে করিয়া ঐ কৃষ্ণবর্ণ জলকে পাপ পুরুষ রূপ জ্ঞান করিয়া পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা দক্ষিণ নাসিকার দ্বার দিয়া নিঃসৃত করিয়া "ফট্" মন্ত্রে পাপরূপ কৃষ্ণবর্ণ জলকে বজ্র শিলোপরি নিক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ পাপ পুরুষকে আছড়াইয়া মারিবে। এইরূপ মনে করিয়া দেহ নিষ্পাপ হইয়া পবিত্র হইল এরূপ মনে করিবে। ইহাই তান্ত্রিক সন্ধ্যা।

আদৌ চ বৈদিকীং সন্ধ্যাং কৃত্বাচাগম সম্মতাং।
সন্ধ্যাং কৃত্বা ততো বীরঃ কুলকোটিঃ সমুদ্ধরেৎ ॥

বৃহন্নীল তন্ত্র।

প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া তৎপরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। বীর সাধক সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কোটিকুল উদ্ধার করেন।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা।

সপ্ত বারং স্বমূর্দ্ধানম্ অভিষিচ্য ততো জলম্।
বাম হস্তে সমাদায় ছাদয়েদ্দক্ষ পাণিনা ॥ ৪৯ ॥
ঈশান বায়ু বরুণ বহ্নীন্দ্রবীজ পঞ্চকম্।
প্রজপ্য বেদধা তোয়ং দক্ষ হস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥
বীক্ষ্য তেজোময়ং ধ্যাত্বা চেড়য়াকৃষ্য সাধকঃ।
দেহান্তঃ কলুষং তেন রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া ॥ ৫১ ॥
নিক্ষিপ্য পুরতো বজ্র শিলায়া মন্ত্র মুচ্চরণ।
ত্রিবারং তাড়য়ন্ মন্ত্রী হস্তৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ ॥ ৫২ ॥

৫ উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

ঐরূপ অঙ্গুলিদ্বয় যোগে মূল মন্ত্র পাঠ সহকারে সাতবার ঐরূপ জল বিন্দু দ্বারা আপনার মস্তকে অভিষেক করিবে। পরে কিঞ্চিৎ জল বাম করতলে, গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক ঈশানবীজ—হং, বায়ুবীজ—যং, বরুণবীজ—বং, বহ্নিবীজ—রং, ও ইন্দ্রবীজ—লং, এই পাঁচটী বীজ মন্ত্র চারিবার জপ করিয়া সেই জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে। তৎপরে সেই জল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহা তেজোময় হইয়াছে, ভাবনা করিয়া, ঈড়া নাড়ী দ্বারা (বাম নাসিকা দ্বারা) আকর্ষণ পূর্ব্বক তদ্বারা দেহস্থ সমুদায় পাপ (ধৌত হইয়া সেই জল কৃষ্ণ-বর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া) পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা (দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা) পরিত্যাগ করিবে। পরে ফট্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্মুখস্থ পরিকল্পিত বজ্রশীলার উপর সেই পাপ মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ জল তিনবার তাড়িত করিবে (তন্ত্রান্তরে একবার বিধি আছে। তদনন্তর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক—

সন্ধ্যা করিবার কাল নিরূপণ।

সন্ধ্যা' প্রাতঃ সনক্ষত্রা মুপাসীত যথা বিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যা মর্দ্ধাস্ত মিতভাস্করে ॥ ৬ ॥

সংবর্ত্ত সংহিতা।

নক্ষত্রগণ জ্যোতিঃ শূন্য না হইতে হইতেই যথা বিধি প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবে। আর সূর্য্য দেবের অৰ্দ্ধাস্ত কাল হইতে সূর্য্যদেব সত্ত্বেই সায়ং সন্ধ্যা করিবে।

তিষ্ঠান পূর্ব্বাং জপং কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
আসীঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং জপং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৭ ॥

সংবর্ত্ত সংহিতা

ব্রহ্মচারী সমাহিত চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা কালীন গায়ত্রী জপ করিবে এবং নিরালস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক সায়ং কালীন গায়ত্রী জপ করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যং ।

আচমোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
তারমায়াহংস ইতি ঘৃণি সূর্য্য ততঃ পরম্ ।
ইদমর্ঘ্যং তুভ্যমুক্ত্বা দদ্যাৎ স্বাহেত্যুদীরয়ন্ ॥ ৫৪ ॥

গায়ত্রী ।

ততো ধ্যায়েন্ মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্ ।
প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে ত্রিরূপাং গুণভেদতঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রাতঃ ধ্যান ।

প্রাতর্ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাঞ্চ কুমারীকাম্ ।
কমণ্ডলুং তীর্থ পূর্ণম্ অচ্ছমালাঞ্চ বিভ্রতীম্ ॥
কৃষ্ণাজিনাম্বর ধরাং হংসারূঢ়াং শুচিস্মিতাম্ ॥ ৫৬ ॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া, পশ্চাদুক্ত মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে । মন্ত্র যথা—

ওঁ হ্রীং হংস ঘৃণি সূর্য্য ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" ।

তদনন্তর প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন কালে ও সায়ংকালে সত্ব রজ ও তমো গুণভেদে ত্রিরূপা পরমা দেবতা মহাদেবী গায়ত্রীর ধ্যান (৭) করিবে । প্রাতঃকালে (রজোগুণময়ী) ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির ধ্যান করিবে । এই শক্তি রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা ও কুমারী । ইনি হস্ত দ্বারা তীর্থোদক পূর্ণ কমণ্ডলু ও নির্ম্মল মাল্য ধারণ করিতেছেন । ইঁহার পরিধান কৃষ্ণাজিন । ইনি হংসের উপরি আরোহণ করিয়া আছেন । ইঁহার মুখকমল বিশুদ্ধ মৃদু হাস্যযুক্ত ।

---

৬ । সূর্য্যার্ঘ্যং ।

সন্ধ্যা করণানন্তর সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়, যথা—

সন্ধ্যা কৃত্বা তু দত্বার্ঘ্যং ততঃ পশ্যেদ্দিবাকরং ।

নৃসিংহ পুরাণ ।

প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য । প্রথমে আচমন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে বা অঞ্জলি করিয়া জল গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে । বৈদিক মন্ত্র এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই কারণ উহা বৈদিক সন্ধ্যা মধ্যে গ্রথিত আছে　তান্ত্রিক মন্ত্র যথা—

মধ্যাহ্ন ধ্যান।

মধ্যাহ্নে তাং শ্যামবর্ণাং বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥ ৫৭ ॥
পীনোত্তুঙ্গ কুচদ্বন্দ্বাং বনমালা বিভূষিতাম্।
যুবতীং সততং ধ্যায়েন্ মধ্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ॥ ৫৮ ॥

সাধক মধ্যাহ্নকালে সতত, সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থিতা (সত্বগুণময়ী) বৈষ্ণবী শক্তির ধ্যান করিবে। এই শক্তি শ্যাম বর্ণা ও চতুর্ভুজা। ইনি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। ইনি গরুড়ের উপরি উপবিষ্টা। এই বৈষ্ণবী শক্তি যুবতী। ইঁহার স্তন যুগল পীন ও উত্তুঙ্গ। ইনি বনমালা দ্বারা বিভূষিত।

সাধারণ—ওঁ হ্রীং হংস ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা"।
"ওঁ উদ্যদাদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্য চৈতন্যোদিতায়ৈ
এষঃ অর্ঘ্যঃ শ্রীঅমুক দৈবতায়ৈ (ইষ্টদেবতা) স্বাহা।"

তারা বিষয়ে—"ওঁ হ্রীঁ হংস মার্ত্তণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা"। শ্রীবিদ্যা বিষয়ে—"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাং হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় গ্রহ রাশি নক্ষত্র তিথি যোগ করণ পরিবারং সহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা"। স্ত্রী ও শূদ্রেরা—"ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপরে—"ওঁ সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" বলিয়া ইষ্ট দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অসমর্থ হইলে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্য দিবে।

৭। গায়ত্রীর ধ্যান।

অর্ঘ্য প্রদানন্তর গায়ত্রীর ধ্যান করিতে হয়। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নভেদে ধ্যান তিন প্রকার। প্রাতঃকালে কুমারীবেশ, মধ্যাহ্নকালে যুবতী বেশ ও সায়হ্নকালে বৃদ্ধাবেশ। এইরূপ মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া ধ্যান করিবে, যথা—

"উদ্যদাদিত্য সংকাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিন ধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে ॥"
মূলাধার পদ্মে এই ধ্যান করিবে

গায়ত্রীর সায়াহ্ন ধ্যান।

সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসন কৃতাশ্রয়াম্‌॥ ৫৯॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্‌।
বিভ্রতীং কর পদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিত যৌবনাম্‌॥ ৬০॥
এবং ধ্যাত্বা মহাদেব্যৈ জলামামঞ্জলিত্রয়ম্‌।
দত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা॥ ৬১॥

৫ উল্লাস মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

সায়ংকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, যে গায়ত্রীর ধ্যান করিবে, (তিনি তমোগুণময়ী মাহেশ্বরী শক্তি)। এই বরদা দেবী শুক্লবর্ণা। ইঁহার পরিধান শুক্লবস্ত্র। ইনি বৃষরূপ আসন আশ্রয় করিয়া আছেন। ইঁহার তিন চক্ষু ইনি করকমল দ্বারা বর, পাশ, শূল ও নরকপাল ধারণ করিতেছেন। ইনি বৃদ্ধা ও গলিত যৌবনা।

এইরূপ ধ্যান করিয়া মহাদেবীকে (যাঁহার যা ইষ্টদেবতা তাঁহাকে) তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অষ্টাধিক শতবার বা দশবার গায়ত্রী (যে ইষ্ট দেবতার যে গায়ত্রী) জপ করিবে। জপান্তে জপ সমর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিবে। গায়ত্রী যথা—

গায়ত্রীর মধ্যাহ্ন ধ্যান।

"শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্র লসৎ করাং।
গদাপদ্ম ধরাং দেবীং সূর্য্যাসন কৃতাশ্রয়াম্‌॥"
হৃদয়ে অনাহতপদ্মে এই ধ্যান করিবে।

গায়ত্রীর সায়হ্ন ধ্যান।

"সায়হ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বর ধরাং বৃষাসন কৃতাশ্রয়াং॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং।
বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিত যৌবনাং।
সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং ধ্যায়েদ্দেবীং সমভ্যসেৎ॥"

ললাটে আজ্ঞা চক্রে এই সায়হ্ন ধ্যান করিবে। ধ্যানান্তে যথা শক্তি আপনার ইষ্ট দেবতার গায়ত্রী জপ করিবে।

দেব গায়ত্রী।

সূর্য্য—আদিত্যায়	বিদ্মহে	মার্ত্তণ্ডায়	ধীমহি	তন্নঃ	সূর্য্যঃ	প্রচোদয়াৎ।
গণেশ—তৎপুরুষায়	ঐ	বক্রতুণ্ডায়	ঐ	তন্নো	দন্তিঃ	ঐ
বিষ্ণু—ত্রৈলোক্যমোহনায়	,,	কামদেবায়	,,	,,	বিষ্ণুঃ	,,
নারায়ণ—নারায়ণায়	,,	বাসুদেবায়	,,	,,	বিষ্ণুঃ	,,
শিব—তৎপুরুষায়	,,	মহাদেবায়	,,	,,	রুদ্রঃ	,,
নৃসিংহ—বজ্রনখায়	,,	তীক্ষ্নদংষ্ট্রায়	,,	,,	নরসিংহঃ	,,
রাম—দাশরথায়	,,	সীতাবল্লভায়	,,	,,	রামঃ	,,
হনুমান—আঞ্জনেয়ায়	,,	হনুমতে	,,	,,	মারুতিঃ	,,
কৃষ্ণ—কৃষ্ণায়	,,	দামোদরায়	,,	,,	বিষ্ণুঃ	,,
গোপাল ক্লীং কৃষ্ণায়	,,	দামোদরায়	,,	,,	বিষ্ণুঃ	,,
গরুড়—গরুড়ায়	,,	সুপর্ণায	,,	,,	গরুড়ঃ	,,
কার্ত্তিক—তৎপুরুষায়	,,	মহাসেনায়	,,	তন্নঃ	ষণ্মুখঃ	,,

দেবী গায়ত্রী।

কালী—কালিকায়ৈ	বিদ্মহে	শ্মশান বাসিন্যৈ	ধীমহি	তন্নো	ঘোরে	,,
তারা—হুং তারায়ৈ	,,	মহোগ্রায়ৈ	,,	,,	দেবী	,,
দুর্গা—মহাদেব্যৈ	,,	দুর্গায়ৈ	,,	,,	দেবী	,,
জগদ্ধাত্রী—দুর্গায়ৈ	,,	চিৎস্বরূপায়ৈ	,,	,,	দেবী	,,
অন্নপূর্ণা—ভগবত্যৈ	,,	মাহেশ্বর্য্যৈ	,,	,,	অন্নপূর্ণে	,,
ভুবনেশ্বরী—নারায়ণ্যৈ	,,	ভুবনেশ্বর্য্যৈ	,,	,,	দেবী	,,
ছিন্নমস্তা—ক্লীংবৈরোচন্যৈ	,,	ছিন্নমস্তায়ৈ	,,	,,	দেবী	,,
ভৈরবী—ত্রিপুরায়ৈ	,,	ভৈরব্যৈ	,,	,,	দেবী	,,
মহিষমর্দ্দিনী—মহিষমর্দ্দিন্যৈ	,,	দুর্গায়ৈ	,,	,,	দেবী	,,
ছিন্নমস্তা—ক্লীং চিৎস্বরূপায়ৈ	,,	বজ্রবৈরোচন্যৈ	,,	,,	মাতঃ	,,
জয়দুর্গা—নারায়ণ্যৈ	,,	জয়দুর্গায়ৈ	,,	,,	গৌরী	,,
আদ্যা—আদ্যায়ৈ	,,	পরমেশ্বর্য্যৈ	,,	তন্নঃ	কালী	,,
ভৈরবী—ঐঁ বাগীশ্বর্য্যৈ	,,	ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ	,,	সৌ তন্নঃ	শক্তিঃ	,,
লক্ষ্মী—মহালক্ষ্ম্যৈ	,,	মহাশ্রিয়ৈ	,,	তন্নঃ	শ্রীঃ	,,
সরস্বতী—বাগ্‌দেব্যৈ	,,	কামরাজায়	,,	তন্নো	দেবী	,,
ত্রিপুরা—ঐং ত্রিপুরায়ৈ	,,	ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ (ভৈরব্যৈ)	ধীমহি			,,
				সৌঃ তন্নঃ	ক্লিন্নে	,,

তান্ত্রিক তর্পণ।

ত্রিসন্ধ্যমেতাং প্রজপন্ সন্ধ্যায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।
ততস্তু তর্পয়েন্তন্ত্রে দেবর্ষি পিতৃদেবতাঃ ॥ ৬৪ ॥
প্রণবং সদ্বিতীয়াখ্যাং তর্পয়ামি নমঃ পদম্।
শক্তৌ তু প্রণবে মায়াং নমঃস্থানে দ্বিঠং বদেৎ ॥ ৬৫ ॥

৫ উল্লাস মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

যিনি তিন সন্ধ্যাতে কেবল এই গায়ত্রী জপ করেন, তিনি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা করণের ফল প্রাপ্ত হন। ভদ্রে! অনন্তর দেবগণ, ঋষিগণ, ও পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। যথা—

প্রথমতঃ প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিয়া, দ্বিতীয়ান্ত উক্ত দেবাদি পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক পরিশেষে "তর্পয়ামি নমঃ" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা— ওঁ দেবাং স্তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ ঋষীং স্তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ পিতৃং স্তর্পয়ামি নমঃ। পরন্তু শক্তির তর্পণ করিতে হইলে প্রণব স্থলে মায়াবীজ (হ্রীং) বিন্যাস করিয়া "নমঃ" স্থানে "স্বাহা" এই পদ সন্নিবেশিত করিবে। যথা—"হ্রীং অমুক দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা"।

তান্ত্রিক অর্পণানুষ্ঠানম্।

দেবান্ ঋষীন্ পিতৃং শ্চৈব তৎকল্পোক্ত বিধানতঃ।
গুরু পঙক্তিং পুরাতর্প্য তর্পয়েদিষ্ট দেবতাং ॥

দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তৎকল্পোক্ত (যে দেবতার যাহা) বিধি পূর্ব্বক তর্পণ করিয়া গুরু পঙক্তির, অর্থাৎ গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠি গুরুর তর্পণ করিবে। তদনন্তর (শেষে) ইষ্ট দেবতার তর্পণ করিবে।

তর্পণ ক্রম্।

ওঁ দেবাং স্তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ ঋষীং স্তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ পিতৃং স্তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ ঐং গুরুং স্তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ পরমগুরুং স্তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুং স্তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং স্তর্পয়ামি নমঃ। তদনন্তর মূল (বীজ) মন্ত্রে শ্রীমদমুক দেবতাং (ইষ্ট দেবতাং) স্তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তর্পণ করিবে।

শক্তি বিষয়ে—"শ্রীমদমুক দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তর্পণ করিবে। অভিষিক্ত হইলে গুরু পাদুকার তর্পণ করিবে। যথা—

"সশক্তিক গুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ শ্রীঅমুকী
দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া—

পরমগুরু, পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরুর তর্পণ করিবে। পরে পাদুকা বা ঐং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক দিব্যৌঘ গুরুং, সিদ্ধৌঘ গুরু', মানবৌঘ গুরুং শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। তৎপরে নিজের মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সাঙ্গায়াঃ, সাবরণায়াঃ,সায়ুধায়াঃ সপরিবারয়াঃ সবাহনায়াঃঅমুক (ভৈরব) সহিতায়াঃশ্রীঅমুকী দেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। তর্পণান্তে ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া পূজা সম্ভার (দ্রব্য) সহিত বাটীতে বা যাগমণ্ডপে অথবা দেবমন্দিরে আসিতে হয়। পূজা সম্ভার অর্থে— পুত্রং পুষ্পং ফলং জলং, কিনা তুলসী পত্র, বিল্বপত্র, নানাবিধ পুষ্প, দূর্ব্বা, ফল ও জল ইত্যাদি।

বৈষ্ণবানাং তর্পণং।

ধ্যাত্বা জলাঞ্জলিং কৃত্বা তর্পয়েৎ কৃষ্ণমব্যয়ং।
গুরুপঙ্‌ক্তিং পুবা তর্প্য তর্পয়েদিষ্ট দৈবতম্‌॥
নাবদং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠোদ্ধব দারুকম্‌।
বিশ্বক্‌সেনঞ্চ শৈলেয়ং গুরুশ্চ তর্পয়ে ত্রিশঃ॥
পঞ্চ বিংশতি সংখ্যা বা দশধা বা ত্রিধাপি বা।
মূল মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়াম্যহম্‌॥
নমোঽন্তে'হয়ং মনুঃ প্রোক্তস্তর্পণে বিধিতৎপরৈঃ।

৭ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

অব্যয় শ্রীকৃষ্ণ, গুরুপঙ্‌ক্তি, ইষ্টদেবতা, নাবদ, পর্ব্বত, জিষ্ণু, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্‌সেন, শৈলেয় ও গুরুবর্গকে তর্পণ করিবে। মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আমি শ্রীকৃষ্ণকে তর্পণ করিতেছি বলিয়া পঞ্চবিংশতি বার দশবার বা তিনবারমাত্র তর্পণ কবিবে। মন্ত্র যথা—"ক্লীং শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া তর্পণ করিবে। যথা—"নারদং স্তর্পয়ামি নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পর্ব্বতং, জিষ্ণুং, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বকসেন, শৈলেয়, ও গুরু, এই সকলের প্রত্যেককে তর্পয়ামি নমঃ পদ সংযুক্ত করিয়া তিন তিনবার করিয়া তর্পণ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া অমুক দেবতাং সপরিবারং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে।

তিলক ধারণ বিধি।

ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্রং বৈষ্ণবে তু শৈবেকুর্য্যাত্রিপুণ্ড্রকং।

ত্রিকোণং বিন্দুসহিতং শাক্তে যথা ত্রিপুণ্ড্রকং॥ শক্তি যামল তন্ত্র।

ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্র অর্থে—ঊর্দ্ধ্বমুখ ফোঁটা, কিনা দীর্ঘ ফোঁটা, ভ্রূমধ্য হইতে ললাটের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত যে রেখা তাহার নাম ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র উহা বৈষ্ণবের তিলক। আর ললাটের বামদিক হইতে দক্ষিণদিক পর্য্যন্ত যে ত্রিঅঙ্গুলির দ্বারা রেখা তাহার নাম ত্রিপুণ্ড্র উহা শৈবের তিলক। আর ঐ ত্রিপুণ্ড্রের মধ্যে বিন্দু সংযুক্ত যে অধো মুখ ত্রিকোণ ফোঁটা উহা শাক্তের তিলক। তিলক ধারণের স্থান নির্দ্দেশ আছে। যথা—

শিরঃ কণ্ঠে ললাটে চ বাহ্বোশ্চ হৃদয়ে তথা।

নাভৌ পৃষ্ঠে প্রদাতব্যং পার্শ্বয়োশ্চদ্বয়োর্দ্বয়ো॥ ব্যাসঃ॥

শিরদেশে, কণ্ঠে, ললাটে, বাহুদ্বয়ে, হৃদয়ে, নাভিতে, পৃষ্ঠদেশে, পার্শ্বদ্বয়ে এবং কর্ণদ্বয়ে তিলক ধারণ করিতে হয়।

নাসিকা কেশ পর্য্যন্ত মূর্দ্ধ্ব পুণ্ড্রং বিধীয়তে।

মধ্যে ছিদ্রন্তু কর্ত্তব্যং তচ্ছিদ্রং হরিমন্দিরং॥ মৎস্য সূক্তম্।

নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্র করিতে হয় এবং উহার মধ্যভাগে ছিদ্র (১) রাখিতে হয়। ঐ ছিদ্রের নাম হরিমন্দির।

ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্র তিলক দশাঙ্গুল পরিমিত (২) সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, নবাঙ্গুল মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল পরিমিত তিলক অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ললাটে যে ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্র ধারণ করিতে হয় তাহার আকৃতি দীপ শিখার ন্যায় হওয়া আবশ্যক। বাহুদ্বয়ে বিল্ব পত্রের মত অঙ্কিত করিতে হয়, হৃদ্দেশে পদ্ম পুষ্পের মত এবং কণ্ঠেতে চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ (৩) বিধেয়।

ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্র মৃদাকুর্য্যাত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা।

তিলকং বৈদ্বিজঃ কুর্য্যাচ্চন্দনেন যদৃচ্ছয়া॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

মৃত্তিকা দ্বারা (৪) ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র, ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র এবং চন্দনের দ্বারা যদৃচ্ছা তিলক ধারণ করা কর্ত্তব্য।

স্নানের পর মৃত্তিকা দ্বারা এবং হোমের পর ভস্ম দ্বারা, অভাবে জল দ্বারাও তিলক করিবে। (৫) শিব পূজা কালে ত্রিপুণ্ড্র তিলক করিতেই হইবে। যথা—

কৃষ্ণ বিষয়ে—"শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়াম্যহং নমঃ" অথবা "ক্লীং শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে।

বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষ মালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো নস্যাত্তস্য ফলপ্রদঃ॥

লিঙ্গার্চ্চন্ তন্ত্র।

ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র তিলক এবং রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি শিব পূজা করে তাহার পূজা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র করা হয়।

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌরএব বা।
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্ব্বাণো যাত্যধো গতিম্॥ কূর্ম্ম পুরাণ।

বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত অথবা শৈব যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া পূজা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

(১) অচ্ছিদ্র মূর্দ্ধ্ব পুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়॥ পদ্ম পুরাণ॥

যে সকল দ্বিজ ছিদ্র বিহীন উর্দ্ধ্ব পুণ্ড্র ধারণ করে, তাহাদের ললাটে কুক্কুর পদচিহ্ন ধারণ করা হয়।

(২) দশাঙ্গুল প্রমাণন্তু উত্তমোত্তম মুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমংস্যাদষ্টাঙ্গুল মতঃপরম্॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

(৩) ভালে দীপশিখাকারং বাহুভ্যাং বিল্বপত্রবৎ।
হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়াঞ্চন্দ্র মুদ্দিশেৎ। মৎস্য সূক্তম॥

(৪) মৃত্তিকা তিলকং কুর্য্যাৎ স্নাত্বা হুত্বা চ ভস্মনা।
দৃষ্ট দোষ বিঘাতার্থং চাণ্ডালাস্ত্যাদি দর্শনে॥ মহাভারত।

(৫) অভাবে তুদকেনাপি পিতৃ দৈবতমর্চ্চয়েৎ। উশনা॥
জলেস্থিতঃ কর্ম্মকুর্ব্বন জলেন তিলকঞ্চরেৎ॥ আহ্নিকতত্ত্ব॥

ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমং।
বাম বাহৌ বাসুদেবং সব্যে দামোদরস্তথা॥
নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব মাধবং হৃদয়ে তথা।
গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে বামেচৈব ত্রিবিক্রমং॥

১ ললাটে কেশবায় নমঃ, ২ কণ্ঠে পুরুষোত্তমায় নমঃ, ৩ বাম বাহুতে বাসুদেবায় নমঃ, ৪ দক্ষিণ বাহুতে দামোদরায় নমঃ, ৫ নাভিতে নারায়ণায় নমঃ, ৬ হৃদয়ে মাধবায় নমঃ, ৭ দক্ষিণ পার্শ্বে গোবিন্দায় নমঃ, ৮ বাম পার্শ্বে ত্রিবিক্রমায়

বিষ্ণুং সব্যে কর্ণমূলে দক্ষিণে মধুসূদনং।
শিরোমধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ॥
হরের্দ্বাদশ নামানি পঠিত্বা তিলকানি তু।
যঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো নিত্যং স প্রেমভক্তিমাপ্নুয়াৎ॥

নমঃ, ৯ বাম কর্ণমূলে বিষ্ণবে নমঃ, ১০ দক্ষিণ কর্ণমূলে মধুসূদনায় নমঃ, ১১ শিরোমধ্যে হৃষীকেশায় নমঃ, ১২ পৃষ্ঠে পদ্মনাভায় নমঃ, বলিয়া ঐ দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করিবে। তিলকান্তে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিবে।

কুল বৃক্ষ নমস্কার।

স্নান করিয়া আসিবার সময় কুলবৃক্ষমূলে মূলোপরি জল সেচন করিয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম মন্ত্র যথা—

ওঁ নমস্তে কুলবৃক্ষেভ্যঃ সর্ব্বপাপ বিমুক্তয়ে।
শুভং বিধেহি মে নিত্যং কুল বৃক্ষায় তে নমঃ॥

কুল বৃক্ষ নমস্কার প্রাতঃকৃত্যের পরও হয় এবং এক্ষণেও হয়, যাঁহার যেরূপ সুবিধা তিনি সেইরূপ করিবেন। তাহার পর আপনার ইষ্ট দেবতার মন্ত্রজপ করিতে করিতে অথবা স্তব কবচ পাঠ করিতে করিতে আসিতে হয়। কুলবৃক্ষ যথা—

হরিতকী তথা ধাত্রী নিম্বাশ্বত্থ কদম্বকাঃ।
ডুম্বকর্বট বিল্বৌ চ তিন্তিড়ী নবমঃ স্মৃতঃ॥ রেবতী তন্ত্র॥
শ্লেষ্মাতক করঞ্জাক্ষ নিম্বাশ্বত্থ হরিতকী।
বিল্বো বটোডুম্বরৌ চ চিঞ্চেতি দশতে মতাঃ॥
কুলার্চ্চন দীপিকা।
শ্লেষ্মাতক করঞ্জৌ চ বিল্বাশ্বত্থ কদম্বকাঃ।
নিম্বো বটোডুম্বরৌ চ ধাত্রী চিঞ্চা দশস্মৃতাঃ॥ তন্ত্রসার।

১। তুলসী চয়ন মন্ত্র।

তুলস্যমৃত নামাসি সদা ত্বং কেশব প্রিয়া।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মল বিনাশিনি॥

অন্য তুলসী চয়ন মন্ত্র।

মাতস্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ চরণ প্রিয়ে।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং প্রসীদ শুভ দর্শনে॥ ৯৫॥
বিষ্ণু প্রীতিকরে মাতর্নমস্তে তুলসীশ্বরি।
পবিত্রী কুরুমেঽঙ্গানি বিষ্ণুঙ্ক হর্ষকারিণি॥ ৩৮॥

৮ অ, পূঃ খণ্ড, বৃ ধর্ম্ম পুঃ।

বিল্বপত্র চয়ন মন্ত্র।

অমৃতোদ্ভবে শ্রীবৃক্ষ শঙ্করস্য সদা প্রিয়।
ক্ষমস্ব শিব পূজার্থং তব পত্রং হরাম্যহম্॥

অন্য মন্ত্র।

পুণ্য বৃক্ষ মহাভাগমালুর শ্রীফল প্রভো।
মহেশ পূজনার্থায় ত্বৎ পত্রাণি চিনোম্যহম্॥ ২০॥
নমো নমো বিল্ব তবতে সদা শঙ্কর রূপিণে।
সকলানি মমাঙ্গানি কুরুষ্ব শিব হর্ষদ॥ ১৪॥

১১ অ, পূঃ খণ্ড, বৃ ধর্ম্ম, পুঃ।

দূর্ব্বা চয়ন মন্ত্র।

সহস্র পরমা দেবী শতমূলা শতাঙ্কুরা।
সর্ব্বং হরতুমে পাপং দূর্ব্বা দুঃস্বপ্ন নাশিনী॥
কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরী॥ ৭॥
এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতে ন চ।
যা শতেন প্রতনোষি সহস্রেণ বিরোহসি।
তস্যাস্তে দেবীষ্টকে বিধেম হবিষা বয়ম্॥ ৮॥

নারায়ণোপনিষৎ।

পুষ্প চয়ন মন্ত্র।

শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বে
নক্ষত্রাণি রূপমাশ্বিনৌব্যাত্তম্। ইষ্মন্নিষা—
ণমুম্মনীষাণঃ সর্ব্বলোকম্মনীষাণ।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদী মন্ত্র।

স্নানের পর গায়ত্রী ও তর্পণ সারিয়া যাগমণ্ডপে (দেব মন্দিরে বা ঠাকুর ঘরে) আসিবার সময় সাধক স্বয়ং (১) পুষ্প চয়ন করিয়া আনিবেন। যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতার প্রীতিকর পুষ্প সকল আহরণ করিবেন। দেবগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—শাক্তের দেবতা-শক্তি (দশমহাবিদ্যা, বিদ্যা এবং উপবিদ্যা) এই সমস্তগুলির নাম শক্তি। শৈবের দেবতা-শিব (শিবও অনেক প্রকার—ত্র্যম্বক, রুদ্র, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও মহেশ্বর) এইগুলির নাম শিব। গাণপত্যের দেবতা—গণেশ (গণেশ, মহাগণেশ, হরিদ্রাগণেশ, হেরম্ব) এই গুলির নাম গণেশ। বৈষ্ণবের দেবতা—বিষ্ণু (বিষ্ণুর দশ অবতার, হয়গ্রীব, শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল, গরুড় ও হনুমান) এইগুলির নাম বিষ্ণু। সৌরের দেবতা—সূর্য্য (রবি, মার্ত্তণ্ড, আদিত্য, প্রভাকর, দিবাকর) এইগুলির নাম সূর্য্য। এই সকল দেবতা মধ্যে যিনি যে নামের দেবতার উপাসক তিনি সেই প্রকার পুষ্প সংগ্রহ করিবেন। অর্থাৎ এক এক শ্রেণী দেবতার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুষ্প আছে। যথা—

সূর্য্যপূজার পুষ্পাদি।

জবাকুসুম সদ্রক্ত চন্দনৈর্ধূপ দীপকৈঃ।
পায়সেন বলিং দদ্যাৎ সূর্য্যায় শুভমিচ্ছতা॥

৯০ পটল, পূর্ব্বখণ্ড, কৈলাসতন্ত্র।

যিনি মঙ্গলেচ্ছা করেন তিনি জবাপুষ্প, রক্তচন্দন, ধূপ, দীপ ও পরমান্ন ইত্যাদি পূজোপহার দ্বারা সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবেন।

---

(১) সমিৎ পুষ্প কুশাদীনি শ্রোত্রিয় স্বয়মাহরেৎ।
শূদ্রোপনীতৈশ্চ হরে পূজাং কুর্ব্বাণ্ ব্রজত্যধঃ॥
তস্মাদ্বিপ্রো মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যেণ স্বয়মেব বা।
পুষ্পাদীণি সমাহৃত্য পূজয়েৎ পরমেশ্বরং॥

তন্ত্রান্তরে।

শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ সমিৎ পুষ্প কুশাদি স্বয়ং আহরণ করিবেন। শূদ্রদ্বারা আনিত পুষ্পে পূজা করিলে অধোগতি হয় সুতরাং বিপ্র স্বয়ং বা তৎশিষ্যদ্বারা পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের পূজা করিবে।

স্নানান্তে পুষ্প চয়ন করিতে নাই শাস্ত্রে এরূপ বিধি আছে। যথা—

গণেশপূজার পুষ্পাদি।

জাতী যূথী মল্লিকাভি র্বিল্বপত্র স্রক্ চন্দনৈঃ।
গণেশ পূজনার্থায় মোদকঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥

৯০ পটল, পূর্ব্বখণ্ড, কৈলাসতন্ত্র।

গণেশের পূজার জন্য জাতীপুষ্প, যূথীপুষ্প, মল্লিকাদি পুষ্প, বিল্বপত্র, মাল্য, চন্দন, লড্ডুক ইত্যাদি সংকল্পিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপূজার পুষ্পাদি।

মাধবী মালতী কুন্দ তুলসী শ্বেত চন্দনৈঃ।
ভক্তিমান র্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং নবনীতৈঃ সশর্করৈঃ ॥

৯০ পটল, পূর্ব্বখণ্ড, কৈলাসতন্ত্র।

বিষ্ণুপূজার জন্য মাধবীলতা, মালতীপুষ্প, কুন্দপুষ্প (কুঁদ ফুল) তুলসীপত্র; শ্বেতচন্দন এবং শর্করাযুক্ত নবনীত ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছে।

অপর্য্যুষিত নিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈ র্জ্জন্তু বর্জ্জিতৈঃ।
স্বীয়ারামোদ্ভবৈর্ব্বাপি পুষ্পৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিং ॥

নারসিংহে।

টাট্কা, ছিদ্র শূন্য, ধৌত এবং কীটাদি বর্জ্জিত,স্বয়ং আহৃত পুষ্পদ্বারা হরির—ভগবানের অর্চ্চনা করিতে হয়।

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্নন্তি বৈ দ্বিজঃ।
দেবতা স্তন্ন গৃহ্নন্তি ভস্মা ভবতি দারুবৎ ॥ যামলে।

স্নানান্তে যে দ্বিজ পুষ্প চয়ন করে সেই পুষ্প দেবগণ গ্রহণ করেন না। তাহা কাষ্ঠের মত ভস্ম হইয়া যায়।

কিন্তু শাস্ত্রের এই বচন প্রাতঃস্নানের জন্য নহে, উহা মধ্যাহ্নস্নানের জন্য। মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিতে নাই। যথা—

স্নাত্বা মধ্যাহ্ন সময়ে ন ছিন্দ্যাৎ কুসুমং নরঃ।
তৎ পুষ্পস্যার্চ্চনে দেবি রৌরবে পরিপচ্যতে। মৎস্যসূক্তে।

মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিয়া পুষ্পচয়ন করিবে না, করিলে রৌরব নরকে পচ্যমান হইবে। ইহাই শাস্ত্রের শাসন।

প্রাতঃ স্নানাদিকং কৃত্বা পুষ্পান্যপি তথা হরেৎ।
তৎ পুষ্পৈরার্চ্চয়েদ্দেবি স পাপৈর্ম্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥ তন্ত্র।

মাঘে চম্পক পুষ্পেণ যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপতিং।
স গচ্ছেৎ পরমং ধামং বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥
কমলৈঃ কমলাকান্তঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে তু যৈঃ।
কমলা অনুগা তেষাং জন্মান্তর শতেষ্বপি॥

পাদ্মে, ক্রিয়াযোগসারে।

যে ব্যক্তি মাঘ মাসে কমলাপতিকে (বিষ্ণুকে) চম্পক পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমধাম বিষ্ণুলোকে গমন করে। আর যে সকল ব্যক্তি পদ্মপুষ্পদ্বারা কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুকে পূজা করেন, লক্ষ্মী স্বয়ং সেই সকল ব্যক্তিদিগের শতজন্ম পর্য্যন্ত অনুগামিনী হন।

তুলসী মঞ্জরীভি র্যঃ কুর্য্যাদ্ধরি হরার্চ্চনং।
ন স গর্ভ গৃহং যাতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥ অগস্ত্য সংহিতা।

তুলসী মঞ্জরী দ্বারা যে ব্যক্তি হরির (বিষ্ণুর) ও হরের (শিবের) অর্চ্চনা করে তাহার গর্ভবাসাদি যন্ত্রণা হয় না।

প্রাতঃস্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিতে পারে॥ সেই পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ন পুষ্পাচ্ছাদনং কুর্য্যাদ্দেবর্থে বামহস্ততঃ।
অঙ্গ সংস্পৃষ্ট মাঘ্রাতং ত্যজেৎ পর্য্যুষিতং বুধঃ। তন্ত্রান্তরে।

বাম হস্তদ্বারা পুষ্পাচ্ছাদন করিবে না, বা অঙ্গ সংস্পৃষ্ট করিবে না, অথবা আঘ্রাণ লইবে না। এরূপ করিলে সেই পুষ্প পরিত্যাগ করিবে, আর বুধগণ পর্য্যুষিত, কিনা বাসী ফুল পরিত্যাগ করিবে কারণ, তাহাতে পূজা হয় না।

নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা গণাধিপম্।
ন দুর্ব্বায়া যজেদ্দুর্গাং বিল্বপত্রৈর্দিবাকরম্॥ জ্ঞানমালায়াং।

আতপ তণ্ডুলদ্বারা বিষ্ণুকে, তুলসীপত্র দ্বারা গণেশকে, দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গাকে এবং বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্যকে অর্চ্চনা করিবে না।

নার্চ্চয়েত্তগরৈ সূর্য্যং ধুস্তুরপুষ্পেণ কেশবং।
দেবীং লকুচ পুষ্পৈশ্চ শঙ্করং নাগকেশরৈঃ॥ আচারসার তন্ত্র।

সূর্য্যদেবকে তগর পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিবে না। ঐরূপ ধাঁইফুল দ্বারা বিষ্ণুকে, মাদার ফুলদ্বারা ভগবতীকে, আর নাগকেশর পুষ্প দ্বারা শিবের পূজা করিবে না।

পুষ্পাভাবেঽপি দেয়ানি পত্রানি চ জনার্দ্দনে।
পত্রাভাবে জলং দদ্যাত্তেন পুণ্যমবাপ্যতে॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

পুষ্প অভাবে পত্রদ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে। পত্র অভাবে জলদ্বারা পূজা করিবে, তাহাতেও পুণ্যলাভ হইবে।

গৃহ দূর্ব্বাভবৈঃ পুষ্পৈ স্তথা কাশকুশোদ্ভবৈঃ।
ভূধরং সমলঙ্কৃত্য বিষ্ণুলোকে ব্রজেন্নরঃ॥ বিষ্ণুরহস্য।

গৃহ দুর্ব্বার শিশ, কাশ ও কুশ পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুকে পূজা করিলে বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

মালতী ফুল, বকুল, জাঁতী, কুঁদফুল, সিউলীফুল এবং জবাফুল দ্বারা শিবের পূজা করিবে না, করিলে নিরয়গামী হইবে।

নিষিদ্ধ পুষ্পাণি।

নার্কং নোন্মত্তকং ঝিণ্টং তথৈব গিরিকর্ণিকাং।
ন কণ্টিকারিকাপুষ্পং অচ্যুতায় নিবেদয়েৎ॥ স্কন্দপুরাণ।

অর্ক (আকন্দ), উন্মত্তক (ধুতূরা), ঝিণ্ট (ঝাঁটি), গিরিকর্ণিকা (শ্বেত অপরাজিতা) ও কণ্টকারি ফুল বিষ্ণুকে দিবে না।

বিষ্ণুপূজনে পত্রবিশেষ দান।

পত্রাণ্যপি সুপুষ্পাণি হরেঃ প্রীতিকরাণি চ।
প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুষ গদতো মম॥
অপামার্গ পত্রং প্রথমং তস্মাদ্ভৃঙ্গারকং পরং।
তস্মাত্তু খদিরং শ্রেষ্ঠং ততশ্চ শমি পত্রকং॥
দূর্ব্বা পত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোঽপি কুশ পত্রকং।
পত্রং তস্মাদামলকং ততো বিল্বস্য পত্রকং॥
বিল্বপত্রাদপি হরে স্তুলসী পত্র মুত্তমং।
এতেষাঞ্চ যথা লব্ধৈঃ পত্রৈর্ব্বাযোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং॥
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহিয়তে॥ ৫২অ,নারসিংহ পুরাণ।

বর্জ্জ্যপুষ্প।

মালতী বকুলং জাতী কুন্দং সেফালিকা জবা।
শঙ্করায় ন দাতব্যা দাতা চ নরকং ব্রজেৎ॥ শিষ্ট প্রয়োগ।

শিবপূজার পুষ্পাদি।

ধূস্তূরং শতপুষ্পঞ্চ দূর্ব্বা বিল্বদলানি চ।
কেশরং কুঙ্কুমং দদ্যাৎ শিবপূজন কর্ম্মণি॥
শস্কুলী মোদকং পুষ্পং দধিদুগ্ধং সিতাযুতং।
নানোপহার সহিতং শঙ্করায় নিবেদয়েৎ॥

৯০ পটল, পূর্ব্বখণ্ড, কৈলাসতন্ত্র।

ধূস্তূর (ধুতুরা) পুষ্প, শত পুষ্প (পদ্মফুল) দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, নাগকেশর; কুঙ্কুম ইত্যাদি দ্বারা শিবপূজা করিবে। শস্কুলী (পুলীপীঠা), মোদক (লাড়ু), পুষ্প, দধি, দুগ্ধ (চিনিযুক্ত) ইত্যাদি নানা উপহার দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিবে;

বিল্বপত্রং মহেশানি কীটাদি দোষ বর্জ্জিতং।
কোমলং মধুরং পত্রং পত্রত্রয়যুতং প্রিয়ে॥
সজলঞ্চৈবতৎ পত্রং নিধায় বজ্রহীনকং।
যত্নে নৈব প্রদাতব্যং সর্ব্বদা তদধোমুখং॥　লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র।

হে মহেশানি! কীটাদি দোষ বর্জ্জিত কোমল, মধুর ও ত্রিপত্রযুক্ত বিল্বপত্র জলে ধৌত করিয়া ও বজ্র পরিত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিবে। বিল্বপত্র অর্পণ করিবার সময় অধোমুখ করিয়া দিবে।

এতত্তু নিষেধ বচনং পার্থিবেতর লিঙ্গং পরং, অথবা শঙ্কর মূর্ত্তি পূজা পরম্। অন্যথা বৈযর্থং স্যাৎ। অর্থাৎ এই সকল পুষ্প যে শিব পূজায় নিষিদ্ধ হইল তাহা পার্থিব (মৃত্তিকার) শিব পূজার জন্য, সর্ব্বত্রে নহে। কিন্তু অন্য বচনে বলিতেছে—

বিষ্ণুক্রান্তাং চ কহ্লারং তগরং মল্লিকাস্তথা।
মালতীং যূথিকাং দেবি করবীরং মনোহরং॥
পদ্মঞ্চ কেতকীং কুন্দং তথাচামলকী প্রিয়ে।
কুমুদং কোকনদঞ্চৈব সর্ব্বঞ্চ বন সম্ভবং॥
দূর্ব্বাঞ্চ তুলসীঞ্চৈব দত্বা সংপূজ্য পার্থিবং।
অন্যানি যানি পুষ্পাণি ব্রহ্মাণ্ড ভবিতানি চ॥
যানি যানি চ পুষ্পাণি ব্রহ্মাণ্ড ভবিতানি চ।
তানি সর্ব্বাণি দেবেশি প্রদদ্যাৎ পার্থিবোপরি॥　জ্ঞানভৈরবতন্ত্র।

বিল্ব বৃক্ষতল স্থানং যদি বিষ্ঠাদি পূরিতং।
তথাপি শাঙ্করং ক্ষেত্রং সর্ব্বতীর্থময়ং সদা॥

১৭ পটল, পুরশ্চরণ রসোল্লাস।

বিল্ব মূল যদি বিষ্ঠাপূর্ণ হয় তথাপি তাহার নাম শাঙ্করক্ষেত্র এবং উহা (বিল্ব-মূল) সর্ব্বতীর্থময় হইবে।

বিল্ববৃক্ষ বনং যত্র সাতু বারাণসী পূরি।
পঞ্চবিল্ব দ্রুমা যত্র তত্র তিষ্ঠেৎ স্বয়ং হরিঃ।
সপ্তমিল্ব দ্রুমা যত্র তত্র দুর্গা যুতো হরঃ॥

১১ অ, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।

বিল্ববৃক্ষের বন হইলে বারাণসী (৺কাশীধাম) স্বরূপ হইবে। যে স্থানে পাঁচটী বিল্ববৃক্ষ আছে তথা হরি স্বয়ং বাস করেন। যে স্থানে ৭টি বিল্ববৃক্ষে আছে তথায় দুর্গাদেবীর বাস হয়।

দেবী পূজার পুষ্পাদি।

দেবী পূজা সদা কার্য্যা জলজৈঃ স্থলজৈরপি।
বিহিতৈর্ব্বা নিষিদ্ধৈর্ব্বা ভক্তি যুক্তেন চেতসা॥

তন্ত্রান্তরে।

জলজ ও স্থলজ পুষ্পদ্বারা দেবীর পূজা করিতে হয়, তাহা বিহিতই হউক বা

শিবপূজার প্রশস্ত পুষ্প।

দ্রোণ পুষ্প মহেশানি করবীব তথা প্রিয়ে।
অপরাজিতা চ কমলং দুর্ল্লভং শিব পূজনে॥
এষাং পুষ্প প্রদানে ন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
মাহাত্ম্যং তস্য দেবেশি বর্ণিতু নৈব শক্যতে॥
ধুস্তূর সদৃশং পুষ্পং মম জ্ঞানে ন বিদ্যতে।
গো কোটি দানে দেবেশি যৎ ফলং পরমেশ্বরি।
ধুস্তূরস্য প্রদানেন সমতাং যাতি পার্ব্বতি

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র।

বিল্বপত্র মাহাত্ম্য।

শতঞ্চ করবীরাণাং সহস্রঞ্চাপরাজিতাং।
৮৹ কণকঞ্চৈব লক্ষং দ্রোণ জয়ন্তথা॥

নিষিদ্ধই হউক তদ্দ্বারা ভক্তিযুক্ত হইয়া পূজা করিবে। দেবী পূজায় যে সমস্ত ফুল প্রয়োজন হয়, তাহার নাম যন্ত্র পুষ্প। যন্ত্রপুষ্পগুলি এই, যথা—

শ্বেত দ্রোণং জবা রক্তা কমলানি বরাননে।
করবীং রক্ত শুক্লং কৃষ্ণাশ্বেতাপরাজিতা।
যন্ত্র পুষ্পং বরারোহে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং॥

পিচ্ছিলাতন্ত্র।

যন্ত্র পুষ্প সকল,—শ্বেত ঘলঘসিয়া ফুল, জবা ফুল, রক্তপদ্ম, করবী, শ্বেত ও কৃষ্ণ অপরাজিতা, হে দেবি তৎপ্রতি স্নেহ প্রযুক্ত এই যন্ত্র পুষ্প প্রকাশ করিলাম।

করবীরং জবা দেবি স্বয়ং কালী ন চান্যথা।
তারাচ অপরাচৈব স্বয়ং ত্রিপুর সুন্দরী॥
কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাদ্ভদ্রকালী ন সংশয়ঃ।
করবীরঞ্চ ভুবনা দ্রোণং ভুবন সুন্দরী।
জবা সাক্ষাদ্ভগবতী সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপিণী॥

৭ পটল যোগিনীতন্ত্র।

করবী ও জবা ফুল স্বয়ং কালিকাদেবীব প্রতিকৃতি, অপরাজিতা ফুল তারা দেবীর স্বরূপ ও ত্রিপুরাসুন্দরীব তুল্য। কৃষ্ণাপরাজিতা ভদ্রকালীর স্বরূপ, করবী ও দ্রোণ পুষ্প ভুবনেশ্বরীর তুল্য, জবা ফুল সাক্ষাৎ ভগবতী ও সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপিণী।

যৎ পুণ্য-মর্পণে দেবি ত্রৈজটে কেন তৎ ফলং।
শিবরাত্রি সহস্রন্তু দুর্গাষ্টম্যা যুতং প্রিয়ে॥
কৃষ্ণাষ্টমীনাং লক্ষন্তু যৎ ফলঞ্চোপ বাসতঃ।
বিল্বপত্রার্পণে দেবি তৎ কোটি ফলমাপ্নুয়াৎ॥

জ্ঞানভৈরব তন্ত্র।

পুষ্প বিধানং।

দেবী পূজায় প্রশস্ত পুষ্প।

অথ দেব্যামতং বক্ষ্যে পুষ্পাণি শৃণু পার্ব্বতি।
তুলসৌ পঙ্কজৌ জাতৌ কেতক্যৌ করবীরকৌ॥
শস্তানি দশ পুষ্পাণি তথা রক্তোৎপলানি চ।
উৎপলানি নলিন্তানি কহ্লার কুমুদানি চ।

দেবী পূজায় পত্র দান।

আমলক্যাস্তু পত্রেণ তুষ্টা ভবতি পার্ব্বতী।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নানা পুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
শ্মশানে রাত্রি শেষে বা শনিভৌম দিনে তথা॥

মুণ্ডমালা তন্ত্র।

পার্ব্বতীদেবী আমলকী পত্রে পরিতুষ্টা হন, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে নানা পুষ্প দ্বারা রাত্রিশেষে শনি মঙ্গলবারে শ্মশানে দেবীর পূজা করিতে হয়।

মালতী কুমুদাম্ভাব নন্দ্যাবর্ত্তাদিকানি চ।
পলাশ পটলা বোড্র পারল্যা বটকানি চ॥
অশোকোদ্ভববিল্বেষু কর্ণিকারোদ্ভবানি চ।
এতান্যন্যানি তন্ত্রেঽস্মিন্ পুষ্পাণি সম্ভিবৈর্প্রিয়ে॥
নানাদেশোদ্ভবানিস্যুঃ সর্ব্ব কালোদ্ভবানি চ।
দলানি চৈব পুষ্পাণি দদ্যাদ্দেবৈর্বিশেষতঃ। ২ পটল, বিশ্বসার তন্ত্র।

বর্জ্জ্য পুষ্প।

শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দমুন্মত্তঞ্চ হরে স্তথা।
দেবীনামর্ক মন্দারৌ সূর্য্যস্তগর স্তথা॥ শাতাতপঃ।

অবর্জ্জ্য পুষ্প।

ন পর্য্যুষিত দোষোঽস্তি তুলসী বিল্ব চম্পকে।
জলজে বকুলেঽগস্ত্যে মালাকার গৃহেষু চ॥

৫ প্রকাশ, মেরুতন্ত্র।

পরারোপিত বৃক্ষস্য পুষ্পগ্রহণেদোষ।

পরারোপিত বৃক্ষেভ্যঃ পুষ্পাণ্যানীয় যোঽর্চ্চযেৎ।
অবিজ্ঞাপ্য চ তস্যৈব নিস্ফলং তস্য পূজিতং॥ অগস্ত্য সংহিতা।

ফল, পত্র, পুষ্প প্রদান নিয়ম।

পত্রং বা যদি বা পুষ্পং ফলং নেষ্টমধোমুখং।
যথোৎপন্ন তথাজ্ঞেয়ং বিল্ব পত্রমধোমুখং॥

৬৫ পটল মাতৃকাভেদ তন্ত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নকৃত্য।

যাগমণ্ডপে আগমন।

শুদ্ধ বস্ত্রং পিধায়াথ মৌনমাশ্রিত্য দেশিকঃ।
জল পাত্রং সমাদায় দেবালয় মথা গমৎ॥

১৫ পটল, মহানীল তন্ত্র।

স্নান আহ্নিক সারিয়া দেব মন্দিরে বা পূজা মণ্ডপে আসিবার সময় শুদ্ধবস্ত্র (কাচা কাপড়) পরিধান পূর্ব্বক মৌনী হইয়া (কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া,) একপাত্র জল লইয়া আসিতে হয়।

মূল মন্ত্রং জপন গচ্ছেৎ যাবৎ প্রাপ্নোতি বৈ গৃহম্।
প্রাপ্য হস্তৌ চ পাদৌ চ প্রক্ষাল্যাচম্য যত্নতঃ॥

মহাকপিল পঞ্চরাত্র।

গৃহে বা যাগমণ্ডপে আসিবার সময় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে আসিতে হয়। গৃহে আসিয়া হস্তপদ ধৌত করিয়া যত্নপূর্ব্বক আচমন করিতে হয়।

ত্যাজ্য মণ্ডপ।

কেশকীটাদি সংযুক্তা ন স্নিগ্ধা নাতি পিচ্ছলা।
ন রূক্ষা নাতিনীচা বৈ নাত্যুচ্চা ন বনান্বিতা॥
ন চ বায়ুভিরাচ্ছন্না নান্যপ্রাণি সমাকুলা।
ধূলি কর্দ্দম সংযুক্তা পশুভির্ন বিলোকিতা॥
বৃক্ষাদিভিরনাকীর্ণা দ্রব বারি সমাকুলা।
অনাবৃতা চক্ষুর্দ্দিক্ষু মনসোঽতুষ্টি কারিণী॥
উষরে কৃমি সংযুক্তে স্থানে পুণ্যেঽপি নার্চ্চয়েৎ॥
যাগভূমি র্নিষিদ্ধৈষা বিহিতা কথ্যতেঽধুনা॥ ৭ পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

পূজ্যমণ্ডপ।

বাপীকূপ সমীপস্থা সুমনোবন মধ্যগা।
বিচিত্র মণ্ডপৈর্যুক্তা শুদ্ধবেদি পরিষ্কৃতা॥
পতাকাধ্বজ সংকীর্ণা লাক্ষারুণ পরিচ্ছদা।

উক্তে নৈব বিধানেন কৃত্বা স্নানন্তু তান্ত্রিকম্।
বৈদিকীং তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং কৃত্বা তর্পণ মেব চ।
জপন স্তোত্রাণি নামানি যায়াদ্দেব নিকেতনম্ ॥

রাঘবভট্ট ধৃত তন্ত্র বচন।

যথা বিধানে স্নান আহ্নিক, বৈদিক ও তান্ত্রিকসন্ধ্যা এবং তর্পণ সমাপন করিয়া বাটীতে, যাগমণ্ডপে, দেবমন্দিরে বা ঠাকুরঘরে আসিবার সময় মূলমন্ত্র জপ, বা ভগবানের নাম অথবা গায়ত্রী ও স্তবপাঠ করিতে করিতে মৌনী হইয়া আসিতে হয়।

তস্তোদক সম্পূর্ণং ভাণ্ডমাদায় পাণিনা।
একান্তং নিবশন্ প্রায়াৎ মনোজ্ঞং দোষ বর্জ্জিতং ॥
হৃদ্মধ্যস্থং স্মরেৎ বিষ্ণুং প্রবুদ্ধানন্দ বিগ্রহম্।
দিগন্তরং নিরীক্ষেত মৌনী সংরুদ্ধ লোচনং ॥

নারদ পঞ্চরাত্র।

জল পূর্ণপাত্র হস্তে লইয়া একান্তমনে, বিষ্ণু স্মরণ করিতে করিতে কোন দোষ

পুষ্প প্রকর সংকীর্ণা ঘণ্টা চামর ভূষিতা।
দীপ দর্পণ সংযুক্তা বিতানোপ পরিষ্কৃতা ॥
পেয়ৈর্ভক্ষ্যৈঃ সমাযুক্তা কর্পূরাগুরুধূপিতা।
বালার্ক সদৃশী রম্যা মনঃ সন্তোষ কারিণী ॥
ভক্তদায়ুধ পূর্ণাস্তর্বিভূষিত প্রপূজিতা।
এব মেষা মহাদেবি যাগভূমিঃ সমীরিতা ॥ ৭ম পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

পুণ্যক্ষেত্র।

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বত মস্তকম্।
তীর্থ প্রদেশা সিন্ধূনাং সঙ্গম পাবনং বনম্ ॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্ ॥
অশ্বথামলকী মূলং গোশালা জলমধ্যতঃ ॥
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্ত নিজং গৃহম্ ॥
গুরূণাং সন্নিধানঞ্চ চিত্তৈকাগ্র্যস্থলং তথা।
সর্ব্বেষামুত্তমং প্রোক্তং নির্জ্জনং পশু বর্জ্জিতম্ ॥

বর্জ্জিত স্নানে, অর্থাৎ দেবালয়ে মৌনী হইয়া এবং চক্ষুঃ বুজিয়া কিনা ধ্যানপরায়ণ হইয়া আসিতে হয়।

নত্বা তীর্থং পঠন স্তোত্রং দেবতা ধ্যান তৎপরঃ।
যাগমণ্ডপমাগত্য পাণি পাদৌ বিশোধয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

সাধক তীর্থকে নমস্কার করিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যান সহকারে স্তবপাঠ করিতে করিতে যাগ মণ্ডপে, কিনা দেবতাব স্থানে আগমন পূর্ব্বক হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবে।

যত্র তত্র নবঃ পূজাং নির্জ্জনে কুরুতে তু যঃ।
তস্যাদত্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলম্ জলম্ ॥
শ্রদ্ধাভক্ত্যাশ্চ বাহুল্যাৎ পূজা দ্রব্যস্য বিস্তরাৎ।
দেব্যাঃ সন্নিধিরত্র স্যান্নির্জনে পূজনাত্ততঃ ॥

৭ম, পটল, গন্ধর্ব্বতন্ত্র।

যাগমণ্ডপের স্থান নিরূপণ।

অর্থাৎ যজ্ঞভূমি অথবা পূজা করিবার স্থান নিরূপণ। যথা—

একলিঙ্গে শ্মশানে বা শূন্যাগারে চতুষ্পথে।
তত্রস্থঃ সাধয়েদ্ যোগী বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥

ফেৎকারিণী তন্ত্র

নদীতীরে বিল্বমূলে শ্মশানে শূন্য বেশ্মনি।
একলিঙ্গে পর্ব্বতে বা দেবাগারে চতুষ্পথে ॥
শবস্যোপরি মুণ্ডে চ জলে বা কণ্ঠ পূরিতে।
সংগ্রাম ভূমৌ যোনৌ বা স্থলে বা বিজনে বনে।
যত্র কুত্র স্থলে রম্যে যত্র বা স্যাৎ মনোলয়ঃ ॥

মুণ্ডমালা তন্ত্র।

উজ্জটে পর্ব্বতে বাপি নির্জ্জনে বা চতুষ্পথে।
দেবাগারে দেবশূন্যে বিল্বমূলে নদী তটে ॥

হস্ত পদ প্রক্ষালনে জলশোধন মন্ত্র। (০১)।

"ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা"।

এই মন্ত্রে সব্য হস্তে জল গ্রহণ করিয়া আসনে অভ্যুক্ষণ দিয়া তদুপরি উপবেশন করতঃ "ওঁ হ্রীং" মন্ত্রে বা নিজ ইষ্ট মন্ত্রে হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিবে। যথা—"ওঁ হ্রীং হস্ত পদাদি প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ"।

শক্তিবিষয়ে পাদপ্রক্ষালন মন্ত্র।

"ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধি সর্ব্ব পাপানি শময়াশেষ বিকল্পমপনয় হুঁ"।

হস্তপদ প্রক্ষালন ক্রম্।

অথ পূজা গৃহ দ্বারি উপবিশ্য কুশাসনে ;
উত্তরাভি মুখো ভুত্বা পাদ প্রক্ষালনং চরেৎ।
দিবা পূর্ব্বমুখো ভুত্বা রাত্রৌ কুর্য্যাদুদম্মুখ।

পূজা গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উত্তরাস্য হইয়া পাদপ্রক্ষালন করিবে; দিবসে পূর্ব্ব মুখ ও রাত্রিতে উত্তর মুখ হইয়া হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন কবিবে।

স্বগৃহে নিজ্জনারামে তথা চাশ্বত্থ সন্নিধৌ।
তথৈতেষামেকতমং স্থান মাশ্রিত্য যত্নতঃ॥ শ্যামারহস্য।
ততো মৌনী বিশুদ্ধাত্মা হৃদি বিদ্যাং পরামৃষণ।
অবহির্মানসোযোগী যাগ ভূমি মথা বিশেৎ॥

৭ পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

যাঁহার দীক্ষা হয় নাই তিনি গঙ্গার স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আসিবেন, যদি তিনি ব্রাহ্মণ হন তাহা হইলে গায়ত্রী মাহাত্ম্য পাঠ করিতে করিতে আসিবেন অথবা গায়ত্রীর স্বরূপ বর্ণনা করিতে করিতে আসিবেন, কিম্বা গায়ত্রী জপ করিতে করিতে আসিবেন।

---

(১) হস্ত পদপ্রক্ষালনের প্রমাণ যথা—
ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট স্বাহা মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
জলমানীয় সব্যেন আসনং শোধয়েত্ততঃ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য লজ্জাবীজং তথৈব চ।
ততো বিশুদ্ধ সর্ব্বাস্থে পাপানি শময়েত্ত্যপি॥

প্রথমং প্রাঙ্মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ শনৈঃ
উদঙ্মুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণা মুখেঃ ॥

দেবলঃ।

প্রথমতঃ পূর্ব্বমুখ হইয়া ধীরে ধীরে পাদ প্রক্ষালন করিবে। দৈব কর্ম্মে উর্ত্তরাস্য এবং পৈত্র কর্ম্মে দক্ষিণাস্য হইয়া পাদপ্রক্ষালন করিবে। কোন দেবতার আরাধনা কবাকে দৈব কর্ম্ম এবং পিতৃ শ্রাদ্ধাদি করাকে পৈত্র কর্ম্ম বলে।

পাপ নিঃসারণ মন্ত্র। ২ ॥

(১) ওঁ দেবত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুঁ ফট্ চ তে নমঃ ॥১॥

উত্তর তন্ত্র।

স্ত্রী দেবতা হইলে—"দেবত্বং" স্থলে "দেবিতৎ" বলিবে।

(২) ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতে শুভাশুভ স্যেহকর্ম্মণো নব সাক্ষিণ ॥ ২ ॥

এই দুইটীই পাপ নিঃসারণেব মন্ত্র, উত্তর তন্ত্রে কথিত হইয়াছে।

অশেষান্তে বিকল্পং স্যাৎ অপনয়েতি ততঃ পরম্।
কূর্চ্চ বীজং ভবেন্মন্ত্রং পাদপ্রক্ষালনে প্রিযে ॥

কুমাবীকল্প তন্ত্র।

কিরূপ জলের প্রয়োজন।

বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, ফেন ও বুদ্বুদ্ রহিত জলদ্বারা হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিবে। দূষিত জল পরিত্যাগ করিবে।

(২) পাপ নিঃসাবণের প্রমাণ। যথা—

আচান্তঃ শুচিতাং প্রাপ্তঃ সুস্নাতো দেব পূজনে।
পূজ্যা বেদ্যা বহিঃ স্থিত্বা চতুর্হস্তান্তবে ধিয়া ॥
গৃহেচেদ্দ্বার দেশস্থঃ প্রণমেন্মনসা গুরূন্।
প্রণমে দিষ্ট দেবঞ্চ দিকপালা নপি চেতসা ॥
যৎ পূর্ব্বমর্জ্জিতং পাপং তদ্দিনেঽন্য দিনে পি বা।

মন্ত্রাচমনং।

মন্ত্রাচমন—প্রণব দ্বারা, মূল মন্ত্র দ্বারা অথবা যে দেবতার যে আচমন মন্ত্র আছে তদ্বারা আচমন করিবে। যেমন—কালী, তারা, ত্রিপুরা, জগদ্ধাত্রী দুর্গা, অন্নপূর্ণা, ছিন্নমস্তা, শ্রীবিদ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণ; এই সকল দেবতাগণের স্বতন্ত্র আচমন মন্ত্র আছে। সাধক যে দেবতার উপাসক হইবেন, যদি সেই দেবতার আচমন মন্ত্র থাকে তবে তিনি তাহাই করিবেন। যদি না থাকে তবে সাধারণ বৈদিক বা তান্ত্রিক আচমন করিবেন।

আচমন করিবার অঙ্গুলি নিয়ম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দক্ষিণ করতল গোকর্ণাকৃতি করিয়া একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ পরিমাণ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঐ জল টুক্ পান করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠ দ্বারা-ওষ্ঠদ্বয়। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামার অগ্রভাগ দ্বারা—মুখ। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা—নাসাপুটদ্বয়। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা —চক্ষুর্দ্বয়। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা—কর্ণদ্বয়। অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাদ্বারা নাভিস্থল। পরে হস্ত প্রক্ষালন। তাহার পর করতল দ্বারা—বক্ষঃস্থল। সমুদায় অঙ্গুলি একত্র করিরা—মস্তক। ঐরূপ সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে। পরে দুই হস্ত প্রক্ষালন করিবে।

যিনি অদীক্ষিত তিনি বৈদিক আচমন করিবেন, যিনি দীক্ষিত তিনি তান্ত্রিক আচমন করিবেন। তান্ত্রিক আচমন শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ভেদে নানাপ্রকার আছে। মন্ত্রভাগ ৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রায়শ্চিত্তৈর্ণাপনুদেত্তদা পাপং স্মবেদ্ধিয়া।
তৎ পাপস্যাপনোদার্থং মন্ত্রদ্বয় মুদীরয়েৎ॥

উত্তর তন্ত্র।

পূজাকালে তান্ত্রিক আচমনের অঙ্গুলি নিয়ম।

মাষমাত্র প্রমাণঞ্চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতং।
অঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠে নোষ্ঠৌ চ দ্বিরুন্মৃজ্য যথা ক্রমাৎ॥ ১।
অঙ্গুষ্ঠেন মুখং স্পৃশ্য হস্তৌ চ ক্ষালয়েৎ ততঃ।
তর্জ্জনী দ্বে নসী প্রোক্তা মধ্যাঙ্গুলীক্ষণং তথা॥ ২॥

• দেবতা বিশেষে আচমন মন্ত্র।

কালিকা দেবীর—প্রথমতঃ ক্রীং মন্ত্রে তিনবার জল গণ্ডূষ পান করিবে। তৎপরে ওঁ কাল্যৈ নমঃ, উর্দ্ধোষ্ঠে। ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ, অধোষ্ঠে। ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ, মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন। ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ—তত্ত্ব মুদ্রায় মুখ স্পর্শ। ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ—দক্ষিণ নাসাপুটে। ওঁ বিপ্র চিত্তায়ৈ নমঃ—বাম নাসাপুট। ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ—দক্ষিণ চক্ষুঃ। ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ—বাম চক্ষুঃ। ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ—দক্ষিণ শ্রোত্র। ওঁ নীলায়ৈ নমঃ—বাম শ্রোত্র। ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ—নাভিস্থল। ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ—হৃদিস্থান। ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ—শিরঃস্থান। ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ—দক্ষিণ স্কন্ধ। ওঁ মিতায়ৈ নমঃ—বাম স্কন্ধ।

তারা দেবীর—"ওঁ হ্রীং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে তিনবার জল গণ্ডূষ পান করিবে। হ্রীং স্ত্রীং হুং। হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্। হ্রীং শ্রীং হুং। এই তিন মন্ত্রে তিন বার জল গণ্ডূষ পান করিয়া হ্রীং মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ওঁ হ্রীং নমঃ—উর্দ্ধোষ্ঠে। ওঁ হুং নমঃ—অধোষ্ঠে। ফট্ মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন। ওঁ বৈরোচনায় নমঃ—তত্ত্ব মুদ্রায় মুখ স্পর্শ। ওঁ শঙ্খায় নমঃ—দক্ষিণ নাসিকা।

অনামিকা শ্রোত্রদ্বয়ং কনিষ্ঠা নাভি সংস্পৃশং।
অঙ্গুষ্ঠ হীনৈশ্চতুর্ভির্ব্বক্ষসং পরিকীর্ত্তিতং ॥ (৩)
পঞ্চাঙ্গুলীভির্মূর্দ্ধানং তথা হি বাহুযুগ্মকং।
বিন্যসেদ্বিধিদৃষ্টেন সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

অঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠদ্বারা—ওষ্ঠাধর। অঙ্গুষ্ঠদ্বারা—মুখ। তর্জ্জনী দ্বারা—নাসাপুটদ্বয়। মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা—চক্ষুর্দ্বয়। অনামিকা দ্বারা—কর্ণদ্বয়। কনিষ্ঠা দ্বারা—নাভিস্থল। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত কেবল অঙ্গুলি চতুষ্টয় দ্বারা—বক্ষঃস্থল। সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা—মস্তক ও বাহু যুগল স্পর্শ করিতে হয়।

কালিকাদেবীর আবরণ দেবতা।

কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা তথোগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তা ঘনত্বিষঃ ॥
নীলা ঘনা বলাকা চ মাত্রা মুদ্রা মিতাচমাং।
এতাঃ সর্ব্বাঃ খড়্গধরা মুণ্ডমালা বিভূষণাঃ।

মহাকাল সংহিতা।

ওঁ পাণ্ডরায় নমঃ—বাম নাসিকা। ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ—দক্ষিণ চক্ষুঃ। ওঁ অসিতাভায় নমঃ—বাম চক্ষুঃ। ওঁ নামকায় নমঃ—দক্ষিণ কর্ণ। ওঁ মামকায় নমঃ—বাম কর্ণ। ওঁ তারকায় নমঃ—নাভি। ওঁ পদ্মান্তকায় নমঃ—বক্ষস্থল। ওঁ যমান্তকায় নমঃ—মস্তক। ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ—দক্ষিণ স্কন্ধ। ওঁ নরান্তকায় নমঃ—বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিবে। ৪০৯ পৃঃ তন্ত্রসার।

ত্রিপুরা দেবীর—ঐং, ক্লীং, সৌঃ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জল গণ্ডূষ পান করিবে। দূঁ, দূঁ, মন্ত্রে উদ্ধ ও অধ ওষ্ঠ। হ্রীং মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন। শ্রীং মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা মুখ। হ্রীং মন্ত্রে—দক্ষিণ নাসিকা। ঐং মন্ত্রে—বাম নাসিকা। হ্রীং মন্ত্রে—দক্ষিণ চক্ষুঃ। ক্লীং মন্ত্রে—বাম চক্ষুঃ। শ্রীং মন্ত্রে—দক্ষিণ কর্ণ। হ্রীং মন্ত্রে—বাম কর্ণ। ক্লীং মন্ত্রে—নাভি॥ এং মন্ত্রে—বক্ষস্থল। ওঁ মন্ত্রে—মস্তক। ঈং মন্ত্রে—দক্ষিণ স্কন্ধ। ক্রেঁ। মন্ত্রে—বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে।

জগদ্ধাত্রী দুর্গার—দূঁ মন্ত্রে তিনবার জল গণ্ডূষ পান করিবে। ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ—উর্দ্ধোষ্ঠ। ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ—অধওষ্ঠ। দূঁ মন্ত্রে—হস্ত প্রক্ষালন। ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ এবং ওঁ সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ এই দুইটি মন্ত্রে দুইবার তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। ওঁ বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ—দক্ষিণ নাসাপুট। ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ—বাম নাসাপুট। ওঁ সুপ্রভায়ৈ নমঃ—দক্ষিণ চক্ষুঃ। ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ—বাম চক্ষুঃ।

কালিকার আচমন মন্ত্র।

কালিকাভি স্ত্রীভিঃ পীত্বা কাল্যাদিভি রূপ স্পৃশেৎ।
দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজ্য চৈকেন ক্ষালয়েৎ করং॥
মুখ ঘ্রাণেক্ষণ শ্রোত্র নাভ্যুরস্কং ভুজৌ ক্রমাৎ।
আচমৈবং ভবেৎ কালী বৎসরাত্তাং প্রপশ্যতি॥

কালীতন্ত্র।

তারাদেবীর আচমন মন্ত্র।

তারা ভেদৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা মায়য়া ক্ষালয়েৎ করং।
স্ত্রীং দ্বযোষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজ্য ফট্‌কারৈঃ ক্ষালয়েৎ করং॥
আস্যে নসি দৃশৌ শ্রোত্রে নাভি বক্ষঃ শিরোভুজান্।
বৈরোচনাদিভিঃ স্পৃষ্ট্বা সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
আচম্য ভৈরবো ভূত্বা বৎসরাত্তাং প্রপশ্যতি॥

১২ প, নিগম কল্পলতা।

ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ—দক্ষিণ কর্ণ। ওঁ উমায়ৈ নমঃ—বামকর্ণ। ওঁ শূলধারিণ্যৈ নমঃ—নাভি। ওঁ সুগন্ধায়ৈ নমঃ—হৃদয়। ওঁ সর্ব্বসাধিন্যৈ নমঃ—মস্তক। ওঁ চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ—দক্ষিণ বাহুমূল। ওঁ সৌভদ্রিকায়ৈ নমঃ—বামবাহু মূল স্পর্শ করিবে।

অন্নপূর্ণা দেবীর—ওঁ হ্রীং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা: ওঁ হ্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা। এই তিন মন্ত্রে প্রথমতঃ তিন গণ্ডূষ জলপান করিবে। তৎপরে বৈদিক আচমন করিবে। অর্থাৎ বৈদিক আচমনে যেরূপ নিয়ম বলা হইয়াছে সেইরূপ করিবে।

ছিন্নমস্তাদেবীর—শ্রীং হ্রীং হূং এই তিন মন্ত্রে তিনবার জল গণ্ডূষ পান করিবে। হূং মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ঐং মন্ত্রে—ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ। হ্রীং মন্ত্রে—অধোষ্ঠ। হূং মন্ত্রে—হস্ত প্রক্ষালন। শ্রীং মন্ত্রে—তত্ত্ব মুদ্রায় মুখ স্পর্শ। হ্রীং মন্ত্রে—বাম ও দক্ষিণ নাসিকা। হূং মন্ত্রে—দক্ষিণ ও বাম চক্ষুঃ। ঐং মন্ত্রে—দক্ষিণ ও বামকর্ণ। ক্লীং মন্ত্রে নাভি। হ্রীং শ্রীং ক্লীং মন্ত্রে—হৃদিস্থান। এং মন্ত্রে—মস্তক। ঈং মন্ত্রে—দক্ষিণ বাহুমূল। ক্রোং মন্ত্রে—বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রাচমন পূর্ব্বে ৪৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে দেখিবেন। উহা বৈষ্ণব আচমন। বিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণ এই দুই আচমনই এক, স্বতন্ত্র নহে।

ভুবনেশ্বরীর আচমন মন্ত্র অন্নপূর্ণার মত। অন্নপূর্ণাচমন মন্ত্র যথা—

আত্ম বিদ্যা শিবৈস্তত্ত্বৈরাচামেৎ কুলসাধকঃ।
মায়াবীজং মুখে দত্ত্বা বহ্নি কান্তাং তথা পরে॥

৮ পটল শাম্ভবী তন্ত্র।

ছিন্নমস্তায় আচমন মন্ত্র।

লক্ষ্মী মায়া কূর্চ্চ বীজৈস্ত্রিভিঃ পীত্বাম্বু সাধকঃ।
বাগ্‌ভবেনোষ্ঠৌ সংমৃজ্য মায়াত্যাঞ্চ দ্বিরুন্মৃজেৎ॥
কূর্চ্চেন ক্ষালয়েৎ পাণি এভির্বৈস্তৈশ্চবিন্যসেৎ।
শ্রীমায়া কূর্চ্চবাক্ কাম্ ত্রিপুটা ভগ বর্ত্তুলৈঃ॥
কামকলাঙ্কুশাভ্যাঞ্চ বক্ত্রনাসাক্ষি শ্রোত্রয়োঃ।
নাভিহৃন্মস্তকাংসৌ স্পৃষ্ট্বা শম্ভুর্ভবেৎ ক্ষণাৎ।
আচম্যৈবং ছিন্নমস্তাং বৎসরান্তাং প্রপশ্যতি॥

ভৈরব তন্ত্র।

শ্রীবিদ্যার—ঐঁ হ্রীঁ সৌঁঃ এই তিন মন্ত্রে তিনবার জল গণ্ডুষ পান করিবে। দূঁ দূঁ মন্ত্রে ঊর্দ্ধ ও অধ ওষ্ঠ দ্বয়। হ্রীঁ মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। শ্রীঁ মন্ত্রে তত্ত্ব মুদ্রায় মুখ স্পশ। হ্রীং মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা স্পর্শ।

ঐঁ মন্ত্রে—বাম নাসিকা। হ্রীঁ মন্ত্রে—দক্ষিণ চক্ষুঃ। ক্লীঁ মন্ত্রে—বাম চক্ষুঃ। শ্রীঁ মন্ত্রে—দক্ষিণ কর্ণ। হ্রীঁ মন্ত্রে—বাম কর্ণ। ক্লীঁ মন্ত্রে—নাভি। এঁ মন্ত্রে—বক্ষঃস্থল। ওঁ মন্ত্রে—মস্তক। ঈং মন্ত্রে—দক্ষিণ বাহু। ক্রোঁ মন্ত্রে—বামবাহু স্পর্শ করিবে।

এই সকল ব্যতীত যাহা বাকি রহিল সেই সকল বিদ্যা ও মহাবিদ্যার আচমন স্থলে—ওঁ হ্রীং স্বাহা মন্ত্রে তিনবার জল গণ্ডুষ পান করিয়া ইষ্ট মন্ত্রে আচমন কার্য্য করিবে।

শ্রীবিদ্যায়াস্তু।

বালাবীজৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ প্রমার্জয়েৎ।
দুর্গা দ্বাভ্যাং বিকম্যৃজ্য মায়য়া ক্ষালয়েৎ করম্॥
শ্রীবালা বাক্ পরাকাম ত্রিপুটা যোনি বর্ত্তুলৈঃ।
কামকলাঙ্কুশাভ্যাঞ্চ মুখ নাসাক্ষি কর্ণকান্।
নাভ্যুবক্ষঃ ভুজৌ স্পৃষ্ট্বাপ্যধিকারী জপাদিষু॥
ভৈরব তন্ত্র।

বালা বীজৈরিতি—ঐঁ ক্লীং সৌঁঃ, তদুক্তং রুদ্র যামলে—

প্রথমং বাগ্ভবং দেবি কামরাজং দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং শক্তি বীজন্তু শিবযুক্তং সদা ভবেৎ॥ রুদ্রযামল তন্ত্র।

দুর্গাদ্বাভ্যামিতি—দূঁ দূঁ ইত্যে তাভ্যামিত্যর্থঃ। তথাচ বর্ণ ভৈরবে—

থান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য বাম কর্ণ বিভূষিতম্।
চন্দ্রখণ্ড সমাযুক্তং দুর্গা বীজ মুদাহৃতম্॥ বর্ণভৈরব তন্ত্র।

পরা বীজম্ হ্রীঁ।

হ্রীং লজ্জা গিরিজা শক্তির্হৃল্লেখা চ হরপ্রিয়া।
মহামায়া পরা মায়া শিবধর্ম্মার্দ্ধ হারিণী॥ মন্ত্রকোষ।

"শ্রী মায়ামাদনৈঃ প্রোক্তা মন্ত্রোবীজ ত্রয়াত্মক"। তন্ত্রসার।

ত্রিপুটা মন্ত্র—"হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ"।

অন্তঃস্নান ও অন্তঃ সন্ধ্যা।

বৈদিকং তান্ত্রিকং স্নানং কৃত্বা সন্ধ্যামুপাশ্রয়েৎ।
আগত্য দেব দেবেশি যাগমণ্ডপ সন্নিধিম্॥
অন্তঃ স্নানং ততঃ কৃত্বা অন্তঃ সন্ধ্যামুপাশ্রয়েৎ।
অন্তঃ স্নানঞ্চ সন্ধ্যাঞ্চ কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে॥

১ পটল, ভূতশুদ্ধি তন্ত্র।

বৈদিক ও তান্ত্রিক স্নান করিয়া বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করণান্তর পূজা-মণ্ডপে আসিয়া অন্তঃ স্নান ও অন্তঃ সন্ধ্যা করিতে হয়। তাহার প্রণালী বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ গুরুধ্যান করিয়া স্নানাচরণ করিবে। স্নান করিবার পদ্ধতি এইরূপ—ওঁকার মন্ত্রদ্বারা জীবাত্মাকে মূলাধার হইতে আকর্ষণ করিয়া দ্বাদশদলে (অনাহত পদ্মে) আনয়ন করিয়া হৃদয় মাঝারে পুষ্কর তীর্থে স্নান করাইয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার হইতে উত্তোলন করিয়া সহস্রারে পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করিলে যে আনন্দরস বিগলিত হইবে সেই অমৃত রসে জীবাত্মাকে অনাহত পদ্মে স্নান করাইবে। তৎপরে ১০৮ বার অজপা মন্ত্র (হংস বা সোহহং) জপ করিবে, তাহা হইলে অন্তঃস্নান সিদ্ধ হইবে। আর যে সময়ে কুলকুণ্ডলিনীর সহিত পরম শিব সংযুক্ত হইবেন সেই সময়েই অন্তঃসন্ধ্যা সম্পন্ন হইবে। তাহার প্রত্যয় যোগিগণ সমাধিকালে অনুভব করিয়া থাকেন। ইহারই নাম অন্তঃ স্নান ও অন্তঃ সন্ধ্যা।

যদিও একার্য্য যোগ সম্বলিত তথাচ সাধক ইহার অভ্যাস করিবেন। সেই অভ্যাস করা জন্যই ভগবান শিব সাধককে স্বতন্ত্র তন্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

অন্তঃ স্নান ও অন্তঃ সন্ধ্যা।

গুরুধ্যানং প্রথমত ততঃ স্নানং সমাচরেৎ।
প্রণবেণ মহেশানি জীবং ধৃত্বা ত্বচিন্মিতে॥
মূলাধারাৎ সমাকৃষ্য দ্বাদশার্ণং নয়েৎ সুধীঃ।
স্নায়াচ্চ বিমলে তীর্থে পুষ্করে হৃদয়াম্বিতে॥
মূলাধারাৎ মহেশানি সহস্রদল মানয়েৎ।
সঙ্গমং পর শিবে কৃত্বা আনন্দ উপজায়তে॥
তেনানন্দেন দেবেশি স্নায়াজ্জীব মনাহতে।
ততস্তু পরমেশানি অজপাং প্রাণ রূপিণীম্॥

মূলাধার তীর্থ স্নান।

মহিস্থতীর্থে বিমলে জলে মুদা মূলাম্বুজে।
তত্র শ্রী ত্রিবেণীতীর্থং স্নাতি স মুক্তিভাগ্ ভবেৎ ॥ ১ ॥

স্বাধিষ্ঠান তীর্থ স্নান।

স্বর্গস্থং যাবতাতীর্থং স্বাধিষ্ঠানে সুপঙ্কজে।
মনো নিধায় যোগীন্দ্রঃ স্নাতি গঙ্গাজলে যথা ॥ ২ ॥

মণিপূর তীর্থ স্নান।

মণিপূরে দেবতীর্থং পঞ্চকুণ্ডং সরোবরং।
তত্র শ্রীকামনাতীর্থং স্নাতি যো মুক্তি মিচ্ছতি ॥ ৩ ॥

অনাহত তীর্থ স্নান।

অনাহতে সর্ব্বতীর্থং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগং।
বিভাব্য সর্ব্বতীর্থানি স্নাতি যো মুক্তি মিচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অষ্টোত্তর শতং জপ্ত্বা স্নাতো ভবতি পার্ব্বতি।
অতঃ সন্ধ্যাং মহেশানি কুরু যত্নেন পার্ব্বতি ॥
শিবশক্তি সমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে।
সা সন্ধ্যা কুল সাধুনাং সমাধিস্থৈঃ প্রতীয়তে ॥

১ পটল ভূতশুদ্ধি তন্ত্র।

বৈষ্ণবানাং আন্তর স্নান।

স্নানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তমন্তর্বাহ্য বিভেদতঃ।
অনন্তাদিত্য সঙ্কাশং বাসুদেবং চতুর্ভুজম্ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মুকুটং বনমালিনম্।
তৎ পাদোদকজাং ধারাং নিপতন্তীং স্বকাং তনুম্ ॥
তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমন্তর্দেহগতং মলম্।
তৎক্ষণাদ্ বিরজো মন্ত্রী জায়তে স্ফটিকোপমঃ ॥
ইদং স্নান বরঞ্চান্ত তীর্থ কোটি শতাধিকম্।
যোগিনাং স্নানমেতদ্ধি কথিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥

৭ম, অধ্যায় গৌতমীয় তন্ত্র।

বিশুদ্ধ তীর্থ স্নান।

বিশুদ্ধাখ্যে মহাপদ্মে অষ্টতীর্থ সমুদ্ভবঃ।
কৈবল্যং মুক্তিদং ধ্যাত্বা স্নাতি বীরো বিমুক্তয়ে ॥ ৫ ॥

বিন্দুতীর্থ স্নান।

মানসং বিন্দুতীর্থঞ্চ কালীকুণ্ডং কলাধরং।
আজ্ঞাচক্রে সদা ধ্যাত্বা স্নাতি নির্ব্বাণ সিদ্ধয়ে ॥ ৬ ॥
এতৎ কুলপ্রিয়ং স্নানং কুর্ব্বন্তো যোগিনো মুদা।
অতো বীরাঃ সদ মুক্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধি যুতাং প্রিয়ে।
কৃত্বা স্নানং মহাতীর্থে সিদ্ধাঃস্যুরণিমাদিগাঃ ॥ ৭ ॥

রুদ্রযামল তন্ত্র।

স্নান দ্বিবিধ, আন্তর এবং বাহ্য। অনন্তাদিত্য সঙ্কাশ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুকুটধারী, বনমালা বিভূষিত, বাসুদেবের পাদোদকদ্বারা নিজের শরীরাস্তর্গত সমস্ত মল সংক্ষালিত হইয়াছে এইরূপ প্রকার ভাবনা করার নামই আন্তর স্নান। আন্তর স্নান দ্বারা সাধক শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় বিমল (পবিত্র) হন। এই আন্তর স্নান শতকোটি তীর্থস্নানাপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে। এই স্নান যোগিগণ কর্ত্তৃক পরমাদ্ভুত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীশিব উবাচ।

মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং প্রিয়ে।
পূর্ণগিরিং তথা ভালে উড্ডীয়ানং তদূর্দ্ধকে ॥
বারাণসী ভ্রুবোর্মধ্যে জ্বলন্তী লোচনত্রয়ে।
মায়াবতী মুখবৃত্তে কণ্ঠে চাষ্ঠ পুরী তথা ॥
নাভিমূলে মহেশানি অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটীদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠ দেশকে ॥

৭ উল্লাস তোড়ল তন্ত্র।

ষড়্বিধ স্নান।

ব্রাহ্মণ্ড মার্জ্জনং মন্ত্রৈঃ কুশৈঃ সোদক বিন্দুভিঃ।
আগ্নেয়ং ভস্মনা পাদমস্তকাদি বিধূননং ॥

এ সমস্ত ব্যাপার সকলই মানসিক। যাঁহাদিগের মন অশুদ্ধ তাঁহাদিগের মানস স্নানে পবিত্রতা হয় না, তাঁহাদিগের পক্ষে বাহ্য স্নানই প্রশস্ত।

মানসং বৈ ভবেৎ স্নানং যঃ সদা শুদ্ধ মানসঃ।
স্পর্শলেপাদিকেনাপি নির্ব্বিকল্পঃ সদৈব হি॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

পূর্ব্বোক্ত ক্রমযোগেন প্রাণায়াম পরো বুধঃ।
শক্তিং পরশিবেনৈব সঙ্গমষ্য বিধানতঃ।
তদুদ্ভবামৃতে শশ্বৎ নিমজ্জ্য পুনরেব হি॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

পূর্ব্ব কথিত ক্রমানুসারে শিব শক্তি যোগোদ্ভূত অমৃত ধারায় স্নান করার নাম আন্তর স্নান। ঐরূপ স্নান করিতে পারিলেই মুক্তি।

গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়ব্যং স্নানমুত্তমং।
যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং দিব্যং তদুচ্যতে॥
বারুণং চাবগাহস্তু মানসস্তাত্মবেদনং।
যৌগিকং স্নানমাখ্যাতং যোগোবিষ্ণু বিচিন্তনং॥
আত্মতীর্থমিতি খ্যাতং সেবিতং ব্রাহ্মণাদিভিঃ।
মনঃ শুচিকরং পুংসাং নিত্য তৎ স্নানমাচরেৎ॥

তান্ত্রিক মানসিক স্নান।

খস্থিতং পুণ্ডরীকাক্ষং মূর্ত্তিমন্তং প্রভুং স্মরন্।
তৎপাদোদকজাং ধারাং নিপতন্তীং স্বমূর্দ্ধনি॥
চিন্তয়েৎ ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তং স্বকাং তনুং।
তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমেতদ্দেহগতং মলং॥
তৎক্ষণাৎ বিরজামন্ত্রী জায়তে স্ফটিকোপমঃ।
ইদং স্নানবরং মাত্রাৎ সহস্রমধিকং স্মৃতং॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপনং।

"মন্ত্রেণাচমনং কার্য্য সামানার্ঘ্যং ততশ্চরেৎ।"

৭৪ পটল, কাত্যায়নী তন্ত্র।

মন্ত্রাচমন সমাপন করিয়া তাহার পর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

ততোদ্বারস্য পুরতঃ সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিকোণ বৃত্ত ভূবিম্বং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ।
আধার শক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং নিবোজয়েৎ ॥ ৭১ ॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

তৎপরে দ্বারদেশের সম্মুখে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। এই অর্ঘ্য স্থাপনের সময় জ্ঞানবান ব্যক্তি একটী ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে, তন্মধ্যে একটী

সম্বিত্রয় মনুস্মৃত্যা চরণত্রয় মধ্যতঃ।
প্রবন্তং সচ্চিদানন্দ প্রবাহং ভাবগোচরং ॥
বিমুক্তি সাধনং পুংসাং স্মরণাদেব যোগিনাং।
তেন প্লাবিতমাত্মানংভাবয়েত্তব শান্তয়ে ॥

শ্রীপঞ্চমী তন্ত্র।

স্নান মাত্রেণ মুক্তঃস্যাৎ পাপশৈলাদনন্তকাৎ।
স্নায়াচ্চ বিমলে তীর্থে হৃদয়াম্ভোজ পুষ্করে ॥
বিন্দুতীর্থেঽথবা স্নায়াৎ সর্ব্বজন্মাঘ মুক্তয়ে।
ইড়াসুষুম্নে শিবতীর্থকেঽস্মিন্, জ্ঞানাম্বু পূর্ণে বহতঃ শরীরে।
ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতি তয়ো সদা যঃ, কিন্তস্য গাঙ্গৈরপি পুষ্করৈর্বা ॥

রুদ্রযামল উঃ খণ্ড।

ইড়া ভাগীরথী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা সরস্বতী ॥
ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

গোলাকার মণ্ডল, তন্মধ্যে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে "ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা আধার শক্তির পূজা করিয়া তাহাতে অর্ঘ্য পাত্রের আধার (ত্রিপদী) স্থাপিত করিবে।

অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূর্য্য চ।
নিক্ষিপ্য গন্ধং পুষ্পঞ্চ তীর্থান্যাবাহয়েৎ ততঃ ॥ ৭২ ॥
আধার পাত্রতোয়েষু বহ্ন্যর্ক শশ মণ্ডলম্।
পূজয়িত্বা তদ্দশধা মায়াবীজেন মন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
প্রদর্শয়েদ্ধেনু যোনিং সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্॥ ৭৪½ ॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

তদনন্তর অস্ত্র মন্ত্র—"ফট্" এই মন্ত্রে পাত্র প্রক্ষালন করিয়া আধারোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক "নমঃ" এই মন্ত্রে তাহা জল দ্বারা পরিপূরিত করিয়া, তাহাতে গন্ধ পুষ্প অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) দূর্ব্বা বিল্বপত্র ও তুলসী প্রভৃতি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা যে দেবতার যে বীজ তদ্দ্বারা এবং গঙ্গেচ ইত্যাদি পাঠ করিতে করিতে তীর্থাবাহন করিবে। তৎপরে—

"এতে গন্ধ পুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ"।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আধারে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া পরে—

"এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায়দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ"।

এই মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্যপাত্রে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিয়া পরে—

"এতে গন্ধপুষ্পে উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ"।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্য জলে চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিয়া তদুপরি মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক—দশবার মায়া বীজ "হ্রীং" মন্ত্র জপ দ্বারা সেই জল অভি-মন্ত্রিত করিবে। অনন্তর তদুপরি ধেনুমুদ্রা ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ইহারই নাম সামান্যার্ঘ্য স্থাপন।

অন্য প্রকার সামান্যার্ঘ্য স্থাপন।

আপনার বাম দিকে মৃত্তিকাতে জলাভ্যুক্ষণ (জলের ছিটা) দিয়া তাহার উপর একটী ত্রিকোণ মণ্ডল অংকিত করিয়া তদুপরি আতপ তণ্ডুল ও গন্ধপুষ্প দ্বারা আধার শক্ত্যাদির পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—এতে গন্ধপুষ্পে বা পুষ্পাভাবে এতে গন্ধাক্ষতে "ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ও মণ্ডলায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈঃ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ" এই পাচ মন্ত্রে পাচবার পূজা করিবেন, পরে, "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রটী বলিয়া কোশা বা পাণিশঙ্খ ধৌত করিয়া, কোশা হইলে ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি এবং শঙ্খ হইলে ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি ত্রিপাত্র (তেপায়া) রাখিয়া তদুপরি শঙ্খ স্থাপন করিবে। তদনন্তর "নমঃ" বলিয়া অথবা নিজ বীজ মন্ত্র বলিয়া জলদ্বারা ঐ কোশা বা শঙ্খ পরিপূর্ণ করিবে। তৎপরে ঐ কোশার অগ্রভাগে ত্রিপত্র (বেলপাতা) দূর্ব্বা, গন্ধ, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল রাখিয়া, বিষ্ণু বিষয়ে ত্রিপত্রের পরিবর্ত্তে তুলসী পত্র রাখিয়া জলশুদ্ধি করিবে। অর্থাৎ কোশাতে বা শঙ্খেতে যে জল পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল, সেই জলে তীর্থাবাহন করিবে। এই তীর্থাবাহন করার নাম জল শুদ্ধি। কিন্তু তাহা নহে, জলশুদ্ধির মন্ত্র স্বতন্ত্র। সাধারণ লোকে—"গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি তীর্থাবাহন মন্ত্রটিকে জলশুদ্ধির মন্ত্র বলিয়া জানে। কিন্তু তাহা নহে, জলশুদ্ধির মন্ত্র স্বতন্ত্র। তাহা ৭৬ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে জলশুদ্ধির সাধারণ মন্ত্র বলিব যাহা তীর্থাবাহন মন্ত্র মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ত্রিকোণের বহির্দ্দেশে একটী গোলাকার মণ্ডল অঙ্কিত করিবে, গোলাকারের বহির্দ্দেশে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। এস্থলে কেবল একটী ত্রিকোণ মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে,—স্ত্রী এবং পুং দেবতা ভেদে এই রূপ হইয়া থাকে। যথা—

যত্র যত্র মহাবিদ্যা শক্তিবিদ্যা উপাসিতা।
তত্র তত্র ত্রিকোণঞ্চ অধোমুখ মুদীরিতম্॥

রুদ্রযামল তন্ত্র।

যে সকল স্থানে শক্তি বিদ্যার উপাসনা করিতে হয় সেই স্থানে অধোমুখ ত্রিকোণ যন্ত্র অঙ্কিত করিতে হয়। অর্থাৎ পুং দেবতার ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ যন্ত্র এবং স্ত্রী দেবতার অধোমুখ ত্রিকোণ যন্ত্র অঙ্কিত করিবে।

তীর্থাবাহন বা জলশুদ্ধি মন্ত্র।

কোশা বা শঙ্খপূর্ণ জলে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করার নাম জলশুদ্ধি। আবাহন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা কোশাস্থ বা শঙ্খস্থ জল আলোড়ন করিতে হয়। আবাহন মন্ত্র যথা—ওঁ ক্রোঁ—

গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ একটী তুলসীপত্র বা পুষ্প লইয়া বলিবে—এতে গন্ধ পুষ্পে —"ওঁ জলায় নমঃ" বলিয়া কোশাস্থ বা শঙ্খস্থ জলে দিবে এবং সেই জলের উপর হুঁ ইত্যবগুণ্ঠ্য "বং" মন্ত্রে ধেনু ও যোনি মুদ্রা দেখাইয়া মৎস্য মুদ্রা দ্বারা জলাচ্ছাদন করিয়া তদুপরি দশবার ওঁকার কিম্বা নিজ বীজ মন্ত্র জপ করিবে। পরে সেই জল তিনবার ভূমিতে, সাতবার নিজ মস্তকে ও সমস্ত পূজা সামগ্রীতে ছিটা দিবে।

সামান্যার্ঘ্য।

স্ববামে মণ্ডলং কৃত্বা ত্রিকোণং তত্র পূজয়েৎ।
মণ্ডলায় নমঃ ইতি তত্র পাত্রঞ্চ বিন্যসেৎ॥
আধারং তত্র বিন্যস্য অস্ত্র মন্ত্রেণ ক্ষালিতম্।
জলেন পূরয়িত্বা চ হৃদার্ঘ্যায় নমস্ততঃ॥
ধেনুমুদ্রামৃতী কৃত্য প্রণবং দশধাজপেৎ॥
সামান্যার্ঘ্য মিদং প্রোক্তং তজ্জলেন প্রপূজয়েৎ॥

২ পটল কালীকুলামৃত তন্ত্র।

ত্রিকোণ মণ্ডলং কৃত্বাধার শক্তিং প্রপূজয়েৎ।
তত্রাধারং সমাস্থায় মায়য়া পূরয়েজ্জলৈঃ॥
তীর্থান্যাবাহ্য তত্রৈব গন্ধপুষ্পাদিকং ন্যসেৎ।
ওমিতি শ্রেষ্ঠ মন্ত্রেণ মন্ত্রয়েদষ্টধা চ তৎ॥
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাং বৈ সামান্যার্ঘ্য মিদং স্মৃতং॥

৭৪ পটল, কাত্যায়নী তন্ত্র।

অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ।
নিক্ষিপেত্তীর্থমাবাহ্য গন্ধার্চ্চন প্রণবেন তু॥
সাধারপাত্র তোয়েষু বহ্ন্যর্ক শশিমণ্ডলম্।
পূজয়িত্বা তু দশধা মায়া বীজেন মন্ত্রয়েৎ।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাং বৈ সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্॥

৮ পটল, শাম্ভবী তন্ত্র।

অর্ঘ্যপাত্র স্থিতৈঃস্তোয়ৈ র্ব্বিনা যদ্ যন্নিবেদয়েৎ।
দেবেভ্যো দীয়তে যচ্চ তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।

তন্ত্র।

অর্ঘ্য পাত্রের জল ব্যতীত অন্য জলদ্বারা পূজা সামগ্রী নিবেদন করিলে সেই নিবেদন নিষ্ফল হয়।

অথ বৈষ্ণবানাং সামান্যার্ঘ্য স্থাপন।

পূর্ব্বদ্বারং ততো গত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিশোধয়েৎ।
অস্ত্রেণ শঙ্খং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণমন্ত্রেণ পূরয়েৎ॥
মন্ত্রয়েৎ প্রণবেনৈব সামান্যার্ঘ্যং মিদং স্মৃতং॥

৮ম অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

অনন্তর পূর্ব্বদ্বারে গমন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) দ্বারা শঙ্খ ধৌত করিয়া কৃষ্ণ মন্ত্র (ক্লীং) দ্বারা ঐ শঙ্খে জল পূরণ করিবে। পরে ওঁকার বা নমঃ মন্ত্রে ঐ জল অভিমন্ত্রণ করিলেই সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করা হইবে।

দ্বার দেবতা পূজা।

জল শুদ্ধি হইলে সেই জল দ্বারা "ফট্" এই মন্ত্রে পূজা গৃহের দ্বারদেশে জল সিঞ্চন করিবে। পূজা গৃহ এক দ্বার বিশিষ্ট হইলে দ্বার চতুষ্টয় কল্পনা করিয়া প্রতি দ্বারে দ্বারপালগণের পূজা করিবে। যথা—"এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ দ্বার দেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিবে। তৎপরে পূর্ব্বদ্বারে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" পশ্চিম দ্বারে—"এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বাং বটুকায়

অন্য প্রকার তীর্থাবাহন মন্ত্র।

কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

ওঁ ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানিতে রবে।
তেন, সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর॥

নমঃ"। উত্তর দ্বারে—"এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ।" ঐরূপ কোণ চতুষ্টয়ে এতে গন্ধ পুষ্পে বলিয়া—বায়ুকোণে—"ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ।" ঈশান কোণে—"ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ।" অগ্নি কোণে—"ওং শ্রীং লক্ষ্মৈ নমঃ," ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" নৈঋৎ কোণে—"ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" এইরূপে দ্বার দেবতা পূজা করিয়া পূজাগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবে। পুং দেবতা হইলে অগ্রে দক্ষিণ পাদক্ষেপণ আর স্ত্রী দেবতা হইলে বাম পাদক্ষেপণ পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিবে।

দেবতা ভেদে দ্বার দেবতা পূজা।

ত্রিপুরাদিষু—

ততস্তজ্জল পুষ্পৈশ্চ পূজয়েদ্বার দেবতাঃ। ৭৪॥
গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ বটুকং যোগিনীং তথা।
গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো যজেৎ॥ ৭৫॥

সামান্যার্ঘ্যজল দ্বারা দ্বারদেবতার পূজা করিবে। ঐ দ্বারদেবতা সকল গণেশ, ক্ষেত্রপাল, বটুক, যোগিনী, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, ইহাদিগকে দ্বারোর্দ্ধে—গাং গণেশায় নমঃ, বামে—ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, দক্ষিণে—বাং বটুকায় নমঃ, অধোভাগে—যাং যোগিনীভ্যো নমঃ, পূর্ব্বদ্বারে—গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, উত্তর দ্বারে—যাং যমুনায়ৈ নমঃ, পশ্চিম দ্বারে—শ্রীং লক্ষ্মৈ নমঃ, দক্ষিণদ্বারে—ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। এই সকল স্থানে এই সকল মন্ত্র দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। পূজান্তে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবে। যথা—

কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বাম পাদ পুরঃসরম্।
স্মরণ্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ॥ ৭৬॥
৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অনন্তর জ্ঞানবান ব্যক্তি দ্বারস্থিত চতুষ্কাষ্ঠের (চৌকাঠের) বামদিকের কাষ্ঠ কিঞ্চিৎ স্পর্শ পূর্ব্বক, বামপাদ অগ্রসর করিয়া, ভগবতীর (বা যাঁহার যাহা ইষ্ট-দেবতা তাঁহার) চরণারবিন্দ স্মরণ করিতে করিতে যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে।

কাল্যাদিষু—

যথা,—কালী, তারা, ত্রিপুরা বিষয়ে—দ্বারোর্দ্ধে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হ্রীং গাং গণেশায় নমঃ। ঐরূপ প্রতিবারে গন্ধ পুষ্প দ্বারা স্ববামে—ওঁ হ্রীং ক্ষাং ক্ষেত্র-

পালায় নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ। অধঃ—ওঁ হ্রীং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। বায়ুকোণে—ওঁ হ্রীং গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। ঈশান কোণে—ওঁ হ্রীং যাং যমুনায়ৈ নমঃ। অগ্নিকোণে—ওঁ হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মৈ নমঃ এবং ওঁ হ্রীং ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। নৈঋৎ কোণে—ওঁ হ্রীং অস্ত্রেভ্যো নমঃ। তৎপরে সম্মুখে—ওঁ হ্রীং অষ্টমাতৃকাভ্যো নমঃ।

বৈষ্ণবানাং দ্বারদেবতা পূজা।

দ্বার্য্যাবাহ্য যজেত্তত্র সর্ব্ব বিঘ্নোপশান্তয়ে॥
নন্দঃসুনন্দশ্চণ্ডশ্চ প্রচণ্ডো বল এব চ॥
প্রবলো ভদ্রনামাচ সুভদ্রো বিঘ্ন বৈষ্ণবাঃ।
দ্বৌ দ্বৌ বিঘ্নৌ প্রতি দ্বারে পুরতো বিনতাসুতম্।
প্রণবাদি নমোঽন্তেন নাম্নামন্ত্রেণ পূজয়েৎ॥

৮ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

দ্বারদেশে আবাহন পূর্ব্বক নন্দ সুনন্দ, চণ্ড, প্রচণ্ড, বল, প্রবল, ভদ্র, সুভদ্র, প্রভৃতির পূজা করিবে। প্রতি দ্বারে দুইটি করিয়া বিঘ্ন। সম্মুখে বিনতা সুতকে প্রণবাদি অথবা নমঃ শব্দান্ত মন্ত্রে পূজা করিবে।

দ্বার দেবতা পূজা।

দ্বারমন্ত্রাম্ভিঃ প্রোক্ষ্য দ্বার পূজাং সমাচরেৎ।
উর্দ্ধোডুম্বরকে বিঘ্নং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীং॥
ততো দক্ষিণ শাখায়াং বিঘ্নং ক্ষেত্রেশমন্ততঃ।
তয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে গঙ্গা যমুনে পুষ্পবারিভিঃ॥
দেহল্যা মর্চ্চয়েদস্ত্রং প্রতিদ্বার মিতিক্রমাৎ॥
অশক্তশ্চেৎ "দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" ইত্যেতাবন্মাত্রং পূজয়েৎ॥

নিবন্ধতন্ত্র।

শৈব দ্বারপালাস্তু।

অথ নন্দি মহাকালৌ গণেশ বৃষভৌ পুনঃ।
ততো ভৃঙ্গিরিটি স্কন্দঃ পার্ব্বতীশশ্চ সপ্তমঃ॥
চণ্ডেশ্বরোঽষ্টমঃ শৈবাদ্বারপালঃ ক্রমাদমী॥

তন্ত্রসার।

অন্যান্য দেবী বিষয়ে। যথা—

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ঊর্দ্ধো ডুম্বরে ওঁ হ্রীং বিঘ্নেশায় নমঃ। দেবতার দক্ষিণে বা স্ববামে—ওঁ হ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। স্বদক্ষিণে—ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ হ্রীং দ্বারশ্রিয়ে নমঃ। দক্ষিণ শাখায়—ওঁ হ্রীং গণপায় নমঃ। বাম শাখায়—ওঁ হ্রীং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে ওঁ হ্রীং শঙ্খ নিধয়ে নমঃ। বাম পার্শ্বে ওঁ হ্রীং পদ্ম নিধয়ে নমঃ।

গণেশস্তু।

বক্রতুণ্ডৈক দংষ্ট্রৌ চ মহোদর গজাননৌ।
লম্বোদরাখ্যশ্চকঠো বিঘ্নরাজশ্চ সপ্তমঃ॥
ধূম্ররাজোঽষ্টমো জ্ঞেয়োগাণপত্যাইতি ক্রমাৎ।
ব্রহ্মাদ্যামাতরঃ প্রোক্তাঃ শাক্তেয়াদ্বারপালকং॥

ত্রিপুরাদি পূজাদিষু।

পূজাবেদ্যাবহিঃ স্থিত্বাচতুর্হস্তান্তরে ধিয়া।
গৃহে চেদ্দার দেশস্থ আচম্য মনসা শুধন॥
প্রণমেদিষ্ট দেবীঞ্চ দিক্‌পালানপি চেতসা।
ইন্দ্রমগ্নিং যমং বন্দে নির্ঋতিং বরুণস্তথা॥
পবনং ধনদঞ্চেশং প্রজাপতি মনন্তকং।
গণেশঞ্চৈব ক্ষেত্রেশং বন্দে দ্বারশ্রিয়স্তথা॥
গণনাথং বটুকঞ্চ দুর্গাং ক্ষেত্রং ব তং স্মরং।
প্রীতিং বসন্তকঞ্চৈব শঙ্খপদ্ম নিধীস্তথা॥
সরস্বতীং মহালক্ষ্মীং মায়া দুর্গাং নমাম্যহং।
ভদ্রকালীঞ্চ স্বস্তিঞ্চ স্বাহাং শুভকরীস্তথা॥
গৌরীঞ্চ লোক ধাত্রীঞ্চ বাগীশ্বরীং নমাম্যহং
ব্রহ্মাণং বাস্তপুরুষং প্রণমামি যথা ক্রমং॥
পুষ্পাঞ্জলি মথৈতেভ্যো ভক্ত্যা পরময়াদিশেৎ।
মণ্ডলং বামতঃ কৃত্বা চতুরস্রং মহেশ্বরি॥
আধারং পূজয়েত্তত্র পাত্রং চাম্বোদকান্বিতাং।
সংস্কৃত্য পরমেশানি সর্ব্বভুতবলিং হরেৎ॥

৭ পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধি প্রকরণ।

পূজা গৃহে প্রবেশ।

কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বাম শাখাং বাম পাদ পুরঃ সরম্ ।
স্মরণ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ ॥ ৭৬ ॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অনন্তর সাধক দ্বারস্থিত চতুষ্কাষ্ঠের (চৌকাঠের) বামদিকের কাষ্ঠ কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়া বাম পাদ অগ্রসর করিয়া ইষ্টদেব বা দেবীর চরণারবিন্দ স্মরণ করিতে করিতে যাগ মণ্ডপে প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ ঠাকুর ঘরে ঢুকিবে। বাম পাদ অগ্রসর করিবার নিয়ম কেবল শক্তি বিষয়ে অন্যত্র দক্ষিণ পাদ ইতি।

নৈঋত্যাং দিশি বাস্তীশং ব্রহ্মাণঞ্চ সমর্চ্চয়ন্।
সামান্যার্ঘ্যাস্য তোয়েন প্রোক্ষয়েদ্ যাগ মন্দিরম্ ॥৭৭॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৈঋৎ কোণে—ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এইরূপ মন্ত্র পঠে পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প দ্বারা বাস্তু পুরুষ ও ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিয়া সামান্যার্ঘ্যের জলদ্বারা যাগ মন্দির (ঠাকুর ঘর) প্রোক্ষিত করিবে।

স্থান মার্জ্জন।

দেবতার স্থান প্রত্যহ পূজার পূর্ব্বে মার্জ্জন ও নির্ম্মাল্য (পূজা করা ফুল) অপসারণ করিতে হয়। তাহা না করিয়া পূজা করিলে পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (১)।

(১) তৃষার্ত্তাস্তঃ পশুর্ব্বদ্ধঃ কণ্যকা চ রজস্বলা।
দেবতা চ সনির্ম্মাল্যা হন্তিপুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

মন্ত্র তন্ত্র প্রকাশে ॥

পূজাসম্ভার রাখিবার নিয়ম।

ঘর মার্জ্জনা হইলে পরে পূজা সম্ভার সাজাইতে হয়। পূজাসম্ভার অর্থে পূজা করিবার সামগ্রী সকল সাজাইতে হয়। সেই সকল সামগ্রী এই, যথা— গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) দীপ, ও নৈবেদ্য দক্ষিণ ভাগে রক্ষা করিবে। ঘৃত দীপ দক্ষিণে, তৈল দীপ বামভাগে স্থাপন করিবে। ধূপ বামদিকে বা সম্মুখে স্থাপন করিবে, কদাচ দক্ষিণ ভাগে স্থাপন করিবে না। দক্ষিণ ভাগেই প্রায় সমস্ত দ্রব্য স্থাপন করিবে, বামদিকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। নৈবেদ্যের নিকটে চর্ব্ব চোষ্যাদি রাখিবে। হস্ত প্রক্ষালন জন্য পৃষ্ঠদেশে পাত্র স্থাপন করিবে। এইরূপে সমস্ত দ্রব্য সংস্থাপন করিয়া মূল মন্ত্রদ্বারা সংপ্রোক্ষণ (জলের ছিটা) করিবে, কিনা জলের ছিটা দিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অন্ন ও নৈবেদ্যাদি সমস্ত সামগ্রীতে, পুষ্প, বিল্বপত্র বা তুলসীপত্র অর্পণ করিবে, তাহা না হইলে সমস্ত দ্রব্য রাক্ষসে গ্রহণ করিবে; দেবতার প্রাপ্য হইবে না। ইহার পর পূজা আরম্ভ করিবে।

পূজা সম্ভার রাখিবার নিয়ম।

গন্ধ পুষ্পাক্ষতাদীংশ্চ দক্ষেদীপাংশ্চ সর্ব্বতঃ।
নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ॥
ঘৃতদীপং দক্ষিণেতু তৈলদীপস্তু বামতঃ।
বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন তু দক্ষিণে॥
নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধ পুষ্পঞ্চ ভূষণং।
সর্ব্বং স্বদক্ষিণে স্থাপ্যং বামে চার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
স্থাপয়েচ্চর্ব্যচোষ্যাদি নৈবেদ্যাদীনি সন্নিধৌ।
করয়োঃ ক্ষালনার্থায় পৃষ্ঠে পাত্রংবিনির্দ্দিশেৎ॥
স্বস্ব শক্ত্যানুরূপেণ সর্ব্বং সম্পাদ্য যত্নতঃ।
পূজা দ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ॥
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্য শুদ্ধিরিতীরিতা।
অন্নং নৈবেদ্যাদিকং যত্তু পুষ্প গন্ধাদিকঞ্চ যৎ॥
সর্ব্বমাচ্ছাদিতং কার্য্যং যাবদাবাহয়েৎ পরাং॥
রাক্ষসাঃ প্রতিগৃহ্নন্তি নিরাচ্ছাদনকং যতঃ॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি

আত্মস্থান মন্ত্রদ্রব্য দেব শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে দেবি তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ॥
পঞ্চ শুদ্ধিং বিনা পূজা অভিচারায় কল্প্যতে।
পঞ্চ শুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চবিধ শুদ্ধিকে পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি বলে। যাবৎ পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি না হয় তাবৎ পূজকের পূজাধিকার জন্মে না। পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ব্যতীত পূজা করিলে অনিষ্ট সংঘটন হয়। সুতরাং বিধি পূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ দেবতার অর্চ্চনা করিবে।

১। আত্ম শুদ্ধিঃ।

সুস্নাতৈর্ভূত শুদ্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভিস্তথা।
ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্ম শুদ্ধিরুদীরিতা॥

৬ পটল নিবন্ধ তন্ত্র।

তীর্থাদি বিশুদ্ধ জলে স্নান করিয়া ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাস, করিলে আত্মশুদ্ধি হয়। ইহার আনুসঙ্গিক—মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, বর্ণন্যাস, তত্ত্বন্যাস, বীজন্যাস, ব্যাপকন্যাস ও ষোঢ়ান্যাস, মুদ্রা প্রদর্শন, ধ্যান, মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও শঙ্খ স্থাপন বিষয়গুলি আছে।

ব্রাহ্মণৈর্ম্মন্ত্র পূতৈশ্চ হিরণ্যকুশ বারিভিঃ।
সর্ব্ব মভ্যুক্ষয়েদ্বেশ্ম ততঃ শুদ্ধাত্যসংশয়ঃ॥

সম্বর্ত্তঃ সংহিতা।

কাঞ্চন বা কুশজল দ্বারা ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দ্রব্যাদিতে যে জলাভ্যুক্ষণ (জলের ছিটা) দেন তাহাতেই শুদ্ধি হইয়া থাকে।

স্থান শোধন।

বীক্ষণং বর্ম্মবীজেন যজ্ঞ ভূমেঃ সমীরিতং।
প্রোক্ষণং চাস্ত্র মন্ত্রেণ যাগভূমেঃ সমাচরেৎ॥
অজ্ঞাতং দূষিতং স্থানং মার্জ্জনাদৌচ যত্নবৎ।
এবমাদীনি সর্ব্বাণি নশ্যান্ত্যালোকনাৎ প্রিয়ে॥

২। স্থান শুদ্ধিঃ।

সমার্জ্জনানুলেপাদ্যৈর্দ্দর্পণোদরবৎ শুভং।
বিতান ধূপদীপাদি পুষ্পমাল্যাদি শোভিতং ॥
পঞ্চবর্ণ রজোভিশ্চ স্থান শুদ্ধি রিতীরিতা ॥

৬ পটল নিবদ্ধ তন্ত্র।

যে স্থানে পূজাদি কার্য্য করিবে সেই স্থানকে মার্জ্জন ও অনুলেপন করিয়া দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল করিবে। চন্দ্রাতপ, ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সেই স্থানকে সুশোভিত করিয়া পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা চিত্রিত করিবে। এইরূপ করাকেই স্থান-শুদ্ধি কহে।

আসনশোধন, গ্রন্থিবন্ধন, ভূমিশোধন, জলশোধন, পুষ্পশোধন, করশোধন, মুখশোধন, বিঘ্ন নিবারণ, ভূতাপসারণ, দিগ্বন্ধন, গুরুপংক্তি নমস্কার, এই পর্য্যন্ত ক্রিয়া স্থান শুদ্ধির অন্তর্গত।

৩। মন্ত্র শুদ্ধিঃ।

গ্রথিত্বা মাতৃকা বর্ণৈর্ম্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ ॥
ক্রমোৎ ক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্র শুদ্ধিরিতীরিতা ॥

৬ পটল, নিবন্ধ তন্ত্র।

মাতৃকা বর্ণ দ্বারা অনুলোম বিলোমে মন্ত্র বর্ণ পুটিত করিয়া দুইবার পাঠ করিবে। অর্থাৎ দেবতার মূল (বীজ) মন্ত্র মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত করিবে। ইহার অন্যান্য ক্রম—মূর্ত্তি কল্পনা, করাঙ্গন্যাস, আবাহন, চক্ষুঃদান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, তর্পণ এবং পূজা।

মধুকৈটভয়োর্ম্মেদঃ সংঘাতৈর্দৃঢ়তাং গতা।
মেদিনী সর্ব্বদাশুদ্ধা সুর পূজাসু সর্ব্বতঃ।
তস্য দোষস্য মোক্ষায় কামবীজং ক্ষিতৌলিখেৎ।
পঞ্চবর্ণ রজশ্চিত্রা নানা গন্ধ সমন্বিতা ॥
পুষ্পপ্রকর সংকীর্ণা ঘন্টা চামর ভূষিতা।
বালার্ক সদৃশীরম্যা মনঃ সন্তোষ কারিণী।
এবং ভূমিং সমাশ্রিত্য পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং ॥

৭ পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

৪। দ্রব্য শুদ্ধিঃ।

পূজাদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলমন্ত্রেশ্চ বিধানতঃ।
দর্শয়েৎ ধেনুমুদ্রাদীন দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

৬ পটল নিবন্ধ তন্ত্র।

পূজার দ্রব্য সকল তিনবার মূল মন্ত্রে কুশাগ্র দ্বারা সংপ্রোক্ষণ করিয়া (জলের ছিটা দিয়া) ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিলে দ্রব্য শুদ্ধি হয়। দ্রব্য অর্থে পূজার দ্রব্য— পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, পত্র, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য ইত্যাদিকে পূজাদ্রব্য কহে।

৫। দেব শুদ্ধিঃ।

পীঠদেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ।
মূলমন্ত্রেণ মাল্যাদীন্ ধূপাদিমুদকেন চ।
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেবশুদ্ধি রিতীরিতা॥

৬ পটল নিবন্ধ তন্ত্র।

সাধক পীঠ শক্তি বা পীঠদেবতা সকলের পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণ মুদ্রায় সকলীকরণ করিবে এবং মূল মন্ত্রে মাল্যাদি ধূপ ও দীপ প্রোক্ষণ করিবে তাহা হইলে দেব শুদ্ধি হইবে।

৬। তত্ত্বত্রয়।

ভূতশুদ্ধিং মহেশানি ন্যাসং পরম দুর্ল্লভং।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ তত্ত্বত্রয় মিদং স্মৃতং॥
তত্ত্বত্রয়ং বিনা দেবি সিদ্ধ বিদ্যাং জপেত্তু যঃ।
তস্য সর্ব্বার্থ হানিঃস্যাজ্জপশ্চ বিফলং প্রিয়ে॥

১ পটল ভূতশুদ্ধি তন্ত্র।

হে মহেশানি! ভূতশুদ্ধি, পরম দুর্ল্লভ বস্তু, ন্যাস এবং প্রাণায়াম, এই তিন প্রকার বিষয়কে তত্ত্ব বলা যায়। এই তত্ত্বত্রয় ব্যতীত যে ব্যক্তি সিদ্ধ বিদ্যার (দশ মহাবিদ্যার) অর্চনা করে তাহার সমস্তই নিষ্ফল হয়।

বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ শুদ্ধি।

বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ শুদ্ধির বিষয় বলা যাইতেছে। ১ গৃহ মার্জ্জন, ২ অনুগমন, ৩ ভক্তি পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ, ৪ পাদ শোধন, ৫ পত্র পুষ্পাদি চয়ন, এই গুলির নাম করশুদ্ধি। ৬ নামসংকীর্ত্তন ৭ গুণকীর্ত্তন, এই দুইটির নাম বাক্ শুদ্ধি।

৮ তৎকথা শ্রবণ, ৯ তদীয় উৎসব দর্শন ইহার নাম চক্ষুঃ কর্ণ শুদ্ধি। ১০ পাদোদক গ্রহণ। ১১ নির্ম্মাল্য, মালাধারণ এবং প্রণাম এই তিনটীর নাম শিরঃ শুদ্ধি। ১২ গন্ধ পুষ্প, নির্ম্মাল্যাদির আঘ্রাণ এই তিনটীর নাম ঘ্রাণশুদ্ধি। ইহাদিগকে দ্বাদশ শুদ্ধি বলে।

বৈষ্ণবানং সঙ্ক্ষেপ শুদ্ধি।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

অপিচ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্ব কর্ম্মাণি কারযেৎ॥

শাক্তের পক্ষে।

ততঃ রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাং সিংহারূঢ়াং শঙ্খ
চক্রধনুর্ব্বাণ করাং কামিনীং ধ্যাত্বাজপপূজাং কুর্য্যাৎ।
কং ইতি দশধা জপেৎ।

বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ শুদ্ধি।

অথ দ্বাদশ শুদ্ধিস্তু বৈষ্ণবানাং ইহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ॥
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ।
পূজার্থং পত্র পুষ্পাণাং ভক্ত্যোবোত্তোলনং হরেঃ॥
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনম্॥
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণ দেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।
তৎ কথা শ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসব নিরীক্ষণম্॥
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে।
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্য মালানামপি ধারণম॥
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণামস্য হরেঃ পুনঃ।
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদে র্নির্ম্মাল্যস্য চ গৌতম॥
বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে।
পত্র পুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদ যুগার্পিতং॥ ৮ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণ পূজা বিধি।

কৃষ্ণ পূজা পঞ্চবিধ। যথা—অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা। এই পঞ্চবিধ অর্চ্চনার ক্রম কথিত হইতেছে। দেবতার স্থান মার্জ্জন, উপলেপন (নিকান) ও নির্ম্মাল্য (পূজিত পুষ্পাদি) দূরীকরণের নাম—অভিগমন। গন্ধ পুষ্পাদি চয়নের নাম—উপাদান। ইষ্টদেবতাকে আত্মরূপে ভাবনা করার নাম—যোগ। মন্ত্র জপ, সূক্তপাঠ ও স্তোত্রাদি পাঠ, হরিসঙ্কীর্ত্তন ও তত্ত্বশাস্ত্রাভ্যাসের নাম—স্বাধ্যায়। ইষ্টদেবতার পূজার নাম—ইজ্যা। হে সুব্রতে গৌতম! এই আমি তোমার নিকট পঞ্চপ্রকার অর্চ্চনার বিষয় কহিলাম।

শ্রীদেবর্ষিনারদ উবাচ।

পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্বমে।
অভিগমন মুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ ॥
ইজ্যা পঞ্চ প্রকারার্চ্চা ক্রমেণ কথয়ামি তে।
তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থান মার্জ্জনম্ ॥
উপলেপন নির্ম্মাল্য দূরীকরণমেব চ।
উপাদানং নাম গন্ধ পুষ্পাদি চয়নং তথা ॥
ইজ্যানাম চেষ্টদেব পূজনঞ্চ যথার্থতঃ।
স্বাধ্যায়ো নাম কৃষ্ণাখ্যো হ্যাম্নানুপূর্ব্বকো জপঃ ॥
সূক্ত স্তোত্রাদি পাঠঞ্চ হরিসংকীর্ত্তনং তথা।
তত্বাদি শাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
যোগো নাম স্বদেবস্য স্বাত্মনৈব বিভাবনা।
ইতি পঞ্চ প্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রত ॥

৭ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূজাঙ্গ প্রকরণ।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে পূজা প্রকরণ তিন প্রকার। যাহা প্রতিদিন কর্ত্তব্য তাহা—নিত্য; যাহা দিনান্তরে নিমিত্ত জন্য কর্ত্তব্য তাহা নৈমিত্তিক, আর যাহা কামনা করিয়া করা হয় তাহা কাম্য। প্রতিদিন ইষ্ট দেবতা পূজা, শিব পূজা ও নারায়ণ পূজাকে নিত্য পূজা বলে। প্রত্যহ দ্বারদেবতা পূজার পর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইষ্টদেবতাদির নিত্য পূজা করিতে হয়। যথা—

নিত্য পূজা তু সংক্ষেপাৎ কর্ত্তব্যাবৈ দিনে দিনে।
বিস্তারে কস্যবা শক্তিঃ কোবা জানাতি তত্ত্বতঃ॥

শ্যামার্চ্চন চন্দ্রিকা।

নিত্য পূজা সংক্ষেপে করিতে হয়, কারণ উহা প্রতিদিন করণীয়। বিস্তারিত পূজার শেষ নাই উহা করিবার শক্তি কাহারই বা আছে? এবং কেইবা সেই তত্ত্ব জানে?

পূজাঙ্গ। যথা—

আচম্য দ্বারদেশেতু সামান্যার্ঘ্যং সমাচরেৎ।
লিপি ঋষ্যাদি বিন্যাসৌ মূলেন কর শোধনম্॥
করব্যাপক বিন্যাসৌ ক্বষ্ণাঙ্গান্ সংন্যাসেৎ সুধীঃ।
তালত্রয়ং দিশাং বন্ধঃ প্রাণায়ামত্রয়ং তথা॥
ধ্যানমিষ্টস্যৈব পূজা জপশ্চ কালিকার্চ্চনম্।
অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বেষাং যজনক্রমে॥
"কালিকার্চ্চনম্" ইতি উপলক্ষণম্॥
অর্থাৎ কালিকা স্থলে সর্ব্ব দেবার্চ্চনা বুঝিতে হইবে।

দিব্য দৃষ্টি ।

গৃহং প্রবিশ্য কুর্য্যাচ্চ পূজাদ্রব্য নিরীক্ষণম্ ।
অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্য দৃষ্ট্যবলোকনাৎ ॥
দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নান্ অস্ত্রাদ্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্ ।
পার্ষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভি র্ভৌমনিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ ॥

৩ পটল, সম্মোহন তন্ত্র ।

পূজা গৃহে প্রবেশ করিয়া সাধক পূজার দ্রব্য সকল দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবে। পরে ঊর্দ্ধদিকে দিব্যদৃষ্টি করতঃ ঊর্দ্ধস্থ বিঘ্ন নিবারণ করিবে। অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা আকাশস্থ বিঘ্ন নিবারণ করিবে। আর পার্ষ্ণি ঘাতদ্বারা ভূমিস্থ বিঘ্ন নিবারণ করিবে। যথা—

ততো দিব্যাং শ্চান্তরীক্ষান্ ভৌমান্ বিঘ্নান্নিবারয়েৎ ।
দিব্য দৃষ্ট্যাচাস্ত্রতোয়ৈঃ পার্ষ্ণি ঘাতত্রয়েণ চ ॥

৮ পটল, শাম্ভবী তন্ত্র ।

অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা ঊর্দ্ধস্থ বিঘ্ন, অস্ত্র মন্ত্র (অস্ত্রায় ফট বলিয়া) দ্বারা অন্তরীক্ষের—আকাশের বিঘ্ন এবং ঐরূপ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া পার্ষ্ণিঘাত দ্বারা ভূমিস্থ বিঘ্ন নিবারণ করিবে।

ভূমি ব্যোম স্থিতান সর্ব্বান্ বিঘ্নাং স্তাং স্তান সহাক্ষতৈঃ ।
সিদ্ধার্থৈস্তিল সংমিশ্রৈঃ প্রোৎসার্য্যাসনে বিশেৎ ॥

স্বতন্ত্র তন্ত্র ।

ভূমি ও আকাশ প্রভৃতির বিঘ্ন নিবারণ জন্য তিল মিশ্রিত আতপ তণ্ডুল বিকীরণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিবে।

প্রথমতঃ সাধক পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া মন্ত্র বলিবে যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে নৈঋর্ত্যাং ব্রহ্মণে নমঃ,
বাস্তুপুরুষায় নমঃ।" পরে বিঘ্ন নিবারণ করিবে ॥

"আত্মনঃ ক্রোধ দৃষ্ট্যা তু নিরীক্ষ্য সুমনা ভবেৎ।"
"অনিমেষ চক্ষুষা দৃষ্টির্দ্দিব্যদৃষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"
"তির্য্যগ্ দৃষ্ট্যাবলোকেন দিব্যান্ বিঘ্নান্ নিবারয়েৎ।"
৮ পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র। ২ পটল, বিশ্বসার তন্ত্র। ৫ প্রকাশে, মরু তন্ত্র।

ত্রিবিধ বিঘ্ন নিবারণ।

বিঘ্ন তিন প্রকার —দিব্য বিঘ্ন, অন্তরীক্ষ বিঘ্ন ও ভূমি স্থিত বিঘ্ন। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিঘ্ন, ফট্ মন্ত্রে বিকীরা (তিল, আতপ তণ্ডুল, লাজ, চন্দন, দূর্ব্বা ও কুশ) দ্বারা অন্তরীক্ষ বিঘ্ন ও পার্ষ্ণিঘাতদ্বারা ভূমিস্থ বিঘ্ন নিবারণ করিবে। যথা—

অনন্তরং সাধকেন্দ্রো দিব্য দৃষ্ট্যবলোকনৈঃ।
দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নান্ অস্ত্রাম্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্ ॥ ৭৮ ॥
পার্ষ্ণিঘাত ত্রিভি র্ভৌমান্ ইতি বিঘ্নান্ নিবারয়েৎ।
চন্দনাগুরু কস্তূরী কর্পূরৈ র্যাগ মণ্ডপম্ ॥ ৭৯ ॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

তদনন্তর সাধক (বীজ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে) দিবা দৃষ্টিতে পূজা সামগ্রী সকল অবলোকন করিবে। তৎপরে দিব্য দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিয়া মূল মন্ত্রে দিব্য বিঘ্ন নিবারণ করিবে। তৎপরে অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা (অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া) বিকিরা সকল ঘরের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া অন্তরীক্ষ বিঘ্ন (আকাশগত বিঘ্ন)

প্রণবং পূর্ব্ব মুদ্ধৃত্য সর্ব্ব বিঘ্নাং স্ততঃ পরম্।
উৎসারয় ততো হুঁ ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্।
অনেনৈব চ মন্ত্রেণ বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ ॥

কুমারী তন্ত্র

বিকিরঃ। ছড়াইবার সামগ্রী।

পূজা কালীন বিঘ্ন নিবারণার্থে ক্ষেপনীয় তণ্ডুলাদি। যথা —

লাজ চন্দন সিদ্ধার্থ ভস্মদূর্ব্বাকুশাক্ষতাঃ।
বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশনাঃ॥

অগ্নিদগ্ধাদিব পিণ্ডদানেও

অসংস্কৃত প্রমাতানাং যোগিনাং কুলযোষিতাং।
উচ্ছিষ্ট ভাগধেয়ং স্যাদ্ দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ ॥

শিষ্ট প্রয়োগ

তারঞ্চ ভুবনেশানীং সর্ব্ব বিঘ্ন পদস্ততঃ।
হৃদন্তে সর্ব্ব ভূতেভ্যো হুঙ্কারং বহ্নিবল্লভাং ॥
সমুচ্চরণ বলিন্দদ্যাৎ মুদ্রয়া তত্ত্ব সংজ্ঞয়া।

নিবারণ করিবে। পরিশেষে পাষ্ণি (বাম বা দক্ষিণ পদের গুড়ালি) ঘাত দ্বারা (তিনবার) ভৌম বিঘ্ন নিবারণ করিবে। প্রক্ষিপ্ত বিকিরা দ্বারা (চন্দন, অগুরু —হরিদ্রা ও কৃষ্ণবর্ণ চন্দন, কস্তূরী—মৃগনাভী ও কর্পূর দ্বারা) যাগমণ্ডপ সুবাসিত করিবে। পরে এই মন্ত্রে বিঘ্ন নিবারণ করিবে যথা—

"ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হূঁ ফট্ স্বাহা"।

কৃষ্ণ বিষয়ে বিঘ্নোৎসারণ মন্ত্র।

ততোঽক্ষতান্ সমাদায় দক্ষে নারাচ মুদ্রয়া।
প্রক্ষিপেদস্ত্র মন্ত্রেণ গৃহান্তর্বিঘ্ন শান্তয়ে॥

৮ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

তদনন্তর অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে নারাচ মুদ্রায় অস্ত্র (ফট্) মন্ত্র দ্বারা গৃহান্তগত বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্।

অঙ্গুষ্ঠানামিকা যোগং তত্র মুদ্রেয় মীরিতা॥
বালান্তে চাস্ত্র মালিখ্য তেন্তং ফট্কার সংযুতং।
অস্ত্র মন্ত্রঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘ নাশকঃ॥

৭ পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

বাম ও দক্ষিণ পাষ্ণিঘাতো দৃশ্যতে। যথা —
বাম পাষ্ণিঘাত ত্রয়ং দত্ত্বা ভৌমান্নিবারয়েদিতি

২ পটল কালীকুলামৃত তন্ত্র।

"দক্ষ পাষ্ণি ত্রিভির্ঘাতৈ ভূমিষ্ঠা নিতি।"

রাঘবভট্টধৃত সোম শম্ভৌ।

এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে দেবী বিষয়ে বাম পাষ্ণিঘাত এবং দেব বিষয়ে দক্ষিন পাষ্ণিঘাত করিতে হইবে। নচেৎ বিরোধ হইবে।

হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ঊর্দ্ধোর্দ্ধ মপ্যধস্তথা।
দিব্যান্নুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রেণ চান্তরীক্ষগান্।
পাষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ॥

কুমারী তন্ত্র।

বিঘ্নানুৎসারয়েন্মন্ত্রী নারাচ মুদ্রয়াক্ষতৈ।

৩ পটল, নীল তন্ত্র।

শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ে।

ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় রং ফট্।

ভুবনেশ্বরী বিষয়ে।

ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হ্রূঃ অস্ত্রায় ফট্ স্বাহা।

ইহার নাম ত্রিবিধ বিঘ্ন নিবারণ।

তৎপরে আসন গ্রহণ করিবে।

আদৌ বিঘ্নান্ সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসন কল্পনম্।
অথ চাসনেস্থিত্বা বিঘ্নামুৎসারয়েৎ সুধীঃ॥

তন্ত্র সার।

সাধক, হয় আসনে উপবেশন করিয়া বিঘ্নোৎসারণ করিবেন, নাহয় বিঘ্নোৎসারণ করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন।

ভূতাপ সর্পণ।

বাম হস্তে কতকগুলি আতপ তণ্ডুল লইয়া সাত (৭) বার "ফট্" মন্ত্র জপ করিবে। পরে সেই আতপ তণ্ডুলগুলি নারাচ মুদ্রা দ্বারা (অঙ্গুষ্ঠ; মধ্যমা ও অনামিকাগ্র ঊর্দ্ধ মুখ করিয়া তদ্দ্বারা) গ্রহণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গৃহের চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা—

"অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্ন কর্ত্তার স্তেনশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ আতপ তণ্ডুলগুলি ঘরের চতুর্দ্দিকে নারাচ মুদ্রায় নিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিবে যে—গৃহ মধ্যে যাবৎ বিঘ্ন সমস্ত নিবারিত হইল।

বিষ্ণু বিষয়ে।

বেতালশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপ সর্পন্তুতে সর্ব্বে বৈষ্ণবাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥

অস্ত্রপুষ্পাক্ষতৈশ্চৈব বহ্নিবীজাস্ত্র মন্ত্রিতৈঃ।
প্রাক্ষিপেৎ পতিতো মন্ত্রীভূত বিঘ্ন নিবৃত্তয়ে॥

১০ অ, অগস্ত্য সংহিতা।

হকারয়েকৌ চ বিসর্গবন্তাবস্ত্রায় ফট ইতি
উক্ত্বাস্বে সর্ষপমক্ষতাংশ্চ পুষ্পাণি সিঞ্চেৎ॥

ভুবনেশ্বরী পারিজাত তন্ত্র।

ভূমি শোধন।

মন্ত্র। যথা—"ওঁ পবিত্রে বজ্রভূমে হুঁ ফট্ স্বাহা।"

এই মন্ত্র বলিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া যোনি মুদ্রা দ্বারা গন্ধ পুষ্প দিয়া ভূমির পূজা করিবে। পরে—

ভূতাপ সর্পণং কুর্য্যাৎ মন্ত্রেণানেন সাধকঃ।
যস্মিন্ কৃতে স্থলে ভূতা দূরং যান্তি সুরার্চ্চনে॥
স্থিতেষু সর্ব্বভূতেষু নৈবেদ্যং মণ্ডলং যথা।
বিলুম্পন্তি সদা লুব্ধ ন চ গৃহ্নন্তি দেবতাঃ॥
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং ভূতানামপসর্পণম্।

১৬ পৃঃ শ্যামা রহস্য।

বিকিরান্ বিকিরে তত্র সপ্ত জপ্তান্ শবানথ।
লাজ চন্দন সিদ্ধার্থ ভস্মদূর্ব্বাকুশাক্ষতাঃ॥
বিকিরাইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ব্বং বিঘ্নৈকনাশকাঃ।
অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতাদিগ্বিদিকস্থিতাঃ॥
যে ভূতা বিঘ্ন কর্ত্তার স্তেনশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।
অনেন মন্ত্রনা সর্ব্বং বিঘ্নৌঘমপসারয়েৎ॥

৩ পটল, সম্মোহন তন্ত্র

পঠিত্বাক্ষত সিদ্ধার্থ পুষ্পাণি বিকিরেত্ততঃ।
অস্ত্র মন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞো মণ্ডপাভ্যন্তরেবুধ॥

নারায়ণী তন্ত্র।

তারাবিষয়ে ভূমি শোধন।

তত্র মৃদ্বাসনং দেব পীঠ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ কাম পীঠায় হৃদয়ান্তোঽয়মীরিতঃ।
তত্র বদ্ধাসনোবীর আত্মানং শোধয়েত্ততঃ॥

২ পটল, বীর তন্ত্র।

"ওঁ রক্ষ রক্ষ হূঁ ফট্ স্বাহা।"

এই মন্ত্র দ্বারা মুষ্টি নিঃসৃত জলে ভূমি শোধন করিবে পরে ঐ শোধিত ভূমির উপর আসন বিস্তার করিবে।

আসন।

তপ জপ ও পূজা কার্য্যে আসন ব্যবহার করিতে হয়। নিরাসনে জপ পূজাদি করিতে নাই। যাঁহারা স্নানের পর জলেতেই দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধ্যা আহ্নিক ও পূজা পাঠাদি করেন তাঁহারাও জলে আসন কল্পনা করিয়া তদুপরি উপবেশন করিয়া করেন। শাস্ত্রের শাসন এই যে—

সলিলে যদি কুর্ব্বীত দেবতানাং প্রপূজনং।
তথাপ্যাসন আসীনোনোত্থিতস্তু তথাচরেৎ॥
আসনং কল্পয়িত্বা তু মনসা পূজয়েজ্জলে।
আসনস্থো জপেৎ সম্যঙ মন্ত্রার্থগতমানসঃ॥

গৌরী যামল তন্ত্র।

যদি জলে থাকিয়া দেবার্চ্চনা করিতে হয় তাহা হইলেও আসনে উপবিষ্ট হইয়া করিতে হইবে। কখনও দণ্ডায়মান হইয়া করিবে না। জলে দাঁড়াইয়া জপ তপ করিতে হইলে মনে মনে আসন কল্পনা করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রার্থ ভাবনা পূর্ব্বক জপ পূজাদি করিবে।

সাধক রক্তবর্ণাসন, কুশাসন, কম্বলাসন, বস্ত্রাসন, সিংহাজিনাসন, মৃগাজিনাসন ব্যাঘ্রাজিনাসন, কৌষেয়াসন, চৈলাসন, তৌলাসন, শরপত্রাসন, তালপত্রাসন এবং দর্ভাসন, এই সকল আসনের মধ্যে যে কোন প্রকার আসনে উপবিষ্ট হইয়া জপ পূজাদি করিবে।

গৃহস্থ ব্যক্তি কৃষ্ণাজিনাসন ব্যবহার করিবে না। উহা যতী, বনবাসী, ব্রহ্মচারী এবং ভিক্ষুকের পক্ষে ব্যবহার্য্য। গৃহস্থের পক্ষে কুশাসন, কম্বলাসন প্রশস্ত। ত্রিপুরাসুন্দরীর আরাধনায় রক্ত কম্বলাসন বিধেয়। যথা—

"ত্রিপুরাপূজনে শস্তং রক্ত কম্বলমাসনং।"

তন্ত্র।

বসিবার প্রক্রিয়াকেও আসন বলে, ঐ আসন পাঁচ প্রকার ; যথা—

পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসন পঞ্চকং॥

তন্ত্র।

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন এবং বীরাসন, এই পঞ্চ প্রকার আসন পূজা কার্য্যে প্রশস্ত। অতি কঠোর তপস্যায় বা সাধনায় উৰ্দ্ধপদাসন ব্যবহার হয়। ঊর্দ্ধপদ ও অধঃশির হইয়া থাকার নাম উর্দ্ধপদাসন।

আসন পরিমাণ।

নৈতদ্দ্বিহস্ততোদীর্ঘং সার্দ্ধহস্তান্ন বিস্তৃতং।
ন ত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছ্রায়ং পূজা কর্ম্মণি সংগ্রহে॥

দেবতা ভেদে আসন ভেদ।

ত্রিপুরায়াশ্চ রুদ্রস্য বিষ্ণোশ্চাপি কুশাসনং।
যথোক্তমাসনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কং॥
ন যথেষ্টাসনোভূয়াৎ পূজাকর্ম্মণি সাধকঃ ;
বংশস্য ধরণীদারু তৃণ পল্লব নির্ম্মিতং॥
বর্জ্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্র্য ব্যাধিদুঃখদং।
কাষ্ঠাসনে ভবেদ্রোগী বংশেবংশক্ষয়ো ভবেৎ॥
শৈলাসনে চ বাগ্রোধঃ পল্লবে চিত্ত বিভ্রমঃ।
ধরণ্যাং শোক সংযুক্তঃ অতস্ত্যাজ্যং বিচক্ষণৈঃ॥

কামাখ্যা তন্ত্র।

ন কুর্য্যাদর্চ্চনং বিষ্ণোঃ শিবে কাষ্ঠাসনাদিষু।
কাষ্ঠাসনে বৃথা পূজা পাষাণে রোগ সম্ভবঃ॥
ভূম্যাসনে গতির্নাস্তি বস্ত্রাসনে দরিদ্রতা।
কুশাসনে জ্ঞানবৃদ্ধিঃ কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা॥
কৃষ্ণাজিনে ধনী পুত্রী মোক্ষঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
মন্ত্র যোগং প্রকুর্ব্বীত ভোগার্থং সুখমাসনে॥

৭৭অ, পাদ্মোত্তর খণ্ড।

পদ্ম স্বস্তিক বীরাদিষেকাসন সমাশ্রিতঃ।
জপার্চ্চনাদিকং কুর্য্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

রাঘব ভট্ট।

পদ্ম বা স্বস্তিকাসনাদি স্থিত হইয়া জপ পূজাদি না করিলে সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল হয়।

রক্তাসনোপবিষ্টস্তু লাক্ষারুণ গৃহে স্থিতঃ।
মনঃ কল্পিতরক্তোবা সাধকঃ স্থির মানসঃ॥
কুশকম্বলবস্ত্রাণাং সিংহ ব্যাঘ্র মৃগাজিনং।
কল্পয়েদাসনং ধীমান্ সৌভাগ্য জ্ঞান বর্দ্ধনং॥
কৌষেয়ং বাথ চার্ম্মং বা চৈলতৌলমথাপিবা॥
শর পত্রং তাল পত্রং কন্দলং দর্ভমাসনং।
কৃষ্ণাজিনে জ্ঞান সিদ্ধির্মুক্তিঃ শ্রীর্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি॥
ন দীক্ষিতোবিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী।
বিশেদ্যতির্ব্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী তু ভিক্ষুকঃ॥

সংমোহন তন্ত্র।

ধরণ্যাং দুঃখ সংভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।
আম্রনিম্বকদম্বানামাসনং সর্ব্বনাশনং॥
কম্বলং চর্ম্মজং চেলং মহামায়া প্রপূজনে।
প্রশস্তমাসনং প্রোক্তং কামাখ্যায়াস্তথৈবচ॥
বকুলে কিংশুকেচৈব পনসেষুহৃতাঃ শ্রিয়।
গম্ভারী নির্ম্মিতং শস্তং নানাদারুময়ং শুভং॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

পদ্মাসনং।

সব্যপাদ মুপাদায় দক্ষোপরি ন্যসেত্ততঃ।
তথৈব দক্ষিণং সব্যোপরি চ বিধানবিৎ॥
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং জপকর্ম্মসু শস্যতে॥

স্বস্তিকাসনং।

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পদতলে উভে।
ঋজুকায়োবিশেন্মন্ত্রী স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষতে॥

দেবতাভেদে আসনোপবেশনে দিঙ্‌ নিরূপণ।

ন প্রাচীমগ্রতঃ কুর্য্যাৎ নোদীচীং শক্তি সংস্থিতাং।
ন প্রতীচীং যতঃ পৃষ্ঠে মতোদক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥

রুদ্র যামল।

স্নাতঃ শুক্লাম্বর ধর স্বাচান্তঃ পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ।

বারাহী তন্ত্র।

উপবেশনে দিঙ্‌ নিরূপণ।

উবিশ্যাসনে বিদ্বান প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
বদ্ধবীরাসনোমন্ত্রী পূজয়েদিষ্ট দেবতাং॥ ৮২॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

সাধক পূর্ব্ব মুখ বা উত্তর মুখ হইয়া আসনোপরি বদ্ধপদ্মাসন বা বীরাসন হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্ট দেবতার পূজায় মনোনিবেশ করিবে।

ভদ্রাসনং।

সীমন্তাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্ফ যুগ্মং সুনিশ্চিতং।
বৃষণাধঃ পার্শ্বপাদৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ॥
ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং মুনিভিঃ পরিকল্পিতং॥

বজ্রাসনং।

উভৌ পাদৌ ক্রমাদেব কুর্য্যাৎ প্রতাঙ্মুখাঙ্গুলী।
করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমং॥

বীরাসনং।

একপাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ ততঃ পরং।
ঋজুকায়োবিশেন্মন্ত্রী বীরাসন মিতীরিতং॥

ঊর্দ্ধপাদাসনং।

উর্দ্ধপাদৌ স্থিতৌ দেবি শিরোঽধঃ পরিকীর্ত্তিতং।
সর্ব্বাসনানাং শ্রেষ্ঠোঽয়ং দেবৈরপি সুদুর্ল্লভং।
ন যুক্তমন্যথা পাদ দর্শনং সুর পূজনে॥

আসনশুদ্ধি।

আসন শুদ্ধি করিবার সময় প্রথমতঃ ভূমিতে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে হয়। সেই পূজা করিবার সাধারণ মন্ত্র ও নিয়ম এই যে, প্রথমে ভূমিতে একটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। পুং দেবতা হইলে ত্রিকোনটি ঊর্দ্ধমুখ এবং স্ত্রী দেবতা হইলে অধোমুখ হইবে। ঐ ত্রিকোণের বহির্দ্দেশে একটি চতুষ্কোণ আবরণ দিবে। পরে ঐ মণ্ডলেতে আধার শক্তির পূজা করিবে। তাহার সাধারণ মন্ত্র এই—এতে গন্ধপুষ্পে—

"হ্রীং আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" (১)॥

তৎপরে দেবতা বিশেষে এই মন্ত্রটীর প্রথমে অন্য বীজমন্ত্র যোগ করিতে হয়। যথা—কোথাও "হ্রীং," কোথাও "ক্লীং" কোথাও "হসৌঃ", কোথাও প্রণব "ওঁ" উচ্চারণ পূর্ব্বক মন্ত্র বলিতে হয়। যেমন—ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যোনমঃ অথবা "ওঁ হ্রীং এতে গন্ধ পুষ্পে আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" দেবতা বিশেষে বীজ মন্ত্রের বদল হয়। তাহা দেবতা বিশেষে বলিব। তৎপরে ঐ মণ্ডলোপরি আসন বিস্তার করিয়া (যে দেবতার যেরূপ আসন প্রয়োজন) স্পর্শ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে উপবেশন করিবে। মন্ত্র যথা (২)।

(১)। শক্তিবিষয়ে।

সম্পূজ্য পরমেশানি পূজয়েদাসনং ততঃ।
মায়া বীজং সমুচ্চার্য্য তত আধার পূর্ব্বকম্॥
শক্তীতি পদমালিখ্য কমলাসন মালিখেৎ।
ঙেহন্তং নমঃ পদং কৃত্বা আসনস্য মনুঃ প্রিয়ে॥
২ পটল, জ্ঞানার্ণব তন্ত্র।

(২)।—ভূমৌ ত্রিকোণমালিখ্যাধার শক্ত্যাদি পূজনম্।
মনোহর মৃদুশ্লক্ষ্ণাসনং তত্র বিনিক্ষিপেৎ॥
আসনঞ্চার্ঘ্য পাত্রঞ্চ ভগ্নমেব বিবর্জ্জয়েৎ।
মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ প্রোক্ত স্সুতলং ছন্দঈরিতম্॥
কূর্ম্মোঽত্র দেবতা প্রোক্তা আসনারোহণে ততঃ।
বিনিয়োগস্তু কথিত স্ততোধৃত্বা পঠেদিমম্॥
পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনাধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারায় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥
১৪ প্রকাশ, তত্ত্বচিন্তামনি তন্ত্র।

ওঁ অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং
ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।
পরে কৃতাঞ্জলিঃ (যোড়হাত) পূর্ব্বক বলিবে-
"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥"

এই মন্ত্র বলিয়া পরে গুর্ব্বাদি প্রণাম করিবে। যথা বামে (৩) ওঁ গুরুভ্যোনমঃ, ওঁ পরম গুরুভ্যোনমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যোঃ নমঃ। দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, উর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, অধো-অনন্তায় নমঃ, মধ্যে (সন্মুখে) যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতায নমঃ বলিবে।

দেবতা ভেদে আসন শুদ্ধি ভেদ॥ তারা বিষয়ে। (৪)॥

পাণিভ্যামাসনং ধৃত্বা স্মরেদেবং বিধানতঃ।
মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ প্রোক্তঃ সুতলং ছন্দ ঈরিতম্॥
৮ পটল গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

ভূমৌ ত্রিকোণ মালিখ্য ভূমিং ধৃত্বা পঠেত্ততঃ।
মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ প্রোক্তঃ সুতলং ছন্দ ঈরিতম্॥
৪ পটল শাম্ভব তন্ত্র।

(৩)।—গুর্ব্বাদি প্রণাম যথা-
কৃতাঞ্জলি পুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ।
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপর গুরুং তথা।
দক্ষ পার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধি দেবং বিভাবয়েৎ॥
৮ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

(৪)।—তারা বিদ্যায়াম্
প্রণবং পবিত্র বজ্র ভূমে হুঁফট ততঃ পুনঃ।
স্বাহেত্যনেন মনুনা কুর্য্যাদ্ ভূম্যভি মন্ত্রণম্॥
তত্র চাসনমাস্তীর্য্য মণ্ডলং তত্র চালিখেৎ।
আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁফট্ স্বাহেতি পুষ্পকৈ॥
তারারহস্য বৃত্তি।

মন্ত্র যথা-"ওঁ মণি ধরি বাজ্রীনি মহাপ্রতি সার বক্ষ

তারা বিষয়ে আসনোপরি ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। তাহার মন্ত্র যথা— "আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহা" বলিয়া আসনোপরি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া "হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ"। বলিয়া গন্ধ পুষ্পদ্বারা আসনের পূজা করিবে।

অভিষিক্ত হইলে বাম কর্ণোদ্ধে পাদুকা মন্ত্রং বা ঐং ইতি মন্ত্র সশক্তিক গুরু শ্রীঅমুকানন্দ নাথ, অমুকা দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাভ্যোনমঃ বলিবে। তদূর্দ্ধে সশক্তিক পরম গুরুং পরাপর গুরুং পরমেষ্ঠি গুরুং প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) গুরু সম্প্রদায়াজ্ঞানে সশক্তিক গুরু, পরম গুরু পরাপর ও পরমেষ্ঠি গুরু শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ,মন্ত্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ কর্ণে গং গণেশায় নমঃ। মধ্যে নিজ ইষ্ট দেবতার বীজ উচ্চারণ করিয়া শ্রীঅমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবে।

দেবতা ভেদে আসন শুদ্ধি ভেদ।

আদ্যা বিষয়ে। (৫)॥

ধৃপয়েৎ সোপবেশার্থং চতুরস্রং ত্রিকোণকম্।
বিলিখ্য পূজয়ে তত্র কাম রূপায় হৃন্মনুঃ॥ ৮০॥
তত্রাসনং সমাস্তীর্য্য কামমাধার শক্তিতঃ।
কমলাসনায় নমো মন্ত্রে নৈবাসনং যজেৎ॥ ৮১॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অপিচ।

বিষ্টরং বাসনাস্তীর্য্য পুষ্পেণ পূজয়েত্ততঃ।
বেদাদ্যমাঃ সুরেখে চ বজ্ররেখে ততঃপরম্।
বাঙ্ জায়ান্ত মনুনা পূজয়েদাসনং ততঃ॥

১৩ পটল, নিগম কল্পলতা।

অপিচ।

প্রণবং পূর্ব্ব মুচ্চার্য্য আঃপদং তদনন্তরম্।
সুরেখে বজ্ররেখে চ হুঁ ফট্ স্বাহাবধির্মনুঃ॥
রক্ত চন্দন পুষ্পাভ্যাং পূজয়ে স্বাসনং সুধীঃ।
বিশেত্তত্রাসনে দেবি ততঃ পূজনমারভেৎ॥

১ পটল, বৃহন্নীল তন্ত্র।

(৫)। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রমাণ সহিতই লিখা হইয়াছে।

আপনার উপবেশনার্থ ত্রিকোণ গর্ত্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিয়া তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা কামরূপকে—"কামরূপায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে সেই মণ্ডলোপরি আসন বিস্তার করিয়া কাম বীজ "ক্লীং" উচ্চারণ পূর্ব্বক "আধার শক্তি কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিবে। কিম্বা আসন শুদ্ধি করিবে।

অন্নপূর্ণা বিষয়ে। (৬)

নমো গর্ভং ত্রিকোণঞ্চ চতুরস্রং লিখেত্ততঃ।
কামাধার শক্তি কমলাসন ঙেন্তং ততঃ।
নমো মন্ত্রেণ সংপূজ্য বিশেদ্দ্বাসনেস্বধিঃ॥

৮ পটল শাম্ভবী তন্ত্র।

অধোমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল মধ্যে নমঃ মন্ত্র লিখিয়া তাহার বহির্দ্দেশে চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। পরে ওঁ কামরূপায় নমঃ মন্ত্রে সেই মণ্ডলের পূজা করিয়া তদুপরি আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক আসনোপরি ত্রিকোণ মণ্ডল পূজার সময় বলিবে—

"ক্লীং আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।"

ত্রিপুরা বিষয়ে। (৭)॥

আসনের নিম্নে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মন্ত্র বলিবে। যথা

"হ্রীং এতে গন্ধ পুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।"

(৬) অন্নপূর্ণা বিষয়ে।

মণ্ডলং স্বোপবেশার্থং চতুরস্রং ত্রিকোণকম্।
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র কাম রূপায় ঙন্নমঃ॥
কাম বীজা দিকং কৃত্বা তত আধার শক্তিতঃ।
কমলাসনায় নমো মন্ত্রৈণৈবাসনং যজেৎ॥

৬ পটল, অন্নদা কল্প তন্ত্র।

(৭)। ত্রিপুরা বিষয়ে।

পাণিভ্যামাসনং ধৃত্বা বিহিতং বিস্তরেদ্ ভুবি।
পরা বীজং সমুচ্চার্য্য ততশ্চাধার পূর্ব্বকম্॥
শক্তি পদং সমালিখ্য কমলাসনমালিখেৎ।
ঙেন্তং নমঃ পদং কুর্য্যাদনেনৈবাসনং যজেৎ॥
মূল প্রকৃতিঃ ঋষিঃ স্ততলং কূর্ম্মঞ্চ পরিচিন্তয়েৎ।

ওঁ মূল প্রকৃতৈ নমঃ, কূর্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ, পৃথিব্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া পরে "ওঁ অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠঋষি মন্ত্রাদি" বলিবে।

বিষ্ণু বিষয়ে। (৮)

"ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।"

বিষ্ণু বিষয়ে কেবল ওঁকার মাত্র প্রভেদ, তদ্ভিন্ন সকলই সমান।

শবাসনা বিষয়ে।

আসনের উপরি হ্রেসৌঃ মন্ত্র লিখিয়া বলিবে-

এতে গন্ধ পুষ্পে হ্রেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ।

গণেশাদি বিষয়ে।

আসনস্য চতুষ্কোণে গণেশঞ্চ সরস্বতীম।
দুর্গাং ক্ষেত্রপতিঞ্চাপি বহ্ন্যাদিষু সমর্চ্চয়েৎ॥

মেরু তন্ত্র।

অর্থাৎ গণেশ, সরস্বতী, দুর্গাও ক্ষেত্রপালের পূজা, বহ্ন্যাদি ক্রমে আসানের চতুষ্কোণে পূজা করিবে। যথা—আসনের বহ্নি (অগ্নি) কোণে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। নৈঋৎ কোণে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। বায়ুকোণে ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। ঈশানকোণে ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।

গ্রন্থি বন্ধন।

মন্ত্র যথা—"ওঁ মণি ধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা"।

এই মন্ত্র বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিবে।

অনন্তঞ্চাপি সংপূজ্য পৃথিব্যর্ঘাং নিবেদয়েৎ।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য পৃথিব্যৈ নম ইত্যপি॥

৭ পটল গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

(৮)। পরাবীজং সমুচ্চার্য্য ততশ্চাধার পূর্ব্বকম্।
শাক্ত পদং সমালিখ্য কমলাসনমালিখেৎ।
ঙেন্তঞ্চ নমঃ পদং কৃত্বা আসনস্য মনুঃ প্রিয়ে॥

৩ পটল সংমোহন তন্ত্র।

করশোধন।

মর্দ্দনাৎ করয়োঃ শুদ্ধির্মিশ্রনাৎ করপৃষ্ঠয়োঃ।
ঘ্রাণাৎ দেবাশ্চ তুষ্যন্তি তীর্থানাঞ্চ সমাগমঃ॥
ক্ষপণাৎ সর্ব্ববিঘ্ননাং দূরসংস্থানমেব চ।
দুর্গন্ধোচ্ছিষ্ট সংস্পর্শ দূষণং করয়োস্ত্রফঃ।
অজ্ঞান রূপং তৎ সর্ব্বং নাশয়েদ্বিধিনা মুনে॥

৮ পটল গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

মন্ত্র—"ওঁ ঐঁ বং অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে—একটী পুষ্প লইয়া দুইকরে পুষ্প পেষণ করিয়া "নির্ম্মঞ্জ্যাঘ্রায় ফট্" বলিয়া ঘ্রাণ লইয়া বামদিকে, অথবা ঈশান কোণে পরিত্যাগ করিবে। অথবা মূল (বীজ) মন্ত্র দ্বারাও কর শোধন করা যায়।

অন্য মন্ত্র—" আং হ্রূ ফট্ স্বাহা "বলিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা করদ্বয় মার্জ্জন করিয়া মার্দ্দিত পুষ্প বাম করে লইয়া "ক্লীং" মন্ত্রে নির্ম্মঞ্জ্য "ঐঁ" মন্ত্রে আঘ্রাণ লইয়া "ফট্ মন্ত্রে নারাচ মুদ্রা দ্বারা ঈশান কোণে ক্ষেপণ করিবে।

" অস্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য সাধকঃ "।

মন্ত্রদর্পণে।

অস্ত্র মন্ত্র " ফট্ " দ্বারাও করশোধন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকে ওঁকার স্থলে নমঃ বলিবে। অর্থাৎ-"নমঃ ঐঁ বং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া করশোধন করিবে।

কর শোধন শক্তি বিষয়ে।

গৃহীত্বা রক্ত পুষ্পঞ্চ সুগন্ধং সাধকোত্তমঃ।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ পুষ্পং হস্ততলস্থিতম্॥
সম্মার্জ্জ্য সব্যহস্তেন বামেন পাণিনা ততঃ।
নির্ম্মঞ্জ্য কাম বীজেন চাঘ্রায় বাগভবেন তু।
ঐশান্যাং নিক্ষিপেদেতৎ শর বীজেন পার্ব্বতি॥

৮ পটল,গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

সুগন্ধ পুষ্পাণ্যাদায় চন্দনাক্তানি মন্ত্রবিৎ।
মর্দ্দয়িত্বা করৌ সম্যক্ সুরভীকৃত্য সাধকঃ॥
বাম হস্তে সমাদায় নির্ম্মঞ্জ্যাদায় যত্নতঃ।
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ চৈশান্যাং দিশি সন্ত্যজেৎ॥

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা।

———

নারাচ মুদ্রা।

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ যোগ করিয়া মধ্যমা, অনামা এবং কনিষ্ঠাকে করতলস্থ ঊর্দ্ধরেখার সহিত বক্র করিয়া রাখিলে নারাচ মুদ্রা হইবে। এই মুদ্রায় পুষ্প নিক্ষেপ করিতে হয়।

পুষ্প শোধন।

"ওঁ শতাভিষেক হূঁ ফট্ স্বাহা"।

এই মন্ত্র বলিয়া পুষ্প সকলে জলের ছিটা দিবে, পরে মন্ত্র বলিবে যথা—

" ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হূঁ "।

ইতি পুষ্পং সংস্পৃশ্য পঠেৎ—

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে,

পুষ্প চয়াবকীর্ণে হূঁ ফট্ স্বাহা "।

এই মন্ত্রে পুষ্প সকলে জলের ছিটা দিবে।

মুখ শোধন।

তিনবার প্রণব মন্ত্র ওঁকার উচ্চারণ করিলেই মুখ শোধন করা হইবে। শূদ্রে দীর্ঘ প্রণব ঔঁ কার অথবা হ্রীং মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। দেবতা ভেদে মুখ শোধন মন্ত্র সরস্বতী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা-

---

অধিষ্ঠান তু পুষ্পস্য প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধরেৎ।
শতাভিষেকেতি পদং শাতা ভীতি ততঃপরং।
অনেন মনুনা দেব্যাঃ পুষ্পাধিষ্ঠান মেব চ॥

ত্রিপুরাতন্ত্র॥

অথৈকং প্রবক্ষ্যামি মুখ শোধন মুত্তমম্।
মন্ত্র কৃত্বা বরাবোহে জপ পূজা বৃথা ভবেৎ॥
অশুদ্ধ জিহ্বয়া দেবি যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন মুখশোধন মাচরেৎ॥
অন্যথা প্রজপেন্মন্ত্রং অকৃত্বা মুখশোধনং।
পতনং তস্য দেবিশি যো জপেৎ স চ পাপভাক॥

সরস্বতী তন্ত্র

ত্রিপুরা বিষয়ে ।

শ্রীবীজং প্রণবো লক্ষ্মী স্তারঃ শ্রীপ্রণব স্তথা ।
ইমং ষড়ক্ষরং মন্ত্রং সুন্দর্য্যাঃ দশধা জপেৎ ॥
"শ্রীং ওঁ শ্রীং ওঁ শ্রী ওঁ।"

শ্যামা বিষয়ে।

নিজ বীজত্রয়ং দেবি প্রণব ত্রিতয়ং পুনঃ।
কামত্রয়ং বহ্নিবিন্দু রতি চন্দ্র যুতং পৃথক্ ।
এষা নবাক্ষরী বিদ্যা মুখশোধন কারণা ॥
"ক্রীং ক্রীং ক্রীং ওঁ ওঁ ওঁ ক্রাং ক্রাং ক্রাং ॥"

তারা বিষয়।

জীবনং মধ্যমং লজ্জাং ভবনেশীং ততঃ প্রিয়ে।
ত্র্যক্ষরীয়ং মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়ামৃত বর্ষিণী ॥
হ্রীং হ্রীং হ্রীং

দুর্গাবিষয়ে ।

দ্বাদশ স্বরমুদ্ধৃত্য বিন্দুযুক্তং ত্রয়ং তথা ।
"ঐং হ্রীং ঐং দুর্গায়ৈ স্বাহা হ্রীং ঐং ঐং ॥"

মুখ শোধন মাত্রেণ জিহ্বামৃতময়ী ভবেৎ।
অন্যথা বিষসংযুক্তা জিহ্বা ভবতি সর্ব্বদা ॥
ভক্ষণে দূষিতা জিহ্বা নানা দোষেণ দূষিত।
তৎ কথং পামরা লোকে জিহ্বায়াং প্রজপেন্মনুং ॥
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি গাণপা সৌব এববা।
শৈবো বা অন্য ভক্তোবা কারয়ে মুখশোধনং ॥
দেবো যদি জপেন্মন্ত্রং মোহেন যদি ভাবিনী।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি মন্ত্র সিদ্ধির্ণ জায়তে।
তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি জিহ্বাশোধনমাচরেৎ ॥

স্বারস্বত তন্ত্র।

বগলা বিষয়ে।

বাগ্ভবং ভুবনেশীঞ্চ বাগ্‌বীজং সুরবন্দিতে।

"ঐং হ্রীং ঐং"।

মাতঙ্গী বিষয়ে।

মাতঙ্গ্যাঃ শোধনং দেবি অঙ্কুশং বাগ ভবন্তথা।

বীজঞ্চাঙ্কুশ মেতদ্ধি বিজ্ঞেয়ং ত্র্যক্ষরীয়কং॥

"ক্রোং ঐং ক্রেং"

বালা বিষয়ে।

বালায়াঃ শৃণু চার্ব্বাঙ্গি মুখশোধন মুত্তমং।

"ঐং হ্রীং ঐং।"

ভৈরবী বিষয়ে।

ভৈরব্যাঃ শৃণুচার্ব্বাঙ্গি মুখ শোধন মুত্তমং।

ওঁ হেসৌঃ ওঁ ইমং ত্র্যক্ষরং মন্ত্রং দশধা প্রথমং জপেৎ।

ভুবনেশ্বরী বিষয়ে।

ভুবনেশ্যাং শৃণুচার্ব্বাঙ্গি মুখ শোধন মুত্তমং।

ত্র্যক্ষরীয়ং সমাখ্যাতা নানাসুখ বিলাসিনী।

দশধা প্রজপিত্বাবৈভুবনেশীং জপেৎ সুধীঃ।

"ঐং ঐং ঐং।"

সিংহবাহিনী বিষয়ে।

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি সিংহবাহিনী শোধনং।

ইয়ং দশক্ষরী বিদ্যা সদা মম হৃদি স্থিতা॥

"ঐং হ্রীং ঐং দুর্গায়ৈ স্বাহা হ্রীং ঐং ঐং।"

ধনদা বিষয়ে।

অপেরৈকং প্রবক্ষ্যামি ধনদা মুখশোধনং।

দক্ষরীয়ং মহাবিদ্যা ধনদায়াঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

"ওঁ হ্রীং"।

ধূমাবতী বিষয়ে।

ইয়ন্তু ত্র্যক্ষরী বিদ্যাধূমাবত্যাশ্চ শোধনং।

"ধুঁ ধূঁ ধুঁ"।

অন্যান্য দেবতা বিষয়ে।

অন্যেষু সর্ব্বদেবেষু দেবীষু চ বরাননে।
দশধা প্রণবৈশ্চৈব মুখশোধনমাচরেৎ॥

অন্যান্য দেব দেবী বিষয়ে দশবার ওঁকার জপ করিলে মুখ শোধন হয়।

ইতি সরস্বতী তন্ত্রোক্ত মুখ শোধনং॥

লক্ষ্ম্যাশ্চ শোধনং দেবি শ্রীবীজং কমলাননে।
দুর্গায়াঃ শোধনং মায়া বাগবীজ পুটিতা ভবেৎ॥
দুর্গে স্বাহা পুনর্ম্মায়া বাগ্ বীজঞ্চ পুনশ্চ বাক্।
প্রণবং দান্ত মুদ্ধৃত্য বাম কর্ণ বিভূষিতং॥
পুনঃ প্রণব মুদ্ধৃত্য ধনদা মুখ শোধনং।
এবং মন্ত্রং মহেশানি ধূমাবত্যা ভবেদপি॥
প্রণবো বিন্দুমান্ দেবি পঞ্চাত্মকো গণেশিতুঃ।
বেদাদি গগণং বহ্নিমনুসংযুক্ত চন্দ্রকং॥
দ্ব্যক্ষরং পরমেশানি বিষ্ণোশ্চ মুখশোধনং॥
অন্যেষাং প্রণবং দেবি বালাদীনাং প্রকীর্ত্তিতং॥

সরস্বতী তন্ত্র

অন্যেষাং প্রণবো দেবি বালাদিনাং প্রকীর্ত্তিতং।
স্ত্রীণান্তু শূদ্রজাতীনাং হি মুখ শোধন মীরিতং॥
তেন চতুর্দ্দশ স্বরমেব স্ত্রী শূদ্রাণাং জপঃ।

শূদ্রস্য। যথা --

চতুর্দ্দশ স্বরং পূর্ণং দীর্ঘং প্রণব উচ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র শূদ্রস্য দীর্ঘ প্রণব উচ্যতে॥

যামলে।

বিষ্ণুবিষয়ে মুখশোধনং।

প্রণবো বিন্দুমান দেবি অষ্টপঞ্চাত্মকঃ স তুঃ।
বেদাদি গগণং বহ্নিমনুযুগিন্দু চন্দ্রকং।
দ্ব্যক্ষরং পরমেশানি বিষ্ণোশ্চ মুখশোধনং॥

তালত্রয় ও দিগ্বন্ধন।

সম্মুখক্রমে মস্তকোপরি পর্য্যন্ত "ফট্" মন্ত্রে তিনবার করতালি দিয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে তুড়ি দিয়া দশদিক বন্ধনকরিবে। অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বদিক হইতে দশদিকে তুড়ি দিয়া দিগ্বন্ধন করিবে। যথা—

তর্জ্জনী মধ্যমাভ্যাঞ্চ বামপাণি তলে শিবে।
উর্দ্ধোর্দ্ধ তাল ত্রিতয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনং ততঃ॥ ৯২॥
অস্ত্রেণ ছোটিকাভিশ্চ—

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে "ফট্" মন্ত্রে ক্রমশ উর্দ্ধে উর্দ্ধে শব্দ ত্রয় করিয়া পুনর্ব্বার "ফট্" মন্ত্রে ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিক বন্ধন করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে তুড়ি দিতে দিতে পূর্ব্বদিক হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত এবং উর্দ্ধ ও অধঃ এই দশদিক বন্ধন করিবে।

বহ্নিবেষ্টন

কৃত্বা বন্ধন মাগ্নেয়ং প্রাকারং বারিধারয়া।
চতুর্দ্দিক্ষু স্মরেন্মন্ত্রী বহ্নিবীজং সমুচ্চরণ্॥

মন্ত্র দর্পণ।

উর্দ্ধোর্দ্ধমস্ত্র মন্ত্রেণ দিগ্বন্ধমপি দেশিকঃ।
তেন মন্ত্রেণ মন্ত্রীতুরক্ষাং কুর্য্যাৎ সমন্ততঃ। শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা।
তর্জ্জনী মধ্যমাভ্যাঞ্চ উর্দ্ধ তাল ত্রয়ং ততঃ।

৮ পটল, শাম্ভবী তন্ত্র।

আচ্ছাদ্য দিক্ষু তর্জ্জন্যা জ্যেষ্ঠা মূলাদি ভালকা।
অস্ত্র মুদ্রেয়মাখ্যাতা দিশাং প্রাগাদিবন্ধনং॥

১৫ প্রকাশ, তত্ত্বচিন্তামণি তন্ত্র।

অস্ত্রেণ গন্ধ পুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য সাধকঃ।
উর্দ্ধোর্দ্ধ তাল ত্রিতয়ং দত্ত্বা ছোটিকয়া দিশাম্॥ মন্ত্র দর্পণ।

আত্মানং রক্ষয়েত্তত্র বহ্নি প্রাচীর যোগতঃ।
বহ্নি বীজৈঃ চতুর্দ্দিক্ষু প্রাচীরং ভাবয়েদ্ধিয়া॥

২ পটল, বিশ্বসার তন্ত্র।

পরে "রং" এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ করতঃ পূজা স্থলের চারিদিকে জলধারা দিতে দিতে অগ্নিময় প্রাচীর কল্পনা করিয়া বেড়া দিবে। তৎপরে মূল মন্ত্রে স্বদেহ মার্জ্জন করিয়া অন্য ক্রিয়া করিবে।

অন্য ক্রিয়া অর্থে কেহ বলেন ইহার পর প্রাণায়াম করিবে, কেহ বলেন ইহার পর ভূতশুদ্ধি করিবে, কেহ বলেন ইহার পর লিপিন্যাস (মাতৃকা ন্যাস) করিবে।

আত্ম রক্ষা।

মূল মন্ত্রেণ স্বদেহং সম্মার্জ্জ্য, হৃদি হস্তং দত্বা—

"ও দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা"।

ওঁ আং হূং ফট্ "স্বাহা"।

এই মন্ত্র বলিয়া আত্ম রক্ষা করিবে, পরে প্রাণায়াম্ করিবে।

অস্ত্র মুদ্রা।যথা—

ত্রিশূলাগ্রৌ করৌ কৃত্বা ব্যত্যস্তাবভিতো নয়েৎ।
অস্ত্র মুদ্রেয়মাখ্যাতা বহ্নি প্রাচীর লক্ষণং॥　　রাঘব ভট্টধৃত বচন।

বহ্নি বেষ্টনশ্রীরাম বিষয়ে।

ততো দেবং নমস্কৃত্য কুর্য্যাত্তাল ত্রয়ং পুনঃ।
ওঁ রশ্চাস্ত্রায় ফট্ চোক্ত্বা ভ্রাময়ে দক্ষিণং করম্॥
ততস্তু চিন্তয়েদস্ত্র দেবং স্থানত্রয়ান্তরে।
জ্যোতির্ম্ময় মনুস্যাতং সত্য জ্ঞান সুখাত্মকম্॥
আত্মনঃ পরিতো বহ্নি প্রাকারং ত্রাণনায় চ।
ভূতপ্রেত পিশাচেভ্যো বিধায় তদনন্তরম্॥
অদ্ভিঃ পুষ্পাক্ষতৈশ্চৈব বহ্নি বীজাস্ত্র মন্ত্রিতৈঃ।
প্রক্ষিপেৎ পরিতো মন্ত্রী ভয় বিঘ্ন নিবৃত্তয়ে॥

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য শেষ সঙ্গিন মেবচ।
হুঁ ফট্ স্বাহা মনুঃ প্রোক্তঃ কায় বাক চিত্তশোধনে।
রক্ষ হুঁ ফট্ ততঃ স্বাহা মন্ত্রঃস্যাদাত্ম রক্ষণে॥

১ম পবি, শ্যামারহস্য।

অর্থাৎ প্রথমে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া পরে হুঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আত্ম রক্ষা করিবে।

প্রাণায়াম।

সাধন করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান প্রণালী—প্রাণায়াম। প্রাণায়াম সাধনই সর্ব্বপ্রকার সাধনের ভিত্তি, সুতরাং সাধন কামী ব্যক্তি বিশেষরূপে প্রাণা-য়াম অভ্যাস করিবেন। এজন্য সন্ধ্যা আহ্নিক দেবপূজা ও যোগ প্রকরণে প্রাণা

শ্রীবিদ্যা বিষয়ে।

ত্রৈলোক্যং রক্ষ রক্ষেতি হুঁ ফট্ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ।
তারাদিকোঽয়ং মন্ত্রঃ স্যাদগ্নি প্রাকার সংজ্ঞক॥

১৫ প্রকাশ, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি।

পুং দেবতা বিষয়ে।

ওঁ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা।

ইতি অস্ত্রেণ হৃদি তত্ত্বং দত্বা আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ। যথা—

কৃষ্ণ বিষয়ে।

ওঁ নমঃ সুদর্শনায় ত্বস্ত্রাস্ত্রেণ চ দেশিকঃ।
ততস্তেনৈব জনিতং তেজো রক্ষত্বিতি স্মরেৎ॥

৯অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

"ও নমঃ সুদর্শনায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অস্ত্র মন্ত্র "ফট্" দ্বারা উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় দিবে পরে তজ্জনিত তেজ আমাকে রক্ষা করুক এইরূপ স্মরণ করিবে।

প্রণব হৃদোরবসানে স চতুর্থী সুদর্শনং
তথাস্ত্রপদঞ্চ উক্তাফডন্ত মনুনা কলয়েচ্চ
দশ হরিত ইতি। পূর্ব্বাদি ক্রমেণ কলয়েদিত্যর্থঃ॥

৩ রাত্র, নারদ পঞ্চ রাত্র।

প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মা চ পূরকো জ্ঞেয়ঃ কুম্ভকো বিষ্ণুরুচ্যতে॥
রেচকঃ শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ পরাৎপর তব শিবঃ॥১৯॥

গীতাসার।

প্রাণায়াম পরব্রহ্ম স্বরূপ। ইহার পূরক অংশকে চতুর্মুখ ব্রহ্মা বলা যায়, ইহার কুম্ভক অংশকে বিষ্ণু বলা যায় এবং রেচক অংশকে পরাৎপর শিব বলা যায়।

য়াম করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। প্রাণ বায়ুকে দেহাভ্যন্তরে নিরোধ করার নাম প্রাণায়াম। যথা—

গমনাগমনং বাযোঃ প্রাণস্য ধারণন্তথা।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তা যোগশাস্ত্র বিশারদৈঃ॥
প্রাণোবায়ুরিতিখ্যাত আযামস্তন্নিরোধনং।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তা যোগিনাং যোগসাধনং॥

১০ পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

বায়ুর গমন অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগ ও আগমন অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ, এবং প্রাণের ধারণ, কিনা বায়ু রোধ করন, এই তিনপ্রকার কার্য্যের প্রণালীকে যোগীগণ প্রাণায়াম বলেন। প্রাণ অর্থে প্রাণবায়ু এবং আয়াম অর্থে নিরোধ, এজন্য প্রাণায়াম অর্থে প্রাণবায়ুকে নিরোধ করা বুঝায়।

ইড়যা পূরয়েদ্বায়ুং ধারয়েদ্দক্ষ নাসিকাং।
সুষুম্নাযাং কুম্ভয়েচ্চ নাসাপুট বিধারণং।
পিঙ্গলায়াং রেচয়েচ্চ ধারয়েদ্বাম নাসিকাং॥

সর্ব্বোল্লাস তন্ত্র।

অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া, কিনা পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকার জন্য সেই বায়ু ধারণ করিতে হইবে। সুষুম্না দ্বারা কুম্ভক করিতে হইবে। তৎপরে পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা রেচন করিতে হইবে।

উত্তমা বিংশতিম্মাত্রা ষোড়শী মাত্রা মধ্যমা।
অধমা দ্বাদশী মাত্রা প্রাণায়ামা স্ত্রিধা স্মৃতাঃ॥

ঘেরণ্ড সংহিতা।

মাত্রা সংখ্যানুসারে প্রাণায়াম তিন প্রকার। বিংশতি ষোড়শ ও দ্বাদশ মাত্রা। বিংশতি মাত্রা সংখ্যা প্রাণায়াম উত্তম, ষোড়শ মাত্রা মধ্যম এবং দ্বাদশ মাত্রা প্রাণায়াম অধম।

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুট ধারণং।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয় স্তর্জ্জনী মধ্যমে বিনা।

জ্ঞানার্ণব।

পূরয়েৎ ষোড়শভির্ব্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈঃ।
রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়কৈঃ॥

তন্ত্রান্তরে।

ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ু পূরণ করিতে হইবে। ইহার নাম পূরক, তাহার চতুর্গুণ কিনা চতুঃ ষষ্ঠীবার মন্ত্র জপ করিয়া সেই পূরিত বায়ুকে ধারণ করিতে হইবে। এইরূপ বায়ু ধারণের নাম কুম্ভক। কুম্ভকের অর্দ্ধ পরিমাণ অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ বার মন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ বায়ু ত্যাগের নাম রেচক। এই পূরক, কুম্ভক ও রেচকের নাম প্রাণায়াম।

কনিষ্ঠা অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসা পুট ধারণ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়। তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী ব্যবহার করিবে না।

প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্ মূলেন প্রণবেন বা।
অথবা মন্ত্র বীজেন যথোক্ত বিধিনা সুধীঃ॥

কালী হৃদয় তন্ত্র।

মূল মন্ত্র প্রণব অথবা কোন রূপ বীজ মন্ত্রের দ্বারা সাধক প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়ামত্রয় বলিবার প্রয়োজন এই যে তিনটি প্রাণায়ামে একটি প্রাণায়াম হইয়া থাকে।

"প্রাণায়ামত্রয়স্তেক মেকৈকং ত্রিতয়াত্মকম্"।

৪ পটল ফেৎকারিণী তন্ত্রম্।

তিনটি প্রাণায়ামে একটী প্রাণায়াম হয়। অর্থাৎ প্রাণায়াম কালে প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা রন্ধ্র রোধ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু পূরণ করিতে করিতে ষোড়শবার মূল মন্ত্র (মন্ত্র দীর্ঘ হইলে মন্ত্রের প্রথম শব্দ মাত্র গ্রহণ করিতে হয়) অথবা প্রণব জপ করিতে হয় এবং ঐ জপের সংখ্যা বাম হস্তে রাখিতে হয়। এইরূপ বায়ু পূরণ করিয়াই বাম নাসা রন্ধ্রটি দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা রুদ্ধ করিয়া চতুঃষষ্ঠিবার ঐ মন্ত্র জপ দ্বারা কুম্ভক করিতে হয়। পরে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ শিথিল করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা অল্পে অল্পে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দ্বাত্রীংশৎবার ঐ মন্ত্র জপ করিতে হয়। ঐরূপ জপ করিতে করিতে পুনর্ব্বার বাম নাসা রন্ধ্র দিয়া পূরক এবং কুম্ভকান্তে দক্ষিণ

পূরকঞ্চ যথাশক্ত্যা কুম্ভকং তচ্চতুর্গুণং।
কুম্ভকার্দ্ধং ভবেদ্রেচঃ প্রাণায়ামোঽয়মীরিতঃ॥

১০ পটল গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

যত শক্তি পরিমাণে পূরক করিতে সমর্থ হইবে, কুম্ভক কালে তাহার চতুর্গুণ পরিমাণ ধারণ করিতে হইবে এবং রেচক করিবার সময়ে কুম্ভকের অর্দ্ধ পরিমাণ কালে শ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীকে প্রাণায়াম বলে। অর্থাৎ মাত্রা সংখ্যা পূরকে এক গুণ, কুম্ভকে চারিগুণ এবং রেচকে দুই গুণ হইয়া থাকে। ইহাতে যাহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ করিবেন।

ইতি প্রাণায়াম।

নাসা পুট দ্বারা রেচক করিতে হয় এবং প্রথম বারের মত পুনরায় পূরক কুম্ভক ও রেচক করিলে একটি পূর্ণ প্রাণায়াম হয়। অর্থাৎ অনুলোম বিলোমে তিনবার প্রাণায়াম করিলে একটি প্রাণায়াম হয়।

সাধন কার্য্যের ভিত্তি মূল প্রাণায়াম। কুম্ভক করিয়া বায়ু নিরোধ করিলে শরীর অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। বায়ু ধারণাশক্তি যত পরিমাণে প্রবল হইবে তত পরিমাণে শরীর লঘু হইবে! অনেকে শুনিয়া থাকেন যে, অমুক সাধকের আসন উঠে। ঐ আসন উঠা আর কিছুই নহে কেবল কুম্ভক বলে শরীর লঘু হইয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্যে উঠিতে থাকে। ঐরূপ উঠার নাম আসন উঠা। এই উপায় দ্বারা যোগীগণ শূন্যে উঠিয়া আকাশমার্গে গমনাগমন করেন। ভূমধ্যে প্রোথিতও থাকেন এবং দীর্ঘ আয়ুও প্রাপ্ত হন। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ, শূন্যমার্গবিহারী যোগী গোরক্ষনাথকে ভূতলে অবতরণ করাইয়াছিলেন। যোগী শঙ্করাচার্য্য কুম্ভক বলে মণ্ডন মিশ্রের বাটী উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিলেন ইত্যাদি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূতশুদ্ধিঃ প্রকরণ।

কোন দেবতার সাধন করিতে হইলে অর্চ্চক ব্যক্তি আপনাকে যোগ্য করিয়া লইবেন। কারণ, যোগ্যতা লাভ না হইলে সাধক অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে না সুতরাং যাহাতে যোগ্যতা লাভ হয় তাহাই করা অগ্রে কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যতার নাম—"ভূতশুদ্ধি"। শাস্ত্রকারগণ বলেন—

"ভূতশুদ্ধিঃ পূজাদৌ বীজ বিশেষেণ বামকুক্ষি
স্থিত পাপপুরুষ দহন পূর্ব্বক শরীর শোধনং।"

শব্দকল্পদ্রুমঃ।

পূজাদি কার্য্যের পূর্ব্বাহ্নে সাধক ব্যক্তিকে কতকগুলি বীজ মন্ত্রের দ্বারা আপনার দেহাভ্যন্তরে বামকুক্ষিস্থিত পাপ পুরুষকে দহন করিয়া নিজ শরীরকে যে পবিত্র ভাবাপন্ন করিতে হয় তাহার নাম ভূতশুদ্ধি।

নানা দেবতার নানা পদ্ধতি অনুসারে দেখা যায় যে অগ্রে ভূতশুদ্ধি করিয়া পরে প্রাণায়াম প্রভৃতি কার্য্য করিবে, আবার কোথাও দেখা যায় যে, অগ্রে প্রাণায়াম করিয়া পরে ভূতশুদ্ধি করিবে। ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন আদেশ দেখিয়া বিস্ময় হইবেন না, ইহার মীমাংসা এই যে, যিনি যেরূপ ভাবে গুরুদেবের নিকট উপদিষ্ট, তিনি তদ্রূপ পদ্ধতিতে কার্য্য করিবেন।

"পূজা তু বিবিধা প্রোক্তা তাস্বেকতমমাশ্রয়েৎ"।

৬ পটল, স্বতন্ত্র তন্ত্র।

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধি কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেপ্রকার ইচ্ছা বা উপদেশ, সেইরূপ করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

শরীরাকার ভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
অব্যয় ব্রহ্ম সংযোগাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা॥

৯ম, অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

এই মানবশরীর পাঞ্চভৌতিক আর দেবশরীর অভৌতিক, অর্থাৎ তৈজস; সুতরাং পূজ্য পূজকের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন ঘটে না; এজন্য মানবশরীরকে দেব শরীরে পরিণত করিয়া লইতে হয় (২)। যে প্রণালীতে এই ভৌতিক শরীরকে দেবশরীর করিতে হয় সে প্রণালী বা পদ্ধতিকে ভূতশুদ্ধি বলে। দেহাভ্যন্তরস্থ পঞ্চভূতাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে পরিশুদ্ধ করিবার উপায়কে ভূত শুদ্ধি বলে। যথা—

দেহ কারণ ভূতানাং ভূতানাং যদশোধনং।
অব্যয় ব্রহ্ম সংযোগাৎ ভূতশুদ্ধি রিয়ংমতা॥

শৈবাগমে।

দেহের কারণ পঞ্চভূত, সেই ভূতসকল যদি অশোধন থাকে তাহাহইলে অব্যয় ব্রহ্মের সহিত সংযোগ হয় না; সুতরাং ভূত সকল শোধন করা কর্ত্তব্য, এই মতই স্থির।

বাহ্য দেহ স্নানাদি মলাপকর্ষণ দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়, কিন্তু অন্তর দেহ পরিশুদ্ধ করিবার উপায় ভূতশুদ্ধি। প্রাণায়াম ও ষট্‌চক্র—ভেদের অভ্যাস না থাকিলে এবং ভূতশুদ্ধি করিতে না পারিলে দেবতাদির পূজা হয় না, এজন্য ভূতশুদ্ধি প্রয়োজন কিন্তু উহা অতিশয় কঠিন কার্য্য বা সাধন বলিয়া কথিত হয়। বহিঃর্যোগের পরই ভূতশুদ্ধি করিতে হয় কিন্তু প্রাণায়াম অভ্যাস না থাকিলে ভূতশুদ্ধি করিবার উপায় নাই। এজন্য প্রাণায়ামের পরই ভূতশুদ্ধি করিবার পদ্ধতি বর্ণিত হইল।

(২) দেব এব যজেদ্দেবং না দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।
ন দেবঃ পূজয়েদ্দেবং ন পূজা ফলভাগ্‌ভবেৎ॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণু মহং বিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ॥

বাশিষ্ট রামায়ণ।

না বিষ্ণুঃ কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।
না বিষ্ণুঃ সংস্মরেদ্বিষ্ণুঃ নাবিষ্ণুর্বিষ্ণুমাপ্নুয়াৎ॥

ভারতে।

তন্ত্র শাস্ত্রে প্রাণায়ামের পরই ভূতশুদ্ধি করিবার উল্লেখ (৩) আছে। প্রাণায়াম অভ্যাস না থাকিলে ভূতশুদ্ধি করিতে পারে না এবং ভূতশুদ্ধি না পারিলে দিব্য শরীর হয়না এবং দিব্য শরীর নাহইলে দেবতার সহিত সংযোগ হয়না এজন্য ভূতশুদ্ধি দ্বারাই পাপময় শরীর সংস্কার পূর্ব্বক দিব্য শরীর করা হইয়া থাকে। ভূতশুদ্ধিই সমুদায় সিদ্ধির মূল কারণ—

স্বভাবতঃ সদাশুদ্ধং পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
মলমূত্র সমাযুক্তং সর্ব্বদৈব মহেশ্বরি॥
তস্যৈব হি বিশুদ্ধ্যর্থং বাষ্বগ্নি সলিলাক্ষরৈঃ।
চন্দ্র বীজেন দেবেশি পৃথ্বিবীজেন দেশিকঃ॥
শোষদাহৌ তথা ভস্মপ্রোৎসারণামৃত বর্ষণং।
আপ্লাবনঞ্চ কর্ত্তব্যং পুরকুম্ভক রেচকৈঃ॥
শরীরাকার ভূতানাং মলানাং যদ্বিশোধনং।
অব্যক্ত ব্রহ্মসংস্পর্শাদ্ভুতশুদ্ধিরিয়ং শিবে॥

৭ম, পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

হে মহেশ্বরি। পঞ্চভূতাত্মক, মল ও মূত্র সমাযুক্ত দেহ সর্ব্বদাই অপবিত্র, অতএব ইহার বিশুদ্ধির নিমিত্ত বায়ু বীজ—"যং", অগ্নিবীজ—"রং", সলিল বীজ

না দেবী কীর্ত্তয়েদ্দেবীং না দেবী তাং সমর্চ্চয়েৎ।
নাগাত্তদাত্মকো দেবো ভূত্বা তু তাং যজেৎ॥

ভবিষ্যে।

রুদ্রস্য পূজনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্বিষ্ণু পূজনাৎ।
সূর্য্যঃস্যাৎ সূর্য্যপূজাতঃ শক্ত্যাদিঃ শক্তি পূজনাৎ॥

আগ্নেয়ে।

নারুদ্রঃ সংস্মরেদ্রুদ্রং নারুদ্রোরুদ্রমর্চ্চয়েৎ।
নারুদ্রঃ কীর্ত্তয়েদ্রুদ্রং নারুদ্রোরুদ্রমাপ্নুয়াৎ॥ ভবিষ্যে।

(৩) তন্ত্রেও প্রাণায়ামের পর ভূতশুদ্ধি করিবার অনুমতি আছে। যথা—

মাত্রাভিঃ প্রণবং জপ্ত্বা পুরকুম্ভকরেচকৈঃ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ভূত শুদ্ধিং ততশ্চরেৎ॥

শ্যামা রহস্য ধৃত স্বতন্ত্র তন্ত্র।

—"বং" চন্দ্রবীজ—"ঠং", পৃথিবীজ—"লং" এই সকল মন্ত্রে পূরক কুম্ভক ও রেচক করিয়া দেহের শোষণ, দহন, ভস্মপ্রোৎসারণ, অমৃত বর্ষণ এবং আপ্লাবন করিবে। অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর ব্রহ্মের সংস্পর্শে দেহাত্মক পঞ্চ ভূতের মল বিশোধনই ভূতশুদ্ধি নামে কথিত হয়। তৎপদ্ধতি যথা—

তৎ পদ্ধতি (৪)। যথা—

ভূত শুদ্ধিং লিপিন্যাসং বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ।
বিপরীতং ফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা॥

গৌতমীয় তন্ত্র।

ভূতশুদ্ধি এবং লিপি (মাতৃকাবর্ণ) ন্যাস ব্যতীত যে পূজা, তাহার ফল বিপরীত। অভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিলে যে ফল হয় সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন ফলই হয় না।

প্রথমত সংকল্প করিবে। সংকল্প মন্ত্র, যথা—

"ওঁ তৎসৎ শ্রীমৎ অমুক দেব পূজাদ্যধিকার সিদ্ধয়ে ভূতশুদ্ধ্যাদ্যহং করিষ্যে" বলিয়া—

দক্ষিণ হস্তোপরি বামহস্তটি স্বক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক "সোহং" (৫) (অর্থাৎ

ভূত শুদ্ধিং বিনা কর্ম্ম জপহোমার্চ্চনাদিকম্।
ভবত্তু নিষ্ফলং সর্ব্বং প্রকারেণাপ্যনুষ্ঠিতম্॥

ভূতশুদ্ধি ব্যতীত জপ, হোম ও অর্চ্চনাদি কর্ম্ম সকল নিষ্ফল হয়। সুতরাং যে প্রকারেই হউক ভূত শুদ্ধির অনুষ্ঠান করিবে।

(৫) কুম্ভোত্তানৌ করৌ স্বাঙ্কে মূলাধারস্থ কুণ্ডলীম্।
প্রসুপ্ত ভুজগাকারাং সার্দ্ধ ত্রিবলয়ান্বিতাম্॥
পবন দহন যোগাৎ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টিনীম্।
হংসেন মন্ত্রনা দেবি কূর্চ্চ বীজেন বা প্রিয়ে॥
তাং চৈতন্যবতীং কৃত্বা পৃথিব্যা সাকমানয়েৎ।

(৪) ভূতশুদ্ধিঃ পদ্ধতি।

সুষুম্না বর্ত্মনা সোহহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ।
সহস্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ॥ ১॥
ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং যড়্‌বিন্দুলাঞ্ছিতং।
পূরয়েদিড়য়া বায়ুং স্মৃত্বা ষোড়শ মাত্রয়া॥ ২॥

সেই পরব্রহ্মই আমি) এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়স্থিত দীপ কলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিতা কুলকুণ্ডলীনী শক্তির সহিত সংযোগ করিয়া "যং" এই বায়ুবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারস্থিত কন্দর্প বায়ুকে উদ্দীপিত করিতে হয়। পরে "রং" এই বহ্নি বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুণ্ডলিনীর চতুর্দ্দিকস্থ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া "হুঁ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলাধার সঙ্কোচ করিয়া কুণ্ডলিনীকে সুষুম্না বিবর মধ্য দিয়া ষট্‌চক্র ভেদ পূর্ব্বক শিরোবস্থিত অধোমুখসহস্রদল কমল কর্ণিকার মধ্যগত পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করত তাহাতে চতুর্বিংশতি তত্ব বিলীন চিন্তা করিতে হয়। বিলীন অর্থে—তত্বে তত্ব সংমিশ্রন পূর্ব্বক সংহার করা। অর্থাৎ যে তত্ব হইতে যে তত্ত্বের উদ্ভব সেই তত্ত্বে সেই তত্ত্ব বিলীন করিবে যেমন—

আকাশাৎ জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎ পদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎ পদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥২৫॥

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র।

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি' বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে।

মাত্রয়া তু চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া॥ ৩॥
পূরয়েদনয়াচৈব সঞ্চিন্ত্য নীল মারুতং।
রক্তবর্ণং বহ্নী বীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতং॥ ৪
তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া।
চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দ্দহেৎ কুম্ভকেন চ॥ ৫॥
বাম পার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জল প্রভং।
ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয় ভুজদ্বয়ং॥ ৬॥
সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ং।
তৎ সংসর্গি পদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতকং॥ ৭॥
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রু বিলোচনং।
খড়্গ চর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥ ৮॥
মূলা ধারোত্থিতেনৈব বহ্নিনা নির্দ্দহেচ্চতৎ।
এবং সংদহ্য পাপং তো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ॥

মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু খে ॥২৬॥

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র।

মৃত্তিকা জলে লয় প্রাপ্ত হয়, জল তেজেতে লয় প্রাপ্ত হয়, তেজ বায়ুতে লয় প্রাপ্ত হয়, বায়ু আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চ তত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টি স্তত্ত্বাৎ তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চ তত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জন ॥২৭॥

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র।

পঞ্চ তত্ত্ব হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়, তত্ত্বেতেই তত্ত্ব বিলীন হয়, পঞ্চতত্ত্বের অতীত যে পরম তত্ত্ব তাহাই তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন পরব্রহ্ম।

তত্ত্বলয় বা সংহার প্রণালী।

পৃথ্বিমণ্ডল সংহার।

প্রথমতঃ হুঁকার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিতে হয়। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া যখন জীবাত্মার সহিত সুষুম্না বিবর মধ্যদিয়া ঊর্দ্ধগমনে উন্মুখী হন তখন সাধক পাদাদি জানুপর্য্যন্ত চতুরস্র পৃথিবী মণ্ডল ভাবনা করিয়া তাহাতে-"পাদু গমন ক্রিয়া গন্তব্য, গন্ধ ঘ্রাণ, পৃথিবী ব্রহ্ম নিবৃত্তি সমান বায়ু" স্মরণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পৃথিবী মণ্ডলটী সংহার করিবেন। মন্ত্র যথা—

পৃথ্বিমণ্ডল সংহার।

"ওঁ হ্লীং ব্রহ্মণে পৃথিব্যধিপতয়ে নিবৃত্তি কলাত্মনে হুঁ ফট্ স্বাহা"।

তন্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ।
বাম নাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দস্বচ্ছ সপ্রভং ॥
ভালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শ মাত্রয়া।।
সুষুম্নয়া চতুঃ ষষ্টি মাত্রয়া তোয় বীজকং ॥
ধ্যাত্বা মৃতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীং।
তয়া দেহং বিচিন্ত্যেবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লং বীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ।
স্বস্থানে হংস মন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা ॥
জীবং তত্ত্বানিচানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ ॥

৯ ম, গৌতমীয় তন্ত্র।

বলিয়া যে দেবতার অর্চ্চনা জন্য ভূতশুদ্ধি আবশ্যক সেই দেবতার মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। প্রতি মন্ত্রেই এইরূপ করিবে।

ঐরূপ সংহার করিলে মহীমণ্ডলটী "লং" বীজে পরিণত হয় এবং মূলাধারস্থিত সমুদায় দেব দেবী অর্থাৎ ব্রহ্মা সাবিত্রী ও ডাকিনী শক্তি ইত্যাদি এবং সমুদায় মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি কুণ্ডলিনী শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক হংসমন্ত্র দ্বারা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে স্বধিষ্ঠানে উত্থিত করিবেন। কুণ্ডলিনী মূলাধার ত্যাগ কালে লং বীজটী মুখে করিয়া জীবাত্মার সহিত স্বাধিষ্ঠানে গমন করেন এবং মূলাধার পদ্মটী অধোমুখী ও মুদ্রিত হইয়া যায়। কুণ্ডলিনী যখন যে চক্রে গমন করেন তখন সেই চক্রস্থ পদ্ম বিকসিত হইয়া উঠে তদ্ব্যতীত সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই অধোমুখী ও মুদ্রিত ভাবেই অবস্থিতি করে। সমুদায় চক্রই ক্রমান্বয়ে এইরূপ হইতে থাকে।

জলমণ্ডল সংহার।

কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে উত্থিত হইয়া "লং" বীজটীকে জল তত্ত্বে নিক্ষেপ করেন "লং" বীজটী জল মগ্ন হইলে সাধক জান্বাদি নাভী পর্য্যন্ত শুক্লবর্ণ চন্দ্রাকার জলমণ্ডল ভাবনা করিয়া তাহাতে "হস্তাদান দাতব্যবস বসনা জল বিষ্ণু প্রতিষ্ঠে- "দনিলস্য" স্মরণকরিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলমণ্ডলটি সংহার করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্লীং বিষ্ণবে জলাধিপতয়ে প্রতিষ্ঠা কলাত্মনে হুঁ ফট্ স্বাহা"

বলিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ঐরূপ সংহার করিলে জলমণ্ডলটি "লং" বীজে পরিণত হয় এবং স্বাধিষ্ঠান স্থিত মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী সরস্বতী, রাকিনী শক্তি ইত্যাদি দেবগন, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তি সমুদায় কুণ্ডলিনী শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক "হংস" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে মণিপুর চক্রে (৫)উত্থিত করিবেন।

অগ্নিমণ্ডল সংহার।

কুণ্ডলিনী মণিপুর চক্রে উত্থিত হইয়া "বং বীজটিকে অগ্নিতত্ত্বে নিক্ষেপ করেন। "বং"বীজটী অগ্নি তত্ত্বে ভস্মীভূত হইলে সাধক নাভ্যাদি হৃদয় পর্য্যন্ত

(৫) অন্যত্র"হংস ইতি মন্ত্রেণ যথা—
মূলাধারা'ত্ততো জীবং ব্রহ্মমার্গেন দেশিকঃ।
হংসেন পুষ্কর স্থানে পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥
বারাহী তন্ত্র।
ব্রহ্মমার্গঃ সুষুম্নাবর্ত্ম। পুষ্করস্থানে স হস্রারে।

ত্রিকোণ রক্তবর্ণ বহ্নি মণ্ডল ভাবনা করিয়া তাহাতে "পায়ু বিসর্জ্জনীয় রূপ চক্ষুস্তেজো রুদ্র বিদ্যাব্যানানিল" স্মরণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তেজমণ্ডলটি সংহার করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হুঁ রুদ্রায় তেজোঽধিপতয়ে বিদ্যা কলাত্মনে হুঁ ফট্ স্বাহা"।

ঐরূপ সংহার করিলে তেজমণ্ডলটি "রং" বীজে পরিণত হয় এবং মণিপুরস্থ রুদ্র ভদ্রকালী লাকিনী শক্তি ও অন্যান্য দেবগণ, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তি সমুদায় কুণ্ডলিনী শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক হংস মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে অনাহত চক্রে উত্থিত করিবেন।

বায়ুমণ্ডল সংহার।

কুণ্ডলিনী অনাহত চক্রে উত্থিত হইয়া "রং" বীজতত্ত্বকে বায়ু তত্ত্বে নিক্ষেপ করিবেন "রং" বীজটি বায়ু তত্ত্বে লুপ্ত হইলে সাধক ব্যক্তি হৃদয়াদি ভ্রূ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বর্ত্তুল ষট্ বিন্দু লাঞ্ছিত বায়ুমণ্ডল ভাবনা করিয়া তাহাতে "উপস্থানতদ্বিষয় স্পর্শ প্রষ্টব্যবায়ুবীবশান্ত্যপানাম" স্মরণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বায়ু মণ্ডলটি সংহার করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হেঁী ঈশানায় বায়্বধিপতয়ে শান্তি কলাত্মনে হুঁ ফট্ স্বাহা"।

ঐরূপ সংহার করিলে বায়ুমণ্ডলটি "যং বীজে পরিণত হয়। তখন অনাহত চক্রস্থিত ভুবনেশ্বরী, ঈশ্বর, কাকিনী শক্তি, কালরাত্রি শক্তি, মাতৃকাবর্ণ সকল ও বৃত্তি সমুদায় কুণ্ডলিনী শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক "হংস" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে বিশুদ্ধ চক্রে উত্থিত করিবেন।

আকাশমণ্ডল সংহার।

কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধ চক্রে উত্থিত হইল যং বীজটিকে আকাশ তত্ত্বে নিক্ষেপ করিবেন। যং বীজটি আকাশ তত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইল সাধক- ভ্রূমধ্যাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্ত পর্য্যন্ত শুক্ল বর্ত্তুলনাকাশ মণ্ডলং স্মরণ করিয়া তাহাতে "বাগ্বদন বক্তব্য শব্দ শ্রোত্রাকাশ সদাশিব শান্ত্যতীত প্রাণান্" স্মরণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আকাশ মণ্ডলটি সংহার করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ হৌং সদাশিবায় আকাশাধিপতয়ে শান্ত্যতীত কলাত্মনে হুঁ ফট্ স্বাহা"

ঐরূপ সংহার করিলে আকাশ মণ্ডলটি হং বীজে পরিণত হয় এবং বিশুদ্ধ চক্রস্থিত অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, সপ্তস্বর এবং নমঃ স্বাহা স্বধা প্রভৃতি মন্ত্রাদি কুণ্ডলিনী শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক "হংস" মন্ত্র উচ্চা-

রণ পূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে "ললনা" নামক গুপ্ত চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে উত্থিত করিবেন।

তন্মাত্রা ও অহংতত্ত্ব সংহার।

কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইয়া "হং" বীজটীকে তন্মাত্রা তত্ত্বে নিক্ষেপ করেন। "হং" বীজটি তন্মাত্রা তত্ত্বে নিক্ষিপ্ত হইলে, সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তন্মাত্রা তত্ত্বটি মনশ্চক্রে লয় করিবেন। মনশ্চক্রটিকে ঐরূপে অহং তত্ত্বে লয় করিবেন। অহং তত্ত্ব লয় প্রাপ্ত হইলে হংস বীজে পরিণত হয় এবং এই চক্রস্থিত পরাশিব, সিদ্ধ কালী, হাকিনী শক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কুণ্ডলিনী শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক হংস মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক রুদ্র গ্রন্থি ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থিত করিবেন।

মহত্তত্ত্ব সংহার ও কুণ্ডলিনীর পরম শিবে প্রবেশ।

কুণ্ডলিনী যখন নিরালম্বপুরী ও গুপ্ত চক্র সকল ভেদ করিয়া সহস্রারে উত্থিত হইতে থাকেন তখন হংস বীজটি প্রণবরূপ মহত্তত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হয়। মহত্তত্ত্ব কুণ্ডলিনী রূপা মহাপ্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন মূল প্রকৃতি কুণ্ডলিনী সহস্রারে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবাত্মাকে পরম শিবে সংযোজনা করিয়া অবশেষে স্বয়ং তাঁহাতে সংযুক্ত হয়েন। এই সময়ে সাধক সমুদায় জগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র আনন্দচনায় আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইতে থাকেন, সমুদায় সংসার ধর্ম্ম ভুলিয়া যান এবং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার লাভ করেন। ইহাই সাধনের চরম সীমা বা সমাধি। এই স্থান, সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণের ইষ্ট দেবতার স্থান। এই স্থানে সাধকগণ আপন আপন ইষ্টদেবতাকে সাক্ষাৎ করিয়া নির্ব্বাণ সুখ লাভ করেন। যথা—

শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ,
লপন্তীতি প্রায়া হরিহর পদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবা চরণ যুগলানন্দ রসিকা,
মুনিন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতি পুরুষ স্থান মমলং॥ ৪৫॥

ষট্ চক্র ভেদ, পূর্ণানন্দকৃত।

শৈবেরা এই স্থানকে পরম শিবের স্থান, বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর পরম বৈকুণ্ঠ ধাম, অপরে হরিহর পদ স্থান, যুগলা নন্দঃ রসিক সাধক দেবীস্থান এবং কপিল প্রভৃতি মুনিগণ প্রকৃতি পুরুষের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

পাপপুরুষ ধ্বংস প্রণালী।

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত জীবাত্মা সহস্রাবস্থিত পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হও-নান্তর যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহা পাপপুরুষ সহ শুষ্ক দেহটি মাত্র। এক্ষণে পাপ পুরুষ সহ দেহটিকে দহন করিয়া একটি নূতন পবিত্র দেহের সংগঠন করিতে হইবে। এই স্থানে একটি শঙ্কা উত্থিত হইতে পারে যে, যদি দেহটিকে একেবারে ভস্মসাৎ করা হয়,তবে নূতন দেহের সঞ্চার কিরূপে হইবে? তাহার উত্তর এই যে, যে দেহটি ভস্মীভূত হয় তাহা পাপ পুরুষের পাপময় সূক্ষ্ম দেহ (১) মাত্র। মানবের স্থূল দেহের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, মানবের সূক্ষ্ম দেহটি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত লয় করিয়া অগ্রেই পরমাত্মায় সংস্থাপিত হইয়াছে, আর স্থূল দেহটি যেরূপ আছে সেই রূপ ভাবেই থাকিল।

পাপ পুরুষকে দহন করিয়া নূতন দেহের সংগঠন করিতে হইলে প্রথমতঃ মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক শরীর শোধন করিতে হয়।

(১) শ্রীদেব্যুবাচ—

ভূতশুদ্ধৌ মহাদেব যদি দেহস্তু নাশয়েৎ।
কুত্র স্থানে ভবেৎ স্পষ্টরমূতং কুত্র সঞ্চরেৎ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

বামকুক্ষৌ স্থিতং পাপপুরুষং কর্জ্জলং প্রভ॥
তস্য সংহরণার্থায় মহতী প্রকটী কৃতা॥
লিঙ্গদেহো মহেশানি তস্য দেহো ন সংশয়।
পাপদেহং ভবেচ্ছুদ্ধঃ স্বদেহং নৈব নাশয়েৎ॥

৭ পটল, গুপ্ত সাধন তন্ত্র।

গৌতম উবাচ—

ভূতশুদ্ধ্যা বদ ব্রহ্মন্ কস্য শুদ্ধি প্রজায়তে।
নাত্মনঃ সর্ব্বশুদ্ধীনাং কারণং স তু কথ্যতে॥
ন জীবস্য ব্রহ্মণা চ সহৈক্যং তস্য নিত্যশঃ।
ন দেহস্য তদারম্ভা নিত্যতা তস্য কথ্যতে॥
মনসো বাপি বুদ্ধেশ্চ কস্য স্যাদিহশোধনম্।
ইত্যাদি সংশয়ং ছিন্ধি ত্বং হি ব্রহ্ম সমঃ স্মৃতঃ॥

৯ অ, গৌতমীয় তন্ত্রঃ।

মন্ত্র যথা—

"শরীর স্যান্তর্যামী ঋষি সত্যং দেবতা

প্রকৃতি পুরুষ ছন্দঃ পাপ শোধনে বিনিয়োগঃ।

পরে পাপ পুরুষ শোধনের জন্য "যং" এই বায়ু বীজের মন্ত্র সার করিয়া তদ্দারা প্রাণায়াম করিবে। বায়ুবীজের মন্ত্রসার অর্থে বায়ু বীজের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"বায়ু বীজং ধূম্রং চঞ্চলধ্বজ সংযুক্তং

ধূং ধূং শব্দ যুতং সর্ব্বশোষনং হংস দৈবতং"।

নাভীমূলে বায়ুবীজের ধ্যান কবিতে হয়। ধ্যানান্তে শোধন মন্ত্র বলিবে।

"যং বায়ু বীজস্য কিস্কিন্দ ঋষির্ব্বায়ুদেবতা জগতী-

চ্ছন্দঃ পাপপুরুষে শরীরশোধনে বিনিয়োগঃ"।

ইহার পব পাপ পুরুষকে পীড়ন কবিবার জন্য "যং" এই বায়ু বীজ দ্বারা

গৌতম বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! ভূতশুদ্ধি দ্বারা কাহার শুদ্ধি হয়? বলুন। তদ্দারা আত্মার শুদ্ধি বলা যায় না কাবণ, আত্মাই সর্ব্ব শুদ্ধিব কারণীভূত। জীব ব্রহ্মেব সহিত নিত্য একতাপন্ন, সুতবাং উহাব শুদ্ধি বলাই অসঙ্গত। ঐ শুদ্ধি দেহেরও বলা যায় না কারণ, দেহকে আশ্রয় করিয়াই সকলের শুদ্ধি এজন্য দেহ নিত্য শুদ্ধ। ঐরূপ মন বুদ্ধি অন্তঃকরণ চিত্ত ও অন্য যাহা কিছুর শুদ্ধি বলিলেও দোষ হয়। অতএব ভূতশুদ্ধি দ্বাবা কিসের শুদ্ধি হয়? বলিয়া সংশয় ছেদন করুন।

নারদ উবাচ—

শরীরাকার ভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
অব্যয় ব্রহ্ম সংযোগাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা॥
অন্তঃকরণ মধ্যে তু জ্যোতিরাত্মা প্রবর্ত্ততে।
লিঙ্গদেহস্তু তং প্রাহুর্যোগিন স্তত্ত্ব বেদিনঃ॥
তস্য শোধন মাত্রেণ সর্ব্বশুদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তদেব বিশ্বজনক কাবণং জন্মকারণম্॥
তদ্বিয়োগে ভবেন্মৃত্যুর্নান্যথা জন্ম কোটিভিঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং পুরুষার্থস্য নিগমে॥
যোগাদ্যভ্যাস যোগেন মন্ত্রাভ্যাসেন নাশয়েৎ।
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েথং যোগীস্যাৎ দেশিকোত্তমঃ॥

৯ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

একটী প্রাণায়াম করিবে (পূরক কুম্ভক ও রেচকে একটী প্রাণায়াম হয়) অর্থাৎ "রং বীজ" ১৬ ষোড়শবার জপদ্বারা বাম নাসায় পূরক, ৬৪ চতুঃষষ্ঠি বার জপদ্বারা কুম্ভক এবং ৩২ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ দ্বারা দক্ষিণ নাসায় রেচক করিবে। তাহা হইলে পাপপুরুষ নিষ্পীড়িত হইবে। এইরূপ নিষ্পীড়িত হইলে পাপপুরুষের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রু বিলোচনং।
খড়্গ চর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠ পরিমাণকং।
সর্ব্বপাপ স্বরূপঞ্চ সর্ব্বদাধোমুখ স্থিতং॥"

এইরূপ ধ্যানান্তে তাহার ধ্বংসের জন্য "রং" এই বহ্নি বীজের মন্ত্র স্মরণ করিয়া, কিনা ধ্যান করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ধ্যান যথা—

"রক্তং ত্রিকোণং বহ্নিমণ্ডলং বিদ্যাকলাযুতং রুদ্র দৈবতং।"

এই ধ্যান হৃদয়ে করিতে হয়। ধ্যানান্তে শোধন মন্ত্র বলিবে। যথা—

"রং বহ্নি বীজস্য কশ্যপঋষিরগ্নির্দ্দেবতা।
ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ তদ্দাহে বিনিয়োগঃ।"

এই শোধন মন্ত্র বলিয়া "রং" এই বহ্নিবীজ দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। অর্থাৎ বাম নাসায় পূরককালে ১৬শবার "রং" বীজ জপদ্বারা অগ্নি প্রজ্জলন, কুম্ভককালে ৬৪ চতুঃষষ্ঠি বার "রং" বীজ জপ দ্বারা ভস্মীকরণ এবং দক্ষিণ নাসায় ৩২ দ্বাত্রিংশ বার "রং" বীজ জপ দ্বারা রেচক কালে উক্ত ভস্ম সকল উড্ডয়ন করা হইল, এইরূপ মনে করিবে। অর্থাৎ পাপ পুরুষের ধ্বংশ হইল মনে করিবে। তৎপরে দিব্য দেহ সংগঠন করিতে হইবে।

নারদ বলিলেন—অব্যয় ব্রহ্মের সহিত সংযোগ বশতঃ শরীরাকারে পরিণত ভূত সকলের বিশোধনের নামই ভূতশুদ্ধি। অন্তঃকরণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় আত্মা বিরাজিত আছেন। তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ ঐ অন্তঃকরণকেই লিঙ্গদেহ বলেন। ঐ লিঙ্গ দেহের শোধনেই সর্ব্বশুদ্ধি হয়। উহাই উৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ—বাসনা বশতঃ ঐ লিঙ্গ দেহের সহিতই জীবের জন্ম হয় এবং উহার বিগমেই জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে। কোটি জন্মেও ইহার অন্যথা হয় না। নিগমাদি শাস্ত্রে এই লিঙ্গদেহের শোধনকেই পুরুষার্থ বলে, ইহার শোধনের নামই ভূতশুদ্ধি। মন্ত্র যোগাদির অভ্যাস দ্বারাই ইহার পাপ নাশ হয়, সুতরাং যোগিগণ ভূতশুদ্ধি দ্বারা লিঙ্গদেহের শোধন করিয়া থাকেন। ইহারই নাম ভূতশুদ্ধি।

দিব্য শরীর সংগঠন প্রণালী।

(" ঠং, বং, লং")

দিব্য শরীর সংগঠন প্রণালী এই যে—বীজত্রয় দ্বারা একটী প্রাণায়াম করিতে হয়। এই প্রাণায়ামের পূরককালে বাম নাসায় ষোড়শবার চন্দ্র বীজ "ঠং" মন্ত্র জপ দ্বারা ললাটদেশে চন্দ্রকে স্থাপন করিতে হয়। কুম্ভককালে মন্ত্রসার (১) করিয়া "বং" এই বরুণ বীজ ৬৪ চতুঃষষ্ঠি বার জপ দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্র নিঃসৃত ৫০ পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণরূপ অমৃত ধারা সমস্ত শরীরকে নব গঠিত এবং প্লাবিত চিন্তা করিয়া রেচক কালে মন্ত্রসার (২) করিয়া দক্ষিণ নাসায় "লং বীজ" ৩২ দ্বাত্রিংশ বার জপ দ্বারা নব গঠিত আত্ম শরীর পবিত্র এবং সুদৃঢ় হইল এইরূপ চিন্তা করিবে। তৎপরে "সোঽহং" মন্ত্র দ্বারা লয় প্রাপ্ত কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত করতঃ সেই গুলিকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়া মন্ত্র (৩) দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ জীবাত্মাকে স্বস্থানে স্থাপন করিয়া আত্ম শরীরকে দেব শরীরের সহিত অভেদ ও পবিত্র চিন্তা করিতে হয়। এইরূপে শরীর শোধন করার নাম ভূতশুদ্ধি।

(১) বরুণবীজের ধ্যান।

"বারুণং মণ্ডলং মূর্দ্ধ্নি শুভ্রং চন্দ্রার্দ্ধ সন্নিভং।
সিত পঙ্কজ মধ্যাভয়করং সাম্বরুণ দৈবতং॥"
"বং বরুণ বীজস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষি স্তসো দেবতা ত্রিষ্টুপ্
চ্ছন্দঃ শরীর প্লাবনে বিনিয়োগঃ।"

(২) পৃথিবী বীজের ধ্যান॥

"পৃথিবী মণ্ডলং বজ্রলাঞ্ছিতং চতুষ্কোণঞ্চ
কঠিনং পীত বর্ণেন্দ্র দৈবতং।"
"লং পৃথিবী বীজস্য ব্রহ্ম ঋষি ইন্দ্রো দেবতা
গায়ত্রী চ্ছন্দঃ কঠিনী করণে বিনিয়োগঃ।"

(৩) আকাশ বীজের ধ্যান।

"আকাশ মণ্ডলং বৃত্তং দ্বাদশান্ত সমুজ্জ্বলং।
শান্ত্যাতীতা কলাযুক্তং বিচিন্ত্যাকাশ দৈবতম্॥"
"হং আকাশ বীজস্য ব্রহ্মর্ষিরাকাশং দেবতা
পংক্তি চ্ছন্দঃ ব্যূহনে বিনিয়োগঃ।"

প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্র। (১) যথা—

"হৃদয়ে হস্তমাদায় আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ উচ্চরণ্।
সোঽহং মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ॥"

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

পরে নিজ হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া "আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ 'সোঽহং" এই পাঁচটি বীজ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আত্মদেহে ইষ্ট দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

হৃদয়ে হস্তমাদায় অর্থে—স্বহৃদয়ে। অর্থাৎ সাধক আপনার হৃদয়েইষ্টদেবতার প্রাণ প্রতিষ্টা করিয়া দিব্য শরীর লাভ করিবে।

(১) প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াপশ্চাজ্জীবং দেহে নিযোজয়েৎ।
মুখবৃত্তং সমুচ্চার্য্য হংসস্ত বিপরীতকং॥
উর্দ্ধয়েৎ পরমেশানি বিদোয়ং ত্র্যক্ষরীমতা।
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
তে নৈব বিধিনা দেবি স্থিরীকুর্য্যান্নিজং তনুং॥

"হংস" এবং "সোঽহং" এই দুইটী মন্ত্র একই। কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া পরমশিবে যোগ করিবার সময় কেহ "সোঽহং" মন্ত্র ব্যবহার করেন এবং স্বস্থানে স্থাপন করিবার সময় "হংস" মন্ত্র ব্যবহার করেন। শক্তি বিষয়ে—

সোহমেবং সমাভাস্য জীবং হৃদি সমানয়েৎ।

অর্থাৎ পরম শিবে সংযোজিত জীবপুরুষকে হৃদয়ে আনিয়া স্থাপন করিবার সময় "সোঽহং" মন্ত্র ব্যবহার করেন। হংস ইতি জীবাদিকং পরম শিবে সংযোজ্য সোঽমিতি মন্ত্রেণ স্বস্থানে নয়েৎ। অথবা—

যিনি গুরুদেবের নিকট যে ভাবে উপদিষ্ট তিনি তাহাই করিবেন।

শূদ্রে "হংস" মন্ত্র ব্যবহার করিবে না।

"হংসাখ্যং ন স্মরেৎ শূদ্রা ভূতশুদ্ধৌ কদাচন।"
স্মরণান্নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।　　　বারাহী তন্ত্র।
কৃত্বোত্তানৌ করৌ স্বাঙ্কে মূলাধারস্থ কুণ্ডলীম্।
প্রসুপ্ত ভুজগাকারাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্॥
পবন দহন যোগাৎ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টিনীম্।
হংসেন মনুনা দেবি কূর্চ্চবীজেন বা প্রিয়ে।
তাং চৈতন্যবতীং কৃত্বা পৃথিব্যা স্বার্দ্ধমানয়েৎ॥

১০ পটল পিচ্ছিলা তন্ত্র।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্র যথা—

১। আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হৌং হং সঃ শ্রীমদমুক দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।

২। আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হৌং হং সঃ শ্রীমদমুক দেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ।

৩। আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হৌং হংসঃ শ্রীমদমুক দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি।

৪। আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হৌং হংসঃ শ্রীমদমুক দেবতায়াঃ বাঙ্ মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

পুং দেবতা বিষয়ে।

প্রদীপ কলিকাকারং কুণ্ডলিন্যা সমং তয়া।
সুষুম্নাবর্ত্মনা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ॥

৯ম, গৌতমীয় তন্ত্র।

শূদ্রে হংস মন্ত্র স্থলে নমঃ মন্ত্র বলিবে। যথা—
"জীবং তেজোময়ং ধ্যাত্ব্যা নমো মন্ত্রেণ যোজয়েৎ।"

সারদায়াং॥

সংহার ক্রমযোগেন পঞ্চ তত্ত্বং সমুদ্ধরেৎ।
শোষদাহপ্লবান কৃত্বা বায়ুগ্নি সলিলাক্ষরৈ॥
ততোন্যাসং প্রকুর্ব্বীত ফেৎকারী তন্ত্র ঈরিতং॥

শ্যামারহস্য ধৃত, স্বতন্ত্রে।

১। দেবীরূপং ততো ধ্যায়েদাত্মানং কমলেক্ষণে।
ততো জীবং প্রবিন্যাস্য পাশাদিত্র্যক্ষরেণ তু॥
প্রাণ মন্ত্রেণ যুক্তেন ততোঽমুষ্যাঃ পদং ততঃ।
প্রাণাইতি পদং পশ্চাদিহ প্রাণাঃ পদং ততঃ॥

২। অমুষ্যা জীবশ্চ ইহ স্থিতোঽমুষ্যাঃ পদং ততঃ

৩। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামুষ্যাশ্চ বাঙ্মনোনয়নং ততঃ॥

৪। শ্রোত্র ঘ্রাণ পদাৎ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং।
তিষ্ঠন্তু বহ্নিজায়ন্তঃ প্রাণ মন্ত্রোঽয়মীরিতঃ॥

সরস্বতী তন্ত্র।

এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রের অন্য নাম জীবন্যাস। এইরূপ জীবন্যাস করিয়া আপনাকে দেবতাময় ভাবনা করিতে হইবে।

ইতি ভূতশুদ্ধি।

বিপরীতং প্রাণ মন্ত্রং বিলিখেৎ পাশ পূর্ব্বকং
প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্রোঽয়ং সর্ব্ব কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

জ্ঞানার্ণব তন্ত্র।

অস্য মন্ত্রস্যান্তে অমুষ্যা ইত্যাদি পদানি বোদ্ধব্যানি।
অমুষ্যা স্থানে সাধ্য দেবতা ষষ্ঠ্যান্তং নাম প্রযোক্তব্যং॥
অমুকং পদং যদ্রূপং যত্র মন্ত্রেষু দৃশ্যতে।
সাধ্যাভিধানং তদ্রূপং তত্রস্থানে নিয়োজয়েৎ॥

নারায়ণী তন্ত্র।

ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবীরূপেণ চিন্তয়েৎ।

কুমারী কল্প তন্ত্র।

অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ।
বভূব চ জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ॥
মহেশ্বরাদ্ ভবেদীশ স্ততো রুদ্রস্য সম্ভবঃ।
ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেব সমুদ্ভবঃ॥

এই তান্ত্রিক সূত্র অনুসারে নিজ শরীরে ব্রহ্মরূপ দেবদেবীর প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিন্যাস করিয়া দেবতার যে যে অঙ্গ যে যে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা বিনির্ম্মিত, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই মাতৃকাবর্ণ বিন্যাস দ্বারা মাতৃকা ন্যাস করিতে হয়, যেহেতু দেবতাদিগের শরীর মাতৃকাবর্ণময়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ন্যাস প্রকরণ।

আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ।
দেবতা ভাবমাপ্নোতি মন্ত্র সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
যো ন্যাস কবচ চ্ছন্দো মন্ত্রং জপতি তৎপ্রিয়ে।
বিঘ্না দৃষ্ট্বা পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ॥

জ্ঞানার্ণবে।

যে ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা প্রত্যহ ন্যাস করে তাহার দেব ভাব প্রাপ্তি হয় এবং তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ন্যাস করে, কবচ ধারণ করে ছন্দপাঠ করে এবং মন্ত্র জপ করে, তাহার বিঘ্ন সমুদায় সিংহ দৃষ্ট্বা গজের ন্যায় পলায়ন করে।

অকৃত্বা ন্যাস জালং যো মূঢ়াত্মা প্রজপেন্মনুং।
সর্ব্ববিঘ্নৈঃ স বাধ্যঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রৈর্মৃগ শিশুর্যথা॥

কুলপ্রকাশ তন্ত্র।

যে মূঢ় ন্যাস না করিয়া মন্ত্র জপ করে, বিঘ্ন সকল তাহাকে ব্যাঘ্রে মৃগশাবক আক্রমণের ন্যায় আক্রমণ করে।

পূজা জপাদৌ প্রাগ্বিঘ্ননাশ মন্ত্র সিদ্ধ্যাদর্থং—
দেহান্তর্ব্বহির্ব্বর্ণাদি বিন্যাসঃ। শাস্ত্র বাক্যং॥

বিঘ্ননাশ জন্য জপপূজাদির প্রারম্ভে ও মন্ত্র সিদ্ধির জন্য দেহের অন্তর বাহে যে মাতৃকা বর্ণ সকলের বিন্যাস করা যায় তাহার নাম ন্যাস।

ন্যাস অনেক প্রকার, তন্মধ্যে জীব ন্যাস, মাতৃকা ন্যাস, ঋষ্যাদি ন্যাস, কর-ন্যাস, অঙ্গন্যাস, পীঠন্যাস, বর্ণন্যাস, তত্ত্বন্যাস, বীজন্যাস, ব্যাপকন্যাস ও ষোঢ়ান্যাসই সাধারণ। এই কয়টী ন্যাস প্রায় দেবতা মাত্রেরই অর্চ্চনাতে আবশ্যক হয়।

ততিন্ন দেবতা বিশেষে অধিকন্তু বিশেষ বিশেষ অনেক ন্যাস আছে। যথা, বিষ্ণু বিষয়ে,—কেশব কীর্ত্তি, মূর্ত্তিপঞ্জর, ভূতিপঞ্জর, দশাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ ন্যাস, তত্ত্বন্যাস, তত্ত্বচতুষ্কন্যাস, সপ্ততত্ত্বন্যাস, সৃষ্টি ন্যাস, প্রয়োজন। শিব বিষয়ে-শ্রীকণ্ঠ, ঈশানাদি পঞ্চমূর্ত্তি, মন্ত্র, মূর্ত্তি, গোলোক, সুভগা ও ভূষণ ন্যাস প্রয়োজন। শ্রীবিদ্যা বিষয়ে—বশিন্যাদি, নবযোন্যাত্মক, পঞ্চদশী, ষোড়শী, সংহার, স্থিতি, সৃষ্টি, নাদ, গণেশ, গ্রহ, নক্ষত্র, যোগীনী, রাশী, ত্রিপুরা, ষোড়শ নিত্যা, কামরতি, প্রকটযোগীনী এবং আয়ুধন্যাস ইত্যাদি। কালী বিষয়ে—বর্ণন্যাস, শ্রীকণ্ঠ, তত্ত্ব ও ষোঢ়ান্যাস ইত্যাদি। তারা বিষয়ে—রুদ্রন্যাস, গ্রহন্যাস ও লোকপাল ন্যাস তারিণী ন্যাস, শিবশক্তি ন্যাস, দ্বাদশ যোনিন্যাস ও ষোঢ়ান্যাস ইত্যাদি। অন্নপূর্ণা বিষয়ে পদ ন্যাসাদি ব্যবহৃত হয়। জগদ্ধাত্রী পূজায় শক্তিন্যাস প্রয়োজন হয়। শ্রীরাম চন্দ্র বিষয়ে—পঞ্চাশৎ কলা ন্যাস, ইন্দ্রিয় ও মূর্ত্তি পঞ্জর ইত্যাদি ন্যাস। ভুবনেশ্বরী বিষয়ে—গায়ত্রী ব্রহ্মাদিন্যাস, মন্ত্রন্যাস ইত্যাদি। এইরূপ বিশেষ বিশেষ ন্যাস, বিশেষ বিশেষ দেবার্চ্চনায় আবশ্যক হয়। উহার মধ্যে যে কয়টি ন্যাস সাধারণ তাহাই এ স্থলে বর্ণিত হইবে মাত্র।

সাধারণ ন্যাসগুলির মধ্যে কোনটির পর কোনটি করিতে হইবে ইহাই বিবেচ্য। লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রের উক্তি যে, প্রথমে ভূতশুদ্ধি, তদন্তে মাতৃকান্যাস (১)। রুদ্র যামলের উক্তি যে, ভূতশুদ্ধির পর মাতৃকান্যাস করিবে (২), তাহা না হইলে পূজা বৃথা হইবে। তোড়ল তন্ত্রোক্ত যে বৃহৎ পূজা সূত্র, তাহার উক্তি যে—বহ্নি বেষ্টনের পর ভূত শুদ্ধি করিয়া প্রথমে মাতৃকান্যাস করিবে, তদন্তে পীঠন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। তাহার পর করন্যাস করিয়া ষোঢ়ান্যাস করিবে, তদন্তে ব্যাপক ন্যাস করিবে। তাহার পর তত্ত্ব ন্যাস করিয়া পুনরায় ব্যাপক ন্যাস করিবে। তাহার পর মূল মন্ত্রে সপ্ত-

(১) ভূতশুদ্ধিং মহেশানি প্রথমে পরিকল্পিতং।
ততস্তু মাতৃকান্যাসং কুর্য্যাৎ পরম যত্নতঃ॥
৩ পটল লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র।

(২) ভূতশুদ্ধিং লিপিন্যাসং বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ।
বিপরীত ফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা॥
রুদ্রযামল।

বার ন্যাস করিয়া মানস পূজা করিবে (৩)। তোড়লতন্ত্রে তারা পূজা সূত্রে বলা হইয়াছে যে,—বর্ণন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে (৪)। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—ভূতশুদ্ধির পর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে, তৎপরে পীঠন্যাস করিয়া করাঙ্গ ন্যাসান্তে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া মাতৃকা ন্যাস করিবে। তৎপরে বিদ্যা-ন্যাসান্তে পূজারম্ভ করিবে (৫)। পিচ্ছিলা তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—প্রথমে লিপি (মাতৃকা) ন্যাস করিয়া তৎপরে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে, তদন্তে করন্যাস করিয়া ব্যাপকন্যাস করিবে। ব্যাপক ন্যাস করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে (৬)। গোতমীয় তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—প্রথমে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকা ন্যাস করিবে, তৎপরে কেশব কীর্ত্তি, তত্ত্বন্যাস, প্রণায়াম, তৎপরে বর্ণন্যাস, দশতত্ত্ব ন্যাস, ও বিষ্ণুপঞ্জর ন্যাস করিবে (৭)।

(৩) বহ্নিনা বেষ্টনং কার্য্যং ভূতশুদ্ধি মথাচরেৎ।
মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদন্তর মাতৃকা ॥ ৪ ॥
মাতৃকা ধ্যান মাচর্য্যে বাহ্যেতুমাতৃকাং ন্যসেৎ।
পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৫ ॥
ঋষ্যাদিকং করাঙ্গঞ্চ বর্ণ ন্যাসং সমাচরেৎ।
ষোঢ়ান্যাসং ততোদেবি ব্যাপকং তদনন্তরং ॥ ৬ ॥
এবং সমাহিত মনা তত্ত্ব ন্যাসং সমাচরেৎ।
বীজ ন্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং বিন্যসেৎ সুধীঃ ॥ ৬ ॥
মূলেন সপ্তধা ন্যাসং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ।
বিশেষার্ঘ্যং পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং সনেত্রকং ॥ ৮ ॥

৩ পটল, তোড়ল তন্ত্র।

(৪) বর্ণ ন্যাসং ততঃ কৃত্বা করাঙ্গ ন্যাস মাচরেৎ।

৪ পটল, তোড়ল তন্ত্র।

(৫) ভূতশুদ্ধি মৃষিন্যাসং পীঠন্যাসং তথৈব চ।
করাঙ্গয়োঃ ষড়ঙ্গানি মাতৃকান্যাস মেব চ ॥
বিদ্যান্যাসং মহেশানি বৈশ্চ দেবময়ো ভবেৎ।
এতদেব হি নিত্যং স্যাৎ কাম্যাকাস্যাৎ প্রকীর্ত্তিতং ॥

১০ পটল, গন্ধর্ব্ব তন্ত্রং।

তন্ত্র শাস্ত্র মন্থন করিলে এইরূপ বিস্তর বিসদৃশ মত দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্ত তন্ত্র শাস্ত্রের একস্থানে বলা হইয়াছে যে.—

"পূজা তু বিবিধা প্রোক্তা তাস্বেকতমমাশ্রয়েৎ।"

অর্থাৎ নানা তন্ত্রে নানাবিধ মত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন এক তন্ত্রের মত অবলম্বন করিলেই চলিতে পারে অথবা গুরূপদিষ্ট মতানুযায়ী কার্য্য করিলে আরও ভাল হয়। ভূতশুদ্ধির পরেই যে মাতৃকান্যাস করিতে হয় তাহার আর সংশয় নাই। অতএব মাতৃকান্যাসান্তে অন্যান্য ন্যাস করিবে। কিন্তু মনুষ্যাপেক্ষা গন্ধর্ব্ব যোনি শ্রেষ্ঠ সুতরাং শ্রেষ্ঠ মতানুযায়ী গন্ধর্ব্ব তন্ত্রোক্ত ন্যাস প্রকরণ এই গ্রন্থে লিখিত হইল না।

মাতৃকান্যাস।

মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যাসেৎ পাপনিকৃন্তনীম্।
ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে॥
দেবতা মাতৃকাদেবী বীজং ব্যঞ্জন মুচ্যতে।
শক্তয়স্তু স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥

জ্ঞানার্ণব তন্ত্র।

(৬) লিপি ঋষ্যাদি বিন্যাসো মূলেন করশোধনং।
করব্যাপক বিন্যাসং কৃত্বাঙ্গানি ন্যসেৎ সুধীঃ॥

১২ পটল, পিচ্ছিলা তন্ত্র।

(৭) ভূত শুদ্ধির্মাতৃকা চ কেশবাদ্যা তথা চ সা।
তত্ত্ব ন্যাসং তথা কুর্য্যাৎ প্রাণায়াম স্ততঃ পরম্॥
বর্ণন্যাসং তথা কৃত্বা দশতত্ত্বং তথা চরেৎ।
বিষ্ণুপঞ্জর নামানমিত্যুক্তঃ ক্রম সংগ্রহঃ

৯ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

মাতৃকান্যাস।

অকারেণ সমং কাদিবর্ণশ্চ প্রথমঃ স্মৃতঃ।
তৈশ্চতুর্বিন্দুসংযুক্তৈ স্তত্রস্থৈ রক্ষরৈরিহ॥
আকারঞ্চ তথোচ্চার্য্য অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমস্তথা।
প্রথমং মাতৃকাণাং মন্ত্রবিত্তো ন্যসেৎ॥

হে দেবি! মাতৃকান্যাস কিরূপ তাহা শ্রবণ কর। মাতৃকা ন্যাসের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাতৃকাবর্ণ সকল, উহার মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ সকল বীজ এবং স্বরবর্ণ সকল শক্তি। এই সকল বর্ণদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।

মাতৃকান্যাস চতুর্ব্বিধঃ।

চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা।
সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং শৃণু কথ্যতে॥
বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভক্তি দায়িনী।
পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুর্বিত্তদায়িনী॥

২অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

মাতৃকান্যাস চতুর্ব্বিধ। যথা—কেবল, বিন্দু সংযুক্ত, সবিসর্গ ও উভয় সংযুক্ত। তন্মধ্যে কেবল মাতৃকা বিদ্যাকর, উভয় সংযুক্তা ভক্তিদায়িকা, সবিসর্গা পুত্রপ্রদা এবং সবিন্দু বিত্ত দায়িনী।

পুনঃ বলা হইতেছে মাতৃকা দ্বিবিধা। যথা—

মাতৃকা দ্বিবিধা প্রোক্তা পরা চাপ্যপরা তথা।
সুষুম্নান্তঃ পরাজ্ঞেয়া অপরা বাহ্য দেশকে॥

২অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

মাতৃকান্যাস দ্বিবিধ, পরান্যাস এবং অপরান্যাস। সুষুম্নার অভ্যন্তরে ন্যাসের নাম পরান্যাস এবং তদ্বাহ্যে ন্যাসের নাম অপরান্যাস। অর্থাৎ অন্তর মাতৃকা

হ্রস্বেকারশ্চ বর্গেণ দীর্ঘেকারান্তগেন তু।
তর্জ্জন্যো বিন্যস্যেৎ সম্যক্ স্বাহান্তেন তু পূর্ব্ববৎ॥
হ্রস্বোকারষ্টবর্গেণ দর্ঘোকারান্তগেন তু।
মধ্যমা যুগলে সম্যক্ বষড়ন্তেন বিন্যসেৎ॥
একারাদি তবর্গেণ ঐকারান্তেন হুঁ মন্তুং।
ন্যসেদনামিকাযুগ্মে নিয়তস্তত্র ভৈরব॥
ওকারাদি পবর্গস্ত ঔকারান্তে ন্যসেত্ততঃ।
বৌষড়ন্তঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বিন্যসেৎ কার্য্যাসদ্ধয়ে॥
অংকারাদি যকারাদি বর্গেণ ক্ষান্তগেন তু।
ওঃহন্তেন পাণিভ্যাং সন্ন্যসেত্তল পৃষ্ঠয়োঃ॥
তৈস্তমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য করন্যাসে নিয়োজয়েৎ।
ষড়ঙ্গং মাতৃকাবর্ণৈঃ সাধকঃ কারয়েত্ততঃ॥

ও বাহ্য মাতৃকা এই দুপ্রকার ন্যাস হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রে তিন প্রকার মাতৃকান্যাস দেখা যায়; যথা—অন্তর মাতৃকা, বাহ্য মাতৃকা ও সংহার মাতৃকা। তাহার যথাবিধি ক্রম দেখান যাইতেছে।

মাতৃকান্যাসের ক্রম।

প্রথমতঃ মাতৃকা মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হয়, তৎপরে মাতৃকা মন্ত্রের করন্যাস করিতে হয়, তৎপরে অঙ্গন্যাস করিতে হয়, তৎপরে মাতৃকার ধ্যান করিতে হয়, শেষে মাতৃকার ন্যাস করিতে হয়॥

মাতৃকা মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস।

অস্য মাতৃকা মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃশক্তয়ো বিসর্গঃ কীলকং, ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষা বাপ্তয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—মাতৃকায়ৈ সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—স্বরেভ্যা শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু—বিসর্গায় কীলকায় নমঃ। অথবা—অব্যক্ত কীলকায় নমঃ।

হৃদয়ঞ্চ শিরো দেবি শিখা চ কবচন্ততঃ।
নেত্র মন্ত্রং ন্যাসেৎ তৈস্তং নমঃ স্বাহা ক্রমেণতু॥
বষট্ হুঁ বৌষড়স্ত্রঞ্চ ফড়ন্তং যোজয়েৎ প্রিয়ে।
ষড়ঙ্গোঽয়ং মাতৃকায়াঃ সর্ব্বপাপহরঃ স্মৃতঃ॥
ষড়ঙ্গং মাতৃকায়াস্তু সাধকঃ কারয়েদ্বুধঃ।
স্বরাণাং ক্লীবহীনানাং সবিন্দুনাং ক্রমেণ তু॥
যুগ্মযুগ্মান্তরালে চ পঞ্চবর্গং সাবন্দুকং।
নিঃক্ষিপেৎ যাদি-বর্গন্তু শেষ বর্ণান্তরালকে॥

মাতৃকার্ণব তন্ত্র।

মাতৃকার ঋষ্যাদি।

মাতৃকায়া ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্।
দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জন সংজ্ঞকম্॥ ১০৭॥
স্বরাশ্চ শক্তয়ঃ সর্গঃ কীলকং পরিকীর্ত্তিতম্।
লিপিন্যাসে মহাদেবি বিনিয়োগ প্রযোজকতা॥ ১০৮॥

৫ উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মাতৃকা মন্ত্রের করন্যাস।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

মাতৃকা মন্ত্রের অঙ্গন্যাস।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

মাতৃকা দেবীর ধ্যান।

পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্য বক্ষঃস্থলাং।
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ চন্দ্র সকলামাপীন তুঙ্গস্তনীং॥
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।
বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥ ১১২॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

পঞ্চাশৎ লিপি, কিনা অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণদ্বারা মাতৃকা দেবীর মুখ

মাতৃকার ঋষ্যাদি।

ঋষির্ব্রহ্মা ভবেচ্ছন্দো গায়ত্রী মাতৃকা পুনঃ।
দেবতা ব্যঞ্জনং বীজং শক্তয়স্তু স্বরাস্ততঃ।
অব্যক্তং কীলকং জ্ঞেয়ং ন্যাস উক্তঃ ক্রমেণ তু॥

জ্ঞানার্ণবে।

মাতৃকা ন্যাসের ঋষিব্রহ্মা, ছন্দগায়ত্রী, মাতৃকা-সরস্বতী দেবতা, ব্যঞ্জনবর্ণ সকল বীজ, স্বরবর্ণ সকল শক্তি এবং অব্যক্তই কীলক।

মাতৃকার করন্যাস।

অং আং মধ্যে কবর্গন্তু ইং ঈং মধ্যে চ বর্গকং।
উং ঊং মধ্যে টবর্গন্তু এং ঐং মধ্যে তবর্গকং॥
ওং ঔং মধ্যে পবর্গন্তু বিন্দু যুক্তং ন্যসেৎ প্রিয়ে।
অনুস্বার বিসর্গাভ্যাং বর্গৌ স লক্ষকৌ॥

জ্ঞানার্ণবে।

হস্ত, পদ, কটি ও হৃদয়ে বিভক্ত। যাঁহার শিরোদেশে চন্দ্রমা নিবদ্ধ আছেন। যিনি পীনোন্নত পয়োধর বিশিষ্ট। যিনি চারি হস্তে—মুদ্রা, অক্ষসূত্র, সুধাপূর্ণ ঘট ও বিদ্যা ধারণ করিতেছেন। যিনি শুভ্রবর্ণা ও ত্রিনয়না। এইরূপ মূর্ত্তি-বিশিষ্ট বাগেদবীকে অর্চ্চনা করি।

অন্তর মাতৃকান্যাস।

এইরূপ ধ্যান করিয়া ষট্‌চক্রস্থিত কমলদলে যে সকল বর্ণ বিন্যস্ত আছে তাহাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া ন্যাস করিতে হয়। এইরূপ ন্যাসের অঙ্গুলী নিয়ম কিরূপ? তাহা গুরুগম্য বা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা ন্যাস করিবে।

প্রথম বিশুদ্ধ চক্রে ষোড়শ দলে ন্যাস। যথা—

"একৈকবর্ণানেকৈক পত্রান্তে বিন্যসেৎ প্রিয়ে।"

অগস্ত্য বচনং।

অর্থাৎ—অকারাদি ষোড়শ স্বরান্ সবিন্দুন ষোড়শদল কমলে কণ্ঠমূলে ন্যসেৎ। অর্থাৎ কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধ চক্র নামক পদ্মের ষোড়শ দলে—অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ৯ং নমঃ, ৡং নঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ। কিন্তু কোন্ দল হইতে অং নমঃ হইবে তাহা বিবেচ্য।

মাতৃকার অঙ্গন্যাস।

হৃদয়ন্ত শিরো দেবি শিখা কবচকং তথা।
নেত্রেমস্ত্রং ন্যসেৎ ঙেহন্তং নমঃ স্বাহা ক্রমেণ তু॥
বষট্ হুং বৌষড়স্তঞ্চ ফড়ন্তং যোজয়েৎ প্রিয়ে।
ষড়ঙ্গোহয়ং মাতৃকায়াঃ সর্ব্বপাপহর স্মৃতঃ॥

জ্ঞানার্ণবে।

অন্তর মাতৃকান্যাস। যথা—

ধ্যাত্বৈবং মাতৃকাং দেবীং ষট্‌সু চক্রেষু বিন্যসেৎ।
হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে কণ্ঠে চ ষোড়শ স্বরান্॥ ১১৩॥
হৃদম্বুজে কাদিঠান্তান্ বিন্যস্য কুলসাধকঃ।
ডাদি-ফান্তান্ নাভিদেশে বাদি লান্তাংশ্চ লিঙ্গকে॥ ১১৪॥
মূলাধারে চতুঃ পত্রে বাদিসান্তান্ প্রবিন্যসেৎ।
ইত্যন্তর্মনসা ন্যস্য মাতৃকার্ণান্ বহির্ন্যসেৎ॥ ১১৫॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

দ্বিতীয় অনাহত চক্রে দ্বাদশ দলে ন্যাস।

ককারাদি দ্বাদশ বর্ণান্ সবিন্দূন্ দ্বাদশদল কমলে হৃদয়ে ন্যসেৎ।

অর্থাৎ হৃদয়স্থিত অনাহত চক্র নামক পদ্মের দ্বাদশ দলে—কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ।

তৃতীয় মণিপুর চক্রে দশ দলে ন্যাস।

ডকারাদি দশবর্ণান্ সবিন্দূন্ দশ দল কমলে নাভৌ ন্যসেৎ।

অর্থাৎ নাভিস্থিত মণিপুর নামক চক্রস্থিত পদ্মের দশ দলে—ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ।

চতুর্থ স্বাধিষ্ঠান চক্রে ষড়দলে ন্যাস।

বকারাদি ষড়বর্ণান্ সবিন্দূন্ ষড়দল কমলে লিঙ্গমূলে ন্যসেৎ।

অর্থাৎ লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান্ চক্র নামক পদ্মের ষড়দলে—বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ।

বিষ্ণু বিষয়ে ইহা ব্যতীত সহস্রারে সমস্ত মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করিতে হয়। যথা—

সহস্রারে হিমনিভে সর্ব্ব বর্ণ বিভূষিতে।
অকথাদি ত্রিরেখাঢ্য হ ল ক্ষ ত্রয় ভূষিতে॥
তন্মধ্যে পর বিন্দুঞ্চ সৃষ্টি স্থিতি লয়াত্মকং।
এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ন্যাসোঽয়মান্তরঃ॥

তন্ত্র।

অপিচ—

ষষ্ট পত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ।
দ্বাদশচ্ছদ হৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ॥
দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ন্যসেদ্দশঃ।
ষট্‌পত্র মধ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ন্যসেচ্চ ষট্॥
আধারে চতুরো বর্ণান্ বসেবাদীন্ চতুর্দলে।
হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে॥

জ্ঞানার্ণব তন্ত্র।

পঞ্চম মূলাধার চক্রে চতুর্দ্দলে ন্যাস।

বকারাদি চতুর্বর্ণান্ সবিন্দূন্ চতুর্দ্দলে মূলাধারকমলে ন্যসেৎ।

অর্থাৎ মূলাধারস্থিত পদ্মের চতুর্দ্দলে—বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ।

ষষ্ঠ আজ্ঞা চক্রে দ্বিদলে ন্যাস।

হ ক্ষ বর্ণদ্বয়ং সবিন্দুং দ্বিদল কমলে ভ্রূমধ্যে ন্যসেৎ।

অর্থাৎ ভ্রূমধ্যস্থিত আজ্ঞা চক্রের দ্বিদলে—হং নমঃ, ক্ষং নমঃ, বলিয়া ন্যাস করিবে।

এইরূপ বলিয়া প্রণাম করিলে অন্তর্মাতৃকা ন্যাস করা হইবে।

বৈষ্ণবে তু—

একৈকবর্ণ মুচ্চার্য্য মূলাধারাৎ শিরোহন্তকং।
নমোহন্তমিতি বিন্যাস আন্তরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অন্তর মাতৃকা। যথা—

অথান্তর্মাতৃকান্যাসো মূলাধারে চতুর্দ্দলে।
সুবর্ণাভে ব শ ষ স চতুর্ব্বর্ণ বিভূষিতে॥ ১॥
ষড়্দলে বৈদ্যুতনিভে স্বাধিষ্ঠানেহনলত্বিষি।
বভমৈর্যবলৈর্যুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্ভিশ্চ সুব্রতে॥ ২॥
মণিপূরে দশ দলে নীলজীমূত সন্নিভে।
ডাদিফান্তদলৈর্যুক্তে বিন্দুভাষিত মস্তকৈঃ॥ ৩॥
অনাহতে দ্বাদশারে প্রবাল রুচি সন্নিভে।
কাদিঠান্তদলৈর্যুক্তে যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমে॥ ৪॥
বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ধূম্রভে স্বর ভূষিতে।
আজ্ঞাচক্রে তু চন্দ্রাভে দ্বিদলে হ ক্ষ লাঞ্ছিতে॥ ৫
সহস্রারে হিমনিভে সর্ব্ববর্ণ বিভূষিতে।
অকথাদি ত্রিরেখাঢ্য হ ল ক্ষ ত্রয় ভূষিতে॥ ৬॥
তন্মধ্যে পরবিন্দুঞ্চ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকং।
এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ন্যাসোহয়মান্তরঃ॥ ৭॥

মাতৃকা তন্ত্র।

বাহ্য মাতৃকা ন্যাস।

প্রথমে ধ্যান।

শরৎ পূর্ণেন্দু শুভ্রাং সকলগুণময়ীং লোলবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং।
শুক্লালঙ্কারভূষাং শশি মুকুট জটাটোপযুক্তাং প্রসন্নাং॥
পুস্তক স্রক্ পূর্ণ কুম্ভান্ বরমপি দধতীং শুক্লপট্টাম্বরাঢ্যং।
বাগেদবীং পদ্মবক্ত্রাং কুচভর নমিতাং চিন্তয়েৎ সাধকেন্দ্র॥

ধ্যানান্তে ন্যাস।

অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা, ললাটে—অং নমঃ। অনামিকা তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা, মুখ বিবরের চতুষ্পার্শ্বে—আং নমঃ। অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ দ্বারা, দক্ষিণ চক্ষুতে—ইং নমঃ। অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ দ্বারা, বাম চক্ষুতে—ঈং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠ দ্বারা, দক্ষিণ কর্ণে—উং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠ দ্বারা, বাম কর্ণে—ঊং নমঃ। কণিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ দ্বারা, দক্ষিণ নাসিকায়—ঋং নমঃ। কণিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ দ্বারা, বাম নাসিকায়—ৠং নমঃ। তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা, দক্ষিণ গণ্ডে—ঌং নমঃ। তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বাম গণ্ডে—ৡং নমঃ। মধ্যমা দ্বারা ওষ্ঠে—এং নমঃ। মধ্যমা দ্বারা, অধরে ঐং নমঃ।

নারদ উবাচ।

বাহ্যং বৈমাতৃকান্যাসং শৃণুষাবহিতোমন।
যচ্চ কৃত্বান্যসন্ বিদ্বান্ বাগীশত্বং লভেদিহ॥
ললাট মুখ বৃত্তাক্ষি শ্রুতি ঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ।
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যদোঃ পৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ॥
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েহংসকে।
ককুদ্যংসে চ হৃৎ পূর্ব্বং পাণি পাদ যুগে তথা॥
জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃকার্ণান্ যথা ক্রমাৎ।

২অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

অতঃপর বাহ্য মাতৃকান্যাস বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ললাটে, মুখবৃত্তে, অক্ষিতে, শ্রুতিতে, ঘ্রাণে, গণ্ডে, ওষ্ঠে, দন্ত পংক্তিতে- উত্তমাঙ্গে, বদনে, হস্ত ও পাদের সন্ধ্যগ্রে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, নাভিতে, জঠরে, হৃদয়ে অংসে, ককুদে, হৃদয়ে, হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, জঠরে ও আননে, যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ সকল ন্যাস করিবে।

অনামিকা দ্বারা, ঊর্দ্ধ দন্ত পংক্তিতে—ওং নমঃ। অনামিকা দ্বারা, অধোদন্ত পংক্তিতে— ঔং নমঃ। মধ্যমা দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে—অং নমঃ। অনামিকা দ্বারা, মুখ বিবরে—অঃ নমঃ। কনিষ্ঠানামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা, দক্ষিণ বাহুমূলে—কং নমঃ। কূর্পরে—খং নমঃ। (কণুই)। মণিবন্ধে (কব্জায়) গং নমঃ। অঙ্গুলি মূলে—ঘং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রে—ঙং নমঃ। ঐরূপ তিন অঙ্গুলি দ্বারা বাম বাহুমূল ক্রমে—চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ ও ঞং নমঃ। ঐরূপ অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা দক্ষিণ পাদের সন্ধিত্রয়ে, অঙ্গুলি মূলে এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগে যথাক্রমে—টং নমঃ, ঠং নমঃ, ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ। ঐরূপ অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা বাম পাদের সন্ধিত্রয়ে, অঙ্গুলিমূলে ও অঙ্গুল্যগ্রে যথাক্রমে—তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে, মধ্যমা অনামিকা ও কণিষ্ঠাঙ্গুলি

ওমাদ্যন্তো নমোঽন্তোবা সবিন্দুর্বিন্দু বর্জ্জিতঃ।
পঞ্চাশদ্বর্ণ বিন্যাসঃ ক্রমাদুক্তো মনীষিভিঃ॥
রাঘবভট্টঃ।

বাহ্যমাতৃকা ন্যাসের স্থান নিয়ম।

ব্রহ্মরন্ধ্রে তথা বক্ত্রে বেষ্টনে নয়নদ্বয়ে।
শ্রুতি নাসাপুটদ্বন্দ্ব গণ্ডোষ্ঠদ্বয় কেপি চ॥
দন্তযুগ্মে চ মূর্দ্ধাস্যে ষড়ান ষোড়শ বিন্যসেৎ।
দোঃ পৎ সন্ধিষু সাগ্রেষু পার্শ্বযুগ্মে ন্যসেৎ পুনঃ॥
পৃষ্ঠ নাভিদ্বয়ে চৈব জঠরে বিন্যসে দ থ্।
ত্বগসৃগ্ত মাংসমেদোহস্থি মজ্জা শুক্রাণি ধাতবঃ।
প্রাণ জীবৌ চ পরমৌ যকারাদিষু সংস্থিতা॥

বাহ্য মাতৃকান্যাসের অঙ্গুলি নিয়ম।

ললাটেঽনামিকা মধ্যে বিন্যসেন্মুখ পঙ্কজে।
তর্জ্জনী মধ্যমা নামা বৃদ্ধা নাম্নে চ নেত্রয়োঃ॥
অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যস্যেৎ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ ন্যসোঃ।
মধ্যাস্তিস্রো গণ্ডয়োশ্চমধ্যমাম্যোষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ॥
অনামাং দন্তয়োর্ন্যস্য মধ্যমামুত্তমাঙ্গকে।
মুখেঽনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্ত পাদেষু পার্শ্বয়োঃ॥

দ্বারা—পং নমঃ। ঐরূপ বাম পার্শ্বে—ফং নমঃ। ঐরূপ পৃষ্ঠে—বং নমঃ। নাভিতে—অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা, অনামা ও কণিষ্ঠার যোগ দ্বারা—ভং নমঃ। সমুদায় অঙ্গুলির যোগদ্বারা জঠরে—মং নমঃ। করতল দ্বারা হৃদয়ে—যং ত্বগাত্মনে নমঃ।

বাহ্য মাতৃকান্যাস।

দক্ষিণ স্কন্ধে - রং অসৃগাত্মনে নমঃ। ককুদে—লং মাংসাত্মনে নমঃ। বাম স্কন্ধে—বং মেদাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে দক্ষিণ হস্ত পর্য্যন্ত—শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে বাম হস্ত পর্য্যন্ত—ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে দক্ষিণ চরণ পর্য্যন্ত—সং শুক্রাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে বাম চরণ পর্য্যন্ত—হং প্রাণাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত—লং জীবাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত—ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ। এইরূপ করিলে মাতৃকাবর্ণের বহির্ন্যাস করা হইবে।

সংহার মাতৃকা ন্যাস।

ধ্যানং।

অক্ষস্রজং হরিণপোত মুদগ্র টঙ্কং
বিদ্যাঃ করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাং।
অর্দ্ধেন্দুমৌলি মরুণামরবিন্দবাসাং (রামাং)
বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভার নম্রাং॥

কনিষ্ঠানামিকা মধ্যাস্তাস্তু পৃষ্ঠে চ বিন্যসেৎ।
তাঃ সাঙ্গুষ্ঠা নাভিদেশে সর্ব্বাঃ কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ॥
হৃদয়ে চ তলং সর্ব্বমংশয়োশ্চ ককুৎ স্থলে।
হৃৎ পূর্ব্বং হস্তপৎ কুক্ষি মুখেষু তলমেব চ॥
এতাস্তু মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অজ্ঞাত্বা বিন্যসেৎ যস্তু ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিষ্ফলঃ॥

গৌতমীয়ে।

নাদ বিন্দুসমোপেতং সর্ব্ব বর্ণে ব্যবস্থিতম্।
স্ত্রী শূদ্রয়োরেতদেব নাদ বিন্দু বিবর্জ্জিতং॥

তারার্ণবে।

পঞ্চাশদক্ষরন্যাসঃ ক্রমেনৈ' প্রকাশিতঃ।
ওমাদ্যন্তো নমোন্তো বা সাবন্দুর্ব্বিন্দুবর্জ্জিতঃ॥
মায়া লক্ষ্মীবীজ পূর্ব্বোন্যস্তব্য উচ্যতে বুধৈঃ॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া বহির্মাতৃকার বিপরীত ভাবে সংহার মাতৃকার ন্যাস করিতে হয়। যথা—ক্ষং নমো হৃদাদি মুখে। হং নমঃ ইত্যাদিক্রমে হইবে।

ঋষ্যাদি ন্যাস।

মন্ত্র মাত্রেরই ঋষ্যাদি আছে। যিনি সর্ব্ব প্রথমে যে মন্ত্রের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। ঋষ্যাদি বলিলে,—মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি ও কীলক এই ছয়টী বিষয় বুঝায়। যিনি সর্ব্ব প্রথমে মহাদেব প্রমুখাৎ মন্ত্র উপদেশ লইয়া সেই মন্ত্রের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। যিনি মন্ত্রের ঋষি হন তিনিই সেই মন্ত্রের আদি গুরু হন, এজন্য সেই আদি গুরুরূপ ঋষিকে গুরু স্থানীয় করিয়া মস্তকে ন্যাস করিতে হয়। এজন্য ঋষ্যাদি ন্যাস মস্তকে কিনা ব্রহ্মরন্ধ্রে হইয়া থাকে। মন্ত্র সকল অক্ষরে কিনা বর্ণ ও পদ ঘটিত বলিয়া উহার ছন্দ আছে। যদ্দ্বারা মন্ত্রকে আচ্ছাদন করিয়া রাখা যায় তাহার নাম ছন্দঃ। ছন্দ সকল বাগেন্দ্রিয় দ্বারা প্রস্ফুরিত হয়, এজন্য মুখে ছন্দ ন্যাস করিতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রই কোন না কোন দেবতার বিজ্ঞাপক। পরমাত্মা স্বয়ং দেবতারূপে সর্ব্ব জীবের হৃদয় মন্দিরে বাস করেন এজন্য হৃদ্‌পদ্মে দেবতার ন্যাস করিতে হয়। সমস্ত বর্ণের বীজ স্বরূপ কুণ্ডলিনী গুহ্যদেশে প্রতিষ্ঠিত আছেন এজন্য বীজের ন্যাস গুহ্যদেশে করিতে হয়। সমস্ত শক্তির প্রকাশের স্থল পাদদ্বয়, কারণ, চলচ্ছক্তি হীন হইলে বিশিষ্টরূপে শক্তি প্রকাশিত হয় না, এজন্য পাদদ্বয়ে শক্তির ন্যাস করিতে হয়। কীলক অর্থে খোঁটা, জীবের দেহ পঞ্জরময় (বিষ্ণু পঞ্জর) বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিতে হয়। যথা—

ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখ পঙ্কজে।
দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্য দেশকে।
শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ॥
গন্ধর্ব তন্ত্র।

ঋষ্যাদি ন্যাসের নিয়ম।

মহেশ্বর মুখাজ্‌ জ্ঞাত্বা য সাক্ষাত্তপসা মনুং।
সং সাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ॥
গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বেষাং মন্ত্র তত্ত্বানাং ছন্দনাচ্ছন্দ উচ্যতে॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে ঋষি ন্যাস, মুখে ছন্দের ন্যাস, হৃদয়ে দেবতার ন্যাস, গুহ্যে (মূলাধারে) বীজের ন্যাস, পদে শক্তির ন্যাস এবং সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিতে হয়।

যে যে দেবতার আরাধনা করিতে হয় সেই সেই দেবতার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋষ্যাদি ন্যাস আছে। অর্থাৎ দেবতা মাত্রেরই ঋষ্যাদি ন্যাস আছে। যথাস্থানে তাহা বর্ণিত হইবে।

করন্যাস।

যথা—করন্যাসে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি বিন্যাস পূর্ব্বক মন্ত্র বলিতে হয়। যে দেবতার অর্চ্চনা করিবে, সেই দেবতার বীজ মন্ত্রের সহিত করন্যাসের মন্ত্র সংযোজনা করিয়া ন্যাস করিতে হয়। মন্ত্র গুলি এই—নমঃ, স্বাহা, বষট্‌ বৌষট, হুঁ ও ফট্‌। এই ছয়টী মন্ত্র দ্বারা মূল মন্ত্রের সহিত ছয়টী দীর্ঘ স্বর (আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, অঃ) যুক্ত করিয়া ন্যাস করিতে হয়। তাহাদিগের বিভক্তি এইরূপ হইবে। মনে কর "হ্রীং" একটী দেবতার বীজ মন্ত্র। সেই দেবতার মন্ত্রের কর ন্যাস করিতে হইবে। তন্ত্র শাস্ত্রের নিয়মানুসারে এইরূপ হইবে। যথা—

ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,। ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ।
ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌।

এইরূপ ষড়দীর্ঘ দ্বারা ছয়টি মন্ত্র যোজনা করিয়া করন্যাস করিবে। যাঁহারা মন্ত্র পুটিত করিয়া ন্যাস করিতে পারিবেন না তাঁহারা কেবল দীর্ঘস্বর সংযোগ অভ্যাস করিবেন। যথা—

অক্ষরত্বাৎ পদস্থাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতং।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং জীবনাং প্রেরণাত্তথা॥
হৃদয়াম্ভোজ মধ্যস্থা দেবতা তত্র তাং ন্যসেৎ।
ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্র ফল ভাগ্‌ ভবেৎ।
দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাং॥
তন্ত্রসার।

করন্যাসের নিয়ম।

১। ষদ্বীজাদ্যা ভবেদ্‌ বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গ কল্পনা।
২। অথবা মূল মন্ত্রেণ ষড় দীর্ঘেণ বিনা। প্রিয়ে॥১২৫॥

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা,
উং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ,
ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্; অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

অর্থাৎ—"আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। "ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" বলিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে। "উং মধ্যমাভ্যাং বষট্" বলিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। "ঐং অনামিকাভ্যাং হুং বলিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় অনামিকা স্পর্শ করিবে। "ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" ' অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" (কেবল ফট্ বা অস্ত্রায়ফট্ এই দুই প্রকারই ব্যবহার আছে) বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি একত্রে যোজনা করিয়া তদ্দ্বারা বাম করতলে আঘাৎ করিবে। ইহারই নাম করন্যাস। দেবতার মন্ত্র ভেদে কেবল বীজ মন্ত্রের বদল হইবে মাত্র। যেমন—ক্রীং মন্ত্র হইলে ক্রাং, ক্রীং, ক্রূং, ক্রৈং ক্রৌং, ক্রঃ হইবে। ক্লীং মন্ত্র হইলে—ক্লাং ক্লীং, ক্লূং ক্লৈং,ক্লৌং ক্লঃ। এইরূপ হইবে। হ্রীং মন্ত্রের বিভক্তি উপরে বলা হইয়াছে। মন্ত্রের একাক্ষর লইয়া ন্যাস করিতে হয়। মন্ত্র অনেকাক্ষরী হইলে কেবল আদ্য অক্ষর লইয়া ন্যাস করিবে। ইতি করন্যাস।

৩। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং, তর্জ্জনীভ্যাং, মধ্যমাভ্যাং তথৈব চ।
৪। অনামাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাং করয়োস্তল পৃষ্ঠয়োঃ ॥ ১২৬ ॥

৫ উ, ম, নি, তন্ত্র।

মন্ত্র নিয়ম।

নমঃ, স্বাহা, বষট্, বৌষট্, হুঁ, ফড়িতি, ষড়ঙ্গকম্।
করয়োরথ বিন্যাস্য ষড়ঙ্গেষু তথা ন্যসেৎ ॥

১০ পটল গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

নমঃ, স্বাহা, বষট্ বৌষট্, হুঁ ও ফট্। এই ছয়টী মন্ত্র দ্বারা ক্রমান্বয়ে করন্যাস করিবে।

৫। নমঃ স্বাহা বষট্ হুঙ্ বৌষট্ ফট্ ক্রমশঃ সুধীঃ। ১২৭ ॥

৫ উ, ম, নি, তন্ত্র।

যে মূল মন্ত্রের আদ্যাক্ষরে যে বীজ হইবে,তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘ স্বর যোগ করিয়া, অথবা ছয় দীর্ঘ স্বর যোগ ব্যতিরেকে কেবল মূল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ

অঙ্গন্যাস।

কবন্যাসং পুরা কৃত্বা দেহন্যাস মনন্তরম্।

রাঘবভট্ট ধৃত বচন।

অগ্রে করন্যাস করিয়া পরে অঙ্গন্যাস করিতে হয়। অঙ্গন্যাসে দেহের ছয়টী অঙ্গ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়। যেরূপ প্রণালীতে করন্যাস করিতে হয় সেইরূপ প্রণালীতে অঙ্গন্যাসও করিতে হয়। অঙ্গ ন্যাসের ছয়টী অঙ্গ যথা—হৃদয় (বুক) শিরদেশ (ব্রহ্মরন্ধ্র), শিখা (চৈতন), কবচ (বাহু মূল) নেত্রদ্বয়, ও করতল (বাম হস্তের চেটো)। এই ছয়টি অঙ্গ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়। যথা—"আং হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া হৃদয়ে—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করিয়া স্পর্শ করিতে হয়। ঐরূপ তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা শিরদেশ স্পর্শ করিয়া—"ঈং শিরসি স্বাহা" বলিতে হয়। তৎপরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিয়া—"ঊং শিখায়ৈ বষট্" বলিতে হয়। অনন্তর হস্ত দ্বয়ের অঙ্গুলিসকল একত্র করিয়া কবচ স্থান স্পর্শ পূর্ব্বক—"ঐং কবচায় হুং" বলিতে হয়। তৎপরে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা

দ্বয়ে, তর্জ্জনী দ্বয়ে, মধ্যমাদ্বয়ে, অনামিকাদ্বয়ে, কনিষ্ঠাদ্বয়ে এবং করতল পৃষ্ঠে, ক্রমশঃ—নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্ ও ফট্ এই সমুদায় যুক্ত, মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি করন্যাস করিবে।

নাসেন্মূর্দ্ধি ঋষিন্যাসং ছন্দোন্যাসং মুখাম্বুজে।
দেবতা ন্যাসনাকুর্য্যাৎ হৃদয়াম্ভোরুহে সুধিঃ॥

৩৪ পটল, রুদ্রযামল।

ঋষিচ্ছন্দো দৈবতানি ন্যাস্য মন্ত্রস্ত মন্ত্রবিৎ।
আত্মনো মূর্দ্ধি বদনে হৃদয়ে চ যথা ক্রমাৎ॥

১৩ পটল নিবন্ধ তন্ত্র।

অঙ্গন্যাসের নিয়ম

হৃদয়াদিষু বিন্যস্যেদঙ্গ মন্ত্রাং স্ততঃ সুধীঃ।
হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নি বল্লভা॥ ১২৭॥
শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতং।
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ॥ ১২৮॥

৫ উল্লাস, মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র।

দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিয়া "ওঁং নেত্রায় বৌষট্" বলিতে হয়। পরন্তু করতল ও করতল পৃষ্ঠ দ্বারা—"অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বাম করতলে আঘাত করিলেই অঙ্গন্যাস করা হয়। যে মন্ত্রই হউক না কেন এই পদ্ধতি অনুসারে ন্যাস করিলেই অঙ্গ-ন্যাস করা হইবে। যদি মূলমন্ত্র দীর্ঘ হয় তাহা হইলে হয় প্রথম বর্ণ, না হয় প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণ পূর্ব্বক ন্যাস করিবে। যথা—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ শিখায়ৈঃ বষট্, ওঁ কবচায় হুং, ওঁ নেত্রায় বৌষট, ওঁ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া অঙ্গন্যাস করিবে।

ইতি অঙ্গন্যাস।

দেবতাভেদে ঋষ্যাদি ও করাঙ্গন্যাস।

পুং দেবতা বিষয়ে।

শিব বিষয়ে।

ওঁ নমঃ শিবায় অস্য মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পংক্তি—
চ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ॥

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে—পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ। করন্যাস—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অঙ্গন্যাস—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং

হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে স্বাহা, শিখাতে বষট্ কবচদ্বয়ে হুঁ, নেত্রত্রয়ে বৌসট, করতল পৃষ্ঠদ্বয়ে—অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া ক্রমে ক্রমে এই নিয়মে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে।

অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলি নিয়ম।

হৃদয়ং মধ্যমানামা তর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ।
মধ্যমা তর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা।
দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতম্॥

রুদ্র যামল।

ওঁ দীর্ঘষট্‌ক যুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ
ষড়ঙ্গাদি মনোরমা জাতি যুক্তেন দেশিকঃ॥

শিখায়ৈ বষট্, হৈঁ কবচায় হুঁ, হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অন্যপ্রকার করাঙ্গন্যাস।

করন্যাস—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্ শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট, য়ং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। অঙ্গন্যাস—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মঃ শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুঁ, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, য়ং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

সূর্য্য বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—দেবভাগ ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি-আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ॥

করন্যাস—সত্যায়-তেজো জ্বালা মনে হুঁ ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ব্রহ্মণে তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। বিষ্ণবে-তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। রুদ্রায়—তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ। অগ্নয়ে—তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সর্ব্বায়-তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥

অঙ্গন্যাস-সত্যায়-(তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা-প্রতিবার বলিবে) হৃদয়ায় নমঃ। ব্রহ্মণে—শিরসে স্বাহা। বিষ্ণবে-শিখায়ৈ বষট্। রুদ্রায়-কবচায় হুঁ। অগ্নয়ে-নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সর্ব্বায়-করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥

গণপতি বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি-গণক ঋষয়ে নমঃ। মুখে-নিবৃট ছন্দসে নমঃ। হৃদি-গণেশায় দেবতায়ৈ নমঃ॥

করন্যাস—গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥ অঙ্গন্যাস-গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হুঁ, গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

বিষ্ণুবিষয়ে—বিষ্ণু ।

ঋষ্যাদি ন্যাস—শিরসি—প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—অর্দ্ধ লক্ষ্মী হরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। (১)

করন্যাস—শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শ্রীঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, শ্রীঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ, শ্রীঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, শ্রীঁ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—শ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ, শ্রীঁ শিরসে স্বাহা, শ্রীঁ শিখায়ৈ বষট্; শ্রীঁ কবচায় হুঁ, শ্রীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ শ্রীঁ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

বিষ্ণুবিষয়ে—নারায়ণ।

স্বনামাদ্যক্ষরং বীজং সর্ব্বেষামভিধীয়তে।

ব্রহ্ম যামল।

ঋষ্যাদিন্যাস-ওঁ নমো নারায়ণায় ইত্যষ্টাক্ষর মন্ত্রস্য সাধ্য নারায়ণ ঋষির্দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি—সাধ্যনারায়ণ ঋষয়ে নমঃ, মুখে—দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ; হৃদি—পরমাত্মনে [illegible]
করন্যাস—ওঁ নাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ নীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ নূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ নৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ নৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ নঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট। অঙ্গন্যাস-ওঁ নাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ নীং শিরসে স্বাহা, ওঁ নূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ নৈং কবচায় হুঁ, ওঁ নৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ নঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

বিষ্ণুবিষয়ে—নৃসিংহ।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি—নৃসিংহায় দেবতায়ৈ নমঃ।

(১) ঋষিঃ প্রজাপতিশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ।
অর্দ্ধ লক্ষ্মী হরিঃ প্রোক্তঃ শ্রীবীজেনে ষড়ঙ্গকং॥

গৌতমীয় তন্ত্র।

করন্যাস- উগ্রং বীরং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। মহাবিষ্ণুং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং মধ্যমাভ্যাং বষট্, নৃসিংহং ভীষণং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। নমাম্যহং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ। মহাবিষ্ণুং শিরসে স্বাহা। জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং শিখায়ৈ বষট্। নৃসিংহং ভীষণং কবচায় হুঁ। ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। নমাম্যহং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

বিষ্ণুবিষয়ে—শ্রীরামচন্দ্র।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রী চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—শ্রীরামায় দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস—রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, রৌ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—রাং হৃদয়ায় নমঃ, রীং শিরসে স্বাহা, রূং শিখায়ৈ বষট্, রৈং কবচায় হুং, রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

বিষ্ণুবিষয়ে—শ্রীকৃষ্ণ।

ঋষ্যাদিন্যাস—নারদঋষির্বিরাটচ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, ক্লীং বীজং, স্বাহা শক্তিঃ দুর্গাঅধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুর্ব্বর্গফল সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি আনন্দ নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে-বিরাটচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে-ক্লীং কাম বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে-মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ। ইতি দুর্গাং নমস্কুর্য্যাৎ।

করন্যাস—আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,বিচক্রায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্, ত্রৈলোক্য রক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুং, অসুরান্তক চক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বষট্। অঙ্গন্যাস-আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা, সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্, ত্রৈলোক্য রক্ষণ চক্রায় স্বাহা কবচায় হুং, অসুরান্ত চক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।

বিষ্ণু বিষয়ে—বালকৃষ্ণ (বা বাল গোপাল)।

ঋষ্যাদিন্যাস—শ্রীবালকৃষ্ণ মন্ত্রস্য নারদঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবালকৃষ্ণ দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহাশক্তিঃ দুর্গাঅধিষ্ঠাত্রীদেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীবালকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ক্লীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ, পুনহৃদি মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্লূং মধ্যমাভ্যাং, বষট্, ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ক্লঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, ক্লূং শিখায়ৈ বষট্, ক্লৈং কবচায় হুং, ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট, ক্লঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

কালীকুলের স্ত্রী কুল দেবতা।

দক্ষিণা কালিকা বিষয়ে। (কালীকুল)।

ঋষ্যাদি ন্যাস—অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষি রুষ্টিক্ ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণা কালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হুং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি-ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে উষ্টিক্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীদক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হ্রীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ হুং শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ক্রীং কীলকায় নমঃ।

ভৈরবোঽস্য ঋষিঃপ্রোক্ত উষ্ণিকচ্ছন্দ উদাহৃতং।
দেবতা কালিকা প্রোক্তা লজ্জা বীজন্তু বীজকং॥
কীলকং চাদ্য বীজং স্যাচ্চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদং।
শক্তিশ্চ কূর্চ্চবীজং স্যাদনিরুদ্ধা সরস্বতী॥
কালী তন্ত্র।

আদ্যা (কালী) বিষয়ে।

ঋষ্যাদি ন্যাস—অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চ ঋষয়ো গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি, শ্রীমদাদ্যা কালিকা দেবতা ক্রীং বীজং, হ্রাং শক্তিঃ, শ্রীং কীলকং, ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাবাপ্তয়ে ঋষ্যাদি ন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ব্রহ্মণে ব্রহ্মর্ষিভ্যশ্চ ঋষিভ্যো নমঃ। মুখে—গায়ত্র্যাদিভ্যঃ ছন্দেভ্যো নমঃ। হৃদয়ে—শ্রীমদাদ্যায়ৈ কালি-

করন্যাস—ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ক্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্রীং শিরসে স্বাহা, ক্রূং শিখায়ৈ বষট্, ক্রৈং কবচায় হুং, ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

কায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে (মূলাধারে)—ক্রীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু—শ্রীং কীলকায় নমঃ।

করন্যাস—হ্রীং মন্ত্রে দীর্ঘস্বর যোজনা করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিদ্বারা ন্যাস করিবে, ১৫৯ পৃষ্ঠায় হ্রীং মন্ত্রের করন্যাস দেখ—অথবা মূল মন্ত্র দ্বারা এইরূপে করন্যাস করিবে, যথা—হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এই মূল মন্ত্র দ্বারা ক্রমান্বয়ে—তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। মধ্যমাভ্যাং বষট্। অনামিকাভ্যাং হুঁ। কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, (অঙ্গুলি নিয়ম ১৬১ পৃষ্ঠায় দেখ)। হ্রীং শিরসি স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রায় বা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে কিম্বা মূলমন্ত্রে (মূল মন্ত্র—হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি স্বাহা) হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট, কবচায় হুঁ, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ঋষ্যাদিন্যাস—আদ্যা বিষয়ে।

অস্য মন্ত্রস্য ঋষয়ো ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আদ্যা কালী তু দেবতা ॥ ১২২ ॥
আদ্যাবীজং বীজমিতি শক্তির্মায়া প্রকীর্ত্তিতা।
কমলা কীলকং প্রোক্তং স্থানেষেতেষু বিন্যসেৎ ॥
শিরোবদনহৃদ্গুহ্য পাদ সর্ব্বাঙ্গকেষু চ ॥ ১২৩ ॥
৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিগণ। ইহার ছন্দ গায়ত্রী প্রভৃতি। ইহার দেবতা আদ্যা কালী। ইহার বীজ ক্রীং, ইহার শক্তি হ্রীং, ইহার কীলক শ্রীং। এই সমুদায় মন্ত্র—শিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে, চরণদ্বয়ে ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে।

করন্যাসের প্রমাণ ১৫৯ পৃষ্ঠায় নোটে দেওয়া হইয়াছে।

অঙ্গন্যাসের প্রমাণ ১৬০ পৃষ্ঠায় নোটে দেওয়া হইয়াছে।

তারা বিষয়ে।

ঋষ্যাদি ন্যাস—অস্য মন্ত্রস্য অক্ষোভ্য ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীমদেকজটা (নীল সরস্বতী) দেবতা হুং বীজং ফট্ শক্তিঃ হ্রীং স্ত্রীং কীলকং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ, শিরসি—অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ, মুখে—বৃহতী ছন্দসে নমঃ; হৃদি—শ্রীমদেকজটায়ৈ (নীল সরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—হুং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ—ফট্ শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে হ্রীং স্ত্রাং কীলকায় নমঃ।

করন্যাস—হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তারিন্যৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং উগ্রজটে অনামিভ্যাং হুং, হ্রৌং মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা, হ্রূং বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং উগ্রজটে কবচায় হুং, হ্রৌং মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। তারাদেবীর অপর নাম নীল সরস্বতী। তাঁহার করাঙ্গন্যাসে কিছু প্রভেদ আছে, নোট দেখ।

অক্ষোভ্য ঋষিরেতস্যা বৃহতীচ্ছন্দ ঈরিতং।
নীলা সরস্বতী দেবী ত্রিষুলোকেষু গোপিতা।
হুং বীজ মন্ত্রং শক্তিঃস্যাচ্চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা॥

তারার্ণব তন্ত্র॥

নীল সরস্বতী বিষয়ে।

করন্যাস—হ্রাং অখিলবাগ্রূপিণৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং অখণ্ড বাগ্রূপিণ্যৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং ব্রহ্মবাগ্রূপিণ্যৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং বিষ্ণুবাগ্রূপিণ্যৈ অনামিকাভ্যাং হুঁ, হ্রৌং রুদ্রবাগ্রূপিণ্যৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ সর্ব্ববাগ্রূপিণ্যৈ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—হ্রাং অখিল বাগ্রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং অখণ্ড বাগ্রূপিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। হ্রূং ব্রহ্মবাগ্রূপিণ্যৈ শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং বিষ্ণুবাগ্রূপিণ্যৈ কবচায় হুং। হ্রৌং রুদ্রবাগ্রূপিণ্যৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ হ্রঃ সর্ব্ববাগ্রূপিণ্যৈ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ত্রিপুরা সুন্দরী বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য ত্রিপুর সুন্দরী মন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দরী দেবতা বাগ্‌ভবকূটং বীজং, শক্তিকূটং শক্তিঃ, কামরাজকূটং কীলকং, পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি-দক্ষিণা মূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—পংক্তি ছন্দসে নমঃ, হৃদি—শ্রীত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে (মূলাধারে)—বাগ্‌ভব কূটায় বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ—শক্তিকূটায় শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—কামরাজকূটায় কীলকায় নমঃ।

করন্যাস— অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, আং অনামিকাভ্যাং নমঃ, সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, আং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, সৌঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

অঙ্গন্যাস—ঐং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, সৌঃ শিখায়ৈ বষট্‌, ঐঁ কবচায় হুঁ, ক্লীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, সৌঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌।

ভুবনেশ্বরী বিষয়ে।

ঋষ্যাদি ন্যাস—অস্য ভুবনেশ্বরী মন্ত্রস্য শক্তিঃ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীভুবনেশ্বরী দেবতা হকারোবীজং, ঈংকারঃ শক্তিঃ, রেফঃ কীলকং, চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি শক্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—শ্রীভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হকারায় বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ ঈংকারায় শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে রকারায় কীলকায় নমঃ।

করন্যাস—হ্রীং মন্ত্রের এবং অঙ্গন্যাস ও হ্রীং মন্ত্রের হইবে ১৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

মহিষমর্দ্দিনী বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—শ্রীমহিষমর্দ্দিন্যৈ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস—মহিষ হিংসিকে হুঁ ফট্‌ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। মহিষশত্রো শার্ব্বি হুঁ ফট্‌ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। মহিষং হিংসয় হিংসয় হুং ফট্‌ মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। মহিষং হন হন দেবি হুঁ ফট্‌ অনামিকাভ্যাং হুঁ। মহিষ সূদনি হুঁ ফট্‌ কণিষ্ঠাভ্যাং ফট্‌।

অঙ্গন্যাস—মহিষ হিংসিকে হুঁ ফট্‌ হৃদয়ায় নমঃ। মহিষ শত্রো শার্ব্বি হুঁ ফট্‌ শিরসে স্বাহা। মহিষং হিংসয় হিংসয় হুঁ ফট্‌ শিখায়ৈ বষট্‌। মহিষং হন হন দেবি হুঁ ফট্‌ কবচায় হুঁ। মহিষসূদনি হুঁ ফট্‌ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌।

দুর্গা বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য মন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ দুরিতাপহ্নিবারিণী দুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি—নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি দুরিতাপহ্নিবারিণ্যৈ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস—হ্রাং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। হৈং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ কণিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—হ্রাং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ শিরসে স্বাহা। হ্রূং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্। হৈং হ্রীং দুং কবচায় হুং। হ্রৌং হ্রীং দুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

প্রচণ্ড চণ্ডিকা বিষয়ে।

ইহাঁরই নাম রক্তকালী বা ছিন্নমস্তা।

ঋষ্যাদিন্যাস-(শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা) অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিঃ সম্রাট্ছন্দঃ ছিন্নমস্তাদেবতা হুঁ হুঁ বীজং, স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি-ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে-সম্রাট্ছন্দসে নমঃ। হৃদি-শ্রীমচ্ছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হুঁ হুঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।

করাঙ্গন্যাস—কনিষ্ঠয়োঃ, আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা। অনামিকয়োঃ, ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা। মধ্যময়োঃ, ঊং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা। তর্জ্জন্যোঃ, ঐং পাশায় কবচায় স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠয়োঃ, ঔং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা। করতলকরপৃষ্ঠয়োঃ, অঃ সুরক্ষ সুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্।

কালীকুলের অতিরিক্ত কুল দেবতা।

জগদ্ধাত্রী বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীজগদ্ধাত্রী দেবতা হ্রীং বীজং, দুং শক্তিঃ, স্বাহা কীলকং, চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি-নারদায়

ঋষয়ে নমঃ, মুখে-গায়ত্রী চ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি-শ্রীজগদ্ধাত্রী দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে-ক্লীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ-হুং শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—স্বাহা কীলকায় নমঃ।

করন্যাস—দাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, দূং মধ্যমা-ভ্যাং বষট্, দৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট, দঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—দাং হৃদয়ায় নমঃ, দীং শিরসে স্বাহা, দূং শিখায়ৈ বষট্, দৈং কবচায় হুঁ, দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, দঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অন্নপূর্ণা বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবতা হ্রীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ, নমঃ কীলকং, মমাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি-ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে-গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি-শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে-হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—নমঃ কীলকায় নমঃ।

করন্যাস-হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্; হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ, হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম, অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস-হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈঁ কবচায় হুঁ, হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

তন্ত্রসারে, মুখে—পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ উক্ত আছে। প্রমাণ যথা—

তত্রৈব তেষাং মন্ত্ররাশীনাং ঋষির্ব্রহ্মা উদাহৃতঃ।
পঙ্‌ক্তিঃ চন্দঃ সমাখ্যাতং দেবতা চান্নপূর্ণিকা॥

তন্ত্রসার।

করাঙ্গন্যাস। কল্পে চ॥

যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যাতদ্বীজেনাঙ্গ কল্পনা।

অর্থাৎ – অন্নপূর্ণা বিষয়ে কেবল মায়াবীজ (হ্রীং) দ্বারা করাঙ্গ ন্যাস করিবে। দীর্ঘস্বর যোজনা হইবে না। যথা হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইতি করন্যাস। হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে।

অঙ্গানি মায়য়া কুর্য্যাত্ততোদেবীং বিচিন্তয়েৎ। নিবন্ধতন্ত্র॥

শ্রীকুলের শ্রীকুল দেবতা।

ষোড়শী, সুন্দরী, ত্রিপুরাসুন্দরী একই। ত্রিপুরাসুন্দরী দেখ।

ভৈরবী বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ত্রিপুর ভৈরবৈ্য দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে বাগ ভবায় বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—তার্ত্তীয় শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—কাম বীজায় কীলকায় নমঃ।

করন্যাস—হসরাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হসরীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হসরূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হসরৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, হসরৌং কণিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হসরঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—হসরাং হৃদয়ায় নমঃ, হসরীং শিরসে স্বাহা, হসরূং শিখায়ৈ বষট্ হসরৈং কবচায় হুঁ, হসরৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ হসরঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

বগলা বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি—বগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—হ্লীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।

করন্যাস—হ্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বগলামুখি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সর্ব্বদুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুঁ, জিহ্বাং কীলয় কীলয় কণিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ঋষিস্তু দক্ষিণামূর্ত্তিরস্য শিরসি বিন্যসেৎ।
ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিস্তু বিজ্ঞেয়ং মুখে বিন্যস্য দেবতাং॥
হৃদয়ে ত্রিপুরেশানীং বাগভবং বীজমুচ্যতে।
শক্তিবীজং শক্তিরেব কামবীজশ্চ কীলকং॥

দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা॥

নারদোঽস্য ঋষিং মূর্দ্ধ্নি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দশ্চ তন্মুখে।
শ্রীবগলামুখীং দেবীং হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ॥
হ্লীং বীজং গুহ্যদেশেতু স্বাহাশক্তিন্তু পাদয়োঃ॥

তন্ত্রসার।

অঙ্গন্যাস—হ্লীং হৃদয়ায় নমঃ, বগলামুখি শিরসে স্বাহা, সর্ব্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্, বাচং মুখং স্তম্ভয় কবচায় হুং, জিহ্বাং কীলয় কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বুদ্ধিং নাশয় নাশয় হ্লীং স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

শ্রী,—লক্ষ্মী বিষয়ে। (কমলা)।

শ্রী লিখিয়া কমা এবং ন্যাস দিবার কারণ এই যে, শ্রীবিদ্যার নামই লক্ষ্মী। ইহার অবান্তর ভেদ—মহালক্ষ্মী এবং কমলাত্মিকা। এই তিনটী দেবতা একই।

ঋষ্যাদি ন্যাস—অস্য মন্ত্রস্য ভৃগুঋষির্নীবৃদ্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা সর্ব্বাভিষ্ট সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসী—ভৃগু ঋষয়ে নমঃ। মুখে—নিবৃদ্গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—শ্রীশ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস—শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, শ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং। অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, শ্রীং শিরসে স্বাহা, শ্রূং শিখায়ৈ বষট্, শ্রৈং কবচায় হুঁ, শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, শ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ধূমাবতী বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—পিপ্পলাদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে—নিবৃদ্চ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ধূমাবত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস—ধাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ধীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ধূং মধ্যমাভ্যাং বষট্ ধৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ধৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ধঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ধাং হৃদয়ায় নমঃ, ধীং শিরসে স্বাহা, ধূং শিখায়ৈ বষট্, ধৈং কবচায় হুঁ, ধৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ধঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

মাতঙ্গী বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষয়ে নমঃ, মুখে—বিরাটচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—মাতঙ্গ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস ও অঙ্গন্যাসের জন্য হ্রীং মন্ত্রের ব্যবহার হইবে। ১৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

শ্রীকুলের অতিরিক্ত কুল দেবতাঃ

মহালক্ষ্মী বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—(ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হেসৌঃ জগৎ প্রসূত্যৈ নমঃ) অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ জগদাদি শ্রীমহালক্ষ্মী র্দেবতা মমাভীষ্ট সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—জগদাদি শ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস—ঐং জ্ঞানায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং ঐশ্বর্য্যায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শ্রীং শক্তয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্লীং বলায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। হেসৌঃ বীর্য্যায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, জগৎ প্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ঐং জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং ঐশ্বর্য্যায় শিরসে স্বাহা, শ্রীং শক্তয়ে শিখায়ৈ বষট্, ক্লীং কবচায় হুং, হেসৌঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। জগৎ প্রসূত্যৈ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

উভয় কুলের অতিরিক্ত কুল দেবতা।

রাধিকা বিষয়ে।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—উষ্ণিকচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—শ্রীরাধিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, পাদয়োঃ হ্রীং বীজায় নমঃ।

ঋষিঃ স্যাদ্দক্ষিণামূর্ত্তির্বিরাটচ্ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতং।
মাতঙ্গীদেবতা দেবী সর্ব্বকার্য্য প্রদায়িনী॥
অঙ্গন্যাস করন্যাসৌ কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ।
ষড়দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ॥

বামকেশ্বর তন্ত্র।

ঋষিরস্যাপি মন্ত্রস্য ব্রহ্মাচ্ছন্দ উদাহৃতং।
উষ্ণিকাখ্যং তথা দেবি রাধিকা প্রকৃতিঃপরা॥
কালকং শক্তি বীজন্তু মন্ত্রং বীজং পরং স্মৃতং॥

ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র।

যাহাদিগের যুগল মন্ত্র তাঁহাদিগের ঋষ্যাদি ন্যাস ও করাঙ্গন্যাস সকলই এই

করন্যাস—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট।

অঙ্গন্যাস—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হৈং কবচায় হুঁ, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

পীঠন্যাস।

"ষড়ঙ্গানি বিধায়েত্থং পীঠন্যাসং সমাচরেৎ।" গৌঃ, ম, নি, তন্ত্র। ষড়ঙ্গে ন্যাস করিয়া পরে পীঠন্যাস করিবে।

বাসযোগ্য স্থানের নাম পীঠ। পীঠন্যাস বলিলে দেবতার বাসযোগ্য স্থানকে বুঝায়। এই দেহকেই দেবতার আবাস স্থান কল্পনা করিয়া এই দেহের অঙ্গ সকল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শকরতঃ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ন্যাস করিতে হয়। এই দেহটিকে পীঠন্যাস দ্বারা দেবতার বাসযোগ্য করিবে, এই দেহেই ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হয়। যে দেবতার অর্চ্চনা করিবে, এই দেহে সেই দেবতার অধিষ্ঠান জন্য পীঠন্যাস করিতে হয়। যথা—

জ্ঞানাত্মানং প্রবিন্যস্য ন্যসেৎ পীঠমনুং ততঃ।
এবং দেহময়ে পীঠে চিন্তয়েদিষ্ট দেবতাম্॥

ভৈরব তন্ত্র।

সাধক আপনার দেহকে দেবতাদিগের বাসস্থান মনে করিয়া মন্ত্র দ্বারা স্থান বিশেষে দেবতার নামোল্লেখ করিয়া সেই সেই স্থান স্পর্শ করিবে। অঙ্গুলি নিয়ম মাতৃকান্যাসের মত হইবে।

সাধারণ পীঠন্যাস প্রয়োগ।

মন্ত্র সকল, ব্রাহ্মণে ওঁকার এবং স্ত্রী, শূদ্রে নমঃ পুটিত করিবে।

যথা—হৃদয়ে—ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ অথবা নমঃ আধার শক্তয়ে নমঃ। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গে প্রত্যেক মন্ত্রে হয় ওঁকার নাহয় নমঃ বলিবে।

শ্রীরাধিকা বিধেয়ের মত কেবল ঋষ্যাদিন্যাসে ছন্দের প্রভেদ আছে। যুগল মন্ত্রে—মুখে বৃহতীচ্ছন্দ বলিতে হইবে। আর সমস্ত সকলই এই ন্যাসের মত।

প্রয়োগ যথা—

হৃদয়ে—আধার শক্তয়ে নমঃ, প্রকৃতয়ে নমঃ, কূর্ম্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ ক্ষীর সমুদ্রায় নমঃ, (সুধাম্বুধ্যৈ নমঃ,) শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, (মণি দ্বীপায় নমঃ), মণিমণ্ডপায় নমঃ, (চিন্তামণি গৃহায় নমঃ), কল্পবৃক্ষায় নমঃ (পারিজাতায় নমঃ) (শাক্তেরা এই স্থলে কালী ও তারা বিষয়ে—শ্মশানায় নমঃ বলিয়া একটি অতিরিক্ত পদ বলেন), মণি বেদিকায়ৈ নমঃ (রত্ন বেদিকায়ৈ নমঃ অথবা রত্ন সিংহাসনায় নমঃ)। হৃদ্দেশে এই সমস্তগুলি ন্যাস করিয়া পরে সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে। যথা—

সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস।

যথা—দক্ষিণ স্কন্ধে—ধর্ম্মায় নমঃ, বাম স্কন্ধে—জ্ঞানায় নমঃ, বামোরৌ—বৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণোরৌ—ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে—অধর্ম্মায় নমঃ, বামপার্শ্বে—অজ্ঞানায় নমঃ, নাভৌ—অবৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে—অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।

পীঠের স্থান নির্ণয়।

পীঠন্যাসং ততঃ পশ্চাদাধার শক্তি পূর্ব্বকং।
প্রকৃতি কমঠং চৈব শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ॥
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণি-গৃহং তথা।
শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মূলে রত্নবেদিকাং॥
তস্যোপরি মণেঃ পীঠং ন্যসেৎ সাধক সত্তমঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু মুণীন্ দেবান্ শিবাংশ্চ শবমুণ্ডকান॥
ধর্ম্মাং শ্চৈব অধর্ম্মাংশ্চ পাদগাত্র চতুষ্টয়ে।
হৃদি কন্দং তথা পদ্মং সূর্য্যং সোমং মহেশ্বরি॥
বৈশ্বানরং তথা সত্ত্বং রজশ্চৈব তমস্তথা।
আত্মানঞ্চৈব বিন্যস্য শক্তিং হৃৎপদ্মকে ন্যসেৎ॥
রতী রতিপ্রিয়া নন্দা তথৈব চ মনোন্মনী।
বাগভবং প্রথমং চোক্ত্বা পরায়ৈ তদনন্তরং॥
অপরায়ৈ দ্বিরপায়ৈ হেসৌঃ বাচামতং পরম্।
সদাশিব মহাপ্রেতপ্তেক্তং পদ্মাসনং তথা॥
নমইত্যেব মন্ত্রোহয়ং পীঠন্যাস উদাহৃতঃ।
এবং পীঠে দেহময়ে চিন্তয়েদিষ্ট দেবতাং।

কুলার্ণব তন্ত্র।

এইরূপ ন্যাস করিয়া পুনরায় হৃদয়ে—অং অনন্তায় নমঃ, পং পদ্মায় নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। মং বহ্নি মণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ। সং সত্বায় নমঃ. রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, এইরূপ ন্যাস করিয়া পরে হৃদ্‌পদ্মমধ্যে—ঐং পরায়ৈ নমঃ, অপরায়ৈ নমঃ, পরাপরায়ৈ নমঃ, তত্বময় কর্ণিকায়ৈ নমঃ। হৃদপদ্মের কেশর মধ্যে—ইচ্ছায়ৈ নমঃ, জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, কামিন্যৈ নমঃ, কামদায়িন্যৈ নমঃ, রত্যৈ নমঃ, রতি প্রিয়ায়ৈ নমঃ, আনন্দায়ৈ নমঃ, মনোন্মন্যৈ নমঃ। তদুপরি হ্সৌঃ শ্রী সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ। এইরূপে ন্যাস করিলেই পীঠন্যাস করা হইবে।

ইতি পীঠন্যাস।

কালিকা বিষয়ে অতিরিক্ত।

ওঁ মুনির্ভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁশবেভ্যো নমঃ, ওঁশব মুণ্ডেভ্যো নমঃ, বহু মাংসাস্থি মোদমান শিবাভ্যো নমঃ। চিতাঙ্গারাস্থিভ্যো নমঃ। আনন্দকন্দায় নমঃ, সম্বিন্নালায় নমঃ, প্রকৃতিময় পত্রেভ্যো নমঃ, বিকারময় কেশরেভ্যো নমঃ।

তারা বিষয়ে অতিরিক্ত।

ওঁ বহুমাংসাস্থিমোদমান শিবাভ্যঃ নমঃ। ওঁ শবমুণ্ডেভ্যো নমঃ। ওঁ শবেভ্যো নমঃ। চিতাঙ্গারাস্থিভ্যো নমঃ। হৃদয়ে-আনন্দ কন্দায়, সম্বিন্নালায়, প্রকৃতিময় পত্রেভ্যঃ, বিকারময়কেশরেভ্যঃ, তত্বময় কর্ণিকায়ৈ। হৃদ্‌পদ্মকেশরে—ওঁ লক্ষ্মৈ, সরস্বত্যৈ, প্রীত্যৈ, কীর্ত্যৈ, শান্ত্যৈ, পুষ্টৈ, তুষ্ঠ্যৈ নমঃ।

জগদ্ধাত্রী বিষয়ে অতিরিক্ত।

আনন্দ কন্দায়, সম্বিন্নালায়, প্রকৃতিময় পত্রেভ্যঃ, বিকারময় কেশরেভ্যঃ, তত্বময় কর্ণিকায়ৈ নমঃ।

অন্নপূর্ণা বিষয়ে অতিরিক্ত।

হৃদ্‌পদ্মস্য কেশরে—ওঁ জং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ বং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ সং অজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ অং অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ নিং নিত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ বিং বিলাসিন্যৈ নমঃ, ওঁ দোং দোগ্ধ্র্যৈ নমঃ, অং অঘোরায়ৈ নমঃ, মধ্যে-সং সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ, তদুপরি হ্রীং সর্ব্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। ভুবনেশ্বরী বিষয়ে অন্নপূর্ণার মত।

শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ে অতিরিক্ত।

দক্ষিণ পার্শ্বে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। পরে হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া বলিবে—ওঁ সপ্ততি বলয়োপেতায় সহস্রফণায় অনন্তায় নমঃ। তন্মধ্যে ফণোপরি-ওঁ আনন্দ কন্দায় নমঃ, ওঁ সম্বিদ্নালায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বতত্ত্বাত্মক কমলায় নমঃ, ওঁ প্রকৃতিময় পত্রেভ্যো নমঃ, ওঁ বিকারময় কেশরেভ্যো নমঃ, ওঁ পঞ্চাশদ্বীজাঢ্য কর্ণিকায়ৈ নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় প্রবোধাত্মনে নমঃ, ওঁ রং রজসে পৃথিব্যাত্মনে নমঃ, ওঁ তং তমসে মোহাত্মকায় নমঃ, ওঁ মায়া-তত্ত্বায় নমঃ, ওঁ কামতত্ত্বায় নমঃ, ওঁ কালতত্ত্বায় নমঃ, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, ওঁ পরতত্ত্বায় নমঃ। হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে নব শক্তির ন্যাস। যথা—ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রহ্বৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ, ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ। তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম সংযোগ যোগপীঠাত্মনে নমঃ। পীঠ মধ্যে ওঁ সহস্রাদিত্য কুসং কাশায় নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অতিরিক্ত।

হৃদয়ে হস্তার্পণ করিবা এইরূপ ন্যাস করিবে—ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ। ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ কল্প বৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণি বেদিকায়ৈ নমঃ! ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণ স্কন্ধে হস্ত দিয়া ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বামোরৌ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণোরৌ—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। পুনর্হৃদি—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। সর্ব্বগাত্রে ওঁ আং আত্মনে নমঃ। ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ হ্রীঃ জ্ঞানাত্মনে নমঃ। নবশক্তির ন্যাসে—রাম চন্দ্রের মত, কেবল যোগপীঠাত্মনের স্থলে পদ্মপীঠাত্মনেনমঃ হইবে।

দেবতা বিশেষে স্বতন্ত্র পীঠন্যাস নির্দ্দিষ্ট আছে, সকল দেবতারই যে একরূপ পীঠন্যাস হইবে তাহা নহে। যথা—

> শাক্তে চ বৈষ্ণবে শৈবে সৌরে গাণপতে তথা।
> যত্র পীঠ মনুক্তস্তু তত্র তৎ পীঠমর্চ্চয়েৎ॥ সিদ্ধবিদ্যা তন্ত্র।

শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দেবতা সকলের পীঠন্যাস করিবে। যে স্থলে কোন পীঠের উল্লেখ নাই সেই স্থলে এই সাধারণ পীঠন্যাস করিবে।

ইতি পীঠন্যাস।

মূলেনাষ্ট শতেক ব্যাপকং কুর্য্যাৎ।

ব্যাপক ন্যাস।

মূল মন্ত্রদ্বারা সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিয়া ন্যাস করার নাম ব্যাপক ন্যাস। ব্যাপক ন্যাসে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত এবং চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিনবার, পাঁচবার সাতবার অথবা নয়বার গাত্র মার্জ্জনা করিতে হয়। যথা—

মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যাম্ আপাদমস্তকাবধি।
মস্তকাৎ পাদ পর্য্যন্তং সপ্তধা বা ত্রিধান্যসেৎ॥
অয়ন্তু ব্যাপকন্যাসো যথোক্ত ফল সিদ্ধিদঃ॥ ১২৪॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মূলমন্ত্র দ্বারা আপাদ মস্তক এবং মস্তকাপাদ সপ্তবার বা বারত্রয় ন্যাস করিবে। এইরূপ ব্যাপক ন্যাস করিলে যথোক্ত সিদ্ধি লাভ হয়। হস্তদ্বয় অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চরণদ্বয় পর্য্যন্ত এবং চরণদ্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত করতলযুগল দ্বারা মার্জ্জনা করিলেই ব্যাপক ন্যাস করা হইবে। কোন কোন স্থলে মূল মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ওঁকার পুটিত করিয়াও ব্যাপকন্যাস করা হয়। যথা—

ওঁ কার পুটিতং কৃত্বা মনুনা ব্যপকং ন্যসেৎ।
শীর্ষাদিপাদ পর্য্যন্তং পাদাদি শীর্ষকং ততঃ।
করাভ্যাং মার্জয়েদ্‌গাত্রং ব্যাপকন্যাস ঈরিতঃ॥

১৮ পটল, নিগম কল্পলতা।

মূল মন্ত্র ওঁকার পুটিত করিয়া ব্যাপকন্যাস করিবে। শিবস্থান হইতে পাদ পর্য্যন্ত এবং পাদস্থান হইতে শিরদেশ পর্য্যন্ত ও কর দ্বারা সমুদায় গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক ন্যাস করিবে।

অপিচ—

অয়ং ন্যাসঃ সৃষ্টিস্থিতি সংহৃতি ক্রমাৎ ত্রিবিধো ভিদ্যতে। যথা—

ওঁকারং সংপুটীকৃত্য মনুনা ব্যাকং ন্যসেৎ।
শিরঃ প্রভৃতি পাদান্তং ন্যাসস্তোৎপত্তিরুচ্যতে॥
পদাদিকং শিরোঽন্তস্তু সোঽপি সং হরণো ভবেৎ।
উদরোপক্রম ন্যাসো হৃদয়ান্তঃ স্থিতির্ভবেৎ॥

৩ পটল, ফেৎকারিণী তন্ত্র।

এই ব্যাপক ন্যাস সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার ভেদে তিন প্রকার। শিব হইতে পাদ পর্য্যন্ত ন্যাসের নাম উৎপত্তি, কিনা সৃষ্টি। পাদ হইতে শিব পর্য্যন্ত ন্যাসের নাম সংহার। আর উদর হৃদয় প্রভৃতি সমস্ত গাত্রে ন্যাসের নাম স্থিতি।

ব্যাপক ন্যাসের মন্ত্র, শিবপূজায়।

নমোঽস্তু স্থানুভূতায় জ্যোতিলিঙ্গামৃতাত্মনে।
চতুর্ম্মূর্ত্তিবপুশ্ছায়া ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে॥

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত এবং পাদমূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাতবার, পাঁচবার অথবা তিনবার মাত্র হস্ত (করতল) দ্বারা ন্যাস (মার্জ্জন) করিবে।

ব্যাপক ন্যাসের মন্ত্র বিষ্ণু বিষয়ে ও শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ে॥

কিরীট কেয়ূরহার মকর কুণ্ডলধর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং পীতাম্বর শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল শ্রীভূমি সহিতাত্ম জ্যোতির্ম্ময়দীপ্ত করায় সহস্রাদিত্য তেজসে

নমঃ, ইতি শীর্ষাদি পাদপর্য্যন্তং পাদাদি শীর্ষপর্য্যন্তং করাভ্যাং মার্জ্জয়ন্ সপ্তধা পঞ্চধা ত্রিধা বা। অথবা—

পঞ্চধা সপ্তধা বা প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ শীর্ষাদি পাদপর্য্যন্তং পাদাদি শীর্ষ পর্য্যন্তং করাভ্যাং মার্জ্জয়ন্।

ব্যাপক ন্যাস কালী বিষয়ে।

মূল মন্ত্র ওঁকার পুটিত করিয়া শীর্ষাদি পাদপর্য্যন্ত এবং পাদাদি শীর্ষপর্য্যন্ত কর দ্বারা সপ্তবার, পঞ্চবার, বা তিনবার ন্যাস করিবে।

ইতি ন্যাস প্রকরণ।

পঞ্চধা নবধা বাপি মূলেন সপ্তধা তথা
দোর্ভ্যাঞ্চ ব্যাপকং কুর্য্যান্মূলবিদ্যাং সমুচ্চরন্॥
পাদাদিক শিরোঽন্তঞ্চ শির আদি পদান্তকম্॥
সর্ব্বদেব পদংন্যস্য সাধকস্তন্ময়ো ভবেৎ॥

ভৈরব তন্ত্র।

এই ন্যাস প্রকরণে—ষোঢ়া ন্যাস, কালী ষোঢ়া, তারা ষোঢ়া, শ্রী বিদ্যা ষোঢ়া, শিব ষোঢা, বিষ্ণু ষোঢ়া ও শ্রীকণ্ঠ ন্যাস এবং কেশব কীর্ত্তি ন্যাস, ও অন্যান্য বহুতর ন্যাস প্রকটিত করিবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু নিত্য পূজায় সে সকল ন্যাস অব্যবহার্য্য; এ নিমিত্ত সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। যদি নৈমিত্তিক পূজা লিখি তবে তখন প্রকাশ করিব।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইষ্ট দেবতাদিগের ধ্যান ও মন্ত্রপ্রকরণ।

মন্ত্রোৎপত্তি।

নাম রূপাত্মিকা সৃষ্টির্যস্মাত্তদবলম্বনাৎ।
বন্ধনান্মুচ্যমানোঽয় মুক্তিমাপ্নোতি সাধকঃ॥

মন্ত্রযোগ সংহিতা।

এই সৃষ্টি নামরূপাত্মক, নামরূপ অবলম্বন করিয়াই সাধক ব্যক্তি সংসারবন্ধন চ্যুত হইয়া মুক্তি লাভ করে। এস্থলে নাম অর্থে মন্ত্র এবং রূপ অর্থে দেবতার আকৃতি। আকৃতি হইতে ধ্যানের উৎপত্তি। ধ্যানে যেরূপ আকৃতি বর্ণনা থাকে সাধক সেইরূপ গঠন (চেহারা) মনে করিবেন। মন্ত্র সকল দেবতাদিগের সূক্ষ্ম নাম, সেই সূক্ষ্ম নাম ধরিয়া দেবতাকে ডাকিতে হইলে দেবতার বীজমন্ত্র জপ করিতে হয়, এবং সেই মন্ত্র (নাম) বলিয়া গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিতে হয়।

মন্ত্র সকলের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র এই কথা বলেন যে, সৃষ্ট্যুন্মুখী প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ঘুচিয়া যখন বিষমাবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন প্রকৃতির প্রথম পরিণামে মহত্তত্ত্বের উদ্রেক হয় তখন প্রকৃতি শরীরে কার্য্যাবস্থা হয়। কার্য্য হইলেই প্রকৃতির কম্পন হইয়া (১) থাকে। কম্পন হইলেই ধ্বনি উৎপন্ন হয়, ইহা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। এই ধ্বনির অপর নাম ওঁকার ধ্বনি। এই ওঁকার ধ্বনি যোগীগণ যোগ সিদ্ধ হইলে শুনিতে পান।

মহত্তত্ত্ব হইতে আবার যখন অহংতত্ত্বের উদ্রেক হয়, কিনা যখন প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম বা তত্ত্বের আবির্ভাব হয় তখন সত্ত্ব রজ ও তমগুণের ঘাত প্রতি-

ওঁকার উৎপত্তি।

(১) কার্য্যং যত্র বিভাব্যতে কিমপিতৎ স্পন্দেন সব্যাপকং।
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসুবিদিতঃ শব্দাত্মকো সর্ব্বদা।
সৃষ্টিশ্চাপি তথাদিভাকৃতি বিশেষত্বাদভূৎস্পন্দিনী
শব্দশ্চোদ্ভবত্তদা প্রণব ইত্যোংকার রূপঃ শিবঃ॥

মন্ত্রযোগ সংহিতা

যাতে অনেক রকম শব্দোৎপত্তি হয় সেই সকল শব্দ(২) গুলিকে মন্ত্র কিনা বীজ মন্ত্র বলে। এই মন্ত্র সকল হইতেই দেবতাদিগের নাম করণ হইয়াছে। এই বীজ মন্ত্র জপ করিলেই দেবতাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকা হয়। এইরূপ দেবতাকে ডাকার নাম মন্ত্র যোগ বা মন্ত্র জপ যথা—

নাম রূপাত্মনোঃ শব্দো ভাবয়োরব লম্বনাৎ।
যো যোগঃ সাধ্যতে সোঽয়ং মন্ত্রযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

মন্ত্রযোগ সংহিতা।

নাম রূপাত্মক শব্দের (মন্ত্রের) ভাবাবলম্বন হইতে যে যোগ সাধনা করা হয়, তাহার নাম মন্ত্র যোগ। ভাবাবলম্বন অর্থে মন্ত্র শব্দের অর্থ বোধ হওয়া।

মন্ত্রের অর্থ বোধ না থাকিলে, নিরর্থক মন্ত্র জপে কোন ফল হয় না, এবং মন্ত্র উচ্চারণে দোষ থাকিলে আরও বিপর্য্যয় হয় এজন্য মন্ত্রের অর্থ এবং উচ্চারণ উত্তমরূপে শিক্ষা করিবে। কারণ বীজমন্ত্রের একটী (৩) শক্তি আছে তদ্দ্বারা সাধকের উপকার হয়, অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ হয়। বীজ মন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ হইলে যে ফল হয় অযথা উচ্চারণে সে ফল হয় না।

যদি মন্ত্রের স্বর (ধ্বনি) ঠিক উচ্চারণ না হয় তাহা হইলে সেই অশুদ্ধ উচ্চারিত মন্ত্র দুষ্ট মন্ত্র হয়। দুষ্ট মন্ত্র উচ্চারণে বিশেষ ক্ষতি হয়। যথা—

দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

পস্পসাহ্নিক মহাভাষ্য।

বীজ মন্ত্রোৎপত্তি।

(২) সাম্যস্থ প্রকৃতের্যৈবিদিতঃ শব্দো মহানোমিতি
ব্রহ্মাদি ত্রিতয়াত্মকস্য পরমং রূপং শিবং ব্রহ্মণঃ।
বৈষম্যেপ্রকৃতে স্তথৈব বহুধা শব্দাঃ শ্রুতাঃ কালতঃ
তে মন্ত্রাঃ সমুপাসনার্থমভবন্ বীজানি নাম্না তথা॥

মন্ত্রযোগ সংহিতা।

(৩) বীজেষু শক্তিনিহিতা মন্ত্রা বীজ বিবর্জ্জিতাঃ।

মন্ত্রযোগ সংহিতা।

দুষ্ট শব্দ প্রয়োগকালীন যদি বর্ণাশুদ্ধি ঘটে বা স্বর অশুদ্ধ হয় তবে যে অর্থে প্রয়োগ হয় সেই অভীষ্টার্থের বোধ হয় না। তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ বাগ্‌রূপী বজ্র হয়। সেই বাগ বজ্র আপন যজমানকেই বিনষ্ট করে। যেহেতু বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে অভিচার যজ্ঞ আরম্ভ করে। বৃত্রের ঋত্বিকেরা বৈয়াকরণ ছিল না। তাহারা (তত্রেন্দ্র শত্রু বর্দ্ধ স্বেতি মন্ত্র উহিতঃ) "ইন্দ্র শত্রু বর্দ্ধিত হউক" এই মন্ত্র দ্বারা আহুতি দেয়, কিন্তু ইন্দ্রের শত্রু বর্দ্ধিত হউক এই অর্থ বোধক ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন অন্তোদাত্ত স্বর প্রয়োগ না করিয়া আদ্যুদাত্ত স্বরের উচ্চারণ করে। তাহাতে বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন অর্থেরই বোধ হয়। সেই হেতু ইন্দ্রের শত্রুর বৃদ্ধি না হইয়া ইন্দ্রই বৃত্রের শত্রু হইল। যজ্ঞের সমস্ত উদ্দেশ্য বিফল হইল এবং তদ্বিপরীতে বৃত্রাসুরেরই ধ্বংশ হইল।

যদধীতম্ যদধীত মবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন'ত জ্বলতি কর্হিচিৎ॥

পস্পসাহ্নিক মহাভাষ্য।

যাহা অধীত অথবা যাহা অধীত হইয়াছে অথচ তদীয় অর্থ অজ্ঞাত রহিয়াছে কেবল শুক পঠিত শব্দের ন্যায় পাঠ মাত্র শব্দিত হইতেছে, তাদৃশ শব্দের প্রয়োগে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। যেমন অগ্নিরহিত চুল্লিতে (উনানে) শুষ্ক কাষ্ঠ যত কেন দেও না, কিছুই হইবে না, সেইরূপ। অর্থাৎ অগ্নি থাকা চাই, সেইরূপ মন্ত্রের অর্থজ্ঞান থাকা চাই এবং উচ্চারণ ঠিক হওয়া চাই। শুদ্ধতা ব্যতিরেকে কেবল পারায়ণ করিলে কিছুই ফলোদয় হয় না। মন্ত্রসকল সামান্য বাক্য নহে—

"মননাত্ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

যাহা মনন (স্মরণ) করিবামাত্র সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করে তাহার নাম মন্ত্র। যথা—

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার বন্ধনাৎ।
যতঃ করতি সংসিদ্ধৈ মন্ত্রইত্যুচ্যতে ততঃ॥

পিঙ্গলা শাস্ত্র।

যাহা স্মরণ করিলে সংসার বন্ধন হইতে পরিমুক্তি লাভ হয়, তাহাকেই মন্ত্র বলে। ভগবানের (দেব দেবীর) নামের চিন্তনের নাম ও মন্ত্র। অর্থাৎ যদ্দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় তাহার নাম মন্ত্র।

দেবোৎপত্তি।

ওঁকার হইতে পঞ্চ দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। ওঁকারের ব্যাখ্যা করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। যথা—

সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চ দৈবতম্।
ওঁ কারং যো ন জানাতি ব্রাহ্মণ ন স ব্রাহ্মণঃ॥

গীতাসার।

ওঁ কারের সপ্তঅঙ্গ, যথা—অ—অকার। উ—উকার। ম—মকার। নাদ। ং—বিন্দু।—কলা।=কলাতীত। এই সপ্ত অঙ্গ। চতুষ্পাদ—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ, সাক্ষী। ত্রিস্থান—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। পঞ্চদেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব। যিনি ওঁ কারকে এই ভাবে না জানেন তিনি ব্রাহ্মণ নহেন।

অকার, উকার ও মকারের অর্থ।

অকারেণ জগৎ পাতা সংহর্ত্তাস্যা দুকারতঃ।
মকারেণ জগৎ স্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ॥ ৩২॥

৩ উঃ মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র।

অকারে জগতের পালন কর্ত্তা—বিষ্ণুকে বুঝায়। উকারে জগতের সংহার কর্ত্তা—মহেশ্বর শিবকে বুঝায়। মকারে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে বুঝায়।

নাদ ও বিন্দুর অর্থ।

বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদ স্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগম বিশারদৈঃ॥

১ম পটল, সারদা তিলক তন্ত্র।

বিন্দু পরম শিব স্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতি, নাদ শক্তি স্বরূপা আদ্যা প্রকৃতি মহামায়া নামক মহাবিদ্যা। এই নাদ ও বিন্দু রূপ শিব শক্তির সমবায়, অর্থাৎ শিব শক্তির সংমিলন দ্বারা নিরাকারে সাকার (৪) হইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হইয়াছে; আগম শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এই কথা বলেন।

(৪) নিরাকারে সাকার।

অন্তর্গর্ভ প্রজাপতিরপশ্যৎ প্রকৃতিং পরাং।
সাসূয়তে হৈমমণ্ডং যদ্রূপং চাক্ষুষং ভবেৎ॥

ইতি শ্রুতিঃ।

পঞ্চ ইষ্টদেবতা।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ওঁকার মধ্যে পঞ্চ পুং দেবতা এবং আদ্যা শক্তি মহামায়া রহিয়াছেন। এই দেব দেবীই মনুষ্যের উপাস্য। এই দেব দেবী হইতে অসংখ্য দেব দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ভগবান শিব এই সমস্ত দেবতা মধ্যে পঞ্চ দেবতা ইষ্টদেবতা মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

একং ব্রহ্ম নিরাকারং সাকারত্ব মুপাগমৎ।
ধ্যানার্থং স্বাত্ম ভক্তানাং সৃষ্ট্যাদৌ পঞ্চ মূর্ত্তিভিঃ॥
সূর্য্যো গণপতির্বিষ্ণুর্মহেশো ভগবত্যপি।
পঞ্চৈতা দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রুতিভির্ব্রহ্ম মূর্ত্তয়॥
এ তৈ র্বিমুচ্যতে জন্তু জন্ম সংসার বন্ধনাৎ।
পঞ্চ দেবৈর্বিনা মুক্তি র্ন ভবেদন্য দৈবতৈঃ॥

ভৈরব যামল তন্ত্র।

অন্তর্গর্ভ প্রজাপতি পদে সৃষ্টি করণেচ্ছু ঈশ্বর। তিনি পরা প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করিলে প্রকৃতি হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে নিজ গর্ভে ধারণ পূর্ব্বক এক হেমময় অণ্ড প্রসব করিলেন। এইরূপে তিনি চাক্ষুষ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি নিরাকার হইয়া সকারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এরূপ শ্রুতি আছে। এজন্য শাস্ত্রে বলে—

সাকারঞ্চ নিরাকারং দ্বিবিধং ব্রহ্ম পার্ব্বতি।
তয়োরেক তরে নৈব মুক্তিং যাস্তন্তি মানবাঃ॥

হে পার্ব্বতি! সাকার ও নিরাকার ভেদে ব্রহ্ম দুই প্রকার। এই দুই প্রকার ব্রহ্মের মধ্যে যে মানব এক পক্ষ অবলম্বন করে কখনই তাহার মুক্তি হয় না। অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার এই দুই পক্ষই মানিতে হয়।

ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান ব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহা ভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥ ৬॥

১ অধ্যায়, মনু।

প্রলয়ানন্তর বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যাহত সৃষ্টি সামর্থ্য সম্পন্ন ও প্রকৃতির প্রেরক পরমেশ্বর স্বেচ্ছাকৃত দেহধারী হইয়া এই আকাশাদি পঞ্চভূত ও মহদাদি তত্ত্ব সকল, যাহা প্রলয় কালে সূক্ষ্মরূপে অব্যক্তাবস্থায় ছিল, সেই সমুদয় স্থূল রূপে প্রকাশ করত আপনিই প্রকাশিত হইলেন।

ভক্ত সাধকগণের ধ্যানের নিমিত্ত একমাত্র নিরাকার পরমাত্মা সাকার ভাবে পঞ্চমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাহা এই যে—প্রথম সূর্য্য, দ্বিতীয়

গুণেভ্যঃ ক্ষোভমাণেভ্য স্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে।
একা মূর্ত্তি স্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ॥

মৎস্য পুরাণ।

সেই মহান পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতি সংক্ষোভিত হইয়া প্রকৃতির গুণত্রয় হইতে দেবতাত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, রজ গুণে ব্রহ্মা এবং তমগুণে মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু মহেশ্বর তামস নহেন যথা—

পরমাত্মানিনো মূর্খা বদন্তি তামসং শিবং।
শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপাঞ্চ নির্ম্মলং বৈষ্ণবোত্তমং॥

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

অজ্ঞানী মুর্খতম লোক সকল পরমারাধ্য শিবকে তামস বলে। ফলতঃ শিব শুদ্ধ সত্ত্ব নির্ম্মল জ্ঞান স্বরূপ এবং পরম বৈষ্ণব।

যদি তাহাই হয় তবে সংহার কর্ত্তা কে? এ কথার উত্তরে শাস্ত্রকারগণ বলেন—বিষ্ণুর ললাট দেশোদ্ভব রুদ্ররূপ কালাগ্নিই শম্ভু শব্দ বাচ্য জগতের সংহারক।

এস্থলে শিবকে বৈষ্ণব বলা হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণু যে শিবোপাসক তাহার দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রে অনেক আছে, তন্মধ্যে দুই একটী দেখাইতেছি। যথা—

হরিরুবাচ।

হিরণ্য বাহবে তুভ্যং নমস্তে হেম রেতসে।
কপর্দ্দিনে নমস্তভ্যং নাগাঙ্গাভরণায় চ॥২০॥
বৃষাকপয়ে শর্ব্বয়ে কার্ত্রে হর্ত্রে নমো নমঃ।
শিবায় শিবরূপায় ব্যাপিনে ব্যোম ব্যাপিনে॥২১॥
নমো নিধীনাং পতয়ে লিঙ্গিনে লিঙ্গরূপিনে।
তেজসে তেজসাং ভর্ত্রে নমস্তে সর্ব্বরূপিণে॥২২॥

ইত্যাদি। জ্ঞান সংহিতা।

শ্রীহরি বলিতেছেন—হে ভগবন্! আপনি হিরণ্যবাহু এবং হিরণ্যরেতা. আপনাকে নমস্কার। আপনি কপর্দ্দী (জটা যুক্ত), এবং নাগাভরণ (ফণিভূষণ)

গণপতি, তৃতীয় বিষ্ণু, চতুর্থ শিব, পঞ্চম ভগবতী। শ্রুতিতে (বেদে) এই পঞ্চমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। মানবগণ এই পঞ্চ মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পাবে। এই পঞ্চ দেবতা ভিন্ন, অন্য কোন দেবতা (ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি) মুক্তি প্রদান করিতে পারেন না।

এই পঞ্চ দেবতা মূর্ত্তি ভেদে বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন। যথা—

ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ।

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নামস্তা ত্রিপুর সুন্দরী॥ ২৪॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফল প্রদা।
আশু কুর্ব্বন্ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্য সংশয়॥ ২৫॥

অং ভগবতী গীতা।

ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন—হে পিতঃ! আমাব দশ মহাবিদ্যাব এই দশটি নাম। যথা—মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈবরী,

আপনাকে নমস্কাব। আপনি বৃষকপি (ধর্ম্ম), শর্ব্ব (সংহাব কর্ত্তা), আপনাকে নমস্কাব। আপনি শিব (মঙ্গলময়), শিব স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী এবং ব্যোমরূপী আপনাকে নমস্কাব। আপনি নিধি সমূহেব পতি, লিঙ্গী, লিঙ্গরূপী, আপনি তেজঃ স্বরূপ, তেজেব আধাব এবং সর্ব্বব্যাপী আপনাকে নমস্কাব।

তাসু শ্রেষ্ঠা ভগবতী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
নির্ব্বাণ মুক্তিং সাদদ্যাদ্ ভক্তানাং পবমেশ্বরী॥
সা কৈবল্য প্রদাত্রীচ মহামায়া নিবঙ্কুশা॥
চত্বারঃ পুরুষাকাবা দেবতা ব্রহ্মরূপিণঃ।
মুক্তিং যাচ্ছন্তি ভক্তেভ্যঃ সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধাং॥
স্বমুক্তিঃ তেহপি বাঞ্ছন্তি পরাশাক্তেবনুগ্রহাৎ।
মায়াপাশ বিনাশায় ধ্যানযোগ পরায়ণাঃ॥

ভৈরব যামল তন্ত্র।

তাৎপর্য্য এই যে পুং দেবতারা মায়াবদ্ধ, আর ভগবতী স্বয়ং মহামায়া রূপা, এজন্য পুং দেবতাবা সেই মহামায়ার আবাধনা করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী, ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী। এই দশ মহাবিদ্যা মুক্তিপ্রদা। ভক্তি পূর্ব্বক এই বিদ্যার সেবা করিলে মোক্ষ লাভ হয়। (১)

(১) এই দশ মহাবিদ্যা দশ মহারাত্রিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যথা— কালরাত্রি, দিব্যরাত্রি, তাররাত্রি, সিদ্ধরাত্রি, মোহরাত্রি, মহারাত্রি, দারুণরাত্রি, ক্রোধরাত্রি, বীররাত্রি ও ঘোররাত্রি। যে দেবতার যে রাত্রি সেই দেবতার সাধন সেই সেই রাত্রিতে করিতে হয়, ইচ্ছামত যে কোন রাত্রিতে করিলে কোন ফল হয় না। নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে সাধন করিলে মোক্ষ লাভ হয়।

দশ মহাবিদ্যা। যথা—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ চামুণ্ডা তন্ত্র।

অথ বক্ষ্যাম্যহং যাযা মহাবিদ্যা মহীতলে।
দোষ জালৈরসং স্পৃষ্টাস্তাঃ সর্ব্বাঃ ফলৈঃসহ॥
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণ ফলপ্রদাঃ॥
সিদ্ধ মন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবা পরিশ্রমঃ।
অথচৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতা॥ মালিনী বিজয় তন্ত্র।

তাসাং দশাবতারত্বং যথা—

প্রকৃতি বিষ্ণু রূপাচ পুংরূপশ্চ মহেশ্বরঃ।
এবং প্রকৃতি ভেদেন ভেদাস্তু প্রকৃতের্দ্দশ॥
কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাৎ রামরূপা চ তারিণী।
বগলা কূর্ম্ম মূর্ত্তিঃ স্যান্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ॥
ছিন্ন মস্তা নৃসিংহঃ স্যাদ বরাহ শ্চৈব ভৈরবী।
সুন্দরী যামদগ্ন্যঃ স্যাদ্বামনো ভুবনেশ্বরী॥
কমলা বৌদ্ধরূপাস্যাৎ দুর্গাস্যাৎ কল্কীরূপিনী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং॥ মুণ্ডমালা তন্ত্র।

এই দশ মহাবিদ্যা কালীকুল ও শ্রীকুলভেদে অষ্টাদশ প্রকারে দ্বিধা বিভক্ত। যথা—

কালী তারা ছিন্নমস্তা ভুবনা মহিষমর্দ্দিনী।
ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা॥
কালী কুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃপরং।
সুন্দরী ভৈরবী বালা বগলা কমলাপি চ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে।
মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতং॥

তন্ত্র।

অর্থাৎ কালী কুলের দেবতা ৯ নয়টি এবং শ্রীকুলের দেবতা ৯ নয়টি যথা— ১ কালী, (শ্যামা) ২ তারা, ৩ ছিন্নমস্তা, (প্রচণ্ডচণ্ডিকা) ৪ ভুবনেশ্বরী, ৫ মহিষ-মর্দ্দিনী, ৬ ত্রিপুটা, ৭ ত্বরিতা, ৮ দুর্গা ও ৯ প্রত্যাঙ্গিরা। এই নয়টি দেবী কালী কুলের।

আর ১ সুন্দরী, ২ ভৈরবী, ৩ বালা, ৪ বগলা, ৫ কমলা, ৬ ধূমাবতী, ৭ মাতঙ্গী, ৮ স্বপ্নাবতী ও ৯ মধুমতী। এই ৯ নয়টি দেবী শ্রীকুলের।

বজ্রাপস্তারিণী, নিত্যা, শ্রীবাধিকা, আদ্যা, মহাকালী, চণ্ডী, উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী, ইহারা ভিন্ন আরও আছে। যথা—জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, জয়দুর্গা, লক্ষ্মী, শূলিনী বাগীশ্বরী, পারিজাত সরস্বতী, নীলসরস্বতী, চৈতন্য ভৈরবী, কামেশ্বরী ভৈরবী, মহালক্ষ্মী, ত্রিপুরা ভৈরবী, ভদ্রকালী, শ্মশান কালী, ধনদা, সরস্বতী, ষোড়শী, মহা ষোড়শী, স্বপ্নাবতী, পঞ্চসুন্দরী, গুহ্যকালী, বিশালাক্ষী, গৌরী, শ্মশান ভৈরবী, গৌরী, কিঙ্কিণী গন্ধেশ্বরী এবং এক পঞ্চাশৎ পীঠ দেবী, যেমন—কালীঘাট, কামাখ্যা বিন্ধ্যবাসিনী ইত্যাদি বহু দেবীমূর্ত্তি আছেন।

আদ্যা প্রকৃতির অবতারের কারণ।

মধুকৈটভ বধ, দেবাসুরের যুদ্ধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ, রক্তবীজ বধ, ধূম্রলোচন বধ, মেঘাসুর বধ, ত্রিপুরাসুর বধ, বৃত্রাসুর বধ, দুর্গাসুর বধ, ইত্যাদি অসুর সকল বধের জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থীত হইয়া আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী

এই সকল মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দেবগণ ভগবতীর (কাল্যাদি মূর্ত্তির) পূজা করিয়াছিলেন (১) বলিয়া অদ্যাপি মনুষ্য লোকে ঐ সকল মূর্ত্তির উপাসনা হইয়া থাকে। আত্মার মত বিষ্ণুর দশ অবতার আছে। যথা—

বিষ্ণুর দশ অবতার।

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশঃ॥

৪র্থ অঃ, বরাহ পুরাণ।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম (রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন) বলরাম (রাম, কৃষ্ণ), বুদ্ধ ও কল্কী।

---

(১) কে কোন সময়ে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন ?

পুরাস্তুতা সা গোলকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
সং পূজ্য মধুমাসে চ প্রীতেন রাসমণ্ডলে।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে দ্বিতীয়ে বিষ্ণুনা পুরা ॥২॥
তত্রৈব কালে সা দুর্গা ব্রহ্মণা প্রাণ সঙ্কটে।
চতুর্থে সংস্তুতা দেবী ভক্ত্যা চ ত্রিপুরারিণা ॥৩॥
পুরা ত্রিপুর যুদ্ধেন মহাঘোর তবে মুনে।
পঞ্চমে সংস্তুতা দেবী বৃত্রাসুর বধে তথা ॥৪॥
শক্রেণ সর্ব্বদেবৈশ্চ ঘোরে চ প্রাণ সঙ্কটে।
তদা মুনীন্দ্রৈর্ম্মনুভির্ম্মানবৈঃ সুরথাদিভিঃ ॥৫॥

৬৬ অঃ, প্রকৃতি খণ্ড, ব্রবৈঃ পুঃ।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে দেবর্ষে। পূর্ব্বে গোলক ধামে রাসমণ্ডলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে সেই পরমা প্রকৃতির পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। পরে মধুকৈটভ যুদ্ধে বিষ্ণু কর্ত্তৃক সংস্তুতা হন, তৎকালে প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করেন, তৎপরে মহা ঘোরতর ত্রিপুর যুদ্ধ কালে ত্রিপুরারি (মহাদেব) তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর বৃত্রাসুর বধকালে ঘোর প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করেন। তদনন্তর মুনীন্দ্র মনু সুরথাদি মানবগণ প্রতি কল্পে সেই পরাৎপরা পরমা প্রকৃতির স্তব করিয়াছিলেন। যে যে সময়ে যে যে পুরুষ কর্ত্তৃক সেই মহাদেবী পূজিতা ও স্তুতা হইয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

এই দশ অবতার দশপ্রকার দানবকুল ধ্বংস করিবার জন্ত ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কল্কী অবতার ভবিষ্যতে হইবে বলিয়া বর্ণনা আছে।

১। প্রথম মৎস্যাবতার।

সপ্তমে দিবসে ত্বব্ধিঃ প্লাবয়িষ্যতি বৈ জগৎ।
উপস্থিতায়াং নাবিত্বং বীজাদীনি বিধায় চ॥
সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতো নিশাং ব্রাহ্মীং চরিষ্যসি।
উপস্থিতস্য মে শৃঙ্গে নিবন্না হি মতা ছিনা॥　মৎস্য পুরাণ।

ছয় দিনের পর সপ্তম দিবসে সমুদয় জগৎ সাগর জলে প্লাবিত হইবে। একখানি নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইলে তুমি স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ জীবের বীজ লইয়া তাহাতে আরোহণ করিবে। তদনন্তর তুমি সপ্তর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া সেই ব্রাহ্মীনিশা যাপন করিবে। সেই সময় আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইলে তুমি রজ্জুদ্বারা আমার শৃঙ্গে সেই নৌকা বন্ধন করিবে।

২। দ্বিতীয় কূর্ম্মাবতার।

"কূর্ম্মরূপং সমাস্থায় দধ্রে বিষ্ণুশ্চ মন্দরম্"। কূর্ম্মপুরাণ।

সমুদ্র মন্থনকালে ভগবান কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া মন্দর পর্ব্বতের আধারস্বরূপ হইয়াছিলেন।

৩। তৃতীয় বরাহাবতার।

দেবৈর্গত্বা স্তুতো বিষ্ণুর্যজ্ঞরূপো বরাহকঃ।
অভূৎ তংদানবং হত্বা দৈত্যাঃ সাকণ্ঠকণ্টকম্॥　বরাহপুরাণ।

অসুরগণের পীড়নে দেবগণ বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু যজ্ঞরূপী বরাহ হইয়া দেব কণ্টক দানব হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন।

৪। চতুর্থ নৃসিংহাবতার।

নরস্যার্দ্ধ তনুং কৃত্বা সিংহস্যার্দ্ধ তনুং তদা।
নৃসিংহবপুরব্যগ্রো হিরণ্যকশিপোঃ পুরে॥৫৩॥
আবির্বভূব সহসা মোহয়ন্ দৈত্যদানবান্।
দংষ্ট্রাকরালো যোগাত্মা যুগান্ত দহনোপমঃ॥৫৪॥

১৬ অঃ, কূর্ম্মপুরাণ।

মৎস্যাবতার—জলপ্লাবন হইতে মনুকে বাঁচাইবার জন্য, কূর্ম্মাবতার—সমুদ্র মন্থনের জন্য, বরাহাবতার—হিরণ্যাক্ষ্যাসুর বধের জন্য, নৃসিংহাবতার—হিরণ্যকশিপু বধের জন্য, বামনাতার—বলিরাজাকে ছলনা করিয়া পাতালপুরে পাঠাইবার জন্য, পরশুরাম অবতার—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ এবং একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করিবার জন্য, রামাবতার—রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ বধের জন্য, রাম-কৃষ্ণ

ভগবান বিষ্ণু মনে মনে চিন্তা করিয়া মনুষ্যের অর্দ্ধ শরীর ও সিংহের অর্দ্ধ শরীর ধারণ করিয়া নৃসিংহ মূর্ত্তিতে অব্যগ্রভাবে হিরণ্যকশিপুর সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া প্রলয় কালীন বহ্নিসদৃশ ও ভীষণ দংষ্ট্র হইয়া দানবদিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

৫। পঞ্চম বামনাবতার।

দেবাসুরে পুরাযুদ্ধে বলি প্রভৃতিভিঃ সুরা।
স্ততোঽসৌ বামনো ভূত্বাহাদিত্যাং সক্রতুং যযৌ॥

বামন পুরাণ।

দেবাসুর সংগ্রামে বলি প্রভৃতি মহাবল দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করিলে ভগবান কশ্যপের ঔরসে আদিতির গর্ভে বামনরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

৬। ষষ্ঠ পরশুরামাবতার।

বক্ষে পরশুরামস্য চাবতারং শৃণু দ্বিজ।
উদ্ধতান ক্ষত্রিয়ান্ মত্বাভূভার হরণায় সঃ॥১২॥

৪ অঃ অগ্নিপুঃ

হে ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়গণ (বিদ্রোহীগণ) নিতান্ত উদ্ধত হইলে নিমিত্ত যে ভগবান বিষ্ণু পরশুরাম অবতার হইয়াছিলেন তাহার। শ্রবণ করুন।

৭। সপ্তম শ্রীরামচন্দ্রাবতার।

রাবণাদের্ব্বধার্থায় চতুর্দ্ধাভূৎ স্বয়ং হরি-
রাজ্ঞো দশরথাদ্রামঃ কৌশল্যায়াং
কৈকেয়্যাং ভরতঃ পুত্রঃ সুমিত্রায়াঞ্চ লক্ষণঃ।
শক্রয় ঋষ্যশৃঙ্গেন তাসু সন্দত্ত পায়সাৎ॥ ৪র্থ অঃ, অগ্নিপুরাণ।

ভগবান হরি রাবণ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বধের নিমিত্ত চারি অংশে বিভক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে রাম

অবতার—কংস ও শিশুপাল বধের জন্য, বুদ্ধাবতার—কাপালিকগণের নরহত্যা নিবারণের জন্য, কল্কী অবতার—ম্লেচ্ছজাতির ধ্বংসের জন্য। বিষ্ণুর এই দশাবতার দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন জন্য হইয়াছিল। বিষ্ণুর এই দশাবতারের মধ্যে=নৃসিংহ, রাম এবং কৃষ্ণ এই ত্রিমূর্ত্তির পূজা ও মন্ত্রগ্রহণ হইয়া থাকে। স্ত্রী পুং ভেদে এই সকল অবতার ভূভার হরণের জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেইজন্য ইঁহারা দেবপদবাচ্য ও পূজার যোগ্য হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা মানব ধর্ম্মাবলম্বী জীব।

চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐরূপ কৈকেয়ীর গর্ব্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ব্ভে লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এই চারি ভ্রাতাই ঋষ্যশৃঙ্গ কর্ত্তৃক যজ্ঞে সমুৎপন্ন পায়স ভক্ষণদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

৮। অষ্টম শ্রীকৃষ্ণাবতার।

সংক্রামিতোঽভূদ্রোহিণ্যাং রোহিণেয় স্ততোহরিঃ।
কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ নভসি অর্দ্ধরাত্রে চতুর্ভুজঃ॥
দেবক্যা বসুদেবেন স্ততোবালো দ্বিবাহুকঃ।
বসুদেবঃ কংস ভয়াদ্ যশোদা শয়নেঽনয়ৎ॥

৪র্থ অ, অগ্নিপুরাণ।

অনন্তর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে ভগবান বিষ্ণু ভূভার হরণের নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ব্ভে চতুর্ভুজরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। দেবকী ও বসুদেব স্তব করিলে ঐ চতুর্ভুজ বালক দ্বিভুজ হইলেন। তখন বসুদেব কংস ভয়ে ভীত হইয়া ঐ বালককে যশোদার শয্যায় রাখিয়া আসিলেন।

৯। নবম বুদ্ধাবতার।

রক্ষ রক্ষেতি শরণং বদন্তো জগতীশ্বরম্।
মায়া মোহ স্বরূপোঽসৌ শুদ্ধোদন সুতোঽভবৎ॥
মোহয়ামাস দৈত্যাং স্তাং স্ত্যাজিতো দেবধর্ম্মকম্।
তে চ বৌদ্ধা বভূবুর্হি তেভ্যোঽন্যে বেদ বর্জ্জিতাঃ॥

৪র্থ অ, অগ্নিপুরাণ।

অসুরদিগের নিকট দেবগণ পরাস্ত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন—হে দেব! আমাদিগকে রক্ষা করুন! তখন নারায়ণ মায়া

অতিরিক্ত অবতার।

ইহা ব্যতীত নারায়ণ এবং বালগোপাল, অনন্ত, বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, যুগলকিশোর, হরিহর, দধিবামন, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, হনুমান, গরুড় ও হয়গ্রীব ইত্যাদি বহুসংখ্যক দেবতার অবতারের কথা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু এই সকল দেবতাদিগের উপাসক অতি বিরল। হেতু এই যে, এই সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণ হয় না, কেবল আবশ্যকমত পূজা হয় মাত্র।

মোহ স্বরূপ শুদ্ধোদন তনয় শাক্যসিংহ রূপে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যগণকে মোহাভিভূত ও বেদধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়া তুলিলেন। এই সমুদয় দৈত্য, বৌদ্ধ নামে বিখ্যাত হইল। আর এই বৌদ্ধগণ হইতে অনেকে বেদ বিবর্জ্জিত হইয়া উঠিল।

১০। দশম কল্কী অবতার।

ধর্ম্ম কঞ্চুক সংবীতা অধর্ম্ম রুচয় স্তথা।
মানুষান ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছাঃ পার্থিব রূপিণঃ॥
কল্কী বিষ্ণু যশঃ পুত্রো যাজ্ঞবল্ক্য পুরোহিত।
উৎসাদয়িষ্যতি ম্লেচ্ছান্ গৃহীতাস্ত্রঃ কৃতায়ুধ॥

কল্কী পুরাণ।

প্রবল কলি সময়ে ম্লেচ্ছগণই রাজা, তাহাদের সর্ব্বদাই অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকিবে। তাহারা বাহিরে ধর্ম্মের কঞ্চুকে (খোলসে) আবৃত হইয়া মনুষ্যগণের সর্ব্বনাশ করিবে। তৎপরে বিষ্ণু, বিষ্ণুযশার ঔরসে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছগণকে উৎসন্ন করিবেন।

আধুনিক অবতার।

শঙ্করাচার্য্য—শঙ্করের অবতার, মণ্ডনমিশ্র—ব্রহ্মার অবতার, চৈতন্য মহাপ্রভু—বিষ্ণুর অবতার। অধুনা রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও অবতার বলিয়া স্বীকার করিবার চেষ্টা উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে ইনিও অবতার বলিয়া গণ্য হইবেন। অমানুষিক প্রভাব থাকিলেই অবতার বলিয়া গণ্য হয়। রামকৃষ্ণপরমহংস কোন দেবতার অবতার হইবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। পরে যেরূপ হইবে তাহা পশ্চাতে দেখিতে পাইবেন। বস্তুতঃ ইহাদিগের গুণানুসারে সিদ্ধপুরুষ বা উত্তম সাধক বলা যাইতে পারে, অবতার বলা যায় না।

বিষ্ণুর অবতারের কারণ গীতায় উক্ত হইয়াছে। যথা—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

৪র্থ, অ. গীতা।

অর্থাৎ হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি কিনা বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কিনা প্রাচুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মাকে সৃষ্টি করি, কিনা অবতার হই ॥ ৭ ॥

আমি সাধুগণের কিনা স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের অর্থাৎ পাপীলোকদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। ৮ ॥

বৈদেশিক অবতার।

ভারতের মত অন্যান্য দেশেও ভগবানের অবতার দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৌদ্ধাবতারের পর ভগবানের দৃষ্টি প্যালেষ্টাইন প্রদেশের যেরুশিলাম নগরে পতিত হইয়াছিল। প্রভু যিশুখৃষ্ট এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রভু যিশুখৃষ্ট ভারতে আসিয়া হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া পরে নিজদেশে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অমৃতবাজার ও বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল যে, জনৈক রুষ পণ্ডিত তিব্বতের কোন বৌদ্ধমঠে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রভু যিশুখৃষ্ট ভারতে আগমন করিয়া ৺কাশী ধামে বেদ শিক্ষা করেন, তদনন্তর তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করেন, পরে শ্রীক্ষেত্র হইয়া স্বদেশে গমন করেন। তিনি নিজধর্ম্মে-হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতেই ক্যাথলিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের মিলন দেখা যায়। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট আমাদের আসিয়াবাসী পরম ধার্ম্মিক ঋষি (অবতার) ছিলেন। ইহার পর আরবদেশে মক্কা নগরে মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়া মুষলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন।

হিমালয় প্রতি ভগবতীর উপদেশ। যথা—

স্বষ্ট্যর্থ মাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়ার্পিতং।
ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুমান্ স্ত্রী চ বিভেদতঃ ॥১২॥

৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আমি সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার রূপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, তাহার মধ্যে এক ভাগে পুরুষ ও অপর ভাগে নারীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে।

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিব শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত্ত্ববিত্তু পরাৎপরং ॥১৩॥

৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

দেবাদিদেব মহাদেব তিনিই পরম পুরুষ এবং তৎপত্নী ভবানী আমিই শ্রেষ্ঠা শক্তিরূপা। সেই কারণে তত্ত্বদর্শী পরম যোগী পণ্ডিতগণ, পরম পুরুষরূপী মহাদেবকে এবং শক্তিরূপা আমাকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। হে পিতঃ! কেবল এই কারণেই কৃতবিদ্য বিচক্ষণ মহোদয়গণ আমাকে পরাৎপর পরমেশ্বরী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরং।
সংহরামি মহারুদ্ররূপেনান্তে নিজেচ্ছয়া ॥ ১৪ ॥

৪র্থ অধ্যায় ভগবতী গীতা।

হে গিরীন্দ্র! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আমি ব্রহ্মারূপে এই চরাচর সৃষ্টি করিয়াছি এবং মহারুদ্র রূপে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিয়া থাকি।

দুর্ব্বৃত্ত শমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরম পুরুষঃ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে ॥ ১৫ ॥

৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

হে পিতঃ! আমি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের রক্ষা করিবার জন্য পরম পুরুষ বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া এই সমস্ত চরাচর পালন করিয়া থাকি।

অবতীর্য্য ক্ষিতৌ ভূয়ো ভূয়ো রামাদি রূপতঃ।
নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি মহামতে॥ ১৬॥
৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

হে মহামতে! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আমিই ত্রেতাযুগে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রামরূপে এবং দ্বাপর যুগে ত্রিভুবন মনোমোহন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর কৃষ্ণরূপ প্রভৃতি নানাপ্রকার অবতার হইয়া বারংবার পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া দুর্বৃত্ত দানব ও রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া পৃথিবী প্রতিপালন ও ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকি।

রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং যত্র চ স্মৃতিঃ।
যতস্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যং দেহাত্মনা স্থিতং॥ ১৭॥
৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

হে পিতঃ! আমি শক্তিরূপা, মনুষ্যের স্মরণ-শক্তি আমা ব্যতিরেকে কখনই উদয় হয় না, পণ্ডিতেরা আমার ঐ শক্তি রূপকে সর্ব্ব প্রধানা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন, আপনি বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন যে মনুষ্যগণ ঐ শক্তি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

রূপেণৈতানি রাজেন্দ্র তথা কন্যাদিকানি চ।
স্থূলানি বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তে পূর্ব্বমুক্তং তবালয়ে॥ ১৮॥
৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

হে রাজেন্দ্র! কন্যা পুত্র প্রভৃতি এই সকল আমার স্থূলরূপ জানিবে, আর তোমার আলয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইতি পূর্ব্বে যে সকল আমার রূপ বর্ণন করিয়াছি তাহাই আমার সূক্ষ্মরূপ বলিয়া জানিবে।

অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বত পুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্টা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥ ১৯॥
৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

হে পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ! অগ্রে আমার স্থূল রূপ না জানিয়া সূক্ষ্ম রূপ জ্ঞাত হইবার প্রত্যাশা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পাবে না। যে হেতু আমার সূক্ষ্মরূপ বুদ্ধির অগম্য, যোগীগণ কঠোর তপস্যাদি দ্বারা যে রূপ জানিতে পারিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারে সেই রূপই আমার সূক্ষ্ম রূপ।

তস্মাৎ স্থূলং হি মেরূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ।
ক্রিয়া যোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ বিধানতঃ।
স্বল্পমালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ং ॥ ২০ ॥

৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

অতএব হে মহারাজ! মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ প্রথমে আমার স্থূল রূপ আশ্রয় করিবে এবং ভক্তি সহকারে ক্রিয়াযোগ দ্বারা ঐ স্থূল রূপের বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনাদি করিবে। পরে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে আমার পরম অব্যয় সূক্ষ্ম রূপ ধ্যান করিবে।

হিমালয় উবাচ।

মাতর্ব্বহুবিধং রূপং স্থূলং তব মহেশ্বরী।
তেষু কিংরূপ মাশ্রিত্য সহসা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ।
তন্মে ব্রূহি মহাদেবি যদি তে ময্যনুগ্রহঃ ॥ ২১ ॥

৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

হিমালয় জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মাতঃ! তোমার স্থূল রূপ নানা প্রকার, মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ তোমার কোন্ স্থূল রূপের আশ্রয় লইয়া মুক্তিলাভ করিবে? আমার প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে উহা ব্যক্ত করুন।

দেব্যুবাচ।

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নামস্তা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ২৪ ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষ ফলপ্রদা।
আশু কুর্ব্বন্ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥২৫॥

৪র্থ অ, ভগবতী গীতা।

হে পিতঃ! মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী, ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী, এই দশমহাবিদ্যা রূপে আমি মনুষ্যদিগকে অতি শীঘ্র মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকি ইহাতে সংশয় নাই।

শিবের প্রকার ভেদ।

দশ মহাবিদ্যার দশটি শিব আছেন। যথা—কালীর শিব—মহাকাল তারার শিব—অক্ষোভ্য, ত্রিপুরার শিব—পঞ্চবক্ত্র, ভুবনেশ্বরীর শিব—ত্র্যম্বক, ভৈরবীর শিব—দক্ষিণা মূর্ত্তি, ছিন্নমস্তার শিব—কবন্ধ ও কালরুদ্র, বগলার শিব-একবক্ত্র, মাতঙ্গীর শিব—মাতঙ্গ, কমলাত্মিকার শিব—বিষ্ণু, দুর্গার শিব—নারদ এবং অন্নপূর্ণার শিব—দশবক্ত্র। এতদ্ভিন্ন—প্রাসাদ শিব, বন্ধুকাভ শিব, সিন্দুর বর্ণ শিব, মৃত্যুঞ্জয় শিব, মহামৃত্যুঞ্জয় শিব, অর্দ্ধ নারীশ্বর শিব, নীলকণ্ঠ শিব, (ইনি জগদ্ধাত্রী ও মহিষমর্দ্দিনীর), চণ্ডেশ্বর শিব, কালরুদ্র শিব, ইনি

শ্রীদেব্যুবাচ—

কথিতং মে জগন্নাথ সর্ব্ব-বিদ্যাময় প্রভো।
মহা বিদ্যাসু সর্ব্বাসু গুহ্যসু ভুবন ত্রয়ে॥
এতাসাং দক্ষিণে ভাগে নানারূপঃ পিনাক ধৃক।
পৃথক পৃথঙ্ মহাদেব কথয়স্ব ময়ি প্রভো॥

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু চার্ব্বাঙ্গি শুভগে কালিকায়াশ্চ ভৈরম্।
মহাকালং দক্ষিণায়া দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ॥
মহাকালেন বৈ সার্দ্ধং দক্ষিণা রমতে সদা।
তারায়া দক্ষিণে ভাগে অক্ষোভ্যং পরিপূজয়েৎ॥
সমুদ্র মথনে দেবি কালকূটং সমুত্থিতং।
সর্ব্বে দেবাঃ সদারাশ্চ মহা ক্ষোভ মবাপ্নুয়ুঃ॥
ক্ষোভাদি রহিতঃ যস্মাৎ পীতং হলাহলং বিষম্।
অতএব মহেশানি অক্ষোভ্য পরিকীর্ত্তিতঃ॥
তেন সার্দ্ধং মহামায়া তারিণী রমতে সদা।
মহাত্রিপুর সুন্দর্য্যা দক্ষিণে পূজয়েচ্ছিবম্॥
পঞ্চ বক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ প্রতি বক্ত্রে সুরেশ্বরি।
তেন সার্দ্ধং মহাদেবি সদাকাম কুতূহলা॥
অতএব মহেশানি পঞ্চমীতি প্রকীর্ত্তিতা।
শ্রীমদ্ ভুবন সুন্দর্য্যা দক্ষিণে ত্র্যম্বকং যজেৎ।

ছিন্নমস্তার ভৈরব, পঞ্চানন শিব, হরগৌরী শিব, চন্দ্রশেখর শিব, কামেশ্বর শিব, ক্ষেত্রপাল শিব, বটুকভৈরব শিব! ইহা ব্যতীত সাধারণ শিবলিঙ্গ শিব, বাণলিঙ্গ শিব, পার্থিবশিবলিঙ্গ শিবের ব্যবহার আছে। তদ্ভিন্ন এক পঞ্চাশৎ পীঠদেবীর এক পঞ্চাশৎ শিব আছেন। যে সকল দেবীর ভৈরব পাওয়া যায় না সেই দেবতার ঋষিই তাহার ভৈরব।

স্বর্গে মর্ত্তে চ পাতালে যা চাদ্যা ভুবনেশ্বরী।
এতাসু রমতে যেন ত্র্যম্বকস্তেন কথ্যতে॥
স শক্তিশ্চ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ব তন্ত্র প্রপূজিতঃ।
ভৈরব্যা দক্ষিণে ভাগে দক্ষিণামূর্ত্তি সংজ্ঞকম্॥
পূজয়েৎ পর যত্নেন পঞ্চ বক্ত্রং তমেব হি।
ছিন্নমস্তা দক্ষিণাংশে কবন্ধং পূজয়েচ্ছিবম্॥
কবন্ধ পূজনা দেবি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ।
ধূমাবতী মহাবিদ্যা বিধবা রূপ ধারিণী॥
বগলায়া দক্ষভাগে এক বক্ত্রং প্রপূজয়েৎ।
মহারুদ্রেতি বিখ্যাতং জগৎ সংহার কারকম্॥
মাতঙ্গী দক্ষিণাংশে চ মাতঙ্গং পূজয়েচ্ছিবম্।
ত্বমেব দক্ষিণা মূর্ত্তিং জগদানন্দ কারকম্।
কমলায়া দক্ষিণাংশে বিষ্ণু রূপং সদাশিবং।
পূজয়েৎ পরমেশানি স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ॥
পূজয়েদন্নপূর্ণায়া দক্ষিণে ব্রহ্মরূপকম্।
মহা মোক্ষ প্রদং দেবং দশবক্ত্রং মহেশ্বরম্॥
দুর্গায়া দক্ষিণে ভাগে নারদং পরিপূজয়েৎ।
নাকারঃ সৃষ্টিকর্ত্তা চ দকারঃ পাপকঃ সদা॥
রেফঃ সংহাররূপশ্চ নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অন্যাসু সর্ব্ববিদ্যাসু ঋষির্যোযোনিগদ্যতে।
স এব তস্যা ভর্ত্তা চ দক্ষ ভাগেপ্রপূজয়েৎ॥

১ম পটল, তোড়ল তন্ত্র।

গণেশের প্রকার ভেদ।

গণেশ, মহাগণেশ, হেরম্ব, হরিদ্রা গণেশ, উচ্ছিষ্ট গণেষ, ইত্যাদি।

সূর্য্যের প্রকার ভেদ।

ভাস্কর, আদিত্য, সূর্য্য, ভানু, রবি, মার্ত্তণ্ড ও দিবাকর ইত্যাদি।

"সূর্য্য গণপতির্বিষ্ণু মহেশ ভগবত্যপি" যে শাস্ত্র প্রমাণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহাদের প্রকারভেদ বলা হইল; এই সকল দেবতারাই ইষ্ট দেবতা বলিয়া গণ্য। এই সমস্ত দেবতাগুলিকে পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সময়ে কি কি দেবতার উপাসনা হইত তাহা জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা অনেক সাধকের হইতে পারে এজন্য বেদ মন্থন করিয়া যে সকল দেবতা পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখাইবার অত্যন্ত প্রয়োজন। হেতু এই যে, অনেক ভ্রান্তচেতা লোক তন্ত্রশাস্ত্রকে বিষ-নয়নে দেখেন, তাঁহাদিগের সেই ভ্রম সংশোধনের জন্য বৈদিক দেবতা বলিব। তাঁহারা দেখিবেন যে সেই সকল দেবতা পঞ্চ ইষ্টদেবতার মত নহে, তাঁহারা সকলেই যোনি সম্ভবা, শুক্র শোণিতে তাঁহাদের জন্ম, তাঁহারা অস্মদাদির ন্যায় মাতৃ পিতৃ হইতে জাত। সুতরাং তাঁহাদিগকে দেবতা বলা আর কোন মনুষ্যকে দেবতা বলা একই কথা। ব্রাহ্মণ বংশ চিরকালই দেবতা বলিয়া খ্যাত, সেই হিসাবে তাঁহারা বেদের দেবতা হইয়াছেন। বেদের সেই দেবতা সকল কিরূপ, কাহার পুত্র, কাহার গর্ভে জন্ম? তাহা আনুপূর্ব্বিক দেখাইতেছি। ইহাতে অনেকে মনে করিবেন যে ইনি বেদের নিন্দা করিতেছেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই সে কথা বলিবেন না। কারণ, বেদে যাহা পাইয়াছি তাহাই দেখাইতেছি মাত্র। যাহারা বেদ বেদ করিয়া চীৎকার করেন তাঁহারা দেখুন বেদে কি দেবতা আছে।

বৈদিক দেবতা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুদিগের মধ্যে উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বৈদিক সময়ে উপাসনা পদ্ধতি যে ভাবে ছিল, যাহা ঋক্ যজু সামাথর্ব্ব মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; এসময়ে আর তাহা নাই। দেবাদিদেব মহাদেব বৈদিক দেবতাদিগের উপাসনা পদ্ধতি প্রণয়ন করেন নাই। তাহার কারণ, বোধ হয় সে সকল দেবতারা প্রকৃত পক্ষে ইষ্ট সাধন জন্য নহে যেহেতু তাঁহারা

প্রায় সকলেই যোনি সম্ভবা, অযোনিজ নহে। আবার কতকগুলি পঞ্চ ভূতাত্মক মাত্র। তাহা দেখাইতেছি, যথা—

১। অগ্নি—ধর্ম্মের ঔরসে ও বসুভার্য্যার গর্ভে উৎপত্তি, ইহার ভার্য্যা দক্ষকন্যা স্বাহা। ২। অপ—জল, পঞ্চভূতের অন্তর্গত চতুর্থ ভূত। ৩। অর্য্যমা—প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। ৪। ইন্দ্র—দেবতাদিগের রাজপদ বিশেষ এবং সূর্য্যের নামান্তর, মহারাজ নহুষ এক সময়ে ইন্দ্র হইয়াছিলেন; তৈত্তিরীয়ে উল্লেখ আছে ইনি অদিতির গর্ভ সম্ভূত। ৫। ইন্দ্রানী—ইন্দ্রপত্নী শচী, পুলোমার কন্যা। ৬। ঊষা—ঋষিকন্যা, ব্রহ্মমুহূর্ত্ত; অসুর রাজ বাণের কন্যা। ৭। ঋভু বৎসরের পুত্র, কশ্যপের পৌত্র। ৮। অশ্বিদ্বয়-অশ্বিনীকুমার দ্বয়, সূর্য্যের পুত্র অশ্বিনীরূপ ধারিণী সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম। ৯। দ্যাবা পৃথিবী-পৃথিবীও আকাশের মধ্যস্থান। ১০। তষ্টা-অদিতির গর্ভে কশ্যপের ষষ্ঠ পুত্র। ১১। দ্যু-দিন, আকাশ, স্বর্গ, অগ্নি, সূর্য্য। ১২। দক্ষিণা-যজ্ঞপত্নী। ১৩। দধিক্রা-অশ্ব রূপী অগ্নির নাম। ১৪। দৈব্য-দেবতা বিশেষ। ১৫। ধাতা-ভৃগুর পুত্র-কর্দ্দম কন্যা খ্যাতির গর্ভে জন্ম। ১৬। নদীগণ। ১৭। নাভাবত্য দেবতা বিশেষ। ১৮। নারাসংসী-দেবতা বিশেষ। ১৯। পিতৃলোক-অঙ্গিরার পুত্র স্বধার গর্ভে জাত। ২০। পূষা-কশ্যপের সপ্তম পুত্র অদিতির গর্ভে। ২১। পৃথিবী-ধরণী বেনরাজার পুত্র পৃথুরাজার দুহিতা, পঞ্চভূতের পঞ্চম ভূত বিশেষ। ২২। প্রচেতাদ্বয়-মিত্র বরুণ, বর্হিপুত্র, মুনিবিশেষ। ২৩। প্রজাপতি দক্ষ প্রভৃতি ব্রহ্মার দশ মানস পুত্র। ২৪। বরুণ-কশ্যপের পুত্র অদিতির গর্ভে। ২৫। বনস্পতি—পুষ্প ব্যতিরেকে ফলজনক বৃক্ষ, উদুম্বর গাছ। ২৬। বিষ্ণু—কশ্যপের পুত্র অদিতির গর্ভে। ২৭। বিশ্ব দেবগণ—ধর্ম্মের পুত্র বিশ্বার গর্ভে। ২৮। বৃহস্পতি—অঙ্গিরার দ্বিতীয় পুত্র কর্দ্দম ঋষির তৃতীয় কন্যা শ্রদ্ধার গর্ভে জাত। ২৯। বিশ্বকর্ম্মা—প্রভাসের পুত্র, বৃহস্পতির ভাগিনেয়, সূর্য্যের শ্বশুর। ৩০। ব্রহ্মণস্পতি—দেবতা বিশেষ ৩১। মরুৎ—বায়ু দেবতা, পঞ্চ ভূতের দ্বিতীয় ভূত। ৩২। মৃত্যু—যম, ধর্ম্মরাজ, সূর্য্যের পুত্র, বিশ্বকর্ম্মার দৌহিত্র সংজ্ঞার গর্ভে উৎপন্ন। ৩৩। ভগ—অদিতির গর্ভে কশ্যপের দ্বাদশ পুত্র। ৩ । মিত্রাবরুণ—কশ্যপের দশম পুত্র অদিতির গর্ভে। ৩৫। সবিতা—কশ্যপের নবম পুত্র অদিতির গর্ভে। ৩৬। সোম—পবমানসোম, অত্রির পুত্র অনুসূয়ার গর্ভে। ৩৭। সূর্য্য—

কশ্যপের পুত্র অদিতির গর্ভে। ৩৮। সীতা—স্বর্গ গঙ্গার শাখা বিশেষ। ৩৯। সারস্বত—দেশ বিশেষ, সরস্বতী নদী হইতে উৎপন্ন মুনি বিশেষ। ৪০। সরস্বতী—বাগদেবী, ব্রহ্মাণী, বাণী, নদী বিশেষে। ৪১। সদস্পতি—দেবতা বিশেষ। ৪২। স্বাহাকৃতি—দেবতা বিশেষ। ৪৩। হিরণ্যপাণি—দেবতা বিশেষ, মহাদেব। ৪৪। ক্ষেত্রপতি—রুদ্র বিশেষ। ৪৫। রুদ্র—একাদশরুদ্র ব্রহ্মার মানস পুত্র। ৪৬। হোতৃযুগল—যজমানরূপা শিবের মূর্ত্তি বিশেষ। এই সমস্ত গুলি বেদের দেবতা। যজ্ঞ স্থলে ইহাদের নামে হবন করা হইত এবং দেবতারা যজ্ঞ স্থলে স্বয়ং আসিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন।

বেদের ঋষি।

এই সমস্ত দেবতাগণের ঋষি যথা ক্রমে—মধুচ্ছন্দা—বিশ্বামিত্রের পুত্র; মেধাতিথিঃ—কণ্বঋষির পুত্র। শুনঃশেপ—অজীগর্ত্তির পুত্র, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্বীয় পুত্র রোহিতাশ্বের পরিবর্ত্তে বরুণ দেবকে বলি (নরবলি) দিবার জন্য শুনঃশেপকে ক্রয় করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের উপদেশে বরুণদেবকে উপাসনা করিয়া প্রাণ ভিক্ষা পাইয়াছিলেন। হিরণ্যস্তূপ—অঙ্গিরার পুত্র। কণ্ব—ঘোর ঋষির পুত্র। প্রস্কণ্ব—কণ্বের পুত্র। অগস্ত্য—মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভজাত। গৃৎসমদ ও প্রজাপতি ঋষি ইনি কখনও দেবতা এবং কখনও ঋষি, ঋকবেদের দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে ১।১০ দশটি ঋকের দেবতা এবং তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে ১।২২ বাইশটি ঋকের ঋষি। বিশ্বামিত্র—গাধি রাজার পুত্র রাজর্ষি, ইনি বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজ দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন; আদ্যাশক্তি মহামায়ার কৃপায় কৃতকার্য্য হন, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বামদেব ঋষি। অত্রি গোত্রজা বিশ্ববরা নাম্নী রমণী, ইনি ঋক্ বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের ১।৬ ছয়টি ঋকের ঋষি। অত্রি, পায়ু, বশিষ্ঠ, বৈবস্বত মনু, ত্র্যরুণ, এসদস্যু, কশ্যপ, যম, ইহারা কখনও ঋষি এবং কখনও দেবতা। শঙ্খ, দমন, সিন্ধুক্ষিৎ, বিশকর্ম্মা ইহারা কখনও ঋষি এবং কখনও দেবতা। সূর্য্যা ও হিরণ্যগর্ভ ইহারা কখনও ঋষি ও কখনও দেবতা ইত্যাদি।

বেদ অতি প্রাচীন, কিন্তু বেদে মধু কৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ ইত্যাদির ও মীনাদি অবতারের উল্লেখ নাই, দক্ষ যজ্ঞ নাই অথচ অজীগর্ত্তি, শুনঃসেপ ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা আছে, ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝা যায় না।

বেদের যজ্ঞ।

যজ্ঞ তিনপ্রকার, যথা—একাহ, অহীন এবং সত্র। এক দিবসে যে সকল যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় তাহার নাম একাহ, যেমন—অগ্নিষ্টোম, ষোড়শী। ততোধিক কালে যাহা সম্পূর্ণ হয় তাহার নাম অহীন, যথা—গর্গ ত্রিরাত্র, দ্বাদশাহ ইত্যাদি। দ্বাদশ দিনাতিরিক্ত কালে যে সকল যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় তাহার নাম সত্র। যথা—গবাময়ন সত্র, কিম্বা গোমেদ যজ্ঞ। অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি। গবাময়ন যজ্ঞ দশমাসে এবং অশ্বমেধ এক বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞকাণ্ড এই গ্রন্থের মধ্যভাগে পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এই সমস্ত দেবতাগণের ও যজ্ঞমধ্যে কোনরূপ ইষ্টদেবতার সম্পর্ক নাই। কোন বৈদিক দেবতার বীজমন্ত্র, ধ্যান ও পূজাপদ্ধতি দৃষ্টি গোচর হয় না। ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা কোন বৈদিক দেবতার অর্চনাও হয় না; তবে ইষ্টপূজা বা কোন দেবতার পূজার সময়ে—"ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজার বিধি আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন যজ্ঞে দেবতার (বৈদিক দেবতার) কেবল ঘৃতাহুতি দ্বারা স্তুতি পাঠ (ঋকোচ্চারণ—মন্ত্র) পূর্ব্বক হবন করা হয় মাত্র। তাহা কিরূপ? তাহা এই গ্রন্থের পূর্ব্ব ভাগের ১৯ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি।

গণপতির ধ্যান ও মন্ত্র।

"পঞ্চান্তকং শশিযুতং বীজং গণপতের্ব্বিদুঃ"।

পঞ্চান্তকং—গকারঃ। শশিযুতং—চন্দ্রবিন্দু যুক্ত=গঁ, মন্ত্র গং। এই গং মন্ত্রে গণেশের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্ত পদ্মৈর্দধানং,
দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজ পূরাভিরামং।
বালেন্দুদ্যোত মৌলিং করিপতি বদনং দান পূরার্দ্র গণ্ডং,
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্ত বস্ত্রাঙ্গরাগং॥

গণেশের পৌরাণিক ধ্যান এবং মন্ত্র।

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরং সুন্দরং,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ লুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্।

অন্বয়ার্থ—সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, ত্রিনয়ন এবং স্থূলোদর বিশিষ্ট। হস্ত চতুষ্টয়ে দন্ত, পাশ, অঙ্কুশ এবং ইষ্টা ধারণ করিয়াছেন। বালচন্দ্র দ্বারা কপাল-দেশ উজ্জ্বল, হস্তীর ন্যায় মুখ এবং মদবারি দ্বারা গণ্ডস্থল আর্দ্র রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে সর্প ভূষণ এবং রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন।

শিবের পঞ্চাক্ষর ও ষড়ক্ষর মন্ত্র।

হৃদয়ং বপরং সাক্ষি লান্তোঽনন্তান্বিতো মরুৎ।
পঞ্চাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তস্তারা দ্যোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ ॥

তন্ত্র সার।

পঞ্চাক্ষর ও ষড়ক্ষর মন্ত্রোদ্ধার, যথা "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর এবং "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর। এই দ্বিবিধ মন্ত্রে যে শিবের পূজা হয় সেই শিবের ঋষ্যাদি ন্যাসে—"শিরসি বাম দেবায় ঋষয়ে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ১৬১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, সেই মত করাঙ্গ ন্যাসাদি করিবে।

দন্তাঘাত বিদারি তারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং,
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥
কর্ম্মসু ইতি দ্বিপাট। মন্ত্র—গং গণেশায় নমঃ ॥

অন্বয়ার্থ—খর্ব্বং বেঁটে, স্থূল তনুং মোটাসোটা, গজেন্দ্রবদনং—হস্তীর মত মুখ, লম্বোদরং—ভুঁড়ীওয়ালা পেট, সুন্দরং—দেখিতে সুশ্রী, মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ সকল ক্ষরিত মদ গন্ধে যাহার গণ্ডস্থলে বসিতে গিয়া সর্ব্বদা বিরক্ত করিতেছে। যিনি দন্তাঘাতে শত্রুগণকে বিদারণ করিয়া রক্তাক্ত দন্ত সিন্দুরের ন্যায় রঞ্জিত হইয়াছে, সেই পার্ব্বতিপুত্র গণদেবকে বন্দনা করি যিনি সাধককে সিদ্ধি প্রদান এবং কামনা পূর্ণ করেন।

বাণ লিঙ্গের ধ্যান।

প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং।
কাম বাণান্বিতং দেবং সংসার দহন ক্ষমং।
শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং ॥

বাণলিঙ্গ পূজার মন্ত্র—"ঐং হৌং ক্লীং বাণেশ্বর শিবায় নমঃ।"

এই শিবের ধ্যান, যথা—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগ বরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈ-র্ব্যাঘ্র কৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

অস্যার্থ— দেহের বর্ণ রজত পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্র, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, এবং রত্ন রাশির ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহ। হস্তেতে পরশু (কুঠার), মৃগ, বরমুদ্রা ও অভয় মুদ্রা আছে। প্রসন্ন বদন, পদ্মোপরি উপবিষ্ট এবং ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান, চতুর্দ্দিকে দেবগণ স্তব করিতেছেন, ইনি জগতের আদি, জগৎ কারণ এবং সমস্ত ভয় হরণ করেন। এই দেবতার পঞ্চ বদন ও প্রতি বদনে তিনটি করিয়া চক্ষুঃ আছে।

এই ধ্যান এবং মন্ত্র সাধারণ শিবলিঙ্গ পূজনের জন্য, শিবের বিশেষ শিবের মূর্ত্তি পূজনের জন্য নহে। অস্মদেশে শৈব সম্প্রদায় অতি বিরল এজন্য সে সকল ধ্যান ও মন্ত্রের অবতারণা করা গেল না।

অথ প্রাসাদ শিব মন্ত্র ও ধ্যান।

সান্ত মৌকার সংযুক্তং বিন্দু ভূষিত মস্তকং।
প্রাসাদাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদোমণিঃ॥

ইহা দ্বারা মন্ত্রোদ্ধার হইল "হৌঁ"। এই একাক্ষর মন্ত্রের নাম প্রাসাদ বীজ। এই মন্ত্রে ভজনা করিলে সকল কামনা পূর্ণ হয়।

এই মন্ত্রের ধ্যান। যথা—

মুক্তা পীত পয়োদ মৌক্তিক জবা বর্ণৈ র্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিত মীশ মিন্দু মুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং। শূলং টঙ্ক কৃপাণ বজ্রদহনা নাগেন্দ্র ঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং দধান মমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গংভজে।

অস্যার্থ—মুক্তাবর্ণ, পীতবর্ণ, মেঘবর্ণ, শুভ্রবর্ণ ও জবাবর্ণ এইরূপ বর্ণ বিশিষ্ট পঞ্চমুখ, প্রত্যেক বদনে ত্রিনয়ন, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং কোটী চন্দ্রের ন্যায় দেহ কান্তি। হস্তেতে শূল, টঙ্ক, খড্গ, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা আছে।

সূর্য্য মন্ত্র এবং ধ্যান।

মন্ত্র। যথা—"ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য" মন্ত্র পূজা হয়।

তেতা ধ্যানং।

রক্তাব্জ যুগ্মাভয়দান হস্তং কেয়ূর হারাঙ্গদ কুণ্ডলাঢ্যং।
মাণিক্য মৌলিং দিননাথ মীড়ে বন্ধূক কান্তিং বিলসত্রিনেত্রং॥

তন্ত্রসার।

অস্যার্থ—হস্তে দুইটি রক্তপদ্ম আছে, অভয় মুদ্রা ও বরমুদ্রাও আছে এবং কেয়ূর, হার, বলয় ও কুণ্ডলাদি ভূষণে ভূষিত। কপালে মাণিক্য এবং বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় দেহ কান্তি এবং ত্রিনয়ন বিশিষ্ট।

সূর্য্যের আরও মন্ত্র এবং ধ্যান আছে তাহার অবতারণা করিলাম না। কারণ, অস্মদেশে সৌর সম্প্রদায় নাই।

সূর্য্য মন্ত্র।

তারো ঘৃণির্ভৃগুঃ পশ্চন্বামকর্ণ বিভূষিতঃ।
বহ্ন্যা সনোমরুচ্ছেব সনেত্রোহ ত্রিস্ত্য পশ্চিমঃ।
অষ্টাক্ষরোমনুঃ প্রোক্তা ভানো রভিমতঃ পরঃ॥

মন্ত্রোদ্ধার—"ওঁ ঘৃনি সূর্য্য আদিত্য" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পূজা হয়।

সূর্য্যের অন্য ধ্যান ও মন্ত্র।

রক্তাম্বুজাসন মশেষ গণৈক সিন্ধুং ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্য মৌলি মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং॥

অস্যার্থ—রক্ত পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট, সকল গুণের আধার, এবং সমস্ত জগতের অধিপতি। হস্তে দুইটি পদ্ম, বরমুদ্রা এবং অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন, কপালে মাণিক্য আছে, রক্তবর্ণ দেহকান্তি এবং ত্রিনয়ন।

সাধারণ পূজা মন্ত্র—"শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।"

আকাশমগ্নি দীর্ঘেন্দু সংযুতা ভুবনেশ্বরী।
স্বর্গান্বিতো ভৃগুর্ভানো স্ত্র্যক্ষরোমনুঃ সমীরিতঃ।

মন্ত্র—হ্রাং হ্রীং সঃ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রেও সূর্য্যের পূজা করিতে পারে।

শ্রীবিষ্ণু মন্ত্র।

তারং নমঃ পদং ব্রুয়ান্নরৌ দীর্ঘ সমন্বিতৌ।
পবনো নায় মন্ত্রোয়ং প্রোক্তো বস্বক্ষরঃ পরঃ ॥
মন্ত্র "ওঁ নমো নারায়ণায়, শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।"

অথ বিষ্ণুর ধ্যান।

উদ্যৎ প্রদ্যোতন শতরুচিং তপ্ত হেমাবদাতং পার্শ্বদ্বন্দ্বে
জলধি সুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং। নানা রত্নোল্লসিত
বিবিধা কল্পমাপীত বস্ত্রং বিষ্ণুং বন্দে দরকমল
কৌমোদকী চক্র পাণিং।

অন্বার্থ—উদয়শীল শত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, প্রতপ্ত সুবর্ণের তুল্য দেহ-কান্তি, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বসুমতী আছেন। নানাবিধ বত্ন ভূষণে ভূষিত এবং পীত বস্ত্র পরিধান, এইরূপ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী বিষ্ণুকে বন্দনা করি।

শ্রীবিষ্ণুর অন্য ধ্যান।

ওঁ উদ্যৎ কোটি দিবাকরাভ মনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রত মিন্দিরা বসুমতী সংশোভিপার্শ্বদ্বয়ং। কোটিরাঙ্গদহারকুণ্ডল ধরং পীতাম্বরং কৌস্তভো দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎ শ্রীবৎস চিহ্নং ভজে।

অন্বার্থ—উদয়শীল কোটি দিবাকরের ন্যায় দেহ কান্তি, শঙ্খ, গদা, পদ্ম, ও চক্রধারী, লক্ষ্মী ও বসুমতী কর্তৃক পার্শ্বদ্বয়ে শোভমান। ইন্দ্রনীলমণি, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলধারী, পীত বস্ত্র পরিধান, কৌস্তভ মণি দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন আছে। পূজামন্ত্র—শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

শ্রীমন্নারায়ণের মন্ত্র এবং ধ্যান।

মন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়।

ধ্যান যথা—

ধ্যেয় সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ
সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনক
কুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুধৃত শঙ্খচক্রঃ॥

অস্যার্থ—নারায়ণ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার হস্তে কেয়ূর (বাজু), কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, মস্তকে কিরীটী (মুকুট), গলে মুক্তাময় হার, হিরণ্ময় বপু—সোনার ন্যায় দেহ কান্তি এবং শঙ্খ চক্র ধারী।

যদিও এই ধ্যানে গদাপদ্মের উল্লেখ নাই, কিন্তু সাধক ধ্যান কালে গদা পদ্মের চিন্তা করিবেন।

বাসুদেব মন্ত্রঃ এবং ধ্যান।

প্রণবো ভগবতে বাসুদেবায় কীর্ত্তিতঃ।
প্রধানে বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোহয়ং সুরপাদপঃ॥

মন্ত্রোদ্ধার—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কল্প বৃক্ষ স্বরূপ। এই মন্ত্রে সাধকের সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হয়।

ততো ধ্যানং।

বিষ্ণুং শারদ চন্দ্র কোটী সদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা—
সম্ভোজং, দধতং সিতাব্জ নিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনং।
আবদ্ধাঙ্গদ হার কুণ্ডল মহা মৌলিং স্ফুরৎ কঙ্কণং,
শ্রীবৎসাঙ্ক মুদার কৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতং॥

অস্যার্থ—শরৎ কালীন কোটি চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহ। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, চতুর্ভুজ এবং শ্বেত পদ্মোপরি উপবিষ্ট। স্বীয় দেহ কান্তিতে জগৎ মোহিত করিতেছেন। অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণাদি বিবিধ ভূষণে ভূষিত। বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ও কণ্ঠে কৌস্তুভমণি আছে।

নৃসিংহদেবের ধ্যান এবং মন্ত্র।

মাণিক্যাদ্রি সম প্রভং নিজরুচা সংত্রস্তরক্ষোগণং জান্বন্যস্ত করাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ ভূষণং। বাহুভ্যাং ধৃত শঙ্খ চক্র মনিশং দংষ্ট্রাগ্র বক্ত্রোল্লসজ্জ্বালা জিহ্ব মুদার কেশব চয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুং॥

অস্যার্থ—মাণিক্যময় পর্ব্বতের ন্যায় দেহকান্তি, নিজ শরীর প্রভায় রাক্ষসগণ ভীত হইতেছে। হস্তদ্বয় জানুদ্বয়ের উপরি বিন্যস্ত আছে। ত্রিনয়ন এবং রত্ন নির্ম্মিত ভূষণে ভূষিত। হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র আছে। দন্তদ্বারা বিকট বদন হইতে অগ্নি শিখার ন্যায় জিহ্বা বহির্গত হইয়াছে। দীর্ঘ কেশর সমূহ বিদ্যমান আছে এবং নৃসিংহাকার অর্থাৎ অর্দ্ধদেহ সিংহাকৃতি ও অর্দ্ধদেহ মনুষ্যের ন্যায়।

মন্ত্র—উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং॥

নৃসিংহ মন্ত্র।

উগ্রং বীরং বদেৎ পূর্ব্বং মহাবিষ্ণুমনন্তরং।
জ্বলন্তং পদমাভাষ্য সর্ব্বতো মুখমীরয়েৎ॥
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং বদেত্ততঃ।
নমাম্যহমিতি প্রোক্তো মন্ত্র রাজঃ সুরক্রমঃ॥ নিবন্ধ তন্ত্র।

অন্যধ্যান ও মন্ত্র।

পূজা মন্ত্র—"আং হ্রীং ক্ষৌং হুঁ ফট্"।

কোপাদা লোল জিহ্বং বিবৃত নিজমুখং সোম সূর্য্যাগ্নি নেত্রং
পাদাদা নাভিরক্ত প্রভ মুপরিসিতং ভিন্ন দৈত্যেন্দ্র গাত্রং।
শঙ্খং চক্রং সপাশাঙ্কুশ কুলিশা গদা দারুণান্যুদ্বহন্তং ভীমং
তীক্ষ্ণো গ্রদংষ্ট্রং মণিময় বিবিধা কল্পমীড়ে নৃসিংহং॥

অস্যার্থ—কোপে লোল জিহ্বা, বিবৃত বদন এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপ ত্রিনেত্র। পাদযুগল হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ এবং উপরিভাগ শ্বেত বর্ণ। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদারণ করিতেছেন। শঙ্খ, চক্র, পাশ ও

শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান ও মন্ত্র।

বীজমন্ত্র রাং, পূজামন্ত্র—শ্রীরাম চন্দ্রায় নমঃ।

ধ্যান—কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষ মিন্দ্রনীল সমপ্রভং। দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রা বেষ্টন তৎপরং॥ পৃষ্ঠতো লক্ষণং দেবং সচ্ছত্রং কনক প্রভং। পার্শ্বে ভরত শত্রুঘ্নৌ তালবৃন্ত করাবুভৌ। অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহ কাঙ্ক্ষিণম্।

অন্বার্থ—কোমলাঙ্গ, বিশাল চক্ষু নীলবর্ণ দেহকান্তি, দক্ষিণাংশে দশরথ পুত্রগণে পরিবৃত, পৃষ্ঠদিক হইতে লক্ষণ ছত্র ধরিয়া আছেন, পার্শ্বে ভরত শত্রুঘ্ন তালবৃন্ত (পাখা) ব্যজন করিতেছেন এবং সম্মুখে হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

অঙ্কুশ, বজ্র ও গদা ধারণ করিয়াছেন। ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ দন্ত এবং মণিময় বিবিধ আভরণে বিভূষিত রহিয়াছেন।

শ্রীরাম চন্দ্রের অন্য মন্ত্র ও ধ্যান।

মন্ত্র—হুঁ জানকী বল্লভায় স্বাহা, পূজা মন্ত্র শ্রীরাম চন্দ্রায় নমঃ।

ধ্যান—অযোধ্যা নগরে রম্যে রত্ন সৌবর্ণ মণ্ডপে। মন্দার পুষ্পেরাবদ্ধ বিতানে তোরণান্বিতে॥ সিংহাসন সমারূঢ় পুষ্পকোপরি রাঘবং। রক্ষোভি হরি ভির্দেবৈর্দিব্য যানগতৈঃ শুভৈঃ॥ সংস্তূয়মানং মুনিভিঃ সর্বতঃ পরিশোভিতং। সীতালঙ্কৃত বামাঙ্গং লক্ষণেনোপসেবিতং। শ্যামং প্রসন্ন বদনং সর্ব্বাভরণ ভূষিতং॥

অন্বার্থ—মনোহর অযোধ্যা নগরীতে রত্ননির্ম্মিত অতি সুন্দর মণ্ডপ, তাহাতে মন্দার পুষ্প শোভিত বিতান, তন্মধ্যে পুষ্পকোপরি সিংহাসনস্থিত রামকে—দিব্যযানারূঢ় রাক্ষস, বানর ও দেবগণ স্তব করিতেছেন, মুনিগণ চতুর্দ্দিকে বসিয়া শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, সীতাদেবী বামাঙ্গে উপবিষ্টা আছেন, লক্ষণ নিরন্তর সেবা করিতেছেন, শ্রীরামচন্দ্র শ্যামবর্ণ, প্রসন্ন বদন এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত রহিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের অন্য মন্ত্র এবং ধ্যান।

বীজমন্ত্র—শ্রীংরাম, রাং রামায় নমঃ, ক্লীংরাম, রাম, ওঁরাম, হ্রীং রাম, রাং, শ্রীরাম চন্দ্রায় নমং ইতি পূজা মন্ত্র। অথ ধ্যান যথা—

কালাম্ভোধরকান্তি কান্ত মনিশংবীরাসনাধ্যাসীনং,
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভং রাঘবং,
পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদি বিবিধা কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥

অন্বার্থ—মেঘের ন্যায় দেহ কান্তি, কৃষ্ণবর্ণ শবীব, অতি কোমলাঙ্গ ও বীবাসনে উপবিষ্ট। একহস্তে জ্ঞানমুদ্রা ও অপব হস্ত জানুব উপব বিন্যস্ত। পার্শ্বদেশে পদ্মহস্তা সৌদামিনী বর্ণা সীতাদেবী উপবিষ্টা আছেন। বামচন্দ্র সীতা দেবীকে দৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাব মস্তকে বত্ন মুকুট এবং অঙ্গদাদি বিবিধ বত্ন ভূষণে শরীব উজ্জ্বল হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

ফুল্লেন্দীবর কান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতংস প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্ক মুদার কৌস্তুভ ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎ পলার্চ্চিত তনুং গো গোপ সংঘা
বৃতং, গোবিন্দং কলবেণু বাদন পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥
"মন্ত্র—ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"।

অন্বার্থ—প্রফুল্ল ইন্দীববেব ন্যায় দেহকান্তি, চন্দ্রের ন্যায় শোভাপূর্ণ বদন, শিরোদেশ ময়ূব পুচ্ছ ভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি, পবিধানে পীত বস্ত্র। গোপীদিগেব নয়নোৎপল দ্বাবা সর্ব্ব শবীব অর্চ্চিতা এবং গো ও গোপগণে পবিবৃত, করেতে বেণু এবং সেই বেণু বাদনে তৎপব ও সর্ব্ব শবীব দিব্য অলঙ্কাবে বিভূষিত।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও অন্য মন্ত্র।

মন্ত্র—"ক্লীং গোপিজন বল্লভায় স্বাহা"।

একাক্ষরীমন্ত্র—ক্লীং।

সংক্ষেপ ধ্যান।

শঙ্খ চক্র ধনুর্ব্বাণ পাশাঙ্কুশ ধরোঽরুণঃ।
বেণুং ধমন্ ধৃতো দোর্ভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণো দিবাকরে॥

অস্যার্থ—শঙ্খ, চক্র, ধনু, বাণ, পাশ ও অঙ্কুশধারী, অরুণ বর্ণ দুই হস্তে বেণু ধারণ করিয়া বাদন করিতেছেন। এইরূপ ধ্যান করিবে।

অন্য মন্ত্র।

শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজন বল্লভায় স্বাহা।
হ্রীং শ্রীং ক্লীং — ঐ — ঐ।
ক্লীং হ্রীং শ্রীং — ঐ — ঐ।

শ্রীকৃষ্ণের অপর ধ্যান।

অতসী কুসুম প্রখ্যং কৃষ্ণং কমল লোচনম্। শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্যং ধৃত বংশং মনোহরম্॥ পীতবস্ত্র পরিধানং বনমালা বিরাজিতম্। শ্রীবৎস কৌস্তুভো-স্কং সর্ব্বাভরণ ভূষিতং॥ নির্গুণং নিখিলাধারং জগদ্বীজং সনাতনম। সুনন্দাদ্যৈঃ পরিবৃতং বন্দেকৃষ্ণং জগৎ পতিম্॥

যুগল কিশোরের ধ্যান।

হেমেন্দীবরং কান্তি মঞ্জুলতরং শ্রীমজ্জগন্মোহনং, নিত্যাভির্ললিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীল পীতাম্বরম্। নানা ভূষণ ভূষণাঙ্গ মধুরং কৈশোররূপং যুগং গান্ধর্ব্বাজনমব্যয়ং সুললিতং নিত্যং শরণ্যং ভজে।

শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ দীর্ঘ ধ্যান আছে, নিত্য পূজায় তাহা অনাবশ্যক, এজন্য স সকলের উল্লেখ করিলাম না।

যুগল মন্ত্রের শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

বরদা ভয় হস্তাভ্যাং শ্লিষ্যন্তং স্বাঙ্গগে প্রিয়ে।
পদ্মোৎপল করে তাভ্যাং শ্লিষ্টং চক্র গদোজ্জ্বলং॥

বাল গোপালের ধ্যান ও মন্ত্র।

অব্যাৎ ব্যাকোষ নীলাম্বুজ রুচিররুণাম্ভোজ নেত্রোহম্বুজ-স্থোবালো জঙ্ঘা কটীরস্থল কলিতরণৎ কিঙ্কিনী কো মুকুন্দঃ। দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতি বিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো গো গোপী গোপবীতো রুরুনখ বিলসৎ কণ্ঠ ভুষশ্চিরং বঃ।

অস্যার্থ—বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় দেহকান্তি, রক্তপদ্মের ন্যায় নয়ন এবং পদ্মস্থিত চরণে ও কটীদেশে শব্দায়মান কিঙ্কিনী, এক হস্তে নবনীত ও অপর হস্তে পায়স আছে। জগদ্বন্দ্য বালক রূপী গোপাল গো, গোপ ও গোপীগণে পরিবৃত। তাঁহার কণ্ঠদেশ নানাবিধ ভুষণে ভূষিত।

বাল গোপালের একাক্ষরী মন্ত্র—"কৃঃ" এরূপ বহু অক্ষরী মন্ত্র আছে নোটে দেখুন। আপনার মন্ত্র চিনিয়া লইবেন।

অস্যার্থ—এক হস্তে বর মুদ্রা ও অন্য হস্তে অভয়মুদ্রা আছে স্বাঙ্কস্থিত স্বীয় প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। অপর দুই হস্তে চক্র ও গদা বিদ্যমান আছে। প্রিয়ার হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও উৎপল, তিনিও স্বীয় প্রিয়কে আলিঙ্গন করিয়া উপবিষ্ট আছেন।

গোপাল মন্ত্র।

গোপাল মন্ত্র অনেক প্রকার তন্মধ্যে কতিপয় মন্ত্র বলা যাইতেছে। যথা—কৃঃ এই একাক্ষর, কৃষ্ণঃ এইদ্ব্যক্ষর, ক্লীংকৃষ্ণঃ এই ত্র্যক্ষর, ক্লীংকৃষ্ণায় এই চতুরক্ষর, কৃষ্ণায় নমঃ এই পঞ্চাক্ষর, ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং এই অপর পঞ্চাক্ষর, ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ এই ষড়ক্ষর, গোপালায় স্বাহা ও ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা, এই দুই ষড়ক্ষর, কৃষ্ণায় গোবিন্দায় এই সপ্তাক্ষর। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় এই অষ্টাক্ষর। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং এই নবাক্ষর। দধি ভক্ষণায় স্বাহা, সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ, ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ এবং বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা, শ্রীং হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ, বাল বপুষে ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা। এই অষ্টাদশ প্রকার গোপাল মন্ত্র কথিত হইল।

দশমহাবিদ্যার ভৈরবের ধ্যান।

কালিকা দেবীর ভৈরব—মহাকালের ধ্যান।

ধূম্রবর্ণং মহাকালং জটাভারান্বিতং যজেৎ। ত্রিনেত্রং শিবরূপঞ্চ শক্তিরূপং নিরাময়ম্॥ দিগম্বরং ঘোর রূপং নীলাঞ্জয়চন প্রভম্ নির্গুণঞ্চ গুণাধারং কালীস্থানং পুনঃ পুনঃ॥

তারার ভৈরব অক্ষোভ্য শিবের ধান।

সহস্রাদিত্য সঙ্কাশং নাগরূপংধরং শুভং। বিদ্যুৎ কোটী সমাযুক্তং বহ্নি ভাস্কর লোচনং॥ সার্দ্ধ ত্রিবলয়া পেতং জটী কোট্যগ্র সংস্থিতং। মহালাবন্য সংযুক্তং সুরাসুর নমস্কৃতং॥ সূর্য্য বিদ্যুৎ প্রভংভাস্বন্মহারত্নং শিরোপরি॥ এতদ্রূপং মহাকায়ং দেবৈরপি সুপূজিতং॥

মন্ত্র—"অং অক্ষোভ্যঃ স্বাহা"।

ষোড়শীর (ত্রিপুর সুন্দরীর) ভৈরব—পঞ্চবক্ত্র শিবের ধ্যান।

ধ্যায়েৎ কল্প তরোর্মূলে সরোজস্থং ত্রিলোচনং। চতুর্ব্বাহুং মহাভীমং পঞ্চবক্তং ভয়াপহং॥ শূলং কপালং বামে

মহাকালের অন্য ধ্যান।

মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং। বিভ্রতং দণ্ড খট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রা ভীম মুখং শিশুং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটীং তুন্দিলং রক্তবাসসং। ত্রিনেত্র মূর্দ্ধ কেশঞ্চ মুণ্ডমালা বিভূষিতং। জটাভার লসচ্চন্দ্র খণ্ড মুগ্রং জলান্বিতং॥

ভৈরবীর ভৈরব—দক্ষিণা মূর্ত্তি শিবের ধ্যান।

বট বৃক্ষং মহোচ্ছায়ং পদ্মবাগ ফলোজ্জ্বলম্। গারুত্মত মরৈঃ পত্রৈ বিচিত্রৈ-রুপশোভিতম্॥ নবরত্ন মহাকল্পৈর্লম্ব মানৈরলঙ্কৃতম্। বিচিন্ত্য বট মূলস্থং চিন্তয়েল্লোক নায়কম্॥ স্ফটিক রজত বর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালাং, অমৃত কলস বিদ্যা জ্ঞান মুদ্রাঃ করাজৈঃ। দধত মুরগ কক্ষং চন্দ্র চূড়ং ত্রিনেত্রং, বিধৃত বিবিধ ভূষং দক্ষিণা মূর্ত্তি মীড়ে॥

তু দক্ষিণে পাশ মুদ্গরং। রক্তবর্ণং মহাশান্তং ভক্তাভীষ্ট ফলপ্রদং ॥

মন্ত্র—"পঞ্চ বক্ত্রায় দেবায় হুঁ ফট্ স্বাহা নমঃ"।

ভুবনেশ্বরীর ভৈরব—ত্র্যম্বক শিবের ধ্যান।

হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়া মৃতরসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরোদ্বাভ্যাং তৌ দধতং মৃগাঙ্ক বলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরং। অঙ্কন্যস্ত করদ্বয়া-মৃত ঘটং কৈলাসকান্তং শিবং স্বচ্ছাম্ভোজ গতং নবেন্দু মুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে ॥

মন্ত্র—"ত্র্যম্বক শিবায় নমঃ"।

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনং,
উর্ব্বারুকমিববন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ।

ছিন্নমস্তার ভৈরব—কালরুদ্র শিবের ধ্যান।

কৈলাসাচল সন্নিভং ত্রিনয়নং পঞ্চাস্যমম্বাযুতং, নীল গ্রীব মহীশ ভূষণ ধরং ব্যাঘ্রত্বচা প্রাবৃতম্। অগস্রগ বর কুণ্ডিকা ভবধরং চান্দ্রীংকলাং বিভ্রতং, গঙ্গাম্ভো বিলসজ্জুটং দশভুজং বন্দেমহেশং পরম্॥ মন্ত্র—কালরুদ্রায় শিবায় নমঃ।

জগদ্ধাত্রী ও মহিষমর্দ্দিনীর ভৈরব—নীলকণ্ঠ শিবের ধ্যান।

বালার্ক-যুত তেজসং ধৃত জটা জুটেন্দু খণ্ডোজ্জ্বলং,
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলংকপালংকরৈঃ॥
খট্বাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্র বিলসৎ পঞ্চাননং সুন্দরং,
ব্যাঘ্রত্বক্ পরিধান মব্জ নিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে॥

মন্ত্র—বীজ প্রোং ত্রীং ঠঃ, নীলকণ্ঠ শিবায় নমঃ।

কমলাত্মিকার ভৈরব-বিষ্ণুর ধ্যান।

উদ্যৎ প্রদ্যোতন শতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধি সুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং। নানা রত্নোল্লসিত বিবিধা কল্পনা-পীত বস্ত্রং বিষ্ণুং বন্দেদর কমল কৌমোদকী চক্রপাণিং।

মন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

শ্রীধর বিষ্ণুর ধ্যান।

শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং সূর্য্যকোটি সমপ্রভম্।
প্রসন্ন বদনং সৌম্যং স্ফুরন্মকর কুণ্ডলম্॥
কিরীটি নমুদারাঙ্গং বনমালা সমন্বিতং।
পরম্ ব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ শ্রীধরং চিন্তয়েৎ সুধীঃ॥
মন্ত্র—শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

চন্দ্রশেখর শিবের ধ্যান।

দ্বীপি চর্ম্ম পরিধানং ভস্মরেণু বিভূষিতম্। শূল ডমরুহস্তঞ্চ কমণ্ডলু ধরং বিভুম্॥ জটাধরং চোগ্রতেজং বালার্কমিববর্চ্চসা। নিরীক্ষেদব্যয়ং দেবং নিরা-কারং নিরঞ্জনম্॥ বিশ্বরূপং স্বরূপঞ্চ শব্দরূপং মহেশ্বরম্। শূন্যাৎ শূন্যতরং দেবং লয়াল্লয় তরং বিভুম্। এব মেব নরো ধ্যায়েৎ ত্বং দেবং পরমেশ্বরম্॥

মন্ত্র—ওঁ চন্দ্রশেখর শিবায় নমঃ।

মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের ধ্যান।

শিবং শান্তং মহাদেবং লোকানুগ্রহকারকম্। শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং সহস্রাদিত্য বর্চ্চসম্॥ খড়্গা শূল বরাভীতিং পঞ্চবক্ত্রং সুশোভনম্। সর্ব্বরোগ বিনাশার্থং ভজেঽহং ভুবনেশ্বরম্॥

হরগৌরী শিবের অন্য ধ্যান।

চন্দ্রকোটি প্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণম্। আদিলিঙ্গং জটা জূট রত্ন মৌলি বিরাজিতম্॥ নীল গ্রীবাম্বরাবাসং নাগহারাভি শোভিতম্। বরদাভয়হস্তঞ্চ হরিণঞ্চ পরস্পরম্॥ দধানং নাগ বলয়ং কেয়ূরাঙ্গদ মুদ্রিকাম্। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানং রত্ন সিংহাসনস্থিতম্॥

ত্রিপুরার ভৈরব—কামেশ্বর শিবের ধ্যান।

দেবং কামেশ্বরং তত্র পঞ্চবক্ত্রং চতুর্ভুজং। ভস্মস্রুতং মধ্যহৃদি রক্তারক্তঞ্চ কুঙ্কুমৈঃ॥ ত্রিশূলঞ্চ পিণাকঞ্চ বাম হস্ত দ্বয়ে ধৃতং। উৎপলং বীজ পূরঞ্চ দক্ষিণে দ্বিতয়ে তথা। শ্বেত পদ্মোপরিস্থঞ্চ ধ্যাত্বা মধ্যে প্রপূজয়েৎ॥

মন্ত্র—ওঁ কাং কামেশ্বরায় শিবায় নমঃ।

পঞ্চানন শিবের ধ্যান।

দ্বিভুজং জটিলং শান্তং করুণা সাগরং বিভুম্।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানং যজ্ঞসূত্র সমন্বিতম্॥
লোচনত্রয় সংযুক্তং ভক্তাভীষ্টং ফলপ্রদম্।
ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চাননমহং ভজে॥

শ্রীবটুক ভৈরব শিব মন্ত্র।

উদ্ধরেদ্বটুকং ঙেন্তং আপদুদ্ধারণং তথা।
কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেন্তং বটুকান্তং সমুদ্ধরেৎ।
এক বিংশত্যক্ষরাত্মা শক্তিরুদ্ধো মহামনুঃ॥

নিবন্ধ তন্ত্র।

চতুর্থ্যন্ত বটুকায়েতি আপদুদ্ধারণ চতুর্থ্যন্ত শব্দোপেত কুরুদ্বয়যুক্ত চতুর্থ্যন্ত বটুকশব্দপেতহৃল্লেখা সংপুটিতমেক বিংশত্যক্ষরং।

মন্ত্রোদ্ধার—হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং।

অথ সাত্বিক ধ্যান।

বন্দে বালং স্ফটিক সাদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিত বক্ত্রং দিব্যাকল্পৈর্ণব মণিময়ৈঃ কিঙ্কিনী নূপুরাদ্যৈঃ। দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং হস্তাব্জাভ্যাং বটুক মনিশং শূলদণ্ডৌ দধানং॥

অথ রাজসিক ধ্যান।

উদ্যদ্ভাস্কর সন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগ স্রজং স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ। নীলগ্রীব মুদার ভূষণশতং শীতাংশু চূড়োজ্জ্বলং বন্ধূকারুণ বাসসং ভয়হরং দেবং সদাভাবয়ে॥

অন্যান্য শিবের ধ্যান ও মন্ত্র।

মৃত্যুঞ্জয় শিবের ধ্যান।

চন্দ্রার্কাগ্নি বিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং, মুদ্রা পাশ মৃগাক্ষ সূত্র বিলসৎ পাণিং হিমাংশু প্রভম্। কোটিরেন্দু গলৎ সুধাপ্লুত তনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং, কান্ত্যা বিশ্ব বিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥

মন্ত্র—ওঁ জুং সঃ মৃত্যুঞ্জয় শিবায় নমঃ।

অর্দ্ধ নারীশ্বর শিবের ধ্যান।

নীলপ্রবাল কচিরং বিলস ত্রিনেত্রং, পাশারুণোৎপল কপালক শূল হস্তম্। অর্দ্ধাম্বিকেশ মনিশং প্রবিভক্ত ভূষং, বালেন্দু বদ্ধ মুকুটং প্রণমামি রূপম্॥

মন্ত্র—রং ক্ষং মং রং যং ঔং উং শিবায় নমঃ।

হরগৌরী শিবের ধ্যান।

বন্দে সিন্দুর বর্ণং মণি মুকুট লসচ্চারুচন্দ্রাবতং সং,
ভালোদ্যন্নেত্র মীশং স্মিত মুখ কমলং দিব্যভূষাঙ্গ রাগং
বামোরু ন্যস্ত পাণে ররুণ কুবলয়ং সদধত্যাঃ প্রিয়ায়া,
বৃত্তো ত্তুঙ্গস্তনাগ্রে নিহিত করতলং বেদ টঙ্কেষ্ট হস্তং॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায়।

অথ তামসিক ধ্যান।

ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ সৃণিং খড়্গ শূলাভয়ানি। নাগং ঘণ্টাং কপালংকর সরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীম দংষ্ট্রং সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময় বিলসৎ কিঙ্কিণী নূপুরাঢ্যম্॥

ক্ষেত্রপাল শিব মন্ত্র।

ক্ষৌমিতি বীজাদি ক্ষেত্রপালায় ইত্যুপেত নমোস্তঃ।

মন্ত্রোদ্ধার—ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।

অথ ধ্যানম্।

ভ্রাজচ্চণ্ড জটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং, দোর্দ্দণ্ডাত্ত গদা কপাল মরুণ স্রগ্ গন্ধ বস্ত্রোজ্জ্বলং। ঘণ্টামেখল ঘর্ঘরধ্বনি মিলজঝঙ্কার ভীমং বিভুং বন্দেঽহং সিতসর্প কুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্র পালং সদা॥

ইতি শিব মন্ত্র ও ধ্যান।

বিষ্ণু বিষয়ক অন্যান্য দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র।

বলরামের ধ্যান।

বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দু সম প্রভম্। কৈলাস শিখরা-কারং ফণাবিকট বিস্তরম্॥ নীলাম্বর ধরঞ্চোগ্রং বলং বলম-দোদ্ধতম্॥ কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষল ধারিণম্ মহাবলং বলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্॥

ক্ষেত্রপাল মন্ত্র।

বর্ণাস্ত্য ক্ষৌবিন্দুযুতং ক্ষেত্রপালায় হৃন্মনুঃ।

তারাদ্যো বসু বর্ণোঽয়ং ক্ষেত্রপালস্য ঈরিতঃ॥ নিবন্ধ তন্ত্র।

অস্য ব্রহ্মঋষি রনুষ্টুপ ছন্দঃ ক্ষেত্রপাল দেবতা ক্ষৌং বীজং আত্মেতি শক্তিঃ, যড়দীর্ঘ যুক্তেন বীজেনৈবাঙ্গন্যাসঃ। ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি-ব্রহ্ম ঋষয়ে নমঃ। মুখে—অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ক্ষেত্রপালায় দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ক্ষৌং বীজায় নমঃ, সর্ব্বাঙ্গ আত্মনে শক্তয়ে নমঃ॥

করাঙ্গন্যাস—"ক্ষাং" ইতি ক্রমেণ।

অনন্তের ধ্যান।

দিব্যসিংহাসনাসীনং দেবেশং গরুড়ধ্বজম্। শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং নাগ যজ্ঞো-পবীতিনম্॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং পীতাম্বরং বিভুম্। শ্রিয়ানাণ্যা চ সংশ্লিষ্টং

লক্ষ্মী নারায়ণের ধ্যান।

বিদ্যুচ্চন্দ্র নিভং বপুঃ কমলজাবৈকুণ্ঠয়োরেকতাং, প্রাপ্তং স্নেহরসেন রত্ন বিলসদ্ ভূষাভরালঙ্কৃতম্। বিদ্যাপঙ্কজদর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদাং শঙ্খং চক্রমমুনি বিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ং বঃ সদা॥ মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী বাসুদেবায় নমঃ॥

গরুড়ের ধ্যান।

বর্ম্মান্তর্বহ্নিযুগ্মাক্ষরকমলগতং পঞ্চভূতদ্যবর্ণং কল্পাকল্পং ফণীন্দ্রৈরভয়বরকরং পদ্মনেত্রং সুবক্ত্রম্। দুষ্টাহিচ্ছেদিতুণ্ডং স্মর দখিলবিষ প্রোষণং প্রাণভূতং, প্রাণশ্রেন্যাং ত্রিবেদী তনু মমৃতময়ং পক্ষিরাজং ভজেহহম্॥ মন্ত্র—ক্ষিপ স্বাহা॥

প্রকৃতি পুরুষের ধ্যান। যথা—

পুরুষের ধ্যান।

কোটিচন্দ্র প্রতীকাশং কেয়ূরাঙ্গদ মুদ্রিকং।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানং রত্নসিংহাসনেস্থিতং।
ধ্যাত্বা তদ্বামভাগে চ চিন্তয়েদ্গিরিজাং পরাং॥

কিরীটাদি সমুজ্জ্বলম্॥ ফণাশতসমা যুক্তং জগন্নাথং জগদ্গুরুম্। অনন্তং চিন্তয়েদ্দেবং নারদাদ্যৈরুপস্তুতম্॥ মন্ত্র—ওঁ অনন্তায় নমঃ।

জগন্নাথ দেবের ধ্যান।

পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্। মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্॥ শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষিতম্। সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালা বিভূষিতম্॥ দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধরোরগৈঃ। সেব্যমানং সদা চারু কোটি সূর্য্য সমপ্রভম্। ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদম্॥

প্রকৃতির ধ্যান।

ভাস্বজ্জবা প্রসূনাভা মুদয়ার্ক সমপ্রভাং।
বিদ্যুৎ পুঞ্জনিভাং তন্বীং মনো নয়ন নন্দিনীং॥

হরি হরের ধ্যান।

শূলং চক্রং পাঞ্চজন্যমভীতিং দধতঃ করৈঃ। স্ব স্ব ভূষাচ্ছ লীলার্দ্ধ দেহং হরিহরং ভজে॥ মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হৌঁ শঙ্কর নারায়ণায় নমঃ হৌঁ হ্রীং ওঁ॥

বাস্তু পুরুষের ধ্যান।

অরুণিতমণি বর্ণং কুণ্ডল শ্রেষ্ঠ কর্ণং, সুসিত সুভগ সৌম্যং (মাস্যং) দণ্ডপাণিং সুবেশম্। নিখিল জন নিবাসং বিশ্ববীজ স্বরূপং, নতজনভয় নাশং বাস্তুদেবং ভজামি॥ মন্ত্র—"ক্ষং"॥

কুবেরের ধ্যান।

কুবেরং ধনদং খর্ব্বং দ্বিভুজং পীতবাসসং।
প্রসন্ন বদনং দেবং যক্ষ—গুহ্যক সেবিতং॥

বালেন্দু শেখরাং স্নিগ্ধাং নীলকুঞ্চিত কুন্তলাং।
ভৃঙ্গসংঘাত রুচিরাং নীলানক বিরাজিতাং॥
মণি কুণ্ডল বিদ্যোতন্মুখ মণ্ডল বিভ্রমাং।
নবকুঙ্কুম পঙ্কাঙ্ক কপোল তলদর্পণাং॥
মধুর স্মিত বিভ্রাজদরুণাধর পল্লবাং।
কম্বুকণ্ঠাং শিবামুদ্যৎ কুচপঙ্কজ কুটলাং॥
পাশাঙ্কুশাভয়বরৈ বিলসন্তীং চতুর্ভুজাং।
অনেক রত্ন বিলসৎ কঙ্কনাঙ্গদ মুদ্রিকাং॥
ত্রিবলী বলয়াং হৃদ্যাং হেম কাঞ্চী গুণান্বিতাং।
দিব্যা মাল্যাম্বর ধরাং দিব্য চন্দন চর্চ্চিতাং॥
দিকপাল বনিতা মৌলি সন্নতাঙ্ঘ্রি সরোরুহাং।
রত্ন সিংহাসনারূঢ়াং সর্ব্বরাজ পরিচ্ছদাং॥

ইন্দ্রের অন্য ধ্যান।

চতুর্দন্ত গজারূঢ়া বজ্রপাণিঃ পুরন্দরঃ।
শচীপতিশ্চধ্যাতব্যো নানাভরণভূষিতঃ॥

ইন্দ্রের ধ্যান।

পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্র পদ্মকরং বিভুং।
সর্ব্বালঙ্কার সংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিকপতীশ্বরং॥

হনুমানের (মহাবীরের) ধ্যান।

মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি। তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎ সৃজন্॥ লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তক যমোপমম্। জ্বলদগ্নি লসন্নেত্রং সূর্য্যকোটি সমপ্রভম্। অঙ্গদাদ্যৈর্ম্মহা বীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্॥ মন্ত্র—হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুঁ ফট্॥

অন্যান্য দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র।

অজপার ধ্যান।

উদ্যদ্ভানুস্ফুরিত তড়িদাকার মর্দ্ধাম্বিকেশং, পাশাভীতিং বরদ পরশুং সন্দধানং করাব্জৈঃ। দিব্যাকল্পৈর্নবমণি ময়ৈঃ

বাস্তুপুরুষের অন্য ধ্যান।

চতুর্ভুজং মহাকায়ং জটামণ্ডিতমস্তকং। ত্রিলোচনং করালাস্যং হারকুণ্ডল শোভিতং লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসং। গদাত্রিশূল পরশু খট্বাঙ্গং দধতং করৈঃ॥ অসিচর্ম্মধরৈর্ব্বীরৈ কপিলাস্যাদিভির্বৃতং। শত্রূণামন্তকং সাক্ষাৎ উন্মাদাদিত্যসন্নিভং॥ ধ্যায়েদ্দেবং বাস্তুপতিং কূর্ম্মপদ্মাসনস্থিতং॥

মন্ত্র—ওঁ ক্ষাং ক্ষীং ক্ষুং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ বাস্তুপুরুষায় নমঃ।

অজপা মন্ত্র।

বিয়দর্দ্ধেন্দু ললিতং তদাদিঃ সর্গ সংযুতং।
অজপাখ্যোমনুঃ প্রোক্তোদ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ॥

মন্ত্র যথা—"হংসঃ" এই অজপা মন্ত্র কল্পবৃক্ষস্বরূপ, অর্থাৎ—এই মন্ত্রে সর্ব্ব প্রকার মনোরথ পূর্ণ হয়।

ঋষ্যাদি ন্যাস—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীগিরিজাপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। করাঙ্গন্যাস—হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং হৃদয়াদিষু॥

শোভিতং বিশ্ব মূলং, সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু বশ্চন্দ্র চূড়ং ত্রিনেত্রম্ ॥ মন্ত্র—হংসঃ।

অজপাধ্যানের অর্থ—উদয়শীল সূর্য্য ও স্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় দেহ কান্তি, অর্দ্ধাঙ্গ অম্বিকা ও অর্দ্ধাঙ্গ মহাদেব। হস্তে পাশ, অভয় মুদ্রা, বরমুদ্রা ও পরশু (কুঠার) আছে। এই দেবতার অর্দ্ধাঙ্গ নরকপাল ও সর্ব্বাঙ্গ মণিময় ভূষণে শোভিত, ইনি জগতের কারণস্বরূপ, প্রশান্ত অগ্নির ন্যায় এবং ত্রিনয়ন, ইঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে॥

ব্রহ্মের ধ্যান।

হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং, হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্। জনম মরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং, সকল ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ॥ ৫০ ॥

৩ উঃ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অস্যার্থ—যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয়গত ও বিজাতীয়গত ভেদ রহিত, যিনি নিরীহ অর্থাৎ কামনারহিত কিনা নিস্পৃহ; যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্তৃক জ্ঞেয় অর্থাৎ যিনি ওঁকার কিনা অকার, উকার ও মকার দ্বারা প্রতিপাদ্য; যিনি যোগিগণ কর্তৃক ধ্যেয়, যাঁহাকে ধ্যান করিলে জন্ম ও মরণের ভয় বিদূরিত হয়; যিনি সচ্চিৎ স্বরূপ, যিনি নিখিল ভুবনের বীজস্বরূপ, আমরা তাদৃশ চৈতন্যময় ব্রহ্মকে হৃদয় কমলে ধ্যান করি।

ব্রহ্ম নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী কিন্তু ধ্যান করিবার সময় হৃদয় কমলে রূপকল্পনা করিয়া ধ্যান করিতে হয়। কারণ, ভগবান বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃসর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৫১ ॥

১৮শ, অঃ, গীতা।

হে অর্জ্জুন! যাদৃশ সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত (প্রাণী) সকলের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাদিগকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন। অতএব অরূপব্রহ্মকে রূপ কল্পনা করিয়া হৃদয়ে ধ্যান করিবে।

উচ্ছিষ্ট গণেশ মন্ত্রঃ।

মন্ত্র—ওঁ হস্তিপিশাচিনি খেঠদ্বয়ং।
হস্তিপদং সমুচ্চার্য্য পিশাচিনি পদং ততঃ।
দেবরাজং সনেত্রঞ্চ কান্তর্ম্মাশস্বরান্বিতং॥
বহ্নিজায়াবধির্ম্মন্ত্র স্তারাদ্যঃ সর্ব্বকামদঃ॥

তন্ত্রান্তরে।

মন্ত্রোদ্ধার—"ও বা গং হস্তিপিশাচিনি খে স্বাহা"।
সারভূতমিদং মন্ত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
গুহ্যং সর্ব্বাগমেষেব হিতবুদ্ধ্যা প্রকাশিতঃ॥
ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
যথেষ্ট চিন্তয়া মন্ত্রঃ সর্ব্বকাম ফলপ্রদঃ॥

গণেশ বিমর্ষিণী তন্ত্র।

সর্ব্ব মন্ত্রের সারভূত এই উচ্ছিষ্ট গণেশমন্ত্র সাধারণ লোককে প্রদান করিবে না। সর্ব্ব তন্ত্রে এই মন্ত্র গুপ্ত আছে, জগতের হিতকামনায় প্রকাশিত হইল। এই দেবতার আরাধনায় তিথি বারাদি কোন নিয়ম নাই এবং উপবাসাদিও করিতে হয় না। যে ব্যক্তি যে যে কামনায় এই দেবতার আরাধনা করে, তাহার সেই সেই মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

উচ্ছিষ্ট গণেশের ধ্যান।

রক্তমূর্ত্তিং গণেশঞ্চ সর্ব্বাভরণভূষিতং। রক্তবস্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ রক্তপদ্মাসনে স্থিতং॥ চতুর্ভুজং মহাকায়ং দ্বিদন্তং সস্মিতাননং। ইষ্টঞ্চ দক্ষিণে হস্তে দন্তঞ্চ তদধঃ করে॥ পাশাঙ্কুশৌ চ হস্তাভ্যাং জটামণ্ডলবেষ্টিতং। ললাট চন্দ্ররেখাঢ্যং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতং॥

অস্যার্থ—উচ্ছিষ্ট গণেশের মূর্ত্তি—রক্তবর্ণ, সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত, পরিধেয় বস্ত্র রক্তবর্ণ এবং ত্রিনয়ন। ইনি রক্তপদ্মাসনে অবস্থিত আছেন। এই দেবতার চারি হস্ত, শরীর বৃহৎ, দুইটি দন্ত এবং বদন সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত। দক্ষিণ

ভাগের উপরিতম হস্তে বরমুদ্রা এবং অধোহস্তে একটি দন্ত রহিয়াছে। বাম ভাগের উপরি হস্তে পাশ এবং অধো হস্তে অঙ্কুশ আছে। এই দেবতার মস্তক জটামণ্ডলে পরিবেষ্টিত। ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান রহিয়াছে।

হংস ধ্যান।

আরাধয়ামি মণি সন্নিভমাত্মলিঙ্গং, মায়াপুরী হৃদয় পঙ্কজ সন্নিবিষ্টম্। শ্রদ্ধা নদী বিমল চিত্তজলাবগাহং, নিত্যং সমাধি কুসুমৈরপুনর্ভবায় ॥

শ্রীশ্রীশিবরাত্রির অর্ঘ্যমন্ত্র।

১। প্রথম প্রহরের মন্ত্র—"হ্রৌঁ ঈশানায় নমঃ" ইতি দুগ্ধেন স্নানং কারয়েৎ।

মন্ত্র—"নমঃ শিবরাত্রি ব্রতং দেবপূজা জপপরায়ণঃ।
করোমি কুশলং দেব গৃহাণার্ঘ্য মহেশ্বরঃ" ॥

২। দ্বিতীয় প্রহরের মন্ত্র—"হ্রৌঁ অঘোরায় নমঃ" ইতি দধ্না স্নানং কারয়েৎ।

মন্ত্র—"নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদামর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ" ॥

৩। তৃতীয় প্রহরের মন্ত্র—"হ্রৌঁ বামদেবায় নমঃ" ইতি ঘৃতেন স্নানং কারয়েৎ

মন্ত্র—"নমঃ ময়াকৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদামর্ঘ্যং উমাকান্ত প্রসীদমে" ॥

৪। চতুর্থ প্রহরের মন্ত্র—"হ্রৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ" ইতি মধুনা স্নানং কারয়েৎ।

মন্ত্র—"নমঃ দুঃখ দারিদ্র শোকেন দগ্ধোহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং ভক্ত্যাদত্ত গৃহাণমে" ॥

ইতি পুং দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র।

স্ত্রী দেবতাদিগের ধ্যান।

স্ত্রী দেবতা সকল দুইভাগে বিভক্ত, কালীকুল এবং শ্রীকুল। কালীকুলের দেবতা নয়টী এবং শ্রীকুলের দেবতা নয়টী। যথা—কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, মহিষমর্দ্দিনী, ত্রিপুটা, ত্বরিতা, দুর্গা ও প্রত্যঙ্গিরা এই নয়টী দেবতা কালীকুলের; আর সুন্দরী, ভৈরবী, বালা, বগলা, কমলা, ধুমাবতী, মাতঙ্গী, স্বপ্নাবতী ও মধুমতী এই নয়টী শ্রীকুলের দেবতা (১৮৯ পৃষ্ঠা দেখ)।

এই সকল দেবতামধ্যে ত্রিপুটা, ত্বরিতা, প্রত্যঙ্গিরা, বালা, স্বপ্নাবতী ও মধুমতী এই ছয়টী দেবতার মন্ত্রগ্রহণ বঙ্গদেশে অতি বিরল একারণ এই সকল দেবতার মন্ত্র ও ধ্যান উল্লেখ করা হইবে না। এস্থলে কেবল—কালী, তারা, প্রচণ্ডচণ্ডিকা (ছিন্নমস্তা), ভুবনেশ্বরী, মহিষমর্দ্দিনী, ত্রিপুরসুন্দরী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা, ষোড়শী, ভৈরবী, বগলামুখী, কমলা, ধুমাবতী, মাতঙ্গী এবং কয়েকটা গার্হস্থ্য দেবতার (লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী) ধ্যান ও মন্ত্রাদি বর্ণিত হইবে মাত্র।

কালীকুল।

কালীকাদেবীর প্রকার ভেদ।

শ্রীমৎ কালিকা দেবীর নানাবিধ মন্ত্র ও মূর্ত্তি ভেদ আছে। যথা—শ্যামা (দক্ষিণ কালী), ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, আদ্যাকালী, মহাকালী ও রক্ষাকালী ইত্যাদি। এই সকল কালিকাদেবীর মূর্ত্তি ভেদ মধ্যে গৃহস্থের নিত্য উপাস্য মূর্ত্তি—দক্ষিণকালী, ইহারই মন্ত্রগ্রহণ হয়। অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজায় ব্যবহৃত হয় মাত্র। স্বয়ং মহাদেব মহাকালরূপে দক্ষিণকালীর উপাসনা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ কালীর মন্ত্র ও ধ্যান।

বর্গাদ্যং বহ্নি সংযুক্তং রতিবিন্দু বিভূষিতং।
একাক্ষরো মহামন্ত্রং সর্ব্বকাম ফলপ্রদঃ।
ত্রিগুণা তু বিশেষেণ সর্ব্বশাস্ত্র প্রবোধিনী॥

মন্ত্রভেদে ধ্যানভেদ হয়। তন্ত্র।

মন্ত্রোদ্ধার—বর্গাদ্যং=বর্গের আদিবর্ণ ককার—ক্, বহ্নি—র, রতি—দীর্ঘ ঈকার=ঈ, ও বিন্দু=চন্দ্রবিন্দু—ঁ বা অনুস্বর ং।=ক্, র, ঈ, ঁ, বা ং, এই গুলির

সমষ্টী=ক+র=ক্র, ক্র+ঈ=ক্রী, ক্রী+ঁ=ক্রীঁ। অথবা ক্রী+ং="ক্রীং"। এই একাক্ষরী কালীমন্ত্র—ক্রীং সর্ব্বকামার্থ ফলপ্রদ এবং সত্ত্ব রজ ও তম গুণ-বিশিষ্ট। অর্থাৎ এই মন্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। ক্রীং মন্ত্রোদ্ভব কালিকা দেবী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী=সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণী ও ত্রাণকর্ত্রী। ইহার মন্ত্র জপ করিয়ে মহামোক্ষ লভলাভ হয়। ইহাঁর অন্যান্য মন্ত্র, যথা—ক্রীং স্বাহা, ক্রীং হূঁ হ্রীং স্বাহা, ক্রীং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা, ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা, ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা। এই প্রকার বিদ্যারাজ্ঞী মন্ত্র পর্য্যন্ত বহুবিধ মন্ত্র আছে।

কালিকাদেবীর মন্ত্রব্যাখ্যা।

ককারোজ্জ্বল রূপত্বাৎ কেবলং জ্ঞান চিৎকলা।
জ্বলনার্ণ সমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা॥
দীর্ঘেকারেণ দেবেশি সাধকাভীষ্ট দায়িনী।
বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্য ফলদায়িনী।
বীজত্রয়েণ দেবেশি সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণী॥

তন্ত্র।

ককারের উজ্জ্বল কিরণ জন্য সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী। অগ্নিবীজ "রং" রকারের যোগে সর্ব্ব তেজোময়ী এবং শুভদায়িনী হইয়াছেন। দীর্ঘ ঈকার ঈং বীজদ্বারা সর্ব্ব শক্তি সম্পন্না। বিন্দ (ঁ বা, ং) চন্দ্রবিন্দু বা অনুস্বর যোগে নিষ্কামতা বশতঃ কৈবল্যদায়িনী হন। এই বীজত্রয়দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারকারিণী মহা-শক্তিকে বুঝাইল।

দক্ষিণ কালিকাদেবীর বিদ্যারাজ্ঞী মন্ত্র।

বাগ্ভবং বহ্নিসংস্থং রতিবিন্দু বিভূষিতং।
কূর্চ্চযুগ্মং তথালজ্জা যুগলং তদনন্তরং॥
দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ।
অন্তে বহ্নিবধূং দদ্যাদ্ বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা॥

কালী তন্ত্র।

মন্ত্রোদ্ধার—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূঁ হূঁ হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূঁ হূঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা। এই দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রকে বিদ্যারাজ্ঞী মন্ত্র বলে।

দক্ষিণ কালীর মন্ত্রান্তর।

শিবহৃদয়ে দক্ষিণ পদার্পণ লীলাকালিকার নানা মন্ত্র।

মূলবীজং ততোমায়া লজ্জাবীজং ততঃ পরং।
মহাবিদ্যা মহাকাল্যা মহাকালেন ভাষিতা॥ ১॥
বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতং।
এতত্রয়ং বহ্নিবল্লভা॥ ২॥ নিজবীজত্রয়ং ফট্
বহ্নিবল্লভা॥ ৩॥ নিজবীজত্রয়ং কূর্চ্চং লজ্জা
পুনস্তান্যেব বহ্নিবল্লভা॥ ৪॥ বাগভবং নমো
মূলবীজং পুনস্তদেব কালিকায়ৈ বহ্নিবল্লভা॥ ৫॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

বিশ্বসার তন্ত্রে দক্ষিণকালিকার যে সকল মন্ত্র লিখিত আছে, সেই সকল মন্ত্র এই—ক্রীং হ্রীং হ্রীং মহাকালীর এই মহামন্ত্র স্বয়ং মহাকাল বলিয়াছেন। ১। ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা। ২। ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা। ৩। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হ্রীং স্বাহা। ৪। ঐং নমঃ ক্রীং ঐং নমঃ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা॥ ৫॥

এই সকল মন্ত্রের ধ্যান।

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা।
খড়্গঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ং॥
কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতী।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসাদ্বয়ীং॥
মুণ্ডমালাধরাশীর্ষে গ্রীবায়ামথচাপরাং।
বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা॥
কৃষ্ণ বস্ত্র ধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিন সমন্বিতা।
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদং॥
বিলাপ্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বয়ং।
সাট্টহাসা মহাঘোর রাবযুক্তা সুভীষণা॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

অন্বয়ার্থ—দেবী চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা ও মুণ্ডমালাদ্বারা বিভূষিতা। দক্ষিণ হস্তদ্বারা খড়্গ ও নীলোৎপলদ্বয়ে এবং বামহস্তদ্বয়ে কর্তৃকা ও খর্পর ধারণ করিয়াছেন। দেবীর মস্তকে দুইটী জটা আছে, তাহার একটী গগণস্পর্শিনী। ইহাঁর মস্তকে ও গলদেশে মুণ্ডমালা ও বক্ষঃস্থলে নাগহার। চক্ষু রক্তবর্ণ, কটীদেশে কৃষ্ণবস্ত্র ও ব্যাঘ্রজিন ধারণ করিয়া শবরূপী শিবের হৃদয়ে বামপদ স্থাপনপূর্ব্বক সিংহপৃষ্ঠে দক্ষিণ পদ রাখিয়াছেন। স্বয়ং আসব পানে আশক্তা অট্টহাসযুক্তা, ভয়ঙ্করশব্দা ও ভীষণাকৃতি।

দক্ষিণকালিকা দেবীর অন্য দীর্ঘ ধ্যান।

বহুলক্ষরী মন্ত্রের।

দেব্যা ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্ব দেবোপ সেবিতং। অঞ্জনাদি নিভাং দেবীং করাল বদনাং শিবাং॥ মুণ্ডমালাবলীকীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাং। মহাকাল হৃদম্ভোজে স্থিতাং পীনপয়োধরা। বিপরীত রতাশক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ। নাগযজ্ঞোপবীতাঞ্চ চন্দ্রার্দ্ধ কৃতশেখরাং॥ সর্ব্বালঙ্কারযুক্তাঞ্চ মুণ্ডমালা বিভূষিতাং। মৃতহস্ত সহস্রৈস্তু বদ্ধকাঞ্চীঃ দিগম্বরীং॥ শিবা কোটি সহস্রৈস্ত যোগিনীভির্ব্বিরাজিতাং। রক্তবূর্ণ মুখাম্ভোজাং মদ্যপান প্রমত্তিকাং॥ বহ্ন্যর্ক শশি নেত্রাস্তু বক্ত বিস্ফুরিতাননাং। বিগতাশু কিশোরাভ্যাং কৃতবর্ণা বতংসিনীং॥ কণ্ঠাবসক্ত-মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাং। শ্মশান বহ্নিমধ্যস্থাং ব্রহ্ম কেশব বন্দিতাং। সদ্য-শ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বরাভীতি করাম্বুজাং॥ তত্র বামোর্দ্ধ হস্তে কৃপাণং তদধঃ শিরঃ। দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে অভয়ং তদধো বরমিতি বোদ্ধব্যং॥ স্বতন্ত্র তন্ত্র।

অন্বয়ার্থ—সর্ব্ব দেবতাদিগের পরিসেবিত কালিকা দেবীর ধ্যান বলিতেছি,—দেবীর বর্ণ কর্জ্জলের পর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। করাল (বিস্তৃত) বদনা, গলদেশে মুণ্ডমালা, কেশ আলুলায়িত, মুখমণ্ডল হাস্যযুক্ত, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত। ইনি মহাকালের হৃদয় পদ্মোপরি বিপরীত রতাশক্তা ও সর্প যজ্ঞোপবীত ধারিণী। ইহাঁর দন্ত অতি ভয়ঙ্কর ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে। দেবী সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার ও মুণ্ডমালাতে বিভূষিতা। দেবী সহস্র শব হস্তদ্বারা কটীদেশে কাঞ্চী (কনচ বন্ধন করা, মেখলা (গোট বা চন্দ্রহার) বন্ধন করিয়াছেন। কোটি শিবা ও সহস্র যোগিনীগণ কর্তৃক সেব্যমানা ও নগ্না। ইহাঁর মুখপদ্ম রক্তদ্বারা পরিপূর্ণ, দেবী মদ্যপানে প্রমত্তা। অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্ররূপ নেত্রত্রয় এবং রুধির ধারায় বক্ত

দক্ষিণ কালিকাদেবীর সংক্ষেপ ধ্যান।

একাক্ষরী মন্ত্রের।

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোর দংষ্ট্রাং বরপ্রদাং।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল কর্ত্তৃকাকরাং॥
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরংমুহুঃ।
চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয় করাং স্মরেৎ॥

সিদ্ধেশ্বর তন্ত্র।

অস্যার্থ—কালিকা দেবী শবের উপর অবস্থিতা, মহাভয়ঙ্কর আকৃতি, ভীষণ দন্তা, বরপ্রদান নিরতা; হাস্য বদনা ও ত্রিনয়না, হস্তে কপাল (নৃমুণ্ড) ও খড়্গ আছে। ইঁহার কেশ দাম আলুলায়িত এবং জিহ্বা লোল, ইনি মুহুর্মুহু রুধির পান করিতেছেন। দেবীর চারি হস্ত, ঐ সকল হস্ত চতুষ্টয়ে নরমুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয় মুদ্রা আছে।

সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। দেবী দুইটী মৃত শিশু দ্বারা কর্ণাভরণ করিয়াছেন। কণ্ঠদেশে যে মুণ্ডমালা লম্বমান আছে, তাহা হইতে বিগলিত রুধির ধারায় সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত। ইনি সর্ব্বদা শ্মশান বহ্নিমধ্যে অবস্থিতা। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইঁহার আরাধনা করিতেছেন। ইঁহার হস্ত চতুষ্টয়ে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয় মুদ্রা বিদ্যমান আছে। এই প্রকার রূপচিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে।

দক্ষিণ কালীকাদেবীর অপর দীর্ঘ ধ্যান।

বহ্বক্ষরী মন্ত্রের।

করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভুষিতাং॥ সদ্যশ্চিন্নশিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোধোর্দ্ধপাণিকাং॥ মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথৈব চ দিগম্বরীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাং॥ কর্ণাবতংসতানীত শব যুগ্ম ভয়ানকাং। ঘোর দংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাং॥ শবানাং কর সংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃকদ্বয় গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতা ননাম্॥ ঘোররাবাং মহারৌদ্রিং শ্মশানালয় বাসিনীং। বালার্ক মণ্ডলাকার লোচন ত্রিতয়ান্বিতাং॥ দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বি কচোচ্চয়াং। শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি

অন্য সংক্ষেপ ধ্যান।

মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শব শিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং।
কর্ণালম্বিত বাণযুগ্মং ভয়দাং মুণ্ডস্রজাং মালিনীং॥
বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজে নরশিরং খড়্গঞ্চ সব্যেতরে।
দানাভীতি বিমুক্ত কেশনিচয়াং বন্দেসদা কালিকাং॥

তন্ত্র।

অস্যার্থ—মেঘের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ, উলঙ্গ, শবরূপ শিবের উপর অবস্থিতা, ত্রিনয়না, কর্ণদ্বয়ে মৃতশিশু লম্বমান, ভয়প্রদাং মুণ্ডমালায় বিভূষিত, বামহস্তে নৃমুণ্ড ও খড়্গ, দক্ষিণহস্তে বর ও অভয় দান করিতেছেন, সর্ব্বদা মুক্তকেশী হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

আদ্যাকালীর ধ্যান।

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং।
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চবিলসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং।
মহাকালং বীক্ষ্যবিকাসিতানন বরামদ্যাং ভজে, কালিকাম্॥

৫ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অস্যার্থ—যাহার বর্ণ নীল নীরদ (মেঘ) সদৃশ, যাহার ললাটে সুধাংশু (চন্দ্র) লেখা শোভা পাইতেছে, যিনি ত্রিনয়না, যিনি রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, যিনি হস্তদ্বয় দ্বারা বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিতেছেন। যিনি পরম রমণীয় রক্তপদ্মে উপবিষ্টা আছেন। সম্মুখে মহাকাল মধুক কুসুমসম্ভূত সুমধুর মধ্বীক মদ্যপান করিয়া নৃত্য করিতেছেন দর্শন করিয়া যাহার মুখে কমল বিকসিত হইতেছে, তাদৃশী আদ্যা কালীকে ভজনা করি।

মন্ত্র যথা—"হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী স্বাহা"।

সংস্থিতাং॥ শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং। মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং॥ ভাজত্রিজগতাং* ধাত্রীং স্মেরানন সারারুহাং। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্ম কামার্থ সিদ্ধিদাং। * "সুখ প্রসন্নবদনাং ইতি দ্বিপাঠ।

ভৈরব তন্ত্র।

এই প্রথম মহাবিদ্যা শ্রীকালিকা দেবী, শ্রীরাধিকা দেবীর ইষ্টদেবতা। যথা—

একাক্ষরী মহেশানি সা এব পরমাক্ষরা।
কালিকা যা মহাবিদ্যা পদ্মিন্যা ইষ্টদেবতা ॥ ৮ ॥

৬ পটল, রাধাতন্ত্র।

হে মহেশানি! পদ্মিনী (শ্রীরাধিকা) যে কালিকার একাক্ষরী মহাবিদ্যা মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন, তাহাই পরমাক্ষরা শক্তি পদ্মিনীর ইষ্ট দেবতা।

অস্যার্থ—দক্ষিণ কালিকা দেবী করাল বদনা, ভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িত কেশা এবং চতুর্ভুজা। তাঁহার গলে মুণ্ডমালা এবং বামভাগের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও ঊর্দ্ধহস্তে খড়্গ ও দক্ষিণভাগের অধোহস্তে অভয় ও ঊর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা আছে। দেবী প্রগাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী অর্থাৎ নগ্না। দেবীর গলদেশে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে বিগলিত রুধির ধারায় সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত, কর্ণেতে দুইটি শবশিশু ভূষণরূপে বিরাজমান আছে। ইহাতে দেবীর আকৃতি অতি ভয়ানক হইয়াছে দন্তশ্রেণী অতি ভীষণ, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত এবং শবহস্ত নির্ম্মিত কাঞ্চী (চন্দ্রহার) কটিদেশে বিরাজমান আছে। কালিকা দেবী হাস্যমুখী, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় হইতে বিগলিত রুধির ধারায় বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দেবীর শব্দ অতিশয় গভীর। ইনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করিয়া থাকেন। ইঁহার নেত্রত্রয় নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল। দন্তশ্রেণী উন্নত ও বহির্গত এবং কেশপাশ দক্ষিণব্যাপী ও আলুলায়িত। মহাদেব শবরূপে পতিত আছেন, দেবী তদুপরি অবস্থিতা আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শিবাগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। ইনি মহাকালের সহিত বিপরীত ভাবে রতাশক্তা রহিয়াছেন। দেবীর মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত। এই প্রকার রূপ চিন্তা করিলে দেবী সর্ব্ব সমৃদ্ধি প্রদান করেন।

দক্ষিণ কালিকা দেবী দক্ষিণদিগস্থ যমপুরীগামী জীবগণের নিস্তারকারিণী বলিয়া শ্রুতি আছে। যমদূতগণ কালী নাম শ্রবণ করিলে দূরে পলায়ন করে এজন্য এই কালিকা দেবীর নাম দক্ষিণ কালী। বঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্মণবংশ এই মহাবিদ্যার উপাসক।

তারাদেবীর ধ্যান ও মন্ত্র।

অথ তারা মন্ত্র।

মায়া বীজং সমুদ্ধৃত্য তকারং বহ্নি সংযুতং।
মায়া বিন্দীশ্বরযুতং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতং॥
কূর্চ্চ বীজং তৃতীয়ং স্যাৎ ফটকারস্তদনন্তরম্।
সম্পূর্ণ সিদ্ধি মন্ত্রস্তু রশ্মিপঞ্চক সংযুতঃ॥

তন্ত্রসার।

মন্ত্রোদ্ধার—মায়াবীজ=হ্রীং তৎপরে স্ত্রীং, হুঁ ও ফট্ এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সিদ্ধি-প্রদা। এই মন্ত্রের আদিতে কোথাও—ওঁ কার, কোথাও শ্রীং, কোথাও ঐং যোগ করিয়া এক এক প্রকার মন্ত্র হয়। আর হ্রীং স্ত্রীং হুঁ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রে মহানীল সরস্বতীর আরাধনা হইয়া থাকে। তারা মন্ত্রের আদিতে ওঁকার যোগ করিয়া অর্থাৎ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ মন্ত্রেও নীলসরস্বতীর পূজা করা হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

তারাদেবীর প্রকার ভেদ।

তারাদেবী অনেক নামে প্রসিদ্ধ। যথা—তারা, একজটা, নীলসরস্বতী, কামতারা, উগ্রতারা ও তারিণী ইত্যাদি।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তারাদেবীর উপাসক। মহর্ষি বশিষ্ঠ তারাদেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তাহা বুদ্ধ বশিষ্ঠ সংবাদে জানা যায়। যথা— *

* ততো মুনিবরঃ শ্রুত্বা মহাবিদ্যাং সরস্বতীং।
জগাম চীনভূমৌ চ যত্র বুদ্ধঃ প্রতিষ্ঠতি॥

রুদ্রযামল তন্ত্র।

অর্থাৎ মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাবিদ্যার দৈব বাণী শ্রবণ করিয়া মহাচীন ভূমিস্থিত বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ এক নহে, অনেক। চীনের বুদ্ধ প্রথম।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বীরভূম জেলার মধ্যে তারাপুরে আসিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তদবধি ঐ স্থান সিদ্ধ পীঠস্থান বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। তারাপুর কোথায়? তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান, যথা—

অথ তারার (একজটার) ধ্যান।

প্রত্যালীঢ় পদার্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃদ্ ঘোরাট্টহাসাপরা।
খড়্গেন্দীবর কর্ত্তৃখর্পর ভুজাহুঙ্কার বীজোদ্ভবা॥
খর্ব্বা নীল বিশাল পিঙ্গল জটাজূটৈকনাগৈর্যুতা।
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারাস্বয়ং॥

৩ পটল, তারা রহস্য।

অন্বয়ার্থ—প্রত্যালীঢ় পদে (বামপাদ প্রসারণ করিয়া) শবের হৃদয়ে শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া আছেন। তিনি ভয়ঙ্কর অট্টহাসা এবং পরমা প্রকৃতি। তাঁহার হস্তে খড়্গ, ইন্দীবর (নীলপদ্ম), কর্ত্তৃকা (করবাল) ও খর্পর (নর কপাল পাত্র) আছে। হুঁকার বীজ তাঁহার আবির্ভাব ভূমি। তিনি খর্ব্বাকৃতি, তাঁহার জটাজূট বিশাল নীল ও পিঙ্গল বর্ণ। তাঁহার মস্তকে এক সর্প বিরাজ করিতেছে। তিনি স্বয়ং উগ্রতারা এবং ত্রিজগতের (স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের) জড়তা বিনাশ করিয়া থাকেন।

ঈশানে বক্রনাথস্য বৈদ্যনাথস্য পূর্ব্বতঃ।
তারাপুর মিদং খ্যাতং নগরং ভুবিদুর্লভম্॥
তত্র যত্নেন গন্তব্যং যত্র তারাশিলাময়ী॥

৬ পটল, যোগিনী তন্ত্র।

অতএব শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে যে তারাপুরে গমন করিয়া তপস্যা করিলে তথায় সিদ্ধিলাভ করা যায়। বামা খ্যাপা নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ ঐ পীঠস্থানে বাস করিতেন। তিনি সম্প্রতি দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তারাদেবীর (নীলসরস্বতী মূর্ত্তির) আরাধনা করিয়া সিদ্ধপুরুষ হইয়াছিলেন। সাধনকল্পলতিকার পূর্ব্বভাগের ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

তারার (একজটার) অন্যধ্যান।

প্রত্যালীঢ় পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং। খর্ব্বাং লম্বোদরাং ভীমাং ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃতাং কাটৌ॥ নব যৌবন সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাং। চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভিমাং বরপ্রদাং॥ খড়্গ কর্ত্তৃ সমাযুক্ত সব্যেতর ভুজদ্বয়াং। কপালোৎপল সংযুক্ত সব্যপাণি যুগান্বিতাং॥ পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়ে-

শ্রীনীল সরস্বতীর ধ্যান।

প্রত্যালীঢ় পদাং দেবীং মহামায়াং ত্রিলোচনাং।
সর্ব্বালঙ্কার ভূষাঢ্যাং মহানীলপ্রভাং পরাম্।
খড়্গং পাশং দক্ষিণে চ বামেন্দীবরমুর্দ্ধতঃ।
দধতঞ্চ সকং দেব্যা ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ।

৩ পটল, তারা রহস্য।

অন্বার্থ—দেবী প্রত্যালীঢ় পদে অবস্থিতা। ইনি মহামায়া, ত্রিলোচনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, মহানীল কান্তিবিশিষ্টা, পরম স্বরূপা, ইহাঁর দক্ষিণ করে খড়্গ ও পাশ এবং বাম করে ইন্দীবর (নীলপদ্ম) এবং চষক (মদ্য পান করিবার পাত্র) শোভিত হইতেছে।

মৌলাবক্ষোভ্য ভূষিতাং। বালার্ক মণ্ডলাকার লোচনত্রয় ভূষিতাং॥ জলচ্চিতা মধ্যগতাং ঘোর দংষ্ট্রাং করালিনীং। স্বাবেশ স্মের বদনাং স্ত্র্যলঙ্কার বিভূষিতাং॥ বিশ্বব্যাপক তোয়ান্তঃ শ্বেত পদ্মোপরিস্থিতাং। অক্ষোভ্যো দেবী মূর্দ্ধন্য ত্রিমূর্ত্তির্নাগ রূপধৃক্॥

তন্ত্রসার।

এই ধ্যানের অর্থ।

দেবীপ্রত্যালীঢ় পদা ভয়ঙ্করাকৃতি, খর্ব্বা ও লম্বোদরী, তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ড রচিত মালা ও কটীদেশ ব্যাঘ্র চর্ম্মদ্বারা আবৃত। ইনি নবযুবতীরূপা, পঞ্চ মুদ্রা দ্বারা অলঙ্কৃতা চতুর্ভুজা, লোল জিহ্বাযুক্তা মহাভয়ঙ্কররূপা, ও বরপ্রদা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও কর্ত্তরিকা বামহস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড ও উৎপল আছে। ইনি শিরোদেশে পিঙ্গলবর্ণ একটি জটাধারণ করিয়াছেন, কপালে নাগরূপী অক্ষোভ্য ঋষি আছেন। নবোদিত চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় ইহার দন্তপংক্তি অতি ভয়ঙ্কর, দেবী স্বীয় আবেসে হাস্যবদনা, স্ত্রীগণোচিত বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা এবং বিশ্বব্যাপক, জলমধ্যগত শ্বেত পদ্মোপরি অবস্থিতা আছেন।

পঞ্চমুদ্রাশব্দে—শ্বেতাস্থিনির্ম্মিত পট্টিকাচতুষ্টয় ও নবকপাল। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তন্ত্রচূড়ামণিতে এই কথা বলিয়াছেন। তিনি তারাদেবীর (নীলসরস্বতী) মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। তিনি তন্ত্রচূড়ামণি প্রপঞ্চসার ও অন্যান্য সংগ্রহ তন্ত্র প্রনয়ণ করিয়া গিয়াছেন।

কাম তারার ধ্যান।

কাম হাস্যাং মহাদেবীং তারিণীং তাররূপিণীং।
চষকেন্দীবরঞ্চৈব খড়্গঞ্চাপি বরস্তথা॥
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরীধানাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
বক্ষসা নাগহারঞ্চ মহাযোগ স্বরূপিণীম্॥

৩ পটল, তারা রহস্য।

অন্বার্থ—কাম তারা ঘোরহাস্যযুক্তা, মহাদেবী তারিণী তাররূপিণী, চষক, ইন্দীবর, খড়্গ ও বরধারিণী, ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, নাগহার শোভিতা ও মহাযোগস্বরূপিণী।

নীল সরস্বতীর অন্য ধ্যান।

নীলবাণীং সদাবন্দে নীলাঞ্জন চয় প্রভাম্। স্ত্র্যলঙ্কার সমোপেতাং ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥ নাগেনা বেষ্টিতাং দেবীং ফণিহার বিধায়িনীম্। ফণিমস্তক যোগেন দক্ষপাদং প্রপঞ্চিতম্॥ বামপাদং শবে নাভৌ রত্যুল্লাসহৃদান্বিতাম্। তামসীং তরসীং বিশ্বমোহিনীং ঘোর কামিনীং॥ শিববক্ত্র ভ্রমরীং প্রত্যালীঢ় পদাং শুভাম্। চমরী কেশ সংস্কার সদা গলিত কুন্তলাম্॥ নানামণিযুতাং শীর্ষে, মহাপাপ বিনাশিনীম্। কপালঞ্চাপি খড়্গঞ্চ নীলপদ্মাং সরস্বতীম্॥ ভাবয়েৎ সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থং নীলবাণীং কপিত্থদাম্॥

৩ পটল তারা রহস্য।

সর্ব্বদা নীল সরস্বতীর বন্দনা করি। তিনি নীলাঞ্জনচয় সন্নিভা, স্ত্রীজন সমুচিত যাবতীয় অলঙ্কারে ভূষিতা, ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিবৃতা, নাগ কর্ত্তৃক বেষ্টিতা ও ফণিহারে বিভূষিতা। তাঁহার হৃদয় রতি ভবে উল্লসিত। তিনি বিশ্ববিমোহিনী ও ঘোর কামিনী স্বরূপা। মস্তকে ফণিভূষণ, পৃথি তলে দক্ষপাদ রাখিয়া বামপদ শবের নাভিদেশে স্থাপন করিয়াছেন : তিনি শিবের মুখপদ্মের ভ্রমরী। তিনি প্রত্যালীঢ় পদা, তিনি পরম পবিত্র ও তাঁহার কেশজাল চমরীর ন্যায় ও সদা মুক্ত। তাঁহার মস্তক নানা জাতীয় মণিতে অলঙ্কৃত। তিনি মহাপাপ বিনাশিনী। তিনি কপাল ও খড়্গ ধারিণী। তিনি নীলপদ্ম আশ্রয় করিয়া আছেন। সেই নীল সরস্বতী দেবীকে সর্ব্ব সিদ্ধির নিমিত্ত ভাবনা করিবে

প্রচণ্ড চণ্ডিকার (ছিন্নমস্তার) মন্ত্র।

লক্ষ্মীং লজ্জাং ততো মায়াং মাত্রাং দ্বাদশিকামপি।
বজ্রবৈরোচনীয়ে দ্বে মায়ে ফট্ স্বাহয়া যুতঃ ॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

মন্ত্রোদ্ধার—"শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।

মন্ত্রান্তর—ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং। হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং। ঐং শ্রীং ক্লীং হ্রীং। এই সকল মন্ত্রের শেষে বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা বলিবে।

ছিন্নমস্তার ধ্যান-গৃহীপক্ষে।

অন্তরে স্বশরীরস্য নাভিনীরজ সঙ্গতাং।
নির্লেপাং নিগু'ণাং সূক্ষ্মাং বাল চন্দ্র সমপ্রভাং ॥
সমাধিমাত্র গম্যাস্তু গুণত্রিতয় বেষ্টিতাং।
কলাতীতাং গুণাতীতাং মুক্তিমাত্র প্রদায়িনীং।

ছিন্নমস্তা তন্ত্র।

উগ্রতারার ধ্যান।

শবোপরি মহাদেবীং সবেশ হাস্য সংযুতাম্। বিপরীত রতাসক্তাং উগ্রতারাং পরাৎপরাম্॥ কর্ত্তৃকাং খড়্গ সংযুক্তাং দক্ষিণে তারিণীং পরাম্। বামভাগে নীলপদ্মং চষকং তদধঃ স্মৃতম্॥ মুণ্ডমালাবলীরম্যাং রক্তধারা বিভূষিতাম্। ঘোর হাস্যাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বদা জ্ঞান দায়িনীম্॥ একবেণীং মহাবেণীং ফণিরাজ বিভূষিতাম্॥ স্বর্ণ মুকুটৈঃ শোভাং রাজতে দন্ত কুন্দকাম্।

৩ পটল, তারা রহস্য।

অস্যার্থ—মহাদেবী শবের উপর আরোহণ করিয়া আছেন। দক্ষিণে কর্ত্তৃকা ও খড়্গ, বামভাগে নীলপদ্ম ও তাহার অধোভাগে চষক। তিনি বিপরীত রতাসক্তা ও মুণ্ডমালাবলীর সংসর্গে রমণীয় মূর্ত্তি সম্পন্না এবং ঘোর হাস্যাযুক্তা। তিনি ত্রিনয়না, রক্তধারা বিভূষিতা, সর্ব্বজ্ঞান বিধায়িকা, এক বেণী ও মহাবেণী বিশিষ্টা, ফণিরাজ বিভূষিতা, স্বর্ণ মুকুটে সুশোভিতা এবং তাহার দন্ত কুন্দ সন্নিভ। অর্থাৎ দন্তপাঁতি কুঁদ ফুলের মত।

ততঃ অন্য ধ্যান। গৃহীপক্ষে।

ভাস্বন্মণ্ডল মধ্যগাং নিজশিরশ্ছিন্নং বিকীর্ণালকং,
স্ফারাস্যং প্রপিবদ্গলাৎ স্বরুধিরং বাম করে বিভ্রতীং।
যা ভাসক্ত রতিস্মরো পরিগতাং সখ্যৌ নিজে ডকিনী,
বর্ণিন্যৌ পরিদৃশ্য মোদ কলিতাং শ্রীছিন্নমস্তাং ভজে॥

মন্ত্র মহোদধি তন্ত্র।

উপরোক্ত ধ্যান দুইটী গৃহস্থের পক্ষে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সমর্থ হইলে দীর্ঘ ধ্যান করিবে। অসমর্থ পক্ষে এই সংক্ষেপ ধ্যান উক্ত হইল। যতি সন্ন্যাসীও যোগীর পক্ষে যে ধ্যান উক্ত হইয়াছে তাহা নোট দেখ। ধ্যান ব্যতীত কখনও ছিন্নমস্তার পূজা করিবে না *।

ছিন্নমস্তার মন্ত্র ফল।

লক্ষ্মী বীজং যদাদ্যং স্যাত্তদা শ্রীসর্ব্বতোমুখী।
লজ্জা বীজন চাদ্যেন বশ্যতাং যান্তি যোষিতঃ॥
মায়া বীজেন চাদ্যেন মহাপাতক নাশনং।
মাত্রীং দ্বাদশিকাং বীজ মাদ্যং স্যান্মুক্তি দায়কং॥

বিশ্বসার তন্ত্র

ছিন্নমস্তার মন্ত্রের আদিতে শ্রীংবীজ থাকাতে সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গলপ্রদ হইয়াছে। যদি আদিতে ক্লীং বীজ থাকে তাহা হইলে ঐ মন্ত্র স্ত্রীবশীকারক হয়। আদিতে হ্রীং থাকিলে মহাপাতক নাশ হয়। আদিতে ঐং বীজ থাকিলে মুক্তিপ্রদ হয়।

ততঃ ধ্যানং—যতিপক্ষে।

সনাভৌ নীরজং ধ্যায়েৎ ভানুমণ্ডল সন্নিভং।
যোনি চক্র সমাযুক্তং গুণত্রিতয় সজ্জিতং॥
তন্মধ্যে মহাদেবীং ছিন্নমস্তাং স্মরেদ্যতিঃ।
প্রদীপ কালিকাকরমদ্বিতীয় ব্যবস্থিতং॥
যোনি মুদ্রা সমাযুক্তাং হৃদয়স্থিত লোচনাং॥

তন্ত্রসার।

* ধ্যান ব্যতীত ছিন্নমস্তার পূজা নিষেধ।

ছিন্নমস্তার দীর্ঘ ধ্যান।

প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাং দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিত সুধাধারাং পিবন্তীং মুদা। নাগাবদ্ধ শিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাং রত্যাসক্তমনোভবোপরিদৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবা সন্নিভাং॥ দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্ত-চিকুরা কর্ত্তৃং তথা খর্পরং হস্তাভ্যাং দধতী রাজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী। দেব্যাশ্ছিন্নকবন্ধতঃ পতদসৃগ্ধারাং পিবন্তীং মুদা নাগাবদ্ধ শিরোমণির্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ॥ বামে কৃষ্ণতনুস্তথৈব দধতী খড়্গাং তথা খর্পরং প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবন্তীমুদা। সৈষা যা প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্নাপরা ডাকিনী।

তন্ত্রসার।

অস্যার্থ—দেবী প্রত্যালীঢ়পদা, অর্থাৎ দক্ষিণপাদ অগ্রে এবং বামপাদ পশ্চাতে। ইনি ছিন্নশিরঃ ও খড়্গ ধারণ করিয়াছেন। দেবী বিবসনা এবং স্বীয় ছিন্নগলদেশ হইতে নির্গত শোণিতধারা পান করিতেছেন। মস্তকে সর্পাবদ্ধমণি, ত্রিনয়না এবং বক্ষঃস্থল উৎপলমালায় অলঙ্কৃত ইনি বিপরীত রতা-সক্তা রতি মদনোপরি দণ্ডায়মানা আছেন। ইঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ। দেবীর দক্ষভাগে শ্বেতবর্ণা, আলুলায়িত কেশা কর্তৃকা ও খর্পরধারিণী

অস্যার্থ—স্বীয় নাভিতে শুদ্ধ বিকসিত শ্বেতপদ্ম ধ্যান করিবে। সেই পদ্মের কোষমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল, ঐ মণ্ডল জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ ও সত্ত্বরজতম সংজ্ঞক রেখাত্রয়ে মণ্ডিত। সেই মণ্ডলমধ্যে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালিনী মহাদেবী ছিন্নমস্তা আছেন। তিনি স্বীয় বাম করে স্বীয় মস্তক ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখ বিস্তৃত ও ভয়ঙ্কর এবং জিহ্বা লোল। দেবী নিজ কণ্ঠ হইতে বিনির্গত রুধির ধারা পান করিতেছেন, কেশ আলুলায়িত ও নানাবিধ পুষ্পে সুশোভিত।

প্রচণ্ড চণ্ডিকা মেব মধ্যাত্মা যস্তু পূজয়েৎ।
সদ্যস্তস্যশিরশ্ছিত্ত্বা দেবী পিবতি শোণিতং॥

তন্ত্র।

ছিন্নমস্তার ধ্যান না করিয়া কখনও পূজা করিবেন না। যে ব্যক্তি ছিন্ন-মস্তার ধ্যান না করিয়া পূজন করে দেবী স্বয়ং তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্ত পান করেন।

একটী দেবী আছেন, ইহাঁর নাম বর্ণিণী। এই বর্ণিণী, দেবীর ছিন্ন গলদেশ হইতে যে রুধিরধারা নির্গত হইতেছে তাহা পান করিতেছেন। ইহার মস্তকে নাগবদ্ধ মণি আছে। বামভাগে খড়্গ খর্পর ধারিণী কৃষ্ণবর্ণা অন্য দেবী আছেন। ইনিও দেবীর ছিন্ন গলদেশ বিনির্গত রুধিরধারা পান করিতেছেন। ইহার দক্ষ পাদ অগ্রে ও বামপাদ পশ্চাতে। ইনি প্রলয় সময়ে সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিতে পারেন, ইহার নাম ডাকিনী। এই প্রকারে দেবীর রূপচিন্তা করিবে।

ছিন্নমস্তার অন্য দীর্ঘ ধ্যান।

স্বনাভৌ নবিজং ধ্যায়েৎ শুদ্ধং বিকসিতং সিতং। তৎপদ্মকোষ মধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ॥ জবাকুসুম সঙ্কাশং রক্তবন্ধূক সন্নিভং। রজঃসত্ত্ব তমোরেখা যোনিমণ্ডল মণ্ডিতং॥ মধ্যেতু তাং মহাদেবীং সূর্য্য কোটি সমপ্রভাং। ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকং॥ প্রসারিত মুখীং ভীমাং লেলিহানা- গ্রজিহ্বিকাং। পিবন্তীং রৌধিরী ধারাং নিজ কণ্ঠ বিনির্গতাং॥ বিকীর্ণকেশ- পাশাঞ্চ নানাপুষ্প সমন্বিতাং। দক্ষিণে চ করে কর্ত্তৃং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥ দিগম্বরাং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ় পদে স্থিতাং। অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞো- পবীতিনীং॥ রতিকামোপবিষ্টাচ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ। সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং পিনোন্নত পয়োধরাং॥ বিপরীত রতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্রতি মনোভবৌ। ডাকিনী বর্ণিনী যুক্তাং বাম দক্ষিণ যোগতঃ॥ দেবীগলোচ্ছল দ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীং। বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং॥ কপাল কর্ত্তৃকাহস্তাং বাম- দক্ষিণযোগতঃ। নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যং জ্বলত্তেজোময়ীমিব॥ প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কার ভূষিতাং। সদা ষোড়শ বর্ষীয়া মস্থিমালা বিভূষিতাং॥ ডাকিনীং বামপার্শ্বস্থাং কল্প সূর্য্যানলোপমাং। বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্ত পংক্তিবলাকিনীং॥ দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাং। মহাদেবীং মহা- ঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং॥ লেলিহানমহাজিহ্বাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং। কপাল কর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ যোগতঃ॥ দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারা পানং প্রকুর্ব্বতীং। করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতি ভীষণং। আভ্যাং নিষেব্যমানাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ॥

অথ ভুবনেশ্বরী মন্ত্রাঃ।

নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়োবামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।
বীজং তস্যাঃ সমাখ্যাতং সেবিতং সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ॥

নকুলীশ শব্দে হকার, অগ্নি শব্দে রেফ রকার, বামনেত্র শব্দে ঈকার, চন্দ্র শব্দে অনুস্বার, এই বর্ণ চতুষ্টয় একত্রিত হইলে অর্থাৎ—হ+র+ঈ+ং="হ্রীং" এই বীজ মন্ত্র হইল। ইহাই ভুবনেশ্বরীর একাক্ষরী বীজ মন্ত্র। এই মন্ত্র সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ সেবা করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রস্থিত হকারে কৈলাসাদি প্রতিষ্ঠিত * আছে। রেফেতে পৃথিবীস্থিত স্ববর্ণাদি নিষ্পন্ন হয় এবং দীর্ঘ ঈকার অনন্তরূপে পাতাল ধারণ করিতেছে সুতরাং স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিভুবনের ব্যাখ্যা করা হইল। অর্থাৎ ত্রিভুবনব্যাপিনী যিনি তিনিই ভুবনেশ্বরী।

---

* ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রের ব্যাখ্যা।
ব্যোম বীজে মহেশানি কৈলাসাদি প্রতিষ্ঠিতং।
বহ্নি বীজাৎ স্ববর্ণাদি নিষ্পন্নং বহুধা প্রিয়ে॥
তেনায়ং বর্ত্ততে লোকো ভূমি মণ্ডল সংস্থিতঃ।
তূর্য্যস্বরেন পাতালে শেষরূপেণ ধার্য্যতে॥
মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্যাপি নায়িকা।
অতএব মহেশানি ভুবনাধিশ্বরী প্রিয়ে॥
হকারো ব্যোম তূর্য্যেণ স্বরেণানিল সম্ভবঃ।
রিকারে সতি রেফেণ সাক্ষাদ্বহ্নি স্বরূপিণী॥
বহ্নি বীজং বসুধেয়ং তস্মাদ্রেফঞ্চ সুন্দরি।
অতএব মহেশানি সবায়োঃ সমতা ভবেৎ॥
বিন্দু চক্রামৃতাদ্দেবী প্লাবয়ন্তী জগত্রয়ং।
দ্রবরূপী ভবেত্তস্মাৎ প্লবন্তী চার্দ্ধমাত্রয়া
অতএব মহেশানি ভুবনেশীতি কথ্যতে॥
দক্ষিণা মূর্ত্তি সংহিতা।

ভুবনেশ্বরীর ধ্যান।

উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাংতুঙ্গকুচাংনয়নত্রয়সংযুক্তাং।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশ পাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীং॥

তন্ত্রসার।

অস্যার্থ—উদিত দিনকরের ন্যায় দেহকান্তি, কপালে অর্দ্ধ চন্দ্র, মস্তকে মুকুট, স্তনদ্বয় অতি উচ্চ, তিনটি নেত্র ও বদনে সর্ব্বদা হাস্য এবং চারিহস্তে বর মুদ্রা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা আছে। ইহাই ভুবনেশ্বরী দেবীর আকৃতি। এইরূপ ধ্যান করিবে। মন্ত্র "হ্রীং"॥

ভুবনেশ্বরীর অন্য ধ্যান।

বরাঙ্কুশৌ পাশমভীতি মুদ্রাং করৈর্ব্বহন্তীং কমলাসনস্থাং।
বালার্ককোটিপ্রতিমাং ত্রিনেত্রাভজেহমাদ্যাং ভুবনেশ্বরীং তাং॥

নিবন্ধ তন্ত্র।

অস্যার্থ—দেবীর চারিহস্তে বর মুদ্রা অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা আছে। দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন। প্রভাতকালীন কোটি সূর্য্যের ন্যায় দেহপ্রভা এবং ত্রিনয়না।

এ ধ্যানের মন্ত্র—"হ্রীং" একাক্ষরী।

ভুবনেশ্বরীর অপর ধ্যান।

শ্যামাঙ্গীং শশীশেখরাং নিজ করৈর্দ্দানঞ্চ রক্তোৎপলং।
রত্নাঢ্যং চষকং পরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীং॥
মুক্তাহারলসৎ পয়োধরনতাং নেত্র ত্রয়োল্লাসিনীং।
বন্দেহহং সুরপূজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দস্থিতাং॥

তন্ত্রসার।

অস্যার্থ—দেবীর শরীর শ্যামবর্ণ, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, চতুর্ভুজা, চারিহস্তে বর-মুদ্রা, রক্তোৎপল, পানপাত্র ও অভয় মুদ্রা আছে। গলদেশে মুক্তার হার এবং স্তনভরে নম্র, বদন কমল নেত্রত্রয়ে পরিশোভিত এবং রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা আছেন। এই ধ্যানের মন্ত্র—ঐং হ্রীং ঐং। ত্র্যক্ষরী।

অথ মহিষমর্দ্দিনী মন্ত্রাঃ।

ভান্তং বিয়ৎ সনয়নং শ্বেতো মর্দ্দিনি ঠদ্বয়ং।
অষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দ্দিনী॥

সারদা তন্ত্র।

মন্ত্রোদ্ধার হইল—"মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা" ইহা অষ্টাক্ষরী মন্ত্র।

মহিষমর্দ্দিনীর ধ্যান।

গারুড়োৎপল সন্নিভাং মণিময় কুণ্ডলমণ্ডিতাং।
নৌমিভাল বিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীং॥
শঙ্খ চক্র কৃপাণ খেটক বাণ কার্ম্মুক শূলকান্।
তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজ বাহুভিঃ শশিশেখরাং॥

তন্ত্রসার।

অস্যার্থ—উৎপলের ন্যায় দেহকান্তি, মণিময় কুণ্ডলদ্বারা শোভমানা, ত্রিনয়না এবং মহিষের মস্তকে উপবিষ্টা। এই দেবতা অষ্টভুজা ইহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, খেটক, বাণ, ধনু, শূল ও তর্জ্জনী মুদ্রা এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে।

মহিষ মর্দ্দিনীর মন্ত্র ভেদ।

অয়ং মন্ত্রঃ তারাদিঃ মায়াদিঃ কামাদিঃ বাগভবাদিঃ বধূবীজাদিঃ কবচাদিশ্চ নবাক্ষরঃ।

অর্থাৎ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের আদিতে "ওঁ হ্রীং ক্লীং ঐং স্ত্রীং ও হুঁ" এই সকল বীজের কোন একটি বীজ যুক্ত করিলে যে নবাক্ষর মন্ত্র হইবে সেই মন্ত্র দ্বারা মহিষ মর্দ্দিনীর আরাধনা করিবে। যথা—

প্রণবাদ্যাং জপেদ্বিদ্যাং মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ।
বধূবীজাদিকাং বাপি কবচাদ্যাং জপেত্তথা॥
সর্ব্ব কালেষু সর্ব্বত্র কামাদ্যাং প্রজপেৎ সুধিঃ।
বাগ্‌ভবাদ্যাং জপেত্তান্ত দেবীং বাক্য বিশুদ্ধয়ে॥
বিনা বীজৈর্ম্মহাবিদ্যা নির্বীর্য্যা পরিকীর্ত্তিতা।

ত্রিপুরসুন্দরী মন্ত্রাঃ।

মন্ত্র যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

অথ ধ্যানং।

বলার্ক মণ্ডলাভাসাং চতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাং।
পাশাঙ্কুশ শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাংশ্রয়ে॥

দেবীর গাত্রের আভা উদয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়। চারিটী বাহু, ত্রিনয়ন, হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, শর, চাপ, ধারণ করিয়া আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসক ছিলেন। যথা—

একৈক নখ চন্দ্রেষু কোটিব্রহ্ম সমপ্রভং।
সর্ব্বংহি কৃষ্ণদেবস্য ত্রিপুরা পদ পূজনাৎ॥১৭॥

২১ পটল, রাধাতন্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণের এক এক নখে কোটি ব্রহ্মসম উজ্জ্বল জ্যোতি। হে দেবি! কৃষ্ণের এই সকল মাহাত্ম্যই ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজনের ফলমাত্র। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিপুরা সুন্দরীর আরাধনা করিয়া এই সকল ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পুটিতা বীজ যুগ্মেন মুখে যুগ্মক ...
দশাক্ষরী সমানাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনেশ্বরী॥
প্রণবঞ্চ তথা মায়া ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দ্দশ।
কামং প্রণবমিত্যুক্তং ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দ্দশ॥ বিশ্বসার তন্ত্র।

সর্ব্বকালে ও সর্ব্বকার্য্যে কাম বীজ "ক্লীং" এই অষ্টাক্ষরী মন্ত্রের আদিতে যুক্ত করিয়া জপ করিলে সর্ব্ব কামনা পরিপূর্ণ হয়। বাগ্বীজ "ঐং" আদিতে যুক্ত করিয়া জপ করিলে বাক্য শুদ্ধ হয়। কোন বীজ আদিতে যুক্ত না করিলে মন্ত্র নির্ব্বীর্য্য হয়। প্রণব ওঁকার অথবা মায়া বীজ "হ্রীং" মন্ত্র পুটিত করিয়া পূজা করিতে হয়। অর্থাৎ ওঁ মহিষ মর্দ্দিনী ওঁ, অথবা হ্রীং মহিষমর্দ্দিনী হ্রীং এইরূপ দশাক্ষর মন্ত্র ত্রিভুবনের ঈশ্বর স্বরূপ। "ওঁ ক্লীং মহিষ মর্দ্দিনী স্বাহা" এইরূপ দশাক্ষর মন্ত্রেও মহিষমর্দ্দিনীর পূজা হইয়া থাকে।

অথ দুর্গা মন্ত্র।

অথ দুর্গামনুং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে।
যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণভবেদগঙ্গাধরঃ স্বয়ং ॥
খান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য বামকর্ণভিভূষিতং।
ইন্দু বিন্দু সমাযুক্তং বীজং পরমদুর্ল্লভং ॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

ভগবান দেবীকে বলিতেছেন—হে কমলাননে! আমি দুর্গামন্ত্র বলিব, শ্রবণ কর। এই দুর্গামন্ত্র প্রভাবে স্বয়ং মহেশ্বর গঙ্গাধর হইয়াছেন। খান্তবীজ—দ, কার; বামকর্ণ—উ, কার; ইন্দু বিন্দু—ঁ চন্দ্রবিন্দু=দ+উ+ঁ বা ং=দুঁ বা দুং, এই একাক্ষর দুর্গামন্ত্র পরম দুর্ল্লভ। পূজামন্ত্র—ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ।

শ্রীদুর্গার ধ্যান।

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্ভুজৈ
শঙ্খং চক্রধনুঃ শারাংশ্চ দধতীং নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতং।
আমুক্তাঙ্গদহার কঙ্কণরণৎ কাঞ্চীক্কণন্নূপুরা,
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু মে রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা ॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

অস্যার্থ—সিংহোপরি উপবিষ্টা, কাপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মরকত মণির ন্যায় দেহ কান্তি এবং চারিহস্ত, ঐ সকল হস্তে শঙ্খ চক্র ও ধনুর্ব্বাণ আছে, দেবী নয়নত্রয়ে শোভিতা, মুক্তাহার, বলয়া, কঙ্কণ, কাঞ্চীগণ ও নূপুরাদি অলঙ্কারে শোভমানা। এই দেবতা সাধকের দুর্গতি হরণ করেন। ইহার কর্ণে রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডল আছে।

বিবিধ দুর্গা মন্ত্রাঃ।

বিবিধ সা মহাবিদ্যা তৎ শৃণুষ্ব গণেশ্বরী।
কূর্চ্চাদ্যং বা জপেদ্বিদ্যাং তদন্তে বহ্নি সুন্দরী।
লজ্জাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ
বধূ বীজযুতং বাপি স্বাহান্তাং বা জপেৎ পুনঃ ॥

কালীকুলের—কালী, তারা, রক্তকালী, বা ছিন্নমস্তা, মর্দ্দিনী, ত্রিপুরাসুন্দরী, ত্বরিতা, দুর্গা ও প্রত্যঙ্গিরা, এই নয়টী ত্বরিতা ও প্রত্যঙ্গিরার মন্ত্রগ্রহণ বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই, এজন্য দ হইল না।

কালীকুলের অতিরিক্ত কুলদেবতা।

জগদ্ধাত্রী দুর্গার ধ্যান।

সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং॥
শঙ্খ চাপ সমাযুক্ত বাম পাণিদ্বয়ং তথা।
চক্রবাণ সমাযুক্ত দক্ষপাণিদ্বয়ং তথা॥
রক্ত বস্ত্র পরীধানাং বালার্ক সদৃশদ্যুতিং।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং॥
ত্রিবলীবলয়োপেতাং নাভি নালমৃণালিনীং।
ঈষৎ সহাস্যবদনাং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাং॥

লক্ষ্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্গ ফলাপ্তয়ে।
বাগভবাদ্যাং জপেদ্বাপি প্রাণবাদ্যাং জপেৎ পুনঃ॥
কামবীজাদিকাং বাপি ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধিঃ।
ত্র্যক্ষরী বিবিধা বিদ্যা কথিতা ব্রাহ্মণাপুরা॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

দুর্গা দেবীর মন্ত্র অনেক আছে, হে গণেশ্বরি সেই সকল মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর হুঁ দুং স্বাহা, হ্রীঁ দুং, দুং ফট্, হ্রীং দুং দুঁ স্বাহা, শ্রীঁ দুঁ, ঐঁ দুঁ, ওঁ দুঁ, ক্লীঁ দুঁ, ক্লীঁ দুঁ ফট্। এইরূপ বিবিধ মন্ত্র পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন।

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত মন্ত্র—ওঁ ক্রং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা”। কালীকা-পুরাণোক্ত মন্ত্র—“ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

যৌবন সম্পন্নাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
করুণামৃত বর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা॥
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে।
প্রফুল্ল কমলারূঢ়াং ধ্যায়েৎ তাং ভবগেহিনীং॥

পূজা মন্ত্র—দুং জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ।

অস্যার্থ—যিনি সিংহস্কন্ধোপরি আরূঢ়া, বিবিধ ভূষণে ভূষিতা, চতুর্ভুজা, গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত, বামহস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চাপ, দক্ষিণহস্তে চক্র ও বাণ ধারণ করিয়া আছেন। পরণে রক্তবস্ত্র, ব্রাহ্ম মুহূর্তের সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ আভাবিশিষ্টা, নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক পরিসেবিতা, সংসারের এরূপ সুন্দরীমূর্ত্তি, বলয়াকৃতি মাংস পিণ্ডের তিনটি খাঁজ যাহার নাভিপদ্মের মৃণালস্বরূপ হইয়াছে। যিনি ঈষৎ হাস্যবদনা; কাঞ্চনের ন্যায় আভাযুক্তা এবং বরদাত্রী, নবযৌবন সম্পন্না, উচ্চস্তনী, এবং করুণামৃত বর্ষিণী, সাধকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন, মহা রত্ন দ্বীপে সিংহাসনোপরি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর শিবগেহিনী উপবিষ্টা আছেন, এইরূপ ধ্যান করিবে।

অথান্নপূর্ণা মন্ত্রাঃ।

মায়া হৃদ্ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি পদং ততঃ।
অন্নপূর্ণে ঠযুগলং মনুঃ সপ্তদশাক্ষরঃ॥

মন্ত্রোদ্ধার—"হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা"। এই সপ্তদশাক্ষরী মন্ত্রে অন্নপূর্ণার আরাধনা করিবে।

এই মন্ত্রের আদিতে ওঁকার, হ্রীংকার, শ্রীংকার, ঐংকার ক্লীংকার, ওঁ ও হ্রীং কার এই দুই বীজ একত্রে, হ্রীং শ্রীং শ্রীংকার এই তিন বীজ একত্রে, শ্রীং হ্রীং হ্রীং কার এই তিন বীজ একত্রে সংযুক্ত করিয়া জপ করিলে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ(১) হয়।

অন্নপূর্ণাদেবীর মন্ত্রে কোন কোন বীজ যোগে কি ফল?

প্রণবাদ্যা যদাদেবী তদা সপ্তদশাক্ষরী।
অন্নপ্রদা মোক্ষদা চ সদা বিভব দায়িনী॥
মায়াদ্যা চ যদা দেবি তদা সা সকলেষ্টদা।
শ্রীবীজাদ্যা যদা দেবি তদা সুখ বিবর্দ্ধিনী॥

অন্নপূর্ণার ধ্যান।

রক্তাং বিচিত্র বসনাং নবচন্দ্রচূড়াং,
অন্নপ্রদান নিরতাং স্তনভার নম্রাং।
নৃত্যন্তমিন্দু সকলাভরণং বিলোক্য,
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখ হন্ত্রীং॥

অন্বয়ার্থ—দেবতার শরীর রক্তবর্ণ, বিচিত্রবস্ত্র পরিধান এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান আছে, দেবী সর্ব্বদা অন্নপ্রদানে নিযুক্তা আছেন। সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিতা এবং হাস্য বদনা। ইহাঁকে দর্শন করিলেই বোধ হইবে ইনি জগতের দুঃখ বিনাশে নিযুক্তা আছেন।

Bimalananda Kaviraj
90/3, Grey Street, Calcutta.

বাগ্বীজাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্ব প্রদায়িনী।
কামাদ্যা চ যদা বিদ্যা সর্ব্বকাম প্রদায়িনী॥
তার মায়াদিকা বিদ্যা ভোগ মোক্ষ প্রদায়িনী।
মায়া শ্রীবীজ যুগ্মাদ্যা সদা বিভব দায়িনী।
শ্রীমায়া যুগ্ম বীজাদ্যা সর্ব্ব সম্পত্তি পূরণী॥

অন্নদাকল্প তন্ত্র।

মন্ত্রের আদিতে অর্থাৎ—"হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা" এই যে অন্নপূর্ণা দেবীর মন্ত্র, এই মন্ত্রের আদিতে প্রণব (ওঁ) যুক্ত করিয়া জপ করিলে সাধকের অন্ন ক্লেশ থাকে না, বিভব বৃদ্ধি হয় এবং মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। মায়াবীজ (হ্রীং) যুক্ত মন্ত্রসকল অভীষ্ট প্রদান করে। শ্রীবীজ (শ্রীং) যুক্ত উক্ত অন্নপূর্ণা মন্ত্র জপে সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাগ্বীজ (ঐং) আদিতে যুক্ত করিয়া মন্ত্র জপ করিলে বাক্যের পটুতা জন্মে। কামবীজ (ক্লীং) আদিতে যুক্ত করিয়া জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা সিদ্ধি হয়। ওঁ ও হ্রীং এই দুই বীজ আদিতে যুক্ত করিয়া জপ করিলে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে। হ্রীং শ্রীং শ্রীং এই বীজত্রয় যুক্ত করিয়া মন্ত্র জপ করিলে বিভব প্রদান করে এবং শ্রীং হ্রীং হ্রীং এই বীজত্রয় যুক্ত করিয়া জপ করিলে সর্ব্ব সম্পত্তি পূর্ণ হয়।

কালী পূজায় অষ্ট শক্তির পূজা করিতে হয়। শক্তি যথা—

১। ব্রাহ্মী, ২। নারায়ণী, ৩। মাহেশ্বরী, ৪। চামুণ্ডা, ৫। কৌমারী, ৬। অপরাজিতা, ৭। বারাহী, ৮। নারসিংহী॥ এই অষ্ট শক্তির আদিতে আকারাদিক্রমে অষ্ট দীর্ঘ স্বর যোজিত করিয়া—"দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" বলিতে হয়। যথা—আং ব্রাহ্মী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকং পূজয়ামি নমঃ। এই রূপ ঈং নারায়ণী। ঊং মাহেশ্বরী। ৠং চামুণ্ডা। ৡং কৌমারী। ঐং অপরাজিতা। ঔং বারাহী। অঃ নারসিংহী।

অষ্ট শক্তির ধ্যান যথা—

ব্রাহ্মণীং হংস সংরূঢ়াং স্বর্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাং। চতুর্ব্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্ম কূর্চ্চঞ্চ পঙ্কজং॥ দণ্ড পদ্মাক্ষসূত্রঞ্চদধতীং চারুহাসিনীং। জটাজূটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১॥ নারায়ণীং মহা দীপ্তা শ্যামাং গরুড় বাহিনীং। নানালঙ্কার সংযুক্তাং চারুকেশাং চতুর্ভুজাং॥ ঘণ্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সন্দধতীং পরাং। মধুমত্তাং মদোল্লোল দৃষ্টিং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীং॥২॥ মাহেশ্বরীং বৃষারূঢ়াং শুভ্রাং ত্রিনয়নান্বিতাং। কপালং ডমরুঞ্চৈব বরদা ভয়শূলকং। টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানাভরণভূষিতাং॥৩॥ চামুণ্ডামট্টহাসাং প্রকটিত দশনাং ভীমবক্ত্রং ত্রিনেত্রাং। নীলাম্ভোজপ্রভাভাং প্রমুদিত বপুষাং নারমুণ্ডালিমালাং॥ খড়্গাং শূলং কপালং নরশির ঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীং। প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাং॥ ৪॥ কৌমারীং কুঙ্কুম প্রভাং ত্রিনেত্রাং শিখি সংস্থিতাং। চতুর্ভুজাং শক্তি পাশমঙ্কুশাভয় ধারিণীং। নাশলঙ্কার সংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েৎ॥ ৫॥ অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্র বরপ্রদাং। কপালং মাতুলুঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ॥ ৬॥ বারাহীং ধূম্রং বর্ণাঞ্চ বরাহবদনাং শুভাং। ফলকং খড়্গমুষলং হলং বেদ ভুজৈর্যুতাং॥ ৭॥ নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ॥ ৮॥

শ্রীকুল।

ষোড়শী মন্ত্রঃ।—সুন্দরী।

ইঁহার অপর নাম ত্রিপুরসুন্দরী।

ভূমিশ্চন্দ্রঃ শিবোমায়া শক্তিঃ কৃষ্ণাধ্বমাদনৌ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুরুচ্যতে॥
মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা মন্ত্রা মেরু সমুদ্ভবাঃ॥

জ্ঞানার্ণব তন্ত্র।

মন্ত্রোদ্ধার—"ল, স, হ, হ্রী", এ, র, কঁ," এই নবাক্ষর মন্ত্র মেরু মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুকে পৃথক বর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নবাক্ষর মন্ত্র হইল। এই নবাক্ষর মন্ত্রকে মহাত্রিপুরসুন্দরীর মেরুমন্ত্র বলা যায়। ষোড়শী মন্ত্র অসংখ্য, তন্মধ্যে কতক নোটে দেখ।

ততো ধ্যানং।

বালার্কমণ্ডলাভাষাং চতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাং।
পাশাঙ্কুশ শরাং শ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে॥

উদয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দেহকান্তি, চতুর্ভুজা ও ত্রিনয়না। চারিহস্তে পাশ; অঙ্কুশ, শর ও চাপ এই অস্ত্র চতুষ্টয় ধারণ করিয়া আছেন।

ষোড়শীর পারিভাষিকী মন্ত্র।

চন্দ্রাস্তং বারুণান্তঞ্চ শক্রাদি সহিতং পৃথক।
বামাক্ষি বিন্দুনাদাঢ্যং বিশ্বমাতৃকলাত্মকং॥
বিদ্যাদৌ যোজয়েদ্দেবি সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণী।
ত্রিকুটাঃ সকলা ভেদাঃ পঞ্চকুটাভবন্তি হি॥
বৈষ্ণবী বসুকুটাস্যাৎ ষট্‌কুটা শঙ্করীভবেৎ॥

জ্ঞানার্ণব তন্ত্র।

পূর্ব্বে যে দ্বাদশপ্রকার মন্ত্র (মেরু এবং একাদশ মন্ত্র) কথিত হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে হ্রীং শ্রীং এই বীজদ্বয় যোগ করিলে যে সকল

মন্ত্র হয় সেই সকল মন্ত্রকে পরিভাষিক ষোড়শী মন্ত্র বলা যায়। এই সকল মন্ত্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। এই মন্ত্র ত্রিকূট, পঞ্চকূট ও ষট্‌কূট প্রভৃতি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকলের আদিতে ওঁ হ্রীং শ্রীং এই বীজত্রয় যোগ করিলে ষোড়শী মন্ত্র হয়।

ষোড়শীর অন্ত মন্ত্র।

সকলা ভুবনেশানী কামেশী বীজ মুদ্‌ভৃতং।
অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বরাননে॥
শক্ত্যন্ত তূর্য্য বর্ণোহয়ং কলমধ্যে সুলোচনে।
বাগভবং পঞ্চবর্ণাঢ্যং কামরাজ মথোচ্যতে॥
মাদনং শিব চন্দ্রাঢ্যং শিবাঙ্কং মীনলোচনে।
কামরাজ মিদং ভদ্রে ষড়্ বর্ণং সর্ব্ব মোহনং॥
শক্তি বীজং বরারোহে চন্দ্রাঢ্যং সর্ব্ব মোহনং।
এতামুপাস্য দেবেশি কামঃ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরঃ।
কামরাজো ভবেদ্দেবী বিদ্যেয়ং ব্রহ্মরূপিণী॥

জ্ঞানার্ণবে।

"ক ল হ্রীং" এই মন্ত্র কামেশী বীজ বলিয়া অভিহিত হয়। ক এ ঈ ল হ্রীং এই পঞ্চবর্ণাত্মক মন্ত্রকে বাগ্‌ভব কূট্ বলা যায়। অনন্তর কামরাজ মন্ত্র বলা যাইতেছে। হ স ক হ ল হ্রীং এই ষড়ক্ষর মন্ত্র কামরাজ কূট্ বলিয়া কথিত হয়। স ক ল হ্রীং এই মন্ত্রের নাম শক্তি কূট। কামদেব এই মন্ত্রের উপাসনা করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও কামরাজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই বিদ্যা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপিণী।"

মন্ত্রান্তরং।

(১). শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি লোপামুদ্রা ভিধাং পরাং।
কাম রাজাখ্যাবিদ্যায়াঃ শক্তিং তূর্য্যঞ্চ সুন্দরী।
হিত্বা মুখে শিবেন্দ্বাঢ্যা লোপামুদ্রা প্রকাশিতা॥

জ্ঞানার্ণবে।

মন্ত্রোদ্ধার—হ স ক ল হ্রীং হ স ক হ্‌ হ্রীং এই ত্রিকূট মন্ত্রকে লোপামুদ্রা মন্ত্র বলে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে অগস্ত্য ঋষি ও তৎপত্নী লোপামুদ্রা সাধন করিয়াছিলেন।

লোপামুদ্রাখ্যবিদ্যায়া দ্বিতীয়ান্না মহেশ্বরি।
কাম রাজে ভৃগুং হিত্বা মুখে কুর্য্যাত্তমেবহি॥
শিবং বিনা চতুর্থস্তু তার্তীয়ে সকগঃ শিবঃ॥

তন্ত্রসার।

সহাদ্যমন্ত্য সহয়োর্মধ্যেকঃ সূর্য্যপূজিতঃ।

দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা।

ক এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক ল হ্রীং, স হ ক স ক ল হ্রীং এই মন্ত্রে সূর্য্যদেব আরাধনা করিয়াছিলেন।

লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়ান্তু বিলিখ্যসুরসুন্দরি।
পুনর্ব্বিলিখ্য তামেব চতুর্থে পঞ্চমে স্থিতাং॥
হিত্বা তু ভুবনেশানীমেকোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ।
চতুঃ কূটা মহাবিদ্যা শঙ্করেণ প্রপূজিতা॥

তন্ত্রসার।

মন্ত্রোদ্ধার—ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স হ স ক ল হ্রীং, ক এ ঈ ল হ স ক হ ল স হ স ক ল হ্রীং এই চতুঃ কূটা মহাবিদ্যা শঙ্কর কর্ত্তৃক পূজিতা।

লোপামুদ্রাং পুনর্দ্বে বিবিলিখেত্তদনন্তরং।
নন্দিকেশ্বরবিদ্যাঞ্চ ষট্‌কূটা বৈষ্ণবীভবেৎ॥

তন্ত্রসার।

(·) কাম রাজস্তবিদ্যায়া বাগভবেন বরাননে।
বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শক্তি মাদন মধ্যগঃ।
শিবং কুর্য্যাদ্বাগ্‌ভবেতু শিবান্তং কামরাজকং।
চন্দ্রান্তস্ত তৃতীয়াংস্যাৎ বিদ্যেয়াং মনুপূজিতা॥

তন্ত্রসার।

ক হ এ ঈ ল হ্রীং হ ক এ ঈ ল হ্রীং স ক এ ঈ ল হ্রীং এই মন্ত্রে মনু পূজা করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ দ্বিতীয় লোপামুদ্রামন্ত্র লিখিয়া তৎপরে নন্দি পূজিতমন্ত্র লিখিবে। ইহাতে ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স হ স ক ল হ্রীং, ক এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক হ ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং এই ষট কূট মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণু উপাসনা করিয়াছিলেন।

কামরাজাখ্যবিদ্যায়াস্ত্রিকূটেষু বরাননে।
যাস্থিতাভুবনেশানীদ্বিধাকুরুমাহেশ্বরি॥
নাদহীনাবিন্দুহীনা দুর্ব্বাসঃ পূজিতাভবেৎ॥

দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা।

কামরাজ মন্ত্রের ত্রিকুটে যে ভুবনেশ্বরীবীজ আছে তাহাকে দ্বিধা করিয়া নাদ বিন্দুহীন করিবে। তাহাতে—ক এ ঈ ল হ রী, হ স ক হ ল হ রী, স ক ল হ রী এই মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রে দুর্ব্বাসামুনি আরাধনা করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেবও এই মহাবিদ্যার উপাসক ছিলেন।

(৩) সহাদ্যাং বাগভবং দেবি চন্দ্রাদ্যং শিব মধ্যগং।
মাদনং কামরাজেতু শক্তিবীজং সহাননং।
চন্দ্রারাধিত বিদ্যেয়ং ভোগ মোক্ষ ফলপ্রদা॥

তন্ত্রসার।

মন্ত্রোদ্ধার—স হ ক এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক হ এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক এ ঈ ল হ্রীং এই মন্ত্রে চন্দ্র আরাধনা করিয়াছিলেন।

(৪) হসাননং বাগভবন্ত শিবাদ্যং সহ মধ্যগং।
মাদনং কামরাজেতু তার্তীয়ং শৃণু পার্ব্বতি।
হাসাদ্যং শক্তি বীজন্ত কুবেরেণ প্রপুজিতা॥

তন্ত্রসার।

মন্ত্রোদ্ধার—হ স ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক এ ঈ ল হ্রীং এই মন্ত্রে কুবের উপসনা করিয়াছিলেন।

( ) কামরাজাস্ত বিদ্যায়াস্তার্তীয়ং সুরবন্দিতে।
হসাদ্যং শক্তিবীজং স্যাদ্বিদ্যাগস্ত্য প্রপুজিতা॥

তন্ত্রসার।

ভৈরবী মন্ত্রঃ।

বিয়দ্ভৃগুহুতাশস্থো ভৌতিকোবিন্দুশেখরঃ। বিয়ত্তদাদি কেন্দ্রাগ্নিস্থিতং বামাক্ষিবিন্দুমৎ॥ আকাশভৃগুবহ্নিস্থোমনুঃ সর্গেন্দুখণ্ডবান্ পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বিদ্যা ত্রিপুর ভৈরবী। প্রথমং বাগ্ভবং কূটং দ্বিতীয়ং কামরাজকং। তৃতীয়ং শক্তি-কূটঞ্চ ত্রিভির্ব্বীজৈরুদাহৃতং॥

মন্ত্রোদ্ধার—হসরৈং, হসকলরীং, হসরৌঃ এই মন্ত্রে ভৈরবীর পূজা করিবে।

সারদাতিলক।

ভৈরবীর ধ্যান।

উদ্যদ্ভানু সহস্র কান্তিমরুণ ক্ষৌমাং শিরোমালিকাং রক্তা-লিপ্ত পয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরং। হস্তাব্জৈর্দ্দধতীং ত্রিনেত্র বিলসদ্রক্তারবিন্দ শ্রিয়ং দেবীং বদ্ধ হিমাংশু রত্ন মুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাং॥

মন্ত্রোদ্ধার—ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স হ স ক ল হ্রীং এই মন্ত্রে মহর্ষি অগস্ত্য উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহাকে দ্বিতীয় লোপামুদ্রা মন্ত্র বলে।

(৬) কামরাজাখ্য বিদ্যায়া বাগভবে মাদনং ত্যজ।
চন্দ্রং তত্রৈব সংযোজ্য কামরাজে ততঃ পরং।
হিত্বা চন্দ্রং মুখে কুর্য্যাৎ বিদ্যেয়ং নন্দি পূজিতা॥

তন্ত্রসার।

মন্ত্রোদ্ধার—স এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক হ ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং এই মন্ত্রে নন্দী পূজা করিয়াছিলেন।

(৭) কামরাজাখ্য বিদ্যায়া হিত্বা ভৃগিং তৃতীয়কে।
শক্তি বীজ স্থিতাং দেবী চন্দ্রাধঃ কুরু তত্র চ॥
তেন শক্তি কূটং চন্দ্রেন্দ্র কাম মহামায়াত্মকং॥

তন্ত্রসার।

মন্ত্রোদ্ধার—ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং এই মন্ত্রে ইন্দ্র উপাসনা করিয়াছিলেন।

অন্তার্থ—উদয়শীল সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দেহকান্তি, রক্তবর্ণ ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান, গলদেশে মুণ্ডমালা এবং স্তনদ্বয় রক্তালিপ্ত; হস্ত চতুষ্টয়ে জপমালা, পুস্তক, অভয় মুদ্রা ও বর মুদ্রা আছে এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে। রক্তপদ্মের ন্যায় শ্রীবিশিষ্ট তিনটি নেত্র, মস্তকে রত্নমুকুট এবং বদনে ঈষৎ হাস্য প্রকাশিত হইতেছে।

বগলামুখী মন্ত্রঃ।

প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখি। তদন্তে সর্ব্ব-দুষ্টানাং ততোবাচং মুখং পদং। স্তম্ভয়েতি ততোজিহ্বাং কীলয়েতি পদ দ্বয়ং। বুদ্ধিং নাশয় পশ্চাত্ত স্থিরমায়াং সমালিখেৎ। লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ। ষট্ ত্রিংশদক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বসম্পৎ প্রদায়িনী।

মন্ত্রোদ্ধার—ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্ব দুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা। ইহা চতুস্ত্রিংশদক্ষর মন্ত্র।

স্থির মায়া হ্লীং। মায়াবীজ হ্রীং এই হ্রীং শব্দের রকারের পরিবর্ত্তে লকার যোগ করিলে স্থিরমায়া হ্লীং হয়। বগলামুখীর ঋষ্যাদি ও করাঙ্গন্যাস ১৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

অথ ধ্যানম্।

মধ্যে সুধাব্ধি মণি মণ্ডপ রত্ন বেদী সিংহাসনোপরি গতাং পরি পীতবর্ণাং। পীতাম্বরা ভরণ মাল্য বিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি। ধৃত মুদগর বৈরি জিহ্বাং। জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীং। গদাভি ঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥

অন্তার্থ—সুধা সাগর মধ্যে মণিময়মণ্ডপ, তন্মধ্যে রত্ন নির্ম্মিত বেদির উপরি সিংহাসন আছে, বগলা দেবী সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন। ইনি পীতবর্ণা এবং পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধানা, পীতবর্ণ আভরণ ও পীতবর্ণ মাল্যদ্বারা বিভূষিতা। ইহার এক হস্তে মুদগর ও আর হস্তে বৈরীজিহ্বা। ইনি বাম হস্তে

শক্রর জিহ্বাগ্র ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গদাঘাতে শক্রকে পরিপীড়ন করিতে-ছেন। বগলামুখী দেবী পীতবস্ত্রে আবৃত ও দ্বিভুজা, তাঁহাকে নমস্কার করি।

স্থিরমায়া।

স্থিরমায়া—হ্লীং। বহ্নি হীনেন্দ্র যুঙ্মায়া স্থিরমায়া প্রকীর্ত্তিতা। তন্ত্রান্তরে—বহ্নি হীনেন্দ্র যুঙ্মায়া বগলামুখি সর্ব্বযুক্। দুষ্টানাং বাচমিত্যুক্ত্বা মুখং স্তম্ভয় কীর্ত্তয়েৎ। জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিস্ত বিনাশয় পদং বদেৎ। পুনর্ব্বীজং ততস্তারং বহ্নিজায়াবধি র্ভবেৎ। তারাদিকা চতুস্ত্রিংশদক্ষরা বগলামুখী॥

মন্ত্রোদ্ধার—ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্ব দুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা। ইহা চতুস্ত্রিংশদক্ষরী মন্ত্র।

কমলা মন্ত্রঃ।

বাস্তং বহ্নি সমারূঢ় বাম নেত্রেন্দু সংযুতং।
বীজমেতৎ শ্রিয়ঃ প্রোক্তং সর্ব্ব কাম ফলপ্রদং॥

কমলা তন্ত্র।

মন্ত্রোদ্ধার—"শ্রীং" এই একাক্ষর বীজই কমলাত্মিকার মন্ত্র।

কমলাত্মিকার ধ্যান।

কান্ত্যা কাঞ্চন সন্নিভাং হিমগিরি প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তোৎক্ষিপ্ত হিরণ্ময়ামৃত ঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ং। বিভ্রাণাং বরমব্জ যুগ্ম মভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং, ক্ষৌমাবদ্ধ নিতম্ব বিম্ব ললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাং॥

অস্যার্থ—ইহার দেহকান্তি কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল, হিমগিরি সন্নিভ চারিটি হস্তী শুণ্ডদ্বারা অমৃতপূর্ণ চারিটি কলস গ্রহণ করিয়া দেবীকে অভিষেক করিতেছে, কমলাদেবীর চারি হস্ত, এই সকল হস্তে, বর ও অভয় মুদ্রা এবং দুইটি পদ্ম আছে, ইহার মস্তক রত্নমুকুটে ভূষিত, পরিধান পট্ট বস্ত্র, ইনি পদ্মোপরি উপবিষ্টা আছেন।

ধূমাবতী মন্ত্রঃ।

দান্তাবর্ঘী শবিন্দ্ব স্তৌ বীজং ধূমাবতী দ্বিঠঃ।
ধূমাবতীমনুঃ প্রোক্তো বৈরিনিগ্রহকারকঃ॥

তন্ত্রসার।

মন্ত্রোদ্ধার—"ধূঁ ধূঁ ধুমাবতী স্বাহা" ইহাই ধুমাবতীব মন্ত্র। উক্ত মন্ত্রে দেবীব আবাধনা কবিলে সাধকেব শত্রু বিনাশ হয়।

ধূমাবতীব ধ্যান।

বিবর্ণা চঞ্চলারুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণ কুন্তলা রূক্ষা বিধবা বিরল দ্বিজা॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরূক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধ ঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটীলেক্ষণা।
ক্ষুৎ পিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া॥

তন্ত্রসার।

অন্বার্থ—দেবী বিবর্ণা, চঞ্চলা, রুষ্টা ও দীর্ঘাঙ্গী ইহাঁর পরিধেয় বস্ত্র অতি মলিন, কেশ বিবর্ণ ও রূক্ষ, দন্তহীন, বিধবা ও স্তন যুগল লম্বমান। ইনি কাকধ্বজ বথে আরোহণ কবিয়া আছেন। দেবীর নয়ন যুগল রূক্ষ, ইহাঁর এক হস্তে সূর্প ও অন্য হস্তে বব মুদ্রা আছে। ধূমাবতীর নাসিকা বৃহৎ। দেহ ও নয়ন কুটিল, ইনি ক্ষুধা ও পিপাসাতে কাতব, ভয়ঙ্করা, ও কলহ তৎপরা।

মাতঙ্গী মন্ত্রঃ।

অথ বক্ষে মহাদেবীং মাতঙ্গীং সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
অস্যোপাসাত্রেণ বাক্‌সিদ্ধিং লভনেহচিরাৎ॥
প্রণবঞ্চ ততোমায়াং কামবীজঞ্চ কূর্চ্চকং।
মাতঙ্গী ঙেযুতা চাস্ত্রবহ্নিজায়া বধির্ম্মনুঃ॥

বামকেশ্বব তন্ত্র।

অনন্তর সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদা মাতঙ্গী দেবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। মাতঙ্গী দেবীর উপাসনা করিলে অতি শীঘ্র সাধকের বাক্য সিদ্ধি হয়।

মন্ত্রোদ্ধার—"ওঁ হ্রীং ক্লীং হুঁ মাতঙ্গৈ স্বাহা।" ইহাই মাতঙ্গী দেবীর মন্ত্র।

মাতঙ্গীর ধ্যান।

শ্যামাঙ্গীং শশীশেখেরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসন স্থিতাং।
বেদৈর্ব্বাহু দণ্ডৈ রসি খেটক পাশাঙ্কুশ ধরাং॥

অন্বার্থ—মাতঙ্গী দেবী শ্যাম বর্ণা অর্দ্ধচন্দ্র ধারিণী ও ত্রিনয়না ইহার হস্ত চতুষ্টয়ে খড়্গ, খেটক, পাশ ও অঙ্কুশ আছে। দেবী রত্ন নির্ম্মিত সিংহাসনোপবি উপবিষ্টা আছেন। এই প্রকার দেবীর রূপ চিন্তা করিয়া মনোহর গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা কবিবে।

শ্রীকুলের অতিরিক্ত কুলদেবতা।

লক্ষ্মী মন্ত্রাঃ।

বান্তং বহ্নিসমারূঢ়ং বামনেত্রস্থসংযুতং।
বীজমেৎ শ্রিয়ঃ প্রোক্তং সর্ব্বকামফলপ্রদং॥

তন্ত্রসার।

মন্ত্রোদ্ধাব। অর্থাৎ—শ্রীং এই একাক্ষর বীজই লক্ষ্মী দেবীর মন্ত্র।

লক্ষ্মীর ধ্যান।

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ স্বণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং॥
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাং।
রৌক্ম পদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণে ন্তু॥

তন্ত্রসাব।

অন্বার্থ—দেবীর দক্ষিণহস্তে পাশ (ফাঁদ) অস্ত্র বিশেষ, অক্ষমালা, (জপ-মালা), বামহস্তে পদ্ম ও অঙ্কুশ, দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন এইরূপে ত্রি-লোকের মাতাকে ধ্যান করিবে। তিনি গৌরবর্ণা, সুন্দরী, সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা, বামহস্তে স্বর্ণময় পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে বর প্রদান করিতেছেন।

মহালক্ষ্মী মন্ত্রাঃ।

বাগভবং শম্ভুবনিতা রমা মকর কেতনং।
তার্ত্তীয়ঞ্চ জগৎ পার্শ্বো বহ্নিবীজসমুজ্জ্বলঃ।
অর্ঘীশাদ্যো ভৃগুস্তৈ্যহন্মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ॥

মন্ত্রোদ্ধার—ওঁ ঐঁ হ্রীং শ্রীং হসৌ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ।

মহালক্ষ্মীর ধ্যান।

বালার্ক দ্যুতি মিন্দুখণ্ড বিলসৎ কোটীরহারোজ্জলাং রত্ন-কল্প বিভূষিতাং কুচলতাং শালেঃ করে মঞ্জরীং। পদ্মৌ কৌস্তভ-রত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মীতাং ফুল্লাম্ভোজ বিলোচন ত্রয় যুতাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাং।

অস্যার্থ—প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় দেহ কান্তি, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং গলদেশে উজ্জলহার আছে, ইনি রত্ননির্ম্মিত বিভূষণে ভূষিতা। হস্তে ধান্য মঞ্জরী, পদ্ম, কৌস্তভ ও রত্ন ধারণ করিয়াছেন, এই দেবতা হাস্য বদনা, ইহাঁর নেত্রত্রয় প্রফুল্লপদ্মের ন্যায়।

সরস্বতীর ধ্যান।

তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ
সকল বিভব সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥

পূজামন্ত্র—সরস্বত্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র সাং।

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান।

দেবী ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকাঃ।
বরদা অভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বল মণ্ডিতা।
রক্ত কৌষেয় বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা
নবযৌবন সম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিত প্রভা॥

পূজামন্ত্র—মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র হ্রীং।

লক্ষ্মী নারায়ণ মন্ত্রাঃ।*

মায়াদ্বয়ং রমাদ্বয়ং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ।

মন্ত্র—প্রণবাদি। অর্থাৎ—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী বাসুদেবায় নমঃ।

ততো ধ্যানং।

বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং বপুঃ কমলজা বৈকুণ্ঠয়ো রেকতাং,
প্রাপ্তং স্নেহরসেন রত্নবিলসদ্‌ভূষাভরালঙ্কৃতং।
বিদ্যাপঙ্কজদর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদাং
শঙ্খং চক্রমমুনি বিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ং বঃ সদা॥

অস্যার্থ—বিদ্যুন্নিভা লক্ষ্মী ও চন্দ্রপ্রভ বাসুদেব উভয়ে স্নেহরসে এক শরীর হইয়াছেন। নানাবিধ রত্নভূষণে ভূষিত। লক্ষ্মীর হস্তে বিদ্যা, পদ্ম, দর্পণ ও মণিময় কুম্ভ এবং বাসুদেবের হস্তে পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র আছে।

চণ্ডীর ধ্যান।

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদি দৈত্যদলনী যা মহিষোন্মূলিনী।
যা ধূম্রেক্ষণমুণ্ডমথিনী যা রক্তবীজাসুরী॥
শক্তিঃ শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য দমনী যা সিদ্ধি লক্ষ্মীঃ পুরা।
সা দেবী নবকোটিমূর্ত্তি সহিতা মাম্পাতু বিশ্বেশ্বরী॥

পূজামন্ত্র—চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র হ্রীং।

* হৃল্লেখাবীজযুগলং রমাবীজযুগং পুনঃ।
লক্ষ্ম্যন্তে বাসুদেবায় হৃদন্তঃ প্রণবাদিকঃ।
চতুর্দ্দশাক্ষরঃ প্রোক্তো মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ॥
নিবন্ধ তন্ত্র

মন্ত্রোদ্ধার—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী বাসুদেবায় নমঃ।

ইতি ধ্যান ও মন্ত্রপ্রকরণ।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিত্যপূজা প্রকরণে, প্রথম স্তম্ভঃ।

পূজা।

যথাবিধি গুরোর্দ্দীক্ষাং গৃহীত্বা সাধকোত্তমঃ।
তথৈব চ যজেদ্দেবীং নিত্যং প্রাতরনন্যধি।

২৮শ পটল গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

যথাবিধি গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উত্তম সাধক প্রতিদিন প্রাতঃকালে দেবীর আরাধনা করিবেন। "দেবীমিত্যুলক্ষণম্" অর্থাৎ "যথাবিধি গুরুদীক্ষাং" এই শ্লোকটি দেবীকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে সকল দেব দেবীর জন্যই এই উপদেশ।

"পূজনং প্রত্যহং কার্য্যং ভক্তিযুক্তেন চেতসি"।

১ম পটল, বরদা তন্ত্র।

প্রতিদিন ভক্তি পূর্ব্বক পূজাকার্য্য সম্পন্ন করিবে।

এই পূজা ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১) যথা—মানস, সাক্ষাৎ এবং বাঙ্ময়। মানস পূজা যোগীদিগের জন্য, সাক্ষাৎ পূজা গৃহীদিগের জন্য, আর বাঙ্ময় পূজা তামসজনদিগের জন্য এবং জয়াকাঙ্ক্ষী রাজাগণের জন্য। মানস পূজা যোগীগণের পক্ষে সর্ব্বকাল সিদ্ধ, ব্রহ্মচারীগণের ত্রিকাল সিদ্ধ, গৃহস্থের

ত্রিভাবের পূজা।

(১) পূজনং ত্রিবিধং প্রোক্তং মনঃ সাক্ষাদ্বচো ময়ম্।
মানসং যোগিনাং প্রোক্তং সাক্ষাৎ পূজাগৃহেপ্রভো॥
বচোময়ং তামসানাং নৃপাণাং কামিনাং প্রভো।
একা পূজা চ ত্রিবিধা কথিতা পরমেশ্বরি॥
সা পূজা সিদ্ধিদাকালে ত্রিকালে সর্ব্বকালকে।
কালে সিদ্ধি গৃহস্থানাং ত্রিকালে ব্রহ্মচারিণাম্॥
যোগিনাং সর্ব্বকালেতু বিফলা দুষ্ট চেতসাম্।
ভাবত্রয়ং হি পূজানাং সত্ব রজঃ তমোময়ং॥

৭৬ পটল, রুদ্র জামাল।

পক্ষে কালে সিদ্ধ কিনা কোন না কোন কালে সিদ্ধি লাভ হয় আর দুষ্টচেতা মনুষ্যগণের পূজা কোন কালে সিদ্ধি হয় না। সাত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভেদে একা পূজা ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে।

সাত্বিকং মোক্ষকামাণাং রাজসং রাজ্যমিচ্ছতাম্।
তামসং শত্রুনাশার্থং সর্ব্ব ব্যাধি নিবারকম্॥

৬ষ্ঠ পটল, বৃহন্নীল তন্ত্র।

সাধক সাত্বিক পূজা দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে, রাজগণ রাজসিক পূজা দ্বারা রাজ্য লাভ করেন। আর শত্রু হনন জন্যই (ষট্ কর্ম্মাদি) তামসিক পূজা হইয়া থাকে (২)॥

এই পূজা অর্থাৎ ইষ্টপূজা স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি সকলেই করিতে পারিবে এবং করিবে। যথা—

"আগমোক্ত বিধানেন স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজয়েৎ"।

স্ত্রীলোক এবং শূদ্র জাতিও তন্ত্রোক্ত বিধানে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। পূজা কখনও বর্জ্জন হইবে না।

নিত্য পূজা।

নিত্য পূজা তু সংক্ষেপাৎ কর্ত্তব্যা বৈ দিনে দিনে।
বিস্তারে কস্যবা শক্তিঃ কোবা জানাতি তত্ত্বতঃ॥

ত্রিপুরা সার সমুচ্চয়।

প্রতিদিন সংক্ষেপে নিত্যপূজা করিবে। সবিস্তার পূজা করিবার শক্তি কাহার আছে? অর্থাই নাই এবং কেইবা এই তত্ত্ব জানে? অর্থাৎ জানে না।

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজা

(২) ক্রিয়মাণা তু যা পূজা সাত্বিকী সা বিমুক্তিদা।
রাজর্ষিভি স্তপোনিষ্ঠৈর্ভগবত্তত্ত্ব বেদিভিঃ॥
যা পূজা ক্রিয়তে সম্যক্ রাজসী সা সুখপ্রদা।
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ মুর্খাদ্যৈর্ভক্তের ক্ষুদ্র মানসৈঃ।
সা পূজা ক্রিয়তে নিতাং তামসী সা প্রকীর্ত্তিতা॥

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা।

এই পূজা কার্য্য সমুদ্র বিশেষ কারণ, পূজার প্রসারানুসারে একটী পূজা এক ঘণ্টায় করা যায় এবং সেই একটী পূজা একমাসেও সম্পন্ন হয় না। কারণ এই যে, যে দেবতার পূজায় যে যে দেবতার পূজা করিতে হয় সেই সেই দেবতার প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পূজা না করিয়া একত্রে এক মন্ত্র দ্বারা পূজা করিলে শীঘ্র হয়, তাহা না করিলে বিলম্ব হয়, যেমন "গণেশাদি পঞ্চ দেবতভ্যো নমঃ" বলিয়া এক মন্ত্রে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ভগবতীর পূজা করা হয় কিন্তু যদি প্রত্যেক দেবতার স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয় তাহা হইলে দীর্ঘ সময় লাগে।

পূজার কাল নিয়ম।

প্রাতঃকৃত্যং প্রাতরেব সন্ধ্যাং কুর্য্যাত্রিকালতঃ।
মধ্যাহ্নে পূজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্ব তন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ॥

৩ উঃ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

প্রাতঃকৃত্য প্রাতঃকালে করিবে, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়হ্ন কালে ত্রিসন্ধ্যা করিবে এবং মধ্যাহ্নকালে (৩) পূজা কার্য্য করিবে, সকল তন্ত্রেই এইরূপ বিধি আছে।

কিন্তু তন্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাতঃকালেই পূজারম্ভ কবিবে। যথা—

প্রাতঃকালং সমারভ্য যাবন্মধ্যন্দিনং ভবেৎ।
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত যঃ সম্যক্ ফলমিচ্ছতি॥

২ পটল, যোগীনী তন্ত্র।

প্রাতঃকালে পূজা আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত না মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হয় সেই পর্য্যন্ত পূজা কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি পূজার সম্যক ফল আকাঙ্ক্ষা করে তাহাকে এত সময় ধরিয়া পূজা কার্য্য করিতে হইবে

(৩) প্রভাতে পূজয়েদ্দেবীং সত্ত্ব বুদ্ধ্যা সুসাধকঃ।
মধ্যাহ্নে পূজয়েদ্দেবীং রাজসঃ কর্ম্ম সিদ্ধয়ে।
সায়হ্নে পূজয়েদ্দেবীং তামসঃ শত্রু নাশিনী॥

২৮ পটল, মহানীল তন্ত্র।

প্রথম প্রহরার্দ্ধঞ্চ ত্যক্ত্বা পূজনমাচরেৎ।
দশ দণ্ডে তু সম্পূর্ণে তত্র পূজাং সমাচরেৎ॥

১১ পটল, নিগম কল্প লতা।

শ্রীগুরু পূজা।

পূজার প্রথমেই শ্রীগুরুদেবের পূজা করিতে হয়। তাহা না হইলে দেব (ইষ্টদেব) পূজা সিদ্ধ হয় না (১)। যথা—

গুরু পূজাং বিনা দেবি ইষ্ট পূজাং করোতি যঃ।
মন্ত্রস্য তস্য তেজাংসি হরতে ভৈরবঃ স্বয়ং॥

রুদ্র যামল তন্ত্র।

গুরুদেবের পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ইষ্ট পূজা করে তাহার মন্ত্রের তেজরাশি স্বয়ং ভৈরব হরণ করিয়া থাকেন।

প্রথমে গুরুর ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হয়। যথা—

ঋষ্যাদি ন্যাস।

অস্য মন্ত্রস্য পরম ঋষির্বিরাট ছন্দঃ শ্রীগুরুঃ পরমাত্মা দেবতা হং বীজং সঃ শক্তিঃ ঐং কীলকং শ্রীগুরু প্রসাদাৎ পরমার্থ সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

শিরসি—পরম ঋষয়ে নমঃ। মুখে—বিরাট ছন্দসে নমঃ। হৃদি—পরমাত্মা দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে—হং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—সঃ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ঐং কীলকায় নমঃ।

শ্রীগুরুর অঙ্গন্যাস।

হংসাং—সূর্য্যাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ। হংসীং—সোমাত্মনে শিরসে স্বাহা। হং সূং—নিরঞ্জনাত্মনে শিখায়ৈ বষট। হংসৈং—নিরাভাষাত্মনে কবচায় হুঁ। হংসৌং—অনু সূক্ষ্মাত্মনে নেত্রাভ্যাং বৌষট্। হংসঃ—অব্যক্তাত্মনে অস্ত্রায় ফট্।

---

(১) গুরৌ প্রীতি সমাপন্নে দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ।
দেবে চ প্রীতিমাপন্নে মন্ত্র সিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥

মুণ্ডমালা তন্ত্র।

গুরুদেব প্রসন্ন হইলে দেবতা (ইষ্টদেবতা) প্রসন্ন হন। দেবতার প্রীতিতে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুর করন্যাস।

হংসাং—সূর্য্যাত্মনে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হংসীং—সোমাত্মনে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হংসূং—নিরঞ্জনাত্মনে মধ্যমাভ্যাং বষট্। হংসৈং—নিরাভাষাত্মনে অনামিকাভ্যাং হুং। হংসৌং—অনু সূক্ষ্মাত্মনে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হংসঃ—অব্যক্তাত্মনে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

শ্রীগুরুর ধ্যান।

ধ্যান হ্রস্ব এবং দীর্ঘ (১) ভেদে বহুপ্রকার আছে তন্মধ্যে হ্রস্ব বা সূক্ষ্ম ধ্যানই নিত্য পূজায় প্রশস্ত। ব্রাহ্মণে ওঁকার পুটিত ও স্ত্রী এবং শূদ্রে "নমঃ" শব্দ পুটিত করিয়া ধ্যান করিবে যথা—

ওঁ বা নমঃ আদিতে বলিয়া কূর্ম্ম মুদ্রায় ধ্যান পড়িবে। যথা—

বরাভয়ং করং শান্তং শুক্লবর্ণং সশক্তিকং।
জ্ঞানানন্দময়ং সাক্ষাৎ সর্ব্ব ব্রহ্ম স্বরূপকং॥

ধ্যানান্তে গুরুপূজা ও গুরুমন্ত্র জপ।

সংক্ষেপে—এতে গন্ধ পুষ্পে শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। ঐরূপ পরম গুরুভ্যো নমঃ। পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ। পরে "ঐং" এই গুরুমন্ত্র দশবার জপ করিবে। জপান্তে জপ সমর্পণ (২) করিয়া প্রণাম (৩) করিবে।

পঞ্চোপচারে গুরুপূজা।

গন্ধ।	ঐং	এষ	গন্ধঃ	সশক্তিক	গুরু	শ্রীপাদুকাভ্যো	নমঃ।
পুষ্প।	ঐং	ইদং	পুষ্পং	ঐ	"	ঐ	নমঃ।
ধূপ।	ঐং	এষঃ	ধূপঃ	ঐ	"	ঐ	নমঃ।
দীপ।	ঐং	এষ	দীপঃ	ঐ	"	ঐ	নমঃ।
নৈবেদ্য।	ঐং	ইদং	নৈবেদ্যং	ঐ	"	ঐ	নমঃ।

(১) গুরুদেবের হ্রস্ব এবং দীর্ঘ ধ্যান (পুং এবং স্ত্রী গুরুর) ধ্যান ৬।৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি দেখিয়া লইবেন।

(২) গুরুর জপ সমর্পণ মন্ত্র ১৩র পৃষ্ঠায় বলিয়াছি।

(৩) গুরুর প্রণাম মন্ত্র ৩র পৃষ্ঠায় বলিয়াছি দেখিবেন।

অভিষিক্তের গুরুপূজা।

প্রথমে পাদুকামন্ত্র পাঠ করিয়া বলিবে—এষ গন্ধঃ সশক্তিক গুরু শ্রীঅমুকানন্দ নাথ—অমুকী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। ইত্যাদিক্রমে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে।

ইষ্ট পূজা প্রারম্ভে অন্যান্য দেবতা পূজা।

প্রতিবারে এতে গন্ধপুষ্পে বলিবে।

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গুরবে নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক পালেভ্যো নমঃ, ওঁ গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ, ওঁ মীনাদি দশাবতারভ্যো নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ, ওঁ অকারাদি পঞ্চশদ্বর্ণেভ্যো নমঃ, ওঁ প্রতি-পদাদি তিথিভ্যো নমঃ, ওঁ কৃষ্ণপক্ষায় নমঃ, ওঁ শুক্লপক্ষায় নমঃ, ওঁ অমাবস্যায়ৈ নমঃ, ওঁ পূর্ণিমায়ৈ নমঃ, ওঁ দিবসেভ্যো নমঃ, ওঁ নিশিভ্যো নমঃ, ওঁ প্রাতঃভ্যো নমঃ, ওঁ মধ্যাহ্নাদিভ্যো নমঃ। এই পর্য্যন্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যে দেবতার (ইষ্ট দেবতার) অর্চ্চনা করা হইবে সেই দেবতার ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গ-ন্যাস করিয়া ধ্যান আরম্ভ করিবে

আদিত্যাদি নবগ্রহ।

সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।

ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল।

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ব্রহ্মা, অনন্ত।

গণেশাদি পঞ্চদেবতা।

গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও ভগবতী।

দশমহাবিদ্যা।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী মাতঙ্গী ও কমলাত্মিকা।

দশ অবতার।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন,পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী। মতান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে অষ্টম অবতার কহে।

ধ্যান (ইষ্টদেবতার)।

যিনি যে ইষ্টদেবতার উপাসক তিনি এই স্থানে সেই ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবেন। সাধক, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেই ইষ্টদেবতার ধ্যান এই স্থানে বা এই সময়ে করিবেন। ধ্যান করিবার সময়ে যে ইষ্ট দেবতার যে মুদ্রা সেই দেবতার সেই মুদ্রায় গন্ধ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। সাধারণতঃ কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান হইয়া থাকে।

সাধক ধ্যান করিয়া পুষ্পটি স্বীয় মস্তকে অর্পন করিবেন। পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পুষ্পটি দেবতার মস্তকে অর্পন করিবেন। তৎপরে উত্তান হস্তে (বাম হস্তের করতল উপর দক্ষিণ হস্তের করতল চিত করিয়া রাখিয়া) মানস পূজা করিবে। মানস পূজা হৃদ্দেশে করিবে। অর্থাৎ হস্তদ্বয় হৃদ্দেশে স্থাপিত করিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার মনে (এক মনে) ধ্যান করিবে। যথা—

কারণান্য বহিষ্কৃত্য স্থানুবন্নিশ্চলাত্মকঃ।
আত্মনং হৃদয়ে ধ্যায়েন্নাসাগ্রন্যস্ত লোচনঃ॥

শিষ্ট প্রয়োগ।

অন্যান্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া স্থানুর (খোঁটাব) ন্যায় নিশ্চল হইয়া এবং নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার হৃদ্দেশে ধ্যান করিবেন। অর্থাৎ মানসপূজা করিবেন।

মানস পূজা।

প্রার্থনা মুদ্রা দ্বারা অর্থাৎ—বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত চিত করতঃ বক্ষ স্থলে ধারণ করিয়া ঈষৎ নিমীলিত নেত্রে ভাবনা করিবে যে, দেবতা ও আত্মায় অভেদ, এইরূপ অভেদ জ্ঞান করিয়া হৃৎপদ্মে দেবতার তেজোময় মূর্ত্তি

ধ্যান কূর্ম্ম মুদ্রায় করিতে হয়।

এবং বিধাং সর্ব্বসিদ্ধিং দদাতি পাণি কচ্ছপঃ।
কূর্য্যাত্তং হৃদয়াসন্নং নিমীল্য নয়ন দ্বয়ম্॥
সমং কায় শিরো গ্রীবং কৃত্বাস্থিরতরো বুধঃ।
ধ্যানং সমারভেন্মন্ত্রী সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্॥

শ্যামারহস্য ধৃত কালিকা পুরাণ।

চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে দেবতাকে আসন প্রদান করিবে পরে স্বাগত বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, পরে পাদ্য অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় স্নানীয়, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও মাল্যাদি দ্বারা মনে মনে পূজা করিবে। তৎপরে যথাশক্তি মনে মনে জপ করিবে। জপান্তে স্তুতিবাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে। পরে সুষুম্নামার্গে তত্তেজ ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করতঃ বামনাসারন্ধ্র দ্বারা প্রশ্বাস বায়ুর সহিত করতলস্থ পুষ্পে আরোপণ করাইয়া পূজাধারে সংস্থাপন করিবে।

মানসী প্রবরো পূজা মানসঃ প্রবরো জপঃ।
মানসৈশ্চ বিনা পূজা ত্বভিচারায় কল্পতে॥

শ্যামার্চ্চন চন্দ্রিকা।

অন্যান্য চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে যে পূজা তাহাই প্রধান এবং মানসিক জপও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানসিক পূজা ব্যতীত বাহ্য পূজা করিলে তাহা অভিচার কল্পনা করা হয়।

অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্য্যাদ্বহিরর্চ্চনম্।
বিনা যাগেন যা পূজা সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥

সনৎকুমার তন্ত্র।

বিষ্ণু বিষয়।

স্মরণে কীর্ত্তনে বিষ্ণোস্তথা মানস পূজনে।
সদাধিকারঃ সর্ব্বেষাং মহাপাতকিনামপি॥

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা।

মানসং পূজনং দেবি বাহ্য পূজা যথা তথা।
উভয়োরুভয়োঃ সাক্ষাৎ প্রযোজক পরম্পরাং॥

২৯ পটল, নিগম কল্প লতা

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা প্রবিশ্য হৃদয়াম্বুজম্।
দেবতাং তত্র সঞ্চিন্ত্য মনসারাধয়েত্ততঃ॥
যেন ক্রমেণ বৈ মন্ত্রৈর্দ্রব্যৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ।
তেন ক্রমেণ তেনৈব মানসো যাগ ঈরিতঃ॥
ন বাচোচ্চারয়েন্মন্ত্রং মনসৈব মন্ত্রং স্মরণ।

মতান্তরে মানস পূজায় নৈবেদ্য নিষেধ যথা—

ধূপান্তে মানসী পূজা কর্ত্তব্যা ভূতিমিচ্ছতি।

শ্যামার্চ্চন চন্দ্রিকাধৃত কূলসারে।

ধূপান্তে ত্যনেন নৈবেদ্যং বিনেয়ং সিদ্ধেতি।

ষোড়শ উপচারে পূজার মধ্যে আসন হইতে ধূপ দান পর্য্যন্ত পূজা করা কর্ত্তব্য। মানস পূজায় নৈবেদ্য দানের নিয়ম নাই, কিন্তু প্রাতঃকৃত্যে—"স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে। যদ্যৎ প্রমেয়ং তৎসর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ"।" এই মন্ত্রটি দ্বারা নৈবেদ্য কল্পিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নের মানস পূজায় নৈবেদ্য বর্জ্জিত হইয়াছে।

আরাধ্য মনসা সম্যক্ বাহ্য-পূজাং সমাচরেৎ।

পূজাঞ্চ মানসীং কৃত্বা ততোঽর্ঘ্যস্থাপনঞ্চরেৎ॥

ফেৎকারিণী তন্ত্র।

মানস পূজান্তে বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে। কিন্তু বাহ্য পূজার পূর্ব্বে দানার্ঘ্য বা বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়। উপরে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা গৃহস্থ তাঁহারা উপরোল্লিখিত প্রকারে মানস পূজা করিবেন। আর যাহারা অভিষিক্ত তাঁহারা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫ পৃষ্ঠা হইতে ৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে মানস পূজা বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ করিবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের নিয়ম সামান্যার্ঘ্যের মত। সামান্যার্ঘ্য জল দ্বারা (১) দ্বার দেবতার পূজা করা হয়। বিশেষার্ঘ্য জল দ্বারা ইষ্ট পূজা করা হয়। আর

মুদ্রাং প্রদর্শয়ে তত্র হস্তাভ্যাং ভাবয়েৎ পরম্।

তত্রচাবাহনং নেষ্টং হৃদয়ে মানসার্চ্চন।

৩ পটল, ফেৎকারিণী তন্ত্র।

(১) সামান্যার্ঘেণ গিরিজে দ্বার পূজা প্রকীর্ত্তিতা।

দ্বিতীয়েনেষ্ট পূজা চ তৃতীয়ে না পরার্চ্চনম্॥

বিশেষার্ঘ্যেণ দেবেশি প্রদক্ষিণ মুদাহৃতম্।

সামান্যার্ঘ্যেণ চ পুনঃ কুর্য্যাদাত্ম সমর্পণম্॥

পূজাসারে।

বিশেষার্ঘ্য জল দ্বারা অন্যান্য সমস্ত পূজা কার্য্য করা হয়। পরিশেষে সামান্যার্ঘ্য জল দ্বারা আত্ম সমর্পণ করিতে হয় এবং বিশেষার্ঘ্য জল দ্বারা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। এই মাত্র প্রভেদ। সামান্যার্ঘ্য স্থাপনের বিধি ৮৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের মন্ত্রাদি সমস্ত সামান্যার্ঘ্যের মত হইবে।

বিশেষার্ঘ্য জল দ্বারা দেবতার ষড়ঙ্গ পূজা।

দেবতাকে আবাহন, স্থাপন ও সম্ভাষণ করিয়া ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। যথা—

অঙ্কুশ মুদ্রায় আবাহন—দেব বা দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ।

স্থাপনী মুদ্রায় স্থাপন—দেব বা দেবী ইহাতিষ্ঠ ইহাতিষ্ঠ।

সন্নিধাপনী মুদ্রায় সন্নিধিকরণ—ইহ সন্নিহিতা ভব, দুইবার।

সম্মুখী করণী মুদ্রায় সম্মুখী করণ—ইহ সম্মুখী ভব, দুইবার।

সন্নিবোধিনী মুদ্রায় সন্নিরুদ্ধ করণ—ইহা সন্নিরুদ্ধাভব, দুইবার।

এইরূপ কার্য্যান্তে—"মমপূজা গৃহাণ" বলিয়া আত্ম হৃদয় হইতে তেজোময় দেবতাকে অর্ঘ্য জলে স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার ষড়ঙ্গ পূজা করিবে (১)। পরে অর্ঘ্যপাত্রটি মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক

তন্ত্রান্তরে কথিত আছে যে কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য নাই তৎপরিবর্ত্তে দানার্ঘ্য স্থাপনের বিধি আছে। দেশাচারানুসারে কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য স্থাপিত হইয়া থাকে। দানার্ঘ্য দ্বারাই বিশেষার্ঘ্যের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের আবাহন মন্ত্রঃ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সর্ব্ব সত্ব হৃদি স্থিতে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বগ ব্রহ্মন্ কৃপয়া সন্নিধী ভব॥

১০ম, গৌতমীয় তন্ত্র।

(১) ইষ্টদেবতার ষড়ঙ্গ পূজা।

এতে গন্ধ পুষ্পে—আং হৃদয়ায় নমঃ, ঈং শিরসে স্বাহা,
ঊং শিখায়ৈ বষট্, ঐং কবচায় হুং, ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্,
অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, ইতি সর্ব্বাঙ্গে।

অভিষিক্ত পক্ষে ষড়ঙ্গ পূজা।

আং হৃদয়ায় নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে হৃদয়াঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকং পূজয়ামি নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা, এতে গন্ধ পুষ্পে শিরোঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঊং

দশবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। পরে ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্যে করতল তালত্রয় দ্বারা রক্ষা করিয়া "বং" মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া "ফট্" মন্ত্রে সংরক্ষণ করিবে। পরে যোনি মুদ্রা ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই অর্ঘ্য জল কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং বীজ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই প্রোক্ষণী পাত্রের জল দ্বারা আপনার শরীর ও পূজোপকরণ তিনবার অভ্যুক্ষিত করিবে।

বিলোম্যর্ঘ্য স্থাপন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের পর বিলোমার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ইহা স্থাপন কবিবাব রীতি ও মন্ত্র একই প্রকার, তবে বিশেষ এই যে বিলোমার্ঘ্যে, বিলোম মাতৃকা পাঠ করিয়া জল পূরণ করিতে হয়। যথা—ক্ষং নমঃ, লং নমঃ, হং নমঃ—হইতে শেষ আং নমঃ, অং নমঃ পর্য্যন্ত বলিবে।

পীঠ দেবতা পূজা।

সংস্থাপ্য পীঠন্যাসোক্ত বিধিনা পীঠ দেবতাঃ।
সংপূজ্য কর্ণিকা মধ্যে পূজয়েন্মুল দেবতাম্ ॥ ১৭৯ ॥

৫উঃ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

সম্মুখে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তদুপরি পীঠ ন্যাসোক্ত বিধানানুসারে পীঠ দেবতা-গণের পূজা করিয়া কর্ণিকা মধ্যে মূল দেবতার পূজা করিবে। যথা—

"ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ"।

শিখায়ৈ বষট্, এতে গন্ধ পুষ্পে শিখাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং কবচায় হুং, এতে গন্ধ পুষ্পে কবচাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঔং নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্, এতেগন্ধপুষ্পে নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অঃ কর-তল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, এতে গন্ধ পুষ্পে অস্ত্রাঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

তিনটি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন কর্ত্তব্য।

একপাত্রং ন কর্ত্তব্যং যদি সাক্ষাম্ন হেশ্বরঃ।
মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখা যান্তি আপদশ্চ পদেপদে।
ইহলোকে দরিদ্রঃস্যাৎ মৃতে চ পশুতাং ব্রজেৎ॥

নবরত্নেশ্বর তন্ত্র।

এইরূপ পীঠন্যাসোক্ত মন্ত্রে হৃদয়াদি স্থান ক্রমে পীঠ দেবতার পূজা করিবে। পীঠন্যাসে যে যে দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁহারাই পীঠ দেবতা। পীঠন্যাস ক্রমে পীঠ দেবতার পূজা করিবে। অপারক হইলে—

"ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদি পীঠ দেবতাভ্যো নমঃ"।

বলিলেই পীঠ দেবতাদিগের পূজা করা হইবে। পরে—

পীঠশক্তি পূজা।

"ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে পীঠ শক্তিভ্যো নমঃ"।

বলিয়া পীঠশক্তি দিগেব পূজা করিবে। বিশেষ পূজা, নিত্য পূজায় অনাবশ্যক। যিনি প্রয়োজন বোধ কবিবেন তিনি এইরূপ করিবেন। যথা—

দেবতা ভেদে পীঠ শক্তি পূজা।

কালী বিষয়ে।

সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীং এতে গন্ধ পুষ্পে বলিয়া, শেষে নমঃ বলিবে।

পীঠপদ্মেব অষ্ট দিকে পূর্ব্বাদি কেশব ক্রমে· ১। ওঁ হ্রীং এতে গন্ধ পুষ্পে ইচ্ছায়ৈ নমঃ। ঐরূপ ২। জ্ঞানায়ৈ নমঃ। ৩। ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। ৪। কামিন্যৈ নমঃ। ৫। কামদায়িন্যৈ নমঃ। ৬। রত্যৈ নমঃ. রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ। ৮। আনন্দায়ৈ নমঃ। ৯। কর্ণিকাতে মনোন্মন্যৈ নমঃ। ১০। মধ্যস্থলে ঐং পরায়ৈ নমঃ। ১১। অপরায়ৈ নমঃ। ১২। তদুপরি হ্সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ। ভৈরবীব পীঠশক্তি কালীর মত।

তারা বিষয়ে।

পীঠপদ্মের অষ্টদিকে পূর্ব্বাদি কেশর ক্রমে—১। ওঁ হ্রীং এতে গন্ধ পুষ্পে লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ২। সরস্বত্যৈ নমঃ। ৩। বত্যৈ নমঃ। ৪। প্রীত্যৈ নমঃ। ৫। কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। ৬। শান্ত্যৈ নমঃ। ৭। পুষ্ট্যৈ নমঃ। ৮। তুষ্ট্যৈ নমঃ। তৎপরে কর্ণিকাতে উপরের মত।

ত্রিপুরা বিষয়ে।

ত্রিপুবার পীঠশক্তি কালিকার মত। ষোড়শীর পীঠশক্তিও ঐরূপ।

পীঠদেবতা ও পীঠশক্তি পূজা।

আধার শক্তি মারভ্য পীঠ শক্ত্যন্তমর্চ্চয়েৎ।

যন্ত্রে তস্মিং স্ততোধ্যাত্বা পূর্ব্ব মব্জপদীশ্বরম্॥ ৬ষ্ঠ পটল, সম্মোহন তন্ত্র।

জগদ্ধাত্রী বিষয়ে।

পীঠপদ্মের অষ্টদিকে পূর্ব্বাদি কেশর ক্রমে—১। ওঁ হ্রীং এতে গন্ধ পুষ্পে প্রভায়ৈ নমঃ। ২। মায়ায়ৈ নমঃ। জয়ায়ৈ নমঃ। ৪। সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ৫। বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ৬। নন্দিন্যৈ নমঃ। ৭। সুপ্রভায়ৈ নমঃ। ৮। বিজয়ায়ৈ নমঃ। ৯। কর্ণিকাতে সর্ব্ব সিদ্ধ নমঃ। ১০। মধ্যস্থলে—শঙ্খনিধয়ে নমঃ। ১১। পদ্মন্যৈ নমঃ। ১১। বজ্র নখ দংষ্ট্রা মহা সিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ। মহিষমর্দ্দিনী ও দুর্গার পীঠ শক্তি জগদ্ধাত্রীর মত।

ভুবনেশ্বরী বিষয়ে।

পীঠপদ্মের অষ্ট দিকে পূর্ব্বাদি কেশর ক্রমে—১। ওঁ হ্রীং এতে গন্ধ পুষ্পে জয়ায়ৈ নমঃ। ২। বিজয়ায়ৈ নমঃ। ৩। অজিতায়ৈ নমঃ। ৪। অপরাজিতায়ৈ নমঃ। ৫। নিত্যায়ৈ নমঃ। ৬। বিলাসিন্যৈ নমঃ। ৭। দোগ্ধ্যৈ নমঃ। ৮। অঘোরায়ৈ নমঃ। ৯। কর্ণিকাতে—সর্ব্ব মঙ্গলায়ৈ নমঃ। ১০। মধ্যস্থলে—সর্ব্ব শক্তি মঙ্গলাসনায় নমঃ।

অন্নপূর্ণা ও প্রচণ্ড চণ্ডিকা (ছিন্নমস্তা) দেবীর পীঠশক্তি ভুবনেশ্বরীর মত। ছিন্নমস্তার দুইটি বেশি—কাম ও রতি।

বগলামুখী বিষয়ে।

পীঠপদ্মের অষ্টদিকে পূর্ব্বাদি কেশর ক্রমে—১। ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে জয়ায়ৈ নমঃ। ২। বিজয়ায়ৈ নমঃ। ৩। অজিতায়ৈ নমঃ। ৪। অপরাজিতায়ৈ নমঃ। ৫। স্তম্ভিন্যৈ নমঃ। ৬। জম্ভিন্যৈ নমঃ। ৭। মোহিন্যৈ নমঃ। ৮। আকর্ষিণ্যৈ নমঃ। ৯। কর্ণিকাতে—বগলামুখী দেব্যৈ নমঃ।

কমলাত্মিকা বিষয়ে।

পীঠপদ্মের অষ্টদিকে পূর্ব্বাদি কেশর ক্রমে—১। ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে বিভূত্যৈ নমঃ। ২। উন্নত্যৈ নমঃ। ৩। কান্ত্যৈ নমঃ। ৪। সৃষ্ট্যৈ নমঃ। ৫। কীর্ত্ত্যৈ ৬। সন্নত্যৈ নমঃ। ৭। বুষ্ট্যৈ নমঃ। ৮। উৎকৃষ্ট্যৈ নমঃ। ৯। কর্ণিকাতে—ঋদ্ধ্যৈ নমঃ। লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী বিষয়ে কমলাত্মিকার মত।

গণেশ বিষয়ে।

পীঠপদ্মের অষ্টদিকে পূর্ব্বাদি কেশর ক্রমে। ১। এতে গন্ধপুষ্পে তীব্রায়ৈ নমঃ। ২। জ্বালিন্যৈ নমঃ। নন্দায়ৈ নমঃ। ৪। ভোগদায়ৈ নমঃ। ৫। কামরূপিণ্যৈ

৬। উগ্রায়ৈ নমঃ। ৭। তেজোবত্যৈ নমঃ। ৮। সত্যায়ৈ নমঃ। ৯। কর্ণিকাতে—বিঘ্ননাশিন্যৈ নমঃ। ১০। সর্ব্বশক্তি কমলাসনায় নমঃ।

সূর্য্য বিষয়ে।

পীঠ পদ্মের পূর্ব্বাদি কেশর ক্রমে। ১। এতে গন্ধপুষ্পে প্রভূতয়ে নমঃ। ২। বিমলায় নমঃ। ৩। সারায় নমঃ। ৪। সমারাধ্যায় নমঃ। ৫। পরম সুখায় নমঃ। ৬। দীপ্তায়ৈ নমঃ। ৭। সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ৮। জয়ায়ৈ নমঃ। ৯ কর্ণিকাতে—ভেদায়ৈ নমঃ। ১০। মধ্যস্থলে—বিভূত্যৈ নমঃ। ১১। বিমলায়ৈ নমঃ। ১২। অমোঘায়ৈ নমঃ। ১৩। বিদ্যুতায়ৈ নমঃ। সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ। ওঁ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকায় সৌরায় যোগ পীঠাত্মনে নমঃ।

বিষ্ণু বিষয়ে।

সাধক দেখিয়া লইবেন, খুঁজিয়া পাইলাম না।

শিব বিষয়ে।

পীট পদ্মের অষ্টদিকে পূর্ব্বাদি কেশর ক্রমে। ১। হৌং বা ঐং এতে গন্ধপুষ্পে বামায়ৈ নমঃ। জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ। ৩। রৌদ্র্যৈ নমঃ। ৪। কাল্যৈ নমঃ। ৫। কলবিকরণ্যৈ নমঃ। ৬। বলবিকরণ্যৈ নমঃ। ৭। বলপ্রমথন্যৈ নমঃ। ৮। সর্ব্ব-ভূতদমন্যৈ নমঃ। ৯। কর্ণিকাতে—মনন্মন্যৈ নমঃ। ১০। যোগ পীঠাত্মনে নমঃ।

কৃষ্ণ বিষয়ে।

পীঠ পদ্মের অষ্টদিকে পূর্ব্বাদি কেশর ক্রমে। ওঁ ক্লীং এতে গন্ধপুষ্পে বিমলায়ৈ নমঃ। ২। উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ। জ্ঞানায়ৈ নমঃ। ৪। ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। ৫। যোগায়ৈ নমঃ। ৬। প্রহ্ব নমঃ। ৭। সত্যায়ৈ নমঃ। ৮। ঈশা নমঃ। ৯। কর্ণিকাতে—অনুগ্রহায়ৈ নমঃ।

সাধক ইচ্ছা করিলে ক্ষণকাল এই স্থলে বিশ্রাম করিতে পারেন।

ইতি পীঠদেবতা ও পীঠশক্তি পূজা।

ইতি নিত্যপূজা প্রকরণে প্রথম স্তম্ভ সম্পূর্ণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্য পূজা প্রকরণ দ্বিতীয় স্তম্ভঃ।

বাহ্য পূজা।

মানস পূজা যেরূপ কেবল মনে মনে করিতে হয়, বাহ্য পূজা (১) সেইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা প্রতিমাতে, শিব লিঙ্গে অথবা বাণলিঙ্গে কিম্বা শালগ্রামশীলাতে পূজা করিতে হয়। সাধারণতঃ দশ (২) প্রকার আধারে পূজা হইয়া থাকে ; যথা—

লিঙ্গ স্থণ্ডিলয়োর্ব্বহ্নৌ সূর্য্যাম্বু পটকেষু চ।
মণ্ডলে ফলকে মূর্দ্ধ্নি হৃদয়ে দশ কীর্ত্তিতাঃ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

শিবলিঙ্গে, স্থণ্ডিলে, অগ্নিতে, সূর্য্যমণ্ডপে, জলে, পটে, মণ্ডলে ফলকে, নিজ মস্তকে, নিজ হৃদয়ে এই দশ স্থানে সাধক পূজা করিয়া থাকেন।

বাহ্য পূজা রাজসিক।

(১) বাহ্য পূজা রাজসী চ সর্ব্ব সৌভাগ্য দায়িনী।
ভুক্তি মুক্তি প্রদা চৈব সর্ব্বাপৎ পরিণাশিনী॥

৫ পটল মুণ্ডমালা তন্ত্র।

পূজাধারং।

(২) অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পূজাধারং সুদুর্ল্লভং।
শালিগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং ঘটে জলে॥
পুত্তিকায়াঞ্চ গঙ্গায়াং শিবলিঙ্গে প্রশংসকে।
শালগ্রামে শতগুণং মণৌ তদ্বৎ ফলং লভেৎ॥
যন্ত্রে লক্ষগুণং পুণ্যং মূর্ত্তৌ লক্ষং সুলোচনে।
ঘটে চৈক গুণং পুণ্যং জলেচৈক গুণং প্রিয়ে।
পুত্তিকায়াং সহস্রন্তু গঙ্গায়াং তৎ সমং ফলং॥

১২ পটল মাতৃকাভেদ তন্ত্র।

তদ্ভিন্ন শালগ্রামশীলায়, প্রতিমায়, প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে, স্থাপিত ঘটে, জলে, পুস্তিকায় (পুঁথিতে), গঙ্গায় নদীতে, পুষ্পে (জবা করবীর ও অপরাজিতা প্রভৃতি রক্ত পুষ্পে), পাদুকায় (দেবতার চরণাঙ্কে), খড়্গে, সাগর সঙ্গমে, তীর্থে, পীঠস্থানে, বিল্বমূলে, বিল্ববৃক্ষে, কৃষ্ণবর্ণশীলায়, পর্ব্বতচূড়ায়, পর্ব্বতগহ্বরে, পূজা হইয়া থাকে। শালগ্রামশীলা ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রে শক্তি পূজা হইয়া থাকে, শালগ্রামশীলায় শক্তি পূজা হয় না। যথা,—

কালী তারা তথা ছিন্না সুন্দরী ভৈরবী তথা।
এতাসাং পূজন তত্র শিলায়াং নৈব যুজ্যতে।
পূজা তু নিষ্ফলা জাতা বিঘ্নস্তস্য পদেপদে॥

নিরুত্তর তন্ত্র।

কালী তারা ছিন্নমস্তা সুন্দরী (ষোড়শী) ও ভৈরবী ইত্যাদি শক্তি সকল শালগ্রামশীলায় যোজনা করিবে না, করিলে পূজা নিষ্ফল এবং পদে পদে বিঘ্ন হইবে।

তবে শাস্ত্রকার ইহাও বলিয়াছেন যে যদি সর্ব্ব প্রকার আধারের অভাব হয় তাহা হইলে শালগ্রামশীলায় বা জলে শক্তি পূজা করিতে পাবে। যথা—

"অভাবে সর্ব্ব যন্ত্রাণাং শালগ্রামে জলেঽর্চ্চয়েৎ"।

তারা নিগমে।

ইহা ভিন্ন যোগিনী তন্ত্রে আরও বহু প্রকার আধারে পূজা করিবার বিধি আছে।

বৈষ্ণবানাং পূজাধার।

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে স্থণ্ডিলে প্রতিমাসু চ।
হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা কেবলে ন তু ভূতলে॥

সম্মোহন তন্ত্র।

শালগ্রামে শক্তিপূজা নিষেধ।

শালগ্রাম শিলা যত্র তত্র পূজাং ন চা চরেৎ।

মায়া তন্ত্র।

তারায়াশ্চৈব কাল্যাশ্চ ত্রিপুরায়া স্তথার্চ্চনে।
তুলস্যা পূজনং নাস্তি শালগ্রাম শিলার্চ্চনং॥

কালীকুলসর্ব্বস্ব তন্ত্র।

সকল প্রকার যন্ত্রের অভাব স্থলে, জল এবং শালগ্রামশিলায় শক্তির অর্চ্চনা করিতে পারে।

যাঁহারা সাধক তাঁহারা প্রায় আপন আপন ইষ্ট দেবতা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া সেই যন্ত্রোপরি পূজা করিয়া থাকেন। যন্ত্র সকল কাষ্ঠময়, স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, তাম্রময়, লৌহময় ও রত্নময় হইয়া থাকে। যাঁহার যেরূপ সামর্থ তিনি সেইরূপ যন্ত্র ব্যবহার করেন।

পুনর্ধ্যান।

আন্তর পূজায় প্রথমে একবার ধ্যান করা হইয়াছে, এই স্থানে পুনর্ব্বার সেই ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান প্রকরণে যে সকল ইষ্ট দেবতার ধ্যান উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার মধ্যে যাহার যে ইষ্টদেবতা সেই ইষ্টের ধ্যান এই স্থানে করিতে হইবে। ধ্যান করিবার পূর্ব্বে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া লইবে। পূর্ব্বে যেরূপ প্রকারে ধ্যান করা হইয়াছিল এইস্থলে সে প্রকারে হইবে না। এস্থানের ধ্যান বিষয়ে কিছু তারতম্য আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে কোন এক দেবতার বিষয়ে দেখাইতেছি, সকল দেবতা সম্বন্ধে এইরূপ পদ্ধতি বুঝিতে হইবে। যথা—

চন্দনাগুরু কস্তুরী বাসিতং সুমনোহরম্।
পুষ্পং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং করকচ্ছপ মুদ্রয়া ॥ ৬৩ ॥

পূজা যন্ত্রং।

(৩) বিদ্রুমেণ কৃতং যন্ত্রং মন্ত্রিণাং সর্ব্ব কামদম্।
সুবর্ণেন কৃতং যন্ত্রং সর্ব্ব রাজ্য বশঙ্করম্ ॥
রজতেন কৃতং যন্ত্রমায়ুরারোগ্য কামদম্।
তাম্রেণ রচিতং যন্ত্রং সর্ব্বৈশ্বর্য্যং প্রদং মতম্ ॥
যন্ত্রং স্ফাটিকং দেবি মনোঽভিলষিত প্রদম্।
মাণিক্য রচিতং যন্ত্রং রাজ্যদং মুক্তিদং মতম্ ॥
কৃতং মারকতং যন্ত্রং সর্ব্ব শক্র বিনাশনম্।
লোহত্রয়োদ্ভবং যন্ত্রং সর্ব্ব সিদ্ধি করং স্মৃতং ॥

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা ধৃত লক্ষ সাগরে।

নীত্বা সহৃদয়াম্ভোজ ধ্যায়েদাদ্যাং পরাৎপরাম্।
সহস্রারে মহাপদ্মে সুষুম্নাব্রহ্ম বর্ত্মনা ॥ ৬৪ ॥
নীত্বা সানন্দিতাং কৃত্বা বৃহন্নিশ্বাস বর্ত্মনা।
দীপদ্দীপান্তরমিব তত্র পুষ্পে নিয়োজ্য চ ॥ ৬৫ ॥
যন্ত্রে নিধাপয়েন্মন্ত্রী দৃঢ় ভক্তি সমন্বিতঃ ॥ ৬৬ ॥

৬ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অনন্তর চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, দ্বারা সুবাসিত মনোহর পুষ্প কূর্ম্ম মুদ্রায় গ্রহণ করিয়া আপনার হৃদ্দেশে স্থাপন পূর্ব্বক আদ্যাশক্তিকে (এইস্থলে দেবতামাত্রকে বুঝিতে হইবে) হৃদয়কমলে ধ্যান করিবে। অর্থাৎ যাহার যা ইষ্ট দেবতা, সেই দেবতার ধ্যান করিবে। পরে সুষুম্না নাল মধ্য দিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে (ইষ্ট দেবতাকে) সহস্রারে লইয়া গিয়া আনন্দিত করিয়া (স্ত্রী দেবতা হইলে পতি সহবাসে এবং পুং দেবতা হইলে কুলকুণ্ডলিনী সহবাসে আনন্দিত করিয়া) যং এই বায়ু বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বামনাসাপুটের নিশ্বাস

পুনর্ধ্যান বিষ্ণু বিষয়ে এবং কৃষ্ণ বিষয়ে।

অথ পুষ্পাঞ্জলিকরঃ সমায়াতং নভস্বতঃ।
হৃৎ পদ্ম সংস্থিতং তেজঃ কুণ্ডলিন্যা সমানয়েৎ ॥
চিদানন্দ ঘনং শুদ্ধং সর্ব্বতেজোময়ং স্মরন্।
ষট্‌চক্র ভেদনেনৈব উন্মন্যা সহ যোজয়েৎ ॥
জীবানন্দময়ং তত্ত প্রাপ্তমৈশ্বর্য্য মদ্ভূতম্।
আবাহ্য মানসৈ দ্রব্যৈর্বহন্নাসা পুটে ক্রমাৎ ॥
করস্থ মাতৃকাম্ভোজে চৈতন্যং যোজয়েত্তুতৎ।
কুম্ভ মধ্যে মন্ত্র মূর্ত্তাবাবাহ্য পরিপূজয়েৎ ॥

১০ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি ধারণপূর্ব্বক হৃৎপদ্মস্থিত তেজ কুণ্ডলিনীর সহিত মিলিত করিবে। চিদানন্দ ঘন বিশুদ্ধ সর্ব্বতেজোময়রূপ স্মরণ করিয়া ষটচক্র ভেদপূর্ব্বক উহাকে উন্মনীর সহিত যোগ করিবে। উন্মনী অর্থে—কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধচক্র, উহাতে অকারাদি ষোড়শ স্বর আছে ও "হং" এই আকাশ বীজ আছে। ঐ আকাশ বীজ আনন্দময় ঐ বীজকে মানস উপচারে অর্চ্চনা করিয়া করস্থ

পথ দ্বারা (প্রশ্বাস পরিত্যাগ দ্বারা) দীপ হইতে দীপ প্রজ্বলিতের ন্যায় হৃদয়স্থিত দেবতা হইতে তেজ গ্রহণ করিয়া করস্থ পুষ্পে বা পুষ্পাঞ্জলিতে স্থাপন পূর্ব্বক ঐ যন্ত্রোপরি বা দেবতার মস্তকোপরি স্থাপন করিবে।

যাহারা এইরূপ ষট্‌চক্রভেদ পূর্ব্বক ধ্যান করিতে অসমর্থ তাঁহারা কেবল দেবতার সাধারণ ধ্যান করিবেন। অর্থাৎ যে দেবতার যে ধ্যান প্রচলিত আছে কেবল তাহাই করিবেন। ধ্যানান্তে কৃতাঞ্জলি পাঠপূর্ব্বক দেবতাকে আবাহন করিবেন।

মাতৃকাম্ভোজে যোজনা করিবে। পরে ঘটমধ্যে মন্ত্র মূর্ত্তিতেই আবাহন ও পূজা করিবে।

কাম বীজং পরং ব্রহ্মরূপং ধ্যাত্বা সমূর্দ্ধনি।
কুল কুণ্ডলিনীং মূলাধারাদুত্থাপ্য সুন্দরি॥
পরামৃতেন সংপ্লাব্য মূল মূর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ।
পুষ্পাঞ্জলৌ বিনিঃসার্য্য বহন্নাসাপুটাধ্বনা।
ব্রহ্ম রন্ধ্রে ণ বা দেবী মূর্ত্তাবাহাহয়েদ্ধরিং॥

৬ পটল, সম্মোহন তন্ত্র।

পুনর্ধ্যান কালী বিষয়ে।

ততো হৃদয় পদ্মান্তঃ স্ফুরন্তীং বিদ্যুদাকৃতিম্।
সুষুম্না বর্ত্মনা নীত্বা শিরঃ স্থানে মহেশ্বরি।
দেবেশীতি চ মন্ত্রেণ বিন্দাবাবাহয়েৎ সুধীঃ॥
বিন্দৌ=যন্ত্রস্থবিন্দৌ।

কালী তন্ত্র।

তেজ গ্রহণ অর্থে—দেবতার স্ত্রী পুং যোগে, বা শিব শক্তিযোগে, বা প্রকৃতি পুরুষ যোগে এক প্রকার তেজের (জ্যোতির) উদ্ভব হয়। সেই তেজকে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া যে বীজ মন্ত্রের যে মূর্ত্তি সেই মূর্ত্তিটি বাম নাসিকার প্রশ্বাস দ্বারা করস্থিত পুষ্পে আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপিত করিয়া সেই পুষ্প দুই হস্ত (কর) দ্বারা সম্মুখস্থ প্রতিমায়, যন্ত্রে বা ঘটেতে স্থাপন করিবে।

উপচারে পূজা।

উপচার অর্থে পূজা সামগ্রী। উপচার অসংখ্য, তন্মধ্যে কতকগুলি বিধি বদ্ধ করিয়া শাস্ত্রকারগণ—চতুঃষষ্টিরুপচার, ষট্‌ত্রিংশদুপচার, অষ্টত্রিংশদুপচার, ষোড়শোপচার, দ্বাদশোপচার, দশোপচার, সপ্তোপচার এবং পঞ্চোপচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃহৎ পূজায় চতুঃষষ্টিরুপচার, ষট্‌ত্রিংশৎ, অষ্টাত্রিংশৎ এবং অষ্টাদশোপচার প্রশস্ত। মহতী পূজায় ষোড়শোপচাব (১) বা দ্বাদশোপচার। নিত্য পূজায় দশোপচার, সপ্তোপচার এবং পঞ্চোপচার প্রশস্ত। যে স্থলে

---

(১) ষোড়শোপচার।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচ মনীয়কং।
মধুপর্কাচমস্নান বসনা ভরণানি চ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়া মুপচারাং স্তু ষোড়শে॥

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা।

প্রকারান্তর ষোড়শোপচার।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসন ভূষণে।
গন্ধ পুষ্পে ধূপ দীপৌ নৈবেদ্যাচমনং ততঃ॥
তাম্বূলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পনঞ্চ নমস্ক্রিয়াম্।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়া মুপচারাং স্তু ষোড়শ॥

কৃষ্ণার্চ্চন চন্দ্রিকা

দ্বাদশোপচার।

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবাচমনীয়কম্।
মধুপর্কাচ মনশ্চৈব গন্ধ প্রসূনকে ততঃ॥
ধূপ দীপৌ চ নৈবেদ্যং প্রদক্ষিণ নমস্কৃতি।
দ্বাদশৈরুপ চারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ॥

স্বতন্ত্র তন্ত্র।

দশোপচার।

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবাচমনীয়কম্।
মধুপর্কা চ মশ্চৈব গন্ধ পুষ্পে ততঃ পরম্।
ধূপ দীপৌ চ নৈবেদ্যং দশোপচারকাঃ স্মৃতা॥

কালী তন্ত্র।

উপচারের অভাব সে স্থলে কেবল জল ও দূর্ব্বাদি, তদভাবে কেবল মনে মনে পূজা করিবে, পূজা কখনও লঙ্ঘন করিবে না। যথা—

উপচারৈ র্ষোড়শভি স্তৎ ভবেৎ পূজনং মহৎ।
নিত্যে দশোপচারৈশ্চ পঞ্চবা বিতরেৎ শিবে॥
অভাবে গন্ধ পুষ্পাভ্যাং পত্রেণ তদভাবতঃ।
পুষ্পাভাবে জলেবাপি দূর্ব্বয়া তণ্ডুলেন বা॥
মানসীং তদভাবেঽপি পূজাং নো লঙ্ঘয়েৎ কচিৎ।
লঙ্ঘনে সর্ব্বনাশঃ স্যাদাপদশ্চ পদে পদে॥

১২ পটল, পিচ্ছিলা তন্ত্র।

মহতী পূজায় ষোড়শোপচার, নিত্য পূজায় দশোপচার বা পঞ্চোপচাব। তদভাবে পত্র তুলসী বা বিল্ব পত্র ইত্যাদি। তদভাবে—জল, দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল। তদভাবে—মানস পূজা করিবে। পূজা কখনও লঙ্ঘন করিবে না, করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।

পুষ্পদ্বারা পূজাদির বিষয় ৬৫।৭২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি এক্ষণে কোন কোন পত্রে পূজা করা যায় তাহা বলিতেছি। যথা—

পত্রেষু তুলসী শ্রেষ্ঠা বিল্বঞ্চামলকী তথা।
মরুকো দেব কহ্লারী বিষ্ণুক্রান্তং তথৈব চ॥
আপামার্গোঽথ গাম্ভারী পত্রং সুরভি গন্ধকম্।

সপ্তোপচার।

অর্ঘ্যং গন্ধং তথা পুষ্প মক্ষতং ধূপমেব চ।
দীপো নৈবেদ্যং সপ্তাঙ্গী সপর্য্যোত্যপরে জগুঃ॥

প্রয়োগ সার।

পঞ্চোপ চার।

গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা পূজা পঞ্চোপচারিকা।

৩ পটল, ফেৎকারিণী তন্ত্র।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য মিতি পঞ্চকম্।
নিবেদয়েৎ সদার্চ্চায়াং পূজাঃ পঞ্চোপচারিকা।

নিবন্ধ তন্ত্র।

নাগবল্লীদলং দূর্ব্বা শত পত্রং তথা মতম্।
তমাল পত্রঞ্চাগস্ত্য পত্রং ধাত্রীদলং তথা॥

মন্ত্র তন্ত্র প্রকাশে।

অগস্ত্য পত্রং বকপত্রমিত্যর্থ।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

উপচারের মধ্যে কেবল দশোপচার নিত্য পূজায় প্রশস্ত। যথা—১ পাদ্য, ২ অর্ঘ্য, ৩ আচমনীয়, ৪ স্নানীয়োদক, ৫ গন্ধ, ৬ পুষ্প, ৭ পত্র, ৮ ধূপ, ৯ দীপ, ১০ নৈবেদ্য। অতিরিক্ত ব্যবহারিক উপচার তিনটী দিতে হয়। যথা—১ পানার্থোদক, ২ পুনরাচমনীয়, ও তাম্বুল সমুদায়ে তেরটী উপচার দিয়া নিত্য পূজা করিতে হয়। প্রথমতঃ উপচারগুলিকে অভিমন্ত্রিত করিতে হয়, পরে দেবতাকে অর্পণ বা নিবেদন করিতে হয়। অর্থাৎ নিবেদনের পূর্ব্বে উপচার গুলির অর্চ্চনা করিতে হয়।

উপচারের অধিপতি।

গন্ধপুষ্প তথা ধূপো দীপো নৈবেদ্য পঞ্চমঃ।
যদ্দীয়তে ফলং বস্ত্রমলঙ্কাবাদিকাঞ্চ যৎ॥
তেষাং দৈবত মূদ্দেশং ধৃত্বা প্রোক্ষণে পূজনে।
উৎসৃজ্য মূলমন্ত্রেণ প্রতি নাম্না নিবেদয়েৎ॥
বরুণস্য চ বীজেন তেষাং সেচন মাচরেৎ।
অন্নস্য দেবতা লক্ষ্মী রংশুকেঽপি বৃহস্পতিঃ॥
সুবর্ণ মগ্নি দেবঞ্চ রজতঞ্চন্দ্র দৈবতং।
হারকং বারুণং জ্ঞেয় মাসনে পৃথিবী তথা॥
জলস্য বরুণোদেবঃ পেয়ানাং বরুণস্তথা।
কুশয়স্য রমা দেবী পরমান্নস্য চৈব হি॥
ঘৃত প্রদীপকে বিষ্ণু স্তৈল যোগে বনস্পতিঃ।
গন্ধর্ব্বশ্চ তথা ধূপে বাজে বৈশালি দৈবতম্॥
মধুবারুণকং জ্ঞেয়ং দধি ক্ষীরঞ্চ বৈষ্ণবম্।
বানস্পত্যং তথা পুষ্পং গান্ধার্ব্বো গন্ধ দৈবতঃ
মালায়াশ্চ তথা দুর্গা সর্ব্বং বা বিষ্ণু দৈবতম্॥ যোগিনী তন্ত্র।

উপচার স্থাপনের নিয়ম।

গন্ধ পুষ্পাদি পাত্রাণি সদক্ষে চ নিবেশয়েৎ।
দীপাবলিং যথেবেচ্ছা নৈবেদ্যং পুরতোন্যসেৎ॥

৮ অ, গৌতমীয় তন্ত্র।

উপচার নিবেদনের অঙ্গুলি নিয়ম।

নার্চ্চয়েদেক হস্তেন ন পঞ্চ নখ দর্শনম্।
নিষ্ফলা কীর্ত্তিতা সাহি সর্ব্বত্রাপি ন শোভতে॥

যামলে।

দেবতাকে কথনও এক হস্তে অর্চ্চনা করিবে না, উপুড় হস্তে করিবে না, যাহাতে নখ পঞ্চক না দেখা যায় এরূপ ভাবে অর্পণ করিবে। অর্থাৎ যে কোন উপচার অর্পণ করিবে চিত হস্তে করিবে।

বাম হস্ত যুক্ত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা জলের ছিটা দিবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী যোগে—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য ও পুনরাচমনীয় ইত্যাদি অর্পণ করিবে।

উপাচার দানের নিয়ম।

মূল মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ।
দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ ত্যাগাত্মক মন্মুং স্মরেৎ॥

গন্ধ পুষ্পাদি উপচার সকলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিপতি দেবতা আছেন। যথা—অন্নের দেবতা লক্ষ্মী, বস্ত্রের বৃহস্পতি, সুবর্ণের অগ্নি, রজতের চন্দ্র, হারের বরুণ, আসনের পৃথিবী, জলের ও পেয় দ্রব্যের বরুণ, কৃশরের ও পরমান্নের রমাদেবী, ঘৃতপ্রদীপের বিষ্ণু, তৈলপ্রদীপের বনস্পতি, ধূপের ও গন্ধদ্রব্যের গন্ধর্ব্ব, ঘৃতের বৈশ্বালি, মধুর বরুণ, দধি ও ক্ষীরের বিষ্ণু, পুষ্পের বনস্পতি, মাল্যের দুর্গা, অথবা সমস্ত দ্রব্যেরই অধিপতি বিষ্ণু।

উপচারাভাবে কর্ত্তব্য।

দ্রব্যা ভাবে প্রদাতব্যাঃ ক্ষালিতা তণ্ডুলা শুভা।

মন্ত্র, তন্ত্র প্রকাশে।

কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আবাহন।

দেবীং ধ্যাত্বা সমাবাহ্য স্ব স্ব মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।
জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা উপচারৈ প্রপূজয়েৎ॥

কালী হৃদয়।

ধ্যানানন্তর দেবীকে (দেবী শব্দ উপলক্ষ, অর্থাৎ সমস্ত দেব দেবীকে) আবাহন করিয়া নিজ নিজ মুদ্রা (১) প্রদর্শন করিবে। তাহার পর জীবন্যাস করিয়া উপচারে পূজা করিবে।

শাস্ত্রের এই শাসন বাক্য সর্ব্বত্র জন্য নহে কারণ, নিত্য পূজায় শিবলিঙ্গে ও শালগ্রামাদিতে আবাহন বিসর্জ্জন নাই। যথা—

শালগ্রামে শিবে চাপ্সু বহ্নৌ মনসি পুষ্পকে।
এষু চাবাহনং নাস্তি দেবতানাং সদা স্থিতি॥

বৃহত্তন্ত্রসার।

শালগ্রাম শীলায়, স্থাপিত শিবলিঙ্গে, জলে, অগ্নিতে, মানসে, এবং পুষ্পে, এই কয়টি স্থানে দেবতাদিগের আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। কারণ, এই কয় স্থানে দেবগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

সর্ব্বেষা মুপচারাণামভাবে গন্ধ পুষ্পকং।
অভাবে গন্ধপুষ্পস্য স্নানীয়ং কল্পয়েৎ পুনঃ॥ সতন্ত্র তন্ত্র।
পুষ্পাভাবে তু দেবেশি পত্রাণি চ প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্বাভাবে জলং দেয়ং তেন পুণ্য মবাপ্যতিঃ॥ তন্ত্রান্তরে।
বস্ত্রাভাবে ততোদদ্যাদ্রক্ত পদ্মং তথা জবা। ১৪প, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

আবাহনাদি মুদ্রা।

(১) আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নিধাপনমেব চ।
সন্নিরোধনমিত্যুক্তং সংমুখীকরণং তথা।
অথাবগুণ্ঠনং প্রোক্তং সকলীকরণং তথা॥

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা।

আবাহন, স্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন সংমুখীকরণ, অবগুণ্ঠন, এবং সকলীকরণ মুদ্রা দেবতাকে দেখাইতে হয়। তাহার প্রক্রিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের পর পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি।

শালগ্রামে—আবাহন বিসর্জ্জন নাই।

শালগ্রামে স্থাবরে বাবাহনং ন বিসর্জ্জনম্।
শালগ্রাম শিলাদৌ য ন্নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ॥

বৃহত্তন্ত্রসার।

শিবলিঙ্গে ও বাণ লিঙ্গে অবাহনাদি নিষেধ।

শিবলিঙ্গে অর্থ—স্থাপিত শিব লিঙ্গে বা বাণলিঙ্গে বুঝিতে হইবে।

বাণ লিঙ্গানি রাজেন্দ্র স্থিতানি ভুবনত্রয়ে।
ন প্রতিষ্ঠা ন সংস্কার তেষা মাবাহনং নচেৎ।

ভবিষ্যে।

যে স্থানে আবাহনাদি আছে (নৈমিত্তক ও কাম্য পূজায়) সেই স্থানে এইরূপ কৃতাঞ্জলি ও আবাহনাদি করিবে। যথা—

কৃতাঞ্জলি শক্তি বিষয়ে।

দেবেশি ভক্তি স্থলভে পরিবার সমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং স্থস্থিরা ভব॥

এই মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

কৃতাঞ্জলি পুং দেবতা বিষয়।

তাবেয়ং মহিমা মূর্ত্তি স্তস্যাং ত্বাং সর্ব্বগং প্রভো।
ভক্তি স্নেহ সমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহম্॥

কৃতাঞ্জলি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সর্ব্ব সত্ত্ব হৃদিস্থিতে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বগ ব্রহ্মন্ কৃপয়া সন্নিধী ভব॥

১০অ গৌতমীয় তন্ত্র।

হে মহাযোগি কৃষ্ণ। আপনি সকল জীবের হৃদয়স্থ ও সর্ব্বগত। আপনি কৃপা করিয়া এই স্থানে (সন্নিধানে) অবস্থিতি করুন, অর্থাৎ নিকটে আসিয়া অবস্থিতি করুন, আমি আপনার পূজা করি।

এরূপ কৃতাঞ্জলি করিয়া এই স্থানে দেবতা সকলকে পূজার জন্ম আবাহনাদি করিতে হয়। আবাহন মন্ত্রাদি ২৭১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। আবাহনাদির পর যথোপচারে দেবতার অর্চ্চনা করিবে।

উপচারে পূজা প্রয়োগ।

উপচারে পূজা করিতে হইলে উপচার সকলের অর্চ্চনা করিতে হয়। উপচার উৎসর্গ করিতে হয়। উপচার সম্প্রদান করিতে হয়। উপচার নিবেদন করিতে হয়। তৎপরে দেবতাকে উপচার সকল অর্পণ করিতে হয়।

প্রথম—উপচার সকলের অর্চ্চনা।

অর্চ্চনা দুইবার করিতে হয়, প্রথমবার সামান্যার্ঘ্য জল দ্বারা, দ্বিতীয়বার গন্ধ পুষ্প দ্বারা। পুংদেবতা হইলে উপচারের পূর্ব্বে এতস্মৈপদ আর স্ত্রীদেবতা হইলে উপচারের পূর্ব্বে এতস্যৈ পদ উচ্চারণ করিতে হয়। মধ্যে উপচারের নামোল্লেখ। শেষে নমঃ পদ বলিতে হয়। যথা—এতস্মৈ বা এতস্যৈ পাদ্যোদকায় নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে পাদ্যোদকায় নমঃ এতস্মৈ বা এতস্যৈ অর্ঘ্যায় নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে অর্ঘ্যায় নমঃ। এতস্মৈ বা এতস্যৈ আচমনীয়ো দকায় নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে আচমনীয়োদকায় নমঃ। ঐরূপ দুইবার স্নানীয়োদকায় নমঃ। পুষ্পেভ্যো নমঃ। ধূপায় নমঃ। দীপায় নমঃ। সঘৃত সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যায় নমঃ। পানার্থোদকায় নমঃ। পুনরাচমনীয়দকায় নমঃ।

দ্বিতীয়—উপচার উৎসর্গ।

"এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপতয়ে অমুক দেবায়ৈ নমঃ।"

উপচার সকলের অধিপতি তিন প্রকার—যে দেবতার পূজা করা হয় তিনি এক অধিপতি, উপচার বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিপতি, অথবা বিষ্ণু সকল উপচারের অধিপতি। সমস্ত উপচারের ঐ এক মন্ত্র।

তৃতীয়—উপচার সম্প্রদান।

"এতে গন্ধ-পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ্য অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।"

সকল উপচারেরই এই এক মাত্র সম্প্রদানের মন্ত্র। অর্থাৎ যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্প দ্বারা সম্প্রদান করিবে। সমস্ত উপচারের এই এক মন্ত্র।

চতুর্থ হইতে ত্রয়োদশ উপচার পর্য্যন্ত নিবেদন।

(বীজ) "এতৎ পাদ্যং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ"। ইদ মর্ঘ্যং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বা স্বাহা। ইদমাচমনীয়োদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বা স্বধা। ইদং স্নানীয়োদকং অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি নমঃ। এষ গন্ধঃ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি নমঃ বা বষট্। ইদং সচন্দন পুষ্পং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বা বৌষট্। এষ ধূপ অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ। ধূপ দিবার সময় ঘণ্টার অর্চ্চনা করিতে হয়। (১) এষ দীপ অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ। ইদং সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। ইদং পানার্থোদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং অমুক দেবতায়ৈ স্বধা। ইদং তাম্বুলং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

উপচার সমর্পণ মন্ত্র।

অথ পাদ্যং।

পাদ্যং গৃহাণ দেবেশি সর্ব্ব দুঃখাপহারকং।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে ভগবৎ প্রিয়ে॥

(১) প্রথমতঃ অর্ঘ্য জলদ্বারা ফট্ মন্ত্রে ঘণ্টাকে প্রোক্ষণ করিবে, পরে— "জয় ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা" বলিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তর্জনী ও মধ্যমা যোগে ঘণ্টায় গন্ধ পুষ্প অর্পণ করিবে। পরে বাম হস্তে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তের অনামা ও মধ্যমার মধ্যম পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাগ্র যোগে ধূপ লইয়া সেই দেবতার বীজমন্ত্রে বা গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে দেবতার নাসাগ্র পর্য্যন্ত তিনবার ভ্রামিত করিবে। পরে আপনার দক্ষিণ দিকে ঐ ধূপ পরিত্যাগ করিবে।

অথার্ঘ্যং।

ত্রৈলোক্যোদ্ধার হেতু স্ত্বমবতীর্ণা মহীতলে।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা অর্ঘ্যোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

অথাচমনীয়ং।

মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্ব পাপ হরং শুভং।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং॥

অথ স্নানীয়ং।

জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরং।
স্নানার্থং তে প্রযচ্ছামি সুরেশ্বরী গৃহাণমে॥

অথ গন্ধঃ।

শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাঞ্চৈব বরাননে।
মাংরক্ষ সর্ব্বতো দেবি গন্ধানেতান্ গৃহাণ চ।

অথ পুষ্পঃ।

পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধং দেব নির্ম্মিতং।
হৃদ্য মদ্ভূত মাঘ্রেয়ং দেবি তৎ প্রতিগৃহ্যতাং॥

অথ ধূপঃ।

বনস্পতি রসো দিব্য গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্ব দেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

অথ দীপঃ।

সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতাস্তি মিরাপহঃ।
স বাহ্যাভ্যন্তর জ্যোতি র্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

অথ নৈবেদ্যঃ।

নৈবেদ্যং ঘৃত সংযুক্তং নানারস সমন্বিতং।
ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ সুর পূজিতে॥

ফল মূলানি সর্ব্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ।
নানাবিধ সুগন্ধানি গৃহ্ন দেবি যথা সুখং ॥
নানা ফল সমাযুক্তং নানা বস্তু বিনির্ম্মিতং।
রচনান্তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥

অথ পানার্থোদকং।

জলং সুশোভনং দেবি শীতলং সুমনোহরং।
ভুতানাং তৃপ্তি জননং ময়াদত্তং প্রগৃহ্যতাং ॥

অথ পুনরাচমনীয়োদকং।

উচ্ছিষ্টোঽপ্য শুচির্ব্বাপি যস্যাঃ স্মরণ মাত্রতঃ।
শুদ্ধি মাপ্নোতি তস্যৈতে পুনরাচমনীয়কং ॥

অথ তাম্বুলঃ।

তাম্বুলং পরমং রম্যঃ কর্পূরেণ সুবাসিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাং ॥

অথ মাল্যঃ।

সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানা পুষ্পং সমন্বিতং।
শ্রীযুক্তং সৌরভো পেতং গৃহাণ সুর পূজিতে ॥
বীজ এতৎ পুষ্পমাল্যং অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি নমঃ ॥

উপচার দানের বিধি।

স্বদেহবদ্দেব দেহে ততঃ পাদ্যাদি কল্পয়েৎ।
পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দদ্যাদর্ঘ্যং শিবসি দিয়তে ॥
মুখে চাচমনীয়ং স্যান্মধুপর্কঞ্চ তত্রবৈ।
পুনরাচমনং বক্ত্রে দদ্যান্মন্ত্র বিশারদঃ ॥
প্রণবাদি নমোঽন্তেন মন্ত্রেণানেন সংযতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যা চমনীয়ানি দদ্যাদেতানি দেশিক ॥

৩ পটল, ফেৎকারিণী তন্ত্র।

উপচার দানের মন্ত্র, স্থান নির্দ্দেশ ও অঙ্গুলি নিয়ম।

১। বীজ এতৎ পাদ্যং—অমুক—দেবতায়ৈ—নমঃ। চরণে।
২। বীজ ইদং অর্ঘ্যং— „ — „ — স্বাহা। মস্তকে।
৩। বীজ ইদমাচমনীয়ং „ — „ — স্বধা। মুখে।
৪। বীজ ইদং স্নানীয়োদকং — „ — নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে।
৫। বীজ এষ গন্ধঃ — „ — „ — বষট্। ললাটে।
৬। বীজ ইদং সচন্দন পুষ্পং — „ — বৌষট্। মস্তকে।
৭। বীজ ইদং সচন্দন পত্রং — „ — বৌষট্। চরণে।
৮। বীজ এষ ধূপঃ—অমুক—দেবতায়ৈ—নমঃ। নাসিকাগ্রে।

উপচারদানের মন্ত্র।

নমঃ স্বাহা স্বধা চৈব নমো বৌষড় যথাক্রমাৎ।
পাদ্যার্ঘ্যা চ মনীয়ানি গন্ধ পুষ্পানি চার্পয়েৎ॥

গুপ্তার্ণব তন্ত্র।

উপচার দানের পদ্ধতি।

নমোঽস্ত্ব মাসনং দদ্যাৎ স্বাগতং দর্শনং ভবেৎ।
নমোঽন্তং পাদয়োঃ পাদ্য মর্ঘ্যং শিরোঽস্তু মেব চ॥
স্বধেত্যা চমনং প্রোক্তে মধুপর্কং তথৈব চ।
তেনৈব মন্থনা চামং নমোঽস্তং স্নান মেব চ॥
নমোঽন্তে বাসসী প্রোক্তে তথাস্বাভরণানি চ।
নমোঽস্ত মর্পয়েদগন্ধং পুষ্পঞ্চ বৌষড়ন্তকম্॥
পুষ্পং সমর্পয়েদ্দেব্যৈ মুদ্রয়া জ্ঞান সংজ্ঞয়া।
অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী যোগাজ্ জ্ঞান মুদ্রেয়মীরিতা॥
নমোঽন্তঞ্চ তথা ধূপং দীপমালাং তথৈব চ।
নৈবেদ্যঞ্চ ততো দদ্যাদ্ যথোক্তং বৈ চতুর্ব্বিধং॥
পানার্থং মধুরং বারি দদ্যাদাচমনং পুনঃ।
কর্পূর সহিতং দেব্যৈ তাম্বুলঞ্চ নিবেদয়েৎ॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

৯। বীজ এষদীপঃ—অমুক দেবতায়ৈ—নমঃ। দৃষ্ট্যাগ্রে।

১০। বীজ ইদং সোপকরণ নৈবেদ্যং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। মুখে।

শাস্ত্র মত এই দশোপচার দেবতাকে নিবেদন করিতে পারিলেই পূজা সিদ্ধ হইল, কিন্তু ব্যবহার অনুষ্ঠান অবলম্বন করিলে আরও তিনটী উপচার অতিরিক্ত দিতে হয়; যথা—

১১। বীজ ইদং পানার্থোদকং অমুক দেবতায়ৈ—নমঃ। মুখে।

১২। বীজ ইদং পুনরাচমনীয়ঃ অমুক— " —স্বধা। মুখে।

১৩। বীজ ইদং তাম্বুলং — " — " —নমঃ। মুখে।

এই সকল উপচার দানের মধ্যে ধূপ ও দীপ নিবেদন করিবার সময় আরও একটু কার্য্য আছে। ধূপ নিবেদন করিয়া ঘণ্টা পূজা করিতে হয়। তাহার মন্ত্র এই —

"ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা"।

বলিয়া ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে দেবতার নাসাগ্র পর্য্যন্ত প্রজ্জলিত ধূপটী ভ্রামণ (ঘুরাইবে) করাইবে এবং দীপটী দেবতাব অক্ষি (চক্ষুঃ) পর্য্যন্ত উত্তোলন পূর্ব্বক দশবাব ঘুরাইয়া বামদিকে পবিত্যাগ করিবে।

উপচারাভাবে।

যদি ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি উপস্থিত না থাকে তবে তৎ পরিবর্ত্তে জল দিয়া বলিবে—ইদং ধূপার্থোদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, ইদং দীপার্থোদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, ইদং নৈবেদ্যার্থোদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। বলিয়া পূজা করিবে। উপচারাভাবে পূজা লঙ্ঘন করিবে না।

প্রয়োগ—সাধারণ সম্পাদয়ামি নমঃ, কল্পমতে কল্পয়ামি নমঃ, দাক্ষিণাত্য মতে সমর্পয়ামি নমঃ, অন্তমতে নিবেদয়ামি নমঃ। পাদ্যে নমঃ, অর্ঘ্যে স্বাহা, আচমনীয়ে—স্বধা, স্নানীয়ে নিবেদয়ামি, গন্ধে—নমঃ, পুষ্পে—বৌষট্, পত্রে—বৌষট্ ধূপে নমঃ, দীপে নমঃ, নৈবেদ্যে নিবেদয়ামি, পানার্থোদকে—নমঃ—পুনরাচমনীয়ে—স্বধা, তাম্বুলে নিবেদয়ামি।

পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি।

ইহার পর দেবতার পঞ্চ অঙ্গে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলী দিতে হয়। ১, পদে। ২, মূলাধারে। ৩, হৃদয়ে। ৪, মস্তকে। ৫, সর্ব্বাঙ্গে। এই পঞ্চ অঙ্গে দেবতাকে পঞ্চবার পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিঃ দিবে। (১)।

মন্ত্র যথা—"এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদমুক দেবতায়ৈ বৌষট্। এই মন্ত্র বলিয়া দেবতার পঞ্চ অঙ্গে পঞ্চ বার পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিঃ দিবেন।

পঞ্চপুষ্পাঞ্জলির স্থান নির্দ্দেশ।

দেবতাকে পঞ্চবার মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পঞ্চ অঞ্জলি পুষ্প প্রদান করিতে হয়। পঞ্চ অঞ্জলি পুষ্প দিবার স্থান পঞ্চ, যথা—

উত্তমাঙ্গহৃদাধার পাদ সর্ব্বাঙ্গকেষু চ।
পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা মূল মন্ত্রেণ দেশিক ॥ ৯৫ ॥

৬ উঃ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উত্তমাঙ্গে কিনা মস্তকে, হৃদাধারে—কিনা হৃদয়ে, আধারে কিনা মূলাধারে, পাদে-পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গে-সর্ব্ব শরীরে এই পাঁচ অঙ্গে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

দেবতা বিশেষে পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র।

কালী-বীজমন্ত্রে-এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদ্দক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। তারা (বীজ) শ্রীমদেক জটৈবজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা, এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীমদেক জটায়ৈ (শ্রীমন্নীল সরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ বৌষট্। ত্রিপুরা সুন্দরী (বীজ) এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীমত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ বৌষট্।

---

(১) পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলির স্থান।

পুষ্পাঞ্জলির পঞ্চ অঙ্গ—মূর্দ্ধহৃদ্‌গুহ্য পাদ সর্ব্বাঙ্গেষু ক্রমেণ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দেয়।

পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীম্ দত্বা প্রার্থয়েচ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভবাবরণ দেবাংশ্চ পূজয়ামি নমঃ পদম্।
ষট্‌কোণে চ ষড়ঙ্গানি গুরু পঙ্‌ক্তিং গুরুং যজেৎ ॥

১৩ পটল শাম্ভবী তন্ত্র।

জগদ্ধাত্রী (বীজ) এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। অন্নপূর্ণা (বীজ) এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। ভুবনেশ্বরী (বীজ) এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। প্রচণ্ড চণ্ডিকা (বীজ) এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। কমলা (লক্ষ্মী) (বীজ) এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীলক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। মহালক্ষ্মী (বীজ) এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। মহিষমর্দ্দিনী (বীজ) এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীমহিষমর্দ্দিন্যৈ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। দুর্গা—(বীজ) এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্।

পুং দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম বিষয়ে।

বীজ এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীকৃষ্ণায় বৌষট্। এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীরামায় নমঃ। সমস্ত পুং দেবতা এইরূপ।

তর্পণ। দেবতার মুখে।

মূল মুচ্চার্য্য দাতব্যং তর্পণঞ্চ তত পরম্।
মাল্যানুলেপনঞ্চৈব পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ॥

২ পটল নিরুবব তন্ত্র।

উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ সংপূজ্য পরদেবতাম্।
তর্পণানি পুনর্দ্দত্ত্বা ত্রিবারং মূল বিদ্যায়া॥

১৩ পটল, জ্ঞানার্ণব তন্ত্র।

কৃতাঞ্জলি পুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্ট দেবতাম্।
তবাবরণ দেবাংশ্চ পূজয়ামি নমঃ পদম্॥
অগ্নিনির্ঋতি বায়ীশ পুবতো দিক্ষু চক্রমাৎ।
ষড়ঙ্গানি চ সংপূজ্য গুরু পঙ্ক্তিঃ সমর্চ্চয়েৎ॥

১৩ পটল অন্নদা কল্প তন্ত্র।

কোন কোন তন্ত্র মতে আবরণ পূজান্তেগুরু পুংক্তি পূজা কর্ত্তব্য, আবার কোন কোন মতে পীঠ পূজাদৌ গুরু পঙ্ক্তি পূজা কর্ত্তব্য। পুং এবং স্ত্রী দেবতা ভেদে এরূপ ভেদ হইয়াছে।

ষোড়শোপচারে মূল দেবতার পূজা করিয়া তিনবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতার তর্পণ করিবে।' যথা—

দেবতা বিশেষে তর্পণ মন্ত্র।

অথ তত্ত্ব মুদ্রয়া। কালী—বীজ শ্রীদক্ষিণ কালিকাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা।

তারা—বামহস্তের তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা সামান্যার্ঘ্য জল এবং দক্ষিণ হস্তের তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা অক্ষত লইয়া উভয় হস্তের তত্ত্ব মুদ্রা যোগ করিয়া মন্ত্র বলিবে। যথা—(বীজ) শ্রীমদেক জটে বজ্রপুষ্পঃ প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা শ্রীমদেক জটাং শ্রীমন্নীল সরস্বতীং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। ত্রিপুরা সুন্দরী—বীজত্রিপুর সুন্দরীং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। জগদ্ধাত্রী—বীজ জগদ্ধাত্রীং দুর্গা দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। অন্নপূর্ণা—শ্রীমদন্নপূর্ণাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। সমস্ত দেবীর এই নিয়ম।

পুং দেবতাদিগের তর্পণ।

মূল মুচ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ। শ্রীবালকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ। শ্রীরামচন্দ্রং তর্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

আজ্ঞা প্রার্থনা।

পঞ্চবার পুষ্পাঞ্জলি দিবার পর ইষ্ট দেবতার আবরণ (পরিবার) পূজার জন্য ইষ্ট দেবতার নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে হয়। যথা—

কৃতাঞ্জলি পুটেভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্ট দেবতাম।
তবাবরণ দেবাংশ্চ পূজয়ামি নমঃ পদমিতি ॥ ৯৬ ॥

৬ উঃ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

পাদ্যাদিভির্মূলদেবীং সংপূজ্য তর্পয়েত্ততঃ। কুমারী তন্ত্র।

বৈষ্ণবানাং তর্পণং।

এবমভ্যর্চ্য দেবেশং জপ্ত্বা মন্ত্র মনন্যধীঃ।
তর্পয়েদ্বিধিবদ্দেবং তোয়ৈঃ প্রাতর্দ্দিনে দিনে॥ সম্মোহন তন্ত্র।

শৈব ও সৌর সম্প্রদায়ের তর্পণ শাক্তের মত, গাণপত্য সম্প্রদায়ের তর্পণ বৈষ্ণবের মত হইবে।

কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে, যে হে দেব! বা দেবি! আপনি আজ্ঞা করুন আমি আপনার আবরণ দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করি বা পূজা করি।

কৃতাঞ্জলি হইয়া আজ্ঞা প্রার্থনা।

শ্রীদক্ষিণ কালিকে দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। তারা দেবি আজ্ঞাপয় আবরণ দেবতাস্তে পূজয়ামি। ত্রিপুরা সুন্দরী দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি। জগদ্ধাত্রী দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি। অন্নপূর্ণা দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। ভুবনেশ্বরী দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যা পরিবারান্ পূজয়ামি। প্রচণ্ড চণ্ডিকা দেবি আজ্ঞাপয় আবরণ দেবতাস্তে পূজয়ামি। অন্যান্য দেবী বিষয়ে শ্রীঅমুকি দেবি আবরণং তে পূজয়ামি হইবে।

ষড়ঙ্গ পূজার দিঙ্ নিরূপণ।

বহ্ন্যাদীশাস্তমঙ্গানি হৃদাদি কবচন্তিকম্।
অর্চ্চয়েৎ পুরতো নেত্রমস্ত্রং দিক্ষু বহিঃপুনঃ॥

রাঘব ভট্ট ধৃত।

আগ্নেয্যাং শিবকোণে চ রাক্ষসে বায়ুকোণকে।
মধ্যে দিক্ষু চ পূর্ব্বাদিষঙ্গষটকং সমর্চ্চয়েৎ॥

১০ম, গৌতমীয় তন্ত্র।

অগ্নিকোণে, ঈশানকোণে, নৈর্ঋতকোণে, বায়ুকোণে, মধ্যস্থলে, ও চতুর্দ্দিকে এই ছয়স্থানে পূজা হইয়া থাকে।

হৃদয়ঞ্চাগ্নি কোণে চ ঐশান্যান্ত শিরোযজেৎ।
শিখাঞ্চ পূজয়েদ্বিদ্বো স্তথা পশ্চিম দক্ষিণে॥
পশ্চিমোত্তর দিঙ্মধ্যে কবচং বিন্যসেদ্বরেঃ।
অগ্রতঃ কেশরোদ্দেশে নেত্রং দিক্ষ্বস্ত্ররাটতথা॥

নারদ বচন।

শ্রীবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ।

পুরন্দর মুখো মন্ত্রী পূজয়ে ত্রিপুরাং পরাম্।
দেবী পশ্চাত্তদা প্রাচী প্রতীচী ত্রিপুরাপুর॥

শ্যামারহস্য ধৃত গুপ্তার্ণব তন্ত্র।

হৃদয়ঞ্চাগ্নি দিগ্‌ভাগে ঈশানে তু শিরো যজেৎ।
শিখাং নৈঋ‌র্তদিগ্‌ভাগে বায়ব্যে কবচং তথা॥
অস্ত্র মন্ত্রং তথা দিক্ষু নেত্রমগ্রে প্রপূজয়েৎ॥

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা

ঈশান অগ্নিকোণং স্যাদ্বায়ুকোণং তথৈশকম্।
রাক্ষসং বায়ুকোণং স্যাদ্দক্ষিণং রাক্ষসং ভবেৎ॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী।

অর্থাৎ দেবতার ষড়ঙ্গ পূজা করিতে হইলে প্রথমে দিঙ নিরূপণ করিতে হয়। পরে কোন দিকে দেবতার কোন অঙ্গ আছে তাহা স্থির করিতে হয়, পশ্চাৎ ঐ অঙ্গ সকলের পূজা কবিতে হয়। অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ, নৈঋ‌র্তকোণ, বায়ুকোণ, মধ্যস্থল এবং চতুর্দ্দিক এই ছয় দিকে ছয় অঙ্গের পূজা হইয়া থাকে। দেবতাব অগ্নিকোণে হৃদয়ের, ঈশানকোণে শিরের, নৈঋ‌র্তকোণে শিখার, বায়ুকোণে কবচের, মধ্যস্থলে কিনা দেবীর সম্মুখে নেত্রের, ও চতুর্দ্দিকে অস্ত্রের পূজা করিবে। যথা—

ষড়ঙ্গপূজা প্রয়োগ স্ত্রীদেবতা-কালী বিষয়ে।

দেবতার অগ্নিকোণে—১ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দেবতার ঈশান কোণে—২ ক্রীং শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দেবতার নৈঋ‌র্ত কোণে—৩ ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট্

ইষ্টা হৃদয়মাগ্নেয্যামৈশান্যান্তু শিরো যজেৎ।
নৈঋ‌র্ত্যাঞ্চ শিখা পূজ্যা বায়ব্যাং কবচং যজেৎ॥
অভ্যর্চ্চ্য পুরতোনেত্রং দিক্ষুচাস্ত্রমথার্চ্চয়েৎ।
প্রধান তনুরূপাণি ষড়ঙ্গানি প্রপূজয়েৎ॥

৭ উল্লাস, শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী।

কোণ সকল এইরূপ হইবে—

ঈশান মগ্নি কোণং স্যাদ্বায়ু কোণং তথেশকম্।
রাক্ষসং বায়ুকোণং স্যাদগ্নিশ্চ রাক্ষসং ভবেৎ॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

শিখাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দেবতার বায়ু কোণে—৪ ক্রৈঁ কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দেবতার অগ্রে (সম্মুখে)—৫ ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ নেত্রত্রয়াঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দেবতার চতুর্দ্দিকে—৬ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌ অস্ত্রাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সকল মন্ত্রের আদিতে—"এতে গন্ধপুষ্প বলিবে।

সমস্ত দেবী পক্ষে এইরূপ নিয়মে ও মন্ত্রে বীজ সংযুক্ত করিয়া পূজা করিতে হইবে। কেবল দেবী সকলের বীজ মন্ত্র মাত্র প্রভেদ আর সমস্ত মন্ত্র এইরূপ হইবে।

দেবতার সম্মুখ ভাগ পূর্ব্ব দিক হইলে—অগ্নিকোণ—ঈশানকোণ হইবে। ঐরূপ ঈশানকোণ—বায়ুকোণ হইবে। বায়ুকোণ—নৈঋ‍র্তকোণ হইবে। এবং নৈঋ‍র্তকোণ—অগ্নিকোণ হইবে।

হৃদয়ে হৃদয়াঙ্গন্তু শিরোঽঙ্গং শিরসি তথা।
শিখায়ান্তু শিখা প্রোক্তা কবচং সর্ব্বদেহকে॥
নেত্রে নেত্রত্রয়ং প্রোক্তং দিশামস্ত্রমুদীরয়েৎ।
নমঃ স্বাহা বষট্‌ হুঞ্চ বৌষট্‌ফড়্‌জাতিসংযুতম্‌॥

৭ উল্লাস, শক্তানন্দ তরঙ্গিণী।

অর্থাৎ হৃদয়ে—হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া হৃদয়াঙ্গ শক্তির পূজা করিবে। ঐরূপ শিরোদেশে—শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তি। শিখাতে—শিখায়ৈ বষট্‌ শিখাঙ্গ শক্তি। কবচে—কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তি। নেত্রে—নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ নেত্রত্রয়াঙ্গ শক্তির পূজা করিবে। এই সকল মন্ত্রের প্রয়োগ মূলে পূজাপ্রয়োগে দেখ।

পুরন্দরমুখোমন্ত্রী পূজয়ে ত্রিপুরাং পরাম্‌।
দেবী পশ্চাত্তদা প্রাচী প্রতীচি ত্রিপুরাপুর।
স্বেষ্ট দেবতায়াস্তত্তদঙ্গে বা ষড়ঙ্গানিপূজয়েৎ॥

গুপ্তার্ণব তন্ত্র।

তন্ত্রানুসারে আবরণ পূজায় দিঙ্‌ নিরূপণ করার রীতি এইরূপ দেবতার সম্মুখ দিকই—পূর্ব্বদিক। দেবতার পশ্চাৎভাগ—পশ্চিম। দেবতার দক্ষিণ দিকই—দক্ষিণ দিক। আর দেবতার বাম দিকই—উত্তর দিক—এইরূপ কল্পনা করিয়া দিঙ্‌ নির্ণয় করিতে হয়। ত্রিপুরা বিষয়ে ইহার বিপরীত অর্থাৎ—

ষড়ঙ্গপূজা প্রয়োগ পুংদেবতা শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ে।

অগ্নিকোণে—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রাং হৃদয়ায় নমঃ। ঈশানকোণে—ওঁ রীং শিরসে স্বাহা। নৈঋর্তকোণে—ওঁ রূং শিখায়ৈ বষট্। বায়ুকোণে—ওঁ রৈং কবচায় হুং। সম্মুখে—ওঁ রৌ নেত্রাভ্যাং বৌষট্। চতুর্দ্দিক্—ওঁ রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে।

অগ্নিকোণে—ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। ঈশানকোণে—ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা। নৈঋর্তকোণে—ওঁ ক্লূং শিখায়ৈ বষট্। বায়ুকোণে—ওঁ ক্লৈং কবচায় হুং। সম্মুখে—ওঁ ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। চতুর্দ্দিকে—ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

সমস্ত পুং দেবতা বিষয়ে এইরূপ। যে দেবতার যে বীজমন্ত্র তাহা সংযুক্ত করিয়া—হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, সম্মুখ ও চতুর্দ্দিক এই ছয় অঙ্গে—নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্, ও ফট্ এই ছয় মন্ত্র বিন্যাস করিলেই ষড়ঙ্গ পূজা করা হইবে।

ষড়ঙ্গ পূজা—অঙ্গন্যাস হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহা অঙ্গন্যাসেরই মত কেবল অগ্ন্যাদি কোণসকল সংযুক্ত করিয়া বলিলেই হইবে।

ইতি ষড়ঙ্গ পূজা।

আবরণ পূজা।

সূর্য্য বিষয়ে আবরণ পূজা।

প্রতি মন্ত্রের আদিতে ব্রাহ্মণে ওঁকার ও শূদ্রে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।

১। ওঁ সত্যায় নমঃ। ২। ব্রহ্মণে। ৩। বিষ্ণবে। ৪। রুদ্রায়।

সাধকের সম্মুখ ও দেবীর পশ্চাৎ—পূর্ব্ব দিক। দেবীর সম্মুখে পশ্চিমদিক্ দেবীর বামে দক্ষিণদিক, দেবীর দক্ষিণে উত্তরদিক। পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যে বায়ুকোণ। উত্তর ও পূর্ব্বের মধ্যে ঈশানকোণ। পূর্ব্ব ও দক্ষিণের মধ্যে অগ্নিকোণ ও দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যে নৈঋর্তকোণ। এইরূপ দিঙ্ নির্ণয় করিতে হয়।

ইতি দিঙ্ নির্ণয়।

৫ অগ্নয়ে। ৬। সর্ব্বায়। ৭। আদিত্যায়। ৮। রবয়ে। ৯। ভানবে। ১০। ভাস্করায়। ১১। উষায়ৈ। ১২। প্রজ্ঞায়ৈ। ১৩। ব্রাহ্ম্যৈ। ১৪। মাহেশ্বর্য্যৈ। ১৫। কৌমার্য্যৈ। ১৬। বৈষ্ণব্যৈ। ১৭। বারাহ্যৈ। ১৮। ইন্দ্রাণ্যৈ। ১৯। চামুণ্ডায়ৈ। ২০। মহালক্ষ্ম্যৈ। ২১। প্রভায়ৈ। ২২। সন্ধ্যায়ৈ নমঃ॥

গণপতি বিষয়ে।

১। ওঁ গণাধিপায় নমঃ। ২। গণেশায়। ৩। গণনায়কায়। ৪। গণ-ক্রীড়ায়; ৫। বক্রতুণ্ডায়। ৬। এক দন্তায়। ৭। মহোদরায়। ৮। গজা-ননায়। ৯। লম্বোদরায়। ১০। বিকটায়। ১১। বিঘ্ন রাজায়। ১২। ব্রাহ্ম্যৈ। ১৩। মাহেশ্বর্য্যৈ। ১৪। কৌমার্য্যৈ। ১৫। বৈষ্ণব্যৈ। ১৬। বারাহ্যৈ। ১৭। ইন্দ্রাণ্যৈ। ১৮। চামুণ্ডায়ৈ। ১৯। মহালক্ষ্ম্যৈ। ২০। ইন্দ্রায়ৈ। ২১। অগ্নয়ে। ২২। যমায়। ২৩। নির্ঋতয়ে। ২৪। বরুণায়। ২৫। বায়বে। ২৬। কুবেরায়। ২৭। ঈশানায়। ২৮। ব্রহ্মণে। ২৯। অনন্তায়।

বিষ্ণু বিষয়ে।

১। ক্রুদ্ধোল্কায় নমঃ। ২। মহোল্কায়। ৩। বীরোল্কায়। ৪। অত্যুল্কায়। ৫। সহস্রোল্কায়। ৬। বাসুদেবায়। ৭। সঙ্কর্ষণায়। ৮। প্রদ্যুম্নায়। ৯। অনিরুদ্ধায়। ১০। শান্ত্যৈ। ১১। শ্রীয়ৈ। ১২। সরস্বত্যৈ। ১৩। রত্যৈ। ১৪। চক্রায়। ১৫। শঙ্খায়। ১৬। গদায়ৈ। ১৭। পদ্মায়। ১৮। কৌস্তু-ভায়। ১৯। মুষলায়। ২০। খড়্গায়। ২১। বনমালায়ৈ। ২২। গরুড়ায়। ২৩। শঙ্খনিধয়ে। ২৪। পদ্মনিধয়ে। ২৫। ধ্বজায়। ২৬। বিঘ্নায়। ২৭। অর্ঘ্যায়। ২৮। দুর্গায়ৈ। ২৯। সেনান্যৈ নমঃ॥

শিব বিষয়ে।

১। ওঁ ঈশানায় নমঃ। ২। তৎপুরুষায়। ৩। অঘোরায়। ৪। বাম-দেবায়। ৫। সদ্যোজাতায়। ৬। নিবৃত্ত্যৈ। ৭। প্রতিষ্ঠায়ৈ। ৮। বিদ্যায়ৈ। ৯। শান্ত্যৈ। ১০। অনন্তায়। ১১। সূক্ষ্মায়। ১২। শিবোত্তমায়। ১৩। একনেত্রায়। ১৪। এক রুদ্রায়। ১৫। ত্রিমূর্ত্তয়ে। ১৬। শ্রীকণ্ঠায়। ১৭। শিখণ্ডিনে। ১৮। উমায়ৈ। ১৯। চণ্ডেশ্বরায়। ২০। নন্দিনে নমঃ।

২১। মহাবলায়। ২২। গণেশায়। ২৩। বৃষায়। ২৪। ভৃঙ্গরীটায়। ২৫। স্কন্দায়। ২৬। ইন্দ্রায়। ২৭। অগ্নয়ে। ২৮। যমায়। ২৯। নির্ঋতায়। ৩০। বরুণায়। ৩১। বায়বে। ৩২। কুবেরায়। ৩৩। ব্রহ্মণে নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে।

১। ওঁ বেণবে নমঃ। ২। বনমালায়ৈ। ৩। সুদামায়। ৪। বাসুদেবায়। ৫। কিঙ্কিণ্যৈ। ৬। আচক্রায়। ৭। বিচক্রায়। ৮। সুচক্রায়। ৯। ত্রৈলক্য রক্ষণ চক্রায়। ১০। অসুরান্তক চক্রায়। ১১। রুক্মিণ্যৈ। ১২। সত্যভামায়ৈ। ১৩। নাগ্নজিত্যৈ। ১৪। সুনন্দায়ৈ। ১৫। মিত্র বিন্দায়ৈ। ১৬। সুলক্ষণায়ৈ। ১৭। জাম্ববত্যৈ। ১৮। সুশীলায়ৈ। ১৯। বসুদেবায়। ২০। দেবক্যৈ। ২১। নন্দায়। ২২। যশোদায়ৈ। ২৩। বলভদ্রায়। ২৪। সুভদ্রায়। ২৫। গোপেভ্যঃ। ২৬। গোপীভ্যঃ। ২৭। মন্দারায়। ২৮। সন্তানকায়। ২৯। পারিজাতায়। ৩০। কল্প বৃক্ষায়। ৩১। হরি চন্দনায় নমঃ॥

শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ে।

১। ওঁ সীতায়ৈ স্বাহা। ২। লক্ষণায়। ৩। শার্ঙ্গায়। ৪। শরেভ্যো ৫। আত্মনে। ৬। নিবৃত্ত্যৈ। ৭। অন্তরাত্মনে। ৮। প্রতিষ্ঠায়ৈ। ৯। পরমাত্মনে। ১০। বিদ্যায়ৈ। ১১। জ্ঞানাত্মনে। ১২। শান্ত্যৈ। ১৩। বাসুদেবায়। ১৪। শ্রিয়ৈ। ১৫। সঙ্কর্ষণায়। ১৬। অনিরুদ্ধায়। ১৭। বত্যৈ। ১৮। হনুমতে। ১৯। সুগ্রীবায়। ২০। ভরতায়। ২১। বিভীষণায়। ২২। অঙ্গদায়। ২৩। শত্রুঘ্নায়। ২৪। জাম্ববতে। ২৫। সৃষ্টায়। ২৬। জয়ন্তায়। ২৭। বিজয়ায়। ২৮। সৌরাষ্ট্রায়। ২৯। অকোপায়। ৩০। ধর্ম্মপালায়। ৩১। সুমন্ত্রায়। ৩২। নারদায়। ৩৩। বশিষ্ঠায়। ৩৪। জাবালয়ে। ৩৫। গৌতমায়। ৩৬। ভরদ্বাজায়। ৩৭। বাল্মীকয়ে। ৩৮। সনকায়। ৩৯। সনন্দায়। ৪০। সনৎকুমারায়। ৪১। নীলায়। ৪২। নলায়। ৪৩। সুষেণায়। ৪৪। মৈন্দায়। ৪৫। সরভায়। ৪৬। দ্বিবিদায়। ৪৭। চন্দনায়। ৪৮। গবেক্ষায়। ৪৯। কিরীটায়। ৫০। শ্রীবৎসায়। ৫১। কৌস্তভায়। ৫২। শঙ্খায়। ৫৩। চক্রায়। ৫৪। গদায়ৈ। ৫৫। পদ্মায়। ৫৬। ধ্রুবায়। ৫৭। ধবায়। ৫৮। সোমায়। ৫৯। আপায়। ৬০। অনিলায়। ৬১। অনলায়। ৬২। প্রত্যুষায়। ৬৩। প্রভাবায় নমঃ।

৬৪। বীরভদ্রায়। ৬৫। গিরিশায়। ৬৬। অজৈকপদে। ৬৭। অহিব্রধ্নায়। ৬৮। পিণাকিনে। ৬৯। ভুবনাধিশ্বরায়। ৭০। কপালিনে। ৭১। দিকপালায়। ৭২। স্থানবে। ৭৩। ভগায়। ৭৪। বরুণায়। ৭৫। সূর্য্যায়। ৭৬। বেদাঙ্গায়। ৭৭। ভানবে। ৭৮। ইন্দ্রায়। ৭৯। রবয়ে। ৮০। গভস্তিনে। ৮১। যমায়। ৮২। হিরণ্যরেতসে। ৮৩। দিবাকরায়। ৮৪। মিত্রায়। ৮৫। বিষ্ণবে নমঃ। ৮৬। শম্ভবে নমঃ।

কালী বিষয়ে।

সমস্ত মন্ত্রের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণে ওঁকার ও শূদ্রে নমঃ বলিবে।

১। ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ, এইরূপ ক্রমে—২। কুল্লায়ৈ। ৩। কুরুকুল্লায়ৈ। ৪। বিরোধিন্যৈ। ৫। বিপ্রচিত্তায়ৈ। ৬। উগ্রায়ৈ। ৬। উগ্রপ্রভায়ৈ। ৮। দীপ্তায়ৈ। ৯। নীলায়ৈ। ১০। ঘনায়ৈ। ১১। বলাকায়ৈ। ১২। মাত্রায়ৈ। ১৩। মুদ্রায়ৈ। ১৪। মিতায়ৈ নমঃ।

তারা বিষয়ে।

১। ওঁ একজটায়ৈ নমঃ। ২। তারিণ্যৈ। ৩। বজ্রোদকে। ৪। উগ্রজটায়ৈ। ৫। মহাপ্রতিসরে। ৬। পিঙ্গোগ্রৈক জটায়ৈ নমঃ।

নীল সরস্বতী বিষয়ে।

১। বাগ্ রূপিণ্যৈ নমঃ। ২। অখিল বাগ্‌রূপিণ্যৈ। ৩। অখণ্ড বাগ্‌রূপিণ্যৈ। ৪। ব্রহ্ম বাগরূপিণ্যৈ। ৫। বিষ্ণু বাগ্‌রূপিণ্যৈ। ৬। রুদ্রবাগ্‌রূপিণ্যৈ নমঃ। ৭। সর্ব্ববাগ্‌রূপিণ্যৈ নমঃ॥

দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী বিষয়ে।

১। ওঁ হ্রীং প্রভায়ৈ নমঃ। ২। মায়ায়ৈ নমঃ। ৩। জয়ায়ৈ। ৪। সূক্ষ্মায়ৈ। ৫। বিশুদ্ধায়ৈ। ৬। নন্দিন্যৈ। ৭। সুপ্রভায়ৈ। ৮। বিজয়ায়ৈ। ৯। সর্ব্ব সিদ্ধিদায়ৈ। ১০। তদুপরি বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহা সিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ।

অন্নপূর্ণা বিষয়ে।

১। ব্রাহ্ম্যে নমঃ। ২। কৌমার্য্যৈ। ৪। বৈষ্ণব্যৈ। ৫। বারাহ্যৈ। ৬। ইন্দ্রাণ্যৈ। ৭। চামুণ্ডায়ৈ। ৮। মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।

ভুবনেশ্বরী বিষয়ে।

১। ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। ২। গগণায়ৈ। ৩। রক্তায়ৈ। ৪। করালিকায়ৈ। ৫। মহাচ্ছুষ্মায়ৈ। ৬। গায়ত্র্যৈ। ব্রহ্মণে। ৮। সাবিত্র্যৈ। ৯। বিষ্ণবে। ১০। বায়ৌ। ১১। সরস্বত্যৈ নমঃ। ১২। রুদ্রায়। ১৩। শ্রিয়ৈ। ১৪। ধনপতয়ে। ১৫। রত্যৈ। ১৬। স্মরায়। ১৭। পুষ্ট্যৈ। ১৮। গণপতয়ে। ১৯। শঙ্খ নিধয়ে। ২০। পদ্ম নিধয়ে নমঃ॥

মহিষ মর্দ্দিনী বিষয়ে।

১। অগ্ন্যাদিষু আং দুর্গায়ৈ। ২। ঈং বরবর্ণিন্যৈ। ৩। ঊং আর্য্যায়ৈ। ৪। ঋৃং কনক প্রভায়ৈ। ৫। ৯ৃং কৃত্তিকায়ৈ। ৬। ঐং অভয় প্রদায়ৈ। ৭। ওঁ কন্যায়ৈ। ৮। অঃ স্বরূপায়ৈ নমঃ॥

পত্রাগ্রেষু—যং চক্রায়, রং শঙ্খায়, লং খড়্গায়, বং খেটকায়, সাং বাণায়, ষং ধনুষে, সং শূলায়, হং তর্জন্যৈ নমঃ।

প্রচণ্ড চণ্ডিকা (ছিন্নমস্তা) বিষয়ে।

১। ওঁ কাল্যৈ নমঃ। ২। বর্ণিন্যৈ। ৩। ডাকিন্যৈ। ৪। ভৈরব্যৈ। ৫। মহা ভৈরব্যৈ। ৬। ইন্দ্রাক্ষ্যৈ। পিঙ্গাক্ষ্যৈ। ৮। সংহারিণ্যৈ। ৯। স্বাহায়ৈ ব্রাহ্ম্যৈ। ১১। মাহেশ্বর্য্যৈ। ১২। কৌমার্য্যৈ। ১৩। বৈষ্ণব্যৈ। ১৪। বারাহ্যৈ ১৫। ইন্দ্রাণ্যৈ। ১৬। চামুণ্ডায়ৈ। ১৭। মহালক্ষ্ম্যৈ। ১৮। করালায়। ১৯। বিকরালায়। ২০ অতি করালায়। ২১। মহা করালায় নমঃ।

ভৈরবী বিষয়ে।

১। ওঁ রত্যৈ নমঃ। ২। প্রীত্যৈ। ৩। মনোভবায়ৈ। ৪। দ্রাবিণ্যৈ। ৫। ক্ষোভিণ্যৈ। ৬। বশীকরণ্যৈ। ৭। আকর্ষিণ্যৈ। ৮। সম্মোহিন্যৈ। ৯। কামায় ১০। মন্মথায়। ১১। কন্দর্পায়। ১২। মকরধ্বজায়। ১৩। মীনকেতনায় নমঃ।

বগলামুখী বিষয়ে।

১। ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ। ২। ভগসর্পিণ্যৈ। ৩। ভগাবহায়ৈ। ৪। ভগসিদ্ধায়ৈ। ৫। ভগপাতিন্যৈ। ৬। ভগমালিন্যৈ। ৭। জয়ায়ৈ। ৮। বিজয়ায়ৈ। ৯। অজিতায়ৈ। ১০। অপরাজিতায়ৈ। ১১। স্তম্ভিন্যৈ। ১২। জম্ভিন্যৈ। ১৩। মোহিন্যৈ। ১৪। আকর্ষিণ্যৈ নমঃ॥

কমলাত্মিকা বিষয়ে।

১। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। ২। সঙ্কর্ষণায়। ৩। প্রদ্যুম্নায়। ৪। অনিরুদ্ধায়। ৫। দমকায়। ৬। পুণ্ডরীকায়। ৭। গুগ্‌গুলবে। ৮। কুরুণ্টকায়। ৯। শঙ্খ-নিধয়ে। ১০। বসুধায়ৈ। ১১। পদ্ম নিধয়ে। ১২। বসুমত্যৈ। ১৩। বলাকৈ্য। ১৪। বিমলায়ৈ। ১৫। কমলায়ৈ। ১৬। বনমালিকায়ৈ। ১৭। বিভীষিকায়ৈ। ১৮। মালিকায়ৈ। ১৯। শাঙ্কর্য্যৈ। ২০। বসুমালিকায়ৈ নমঃ।

গুরু পঙ্‌ক্তি পূজা।

"বায়ব্যাদীশপর্য্যন্তং গুরুপঙ্‌ক্তিং সমর্চ্চরেৎ"।

রাঘব ভট্ট ধৃত বচন।

পূজা যন্ত্রের বায়ু কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশাণ কোণ পর্য্যন্ত (পাদুকা মন্ত্রে অভিষিক্তের পক্ষে) অথবা দীক্ষিতের পক্ষে ঐঁ মন্ত্রে গুরু পঙ্‌ক্তির পূজা করিবে। গুরুপঙ্‌ক্তি তিন প্রকার। যথা—দিব্যৌঘ গুরু, সিদ্ধৌঘ গুরু, এবং মানবৌঘ গুরু।

দিব্যৌঘ গুরু পঙ্‌ক্তি পূজা।

মহাদেবানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। মহাদেবী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ১ ॥ মহা কালানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। শ্রীমহাকালী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজায়ামি নমঃ ॥ ২ ॥ ত্রিপুরানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। শ্রীত্রিপুরা সুন্দরী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৩ ॥ ভৈরবানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। শ্রীভৈরবী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৪ ॥

সিদ্ধৌঘ গুরু পঙ্‌ক্তি পূজা।

ব্রহ্মানন্দ নাথ। পূর্ণ দেবানন্দনাথ। চলচ্চিতানন্দনাথ। চলা চলা নন্দনাথ। কুমারানন্দ নাথ। ক্রোধানন্দ নাথ। বরদানন্দ নাথ। স্মরদীপনানন্দ নাথ। মায়াদেব্যম্বা। মায়াবতী দেব্যম্বা। শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

মানবৌঘ গুরু পঙ্‌ক্তি পূজা।

বিমলানন্দ নাথ। কুশলানন্দ নাথ। ভীমসেনানন্দ নাথ। সুধাকরানন্দ নাথ। মীনানন্দ নাথ। গোরক্ষানন্দ নাথ। ভোজদেবানন্দ নাথ। প্রজাপত্যানন্দ নাথ।

মূল দেবানন্দ নাথ। রক্তি দেবানন্দ নাথ। বিঘ্নেশ্বরানন্দ নাথ। হুতাশনানন্দ নাথ। সময়ানন্দ নাথ। নকুলানন্দ নাথ। সন্তোষানন্দ নাথ। পূজা মন্ত্র যথা—প্রথমে পাদুকা বা ঐঁ বীজ এবং শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ বলিবে।

পরে নিজ গুরুর পূজা করিবে। যথা—

গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু। মন্ত্র—গুরবে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। অথবা উপরের মত পাদুকা মন্ত্রে পূজা করিবে।

সংক্ষেপ গুরু পঙ্‌ক্তি পূজা মন্ত্র। যথা—

এতে গন্ধ পুষ্পে শ্রী দিব্যৌঘ—সিদ্ধৌঘ—মানবৌঘ গুরু পংক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বলিয়া পূজা করিবে। একবার বা ত্রিবার—সাধকের ইচ্ছা।

গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপর গুরুস্তথা।
পরমেষ্ঠি গুরুশ্চৈব যজেৎ কুলগুরূনিমান্ ॥৯৮॥

৬ উল্লাস, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

গুরুপঙ্‌ক্তি অর্চ্চনার পর নিজ গুরুর (কুল গুরুর) অর্চ্চনা করিবে। যথা—এতেগন্ধপুষ্পে গুরু—পরমগুরু—পরাপরগুরু—পরামেষ্ঠিগুরু শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বলিয়া পূজা করিবে। একবার বা ত্রিবার সাধকের ইচ্ছা।

ইহার পর দেবতা বিশেষের স্ত্রী বা স্বামির পূজা করিতে হয়। স্ত্রী দেবতার পূজায়—স্বামীর পূজা এবং পুং দেবতার পূজায়—স্ত্রীর পূজা করিতে হয়। যে যে দেবীর স্বামী যে যে দেবতা তাহা ১৯৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক

যেষু যেষু চমন্ত্রেষু যে যে ঋষিগণাঃ স্মৃতাঃ।
তেতে পূজ্যাঃ সপর্য্যাদৌ সংক্ষেপাদ্ গদিতং ময়া॥
অজ্ঞাত্বা গুরু নাম্নাং বৈ গুরু ত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ।
চতুষ্টয়ং বা সঙ্কোচো নচ কার্য্যস্ততঃ পরম্॥
গুরুং পরমগুরুংশ্চ পরাপর গুরুং তথা।
পরমেষ্ঠি গুরুং শৈচব কথিতা গুববস্তথা॥

কুলচূড়ামণি তন্ত্র।

আদৌ সর্ব্বত্র দেবেশ মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপর গুরুস্তংহি পরমেষ্ঠিহ্যহং গুরুঃ॥

১প, বীব তন্ত্র।

দেব দেবীর শক্তি পূজা এবং সেই সকল শক্তির ভৈরবগণের পূজা করিতে হয়। যেমন কালিকা দেবীর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তি এবং অসিতাঙ্গ প্রভৃতি অষ্ট ভৈরব। নিত্য পূজায় এত বাহুল্য না করিয়া কেবল ইষ্ট দেবতাকে ইহাই বলিবে—(বীজ—সসাঙ্গ, সাবরণ সায়ুধ, সশক্তিক—সপরিবার—সপারিষদ—সবাহন অমুক দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ) বলিলেই হইবে। ইহার পর ঐ সকল মন্ত্র বলিয়া—স্ত্রী দেবতা হইলে তর্পয়ামি স্বাহা এবং পুং দেবতা হইলে তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তর্পণ করিবে। এই তর্পণ আবরণ দেবতাগণের।

দশদিকপালের পূজা।

পশ্চাদভ্যর্চ্চনীয়াঃ স্যুঃ কল্পোক্তাবৃতয়ঃ ক্রমেৎ।
অন্তে যজেল্লোকপালান্মূল পারিষদান্বিতাম্॥

১৩ পটল নিবন্ধ তন্ত্র।

অতঃপর স্ব স্ব কল্পোক্ত আবরণ পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবে। ইন্দ্রের পারিষদগণের নাম দশদিক্‌পাল। দশদিক্‌পাল অর্থে দশদিকের অধিপতি দেবতা সকল। যথা—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ব্রহ্মা ও অনন্ত। এই সকল দেবতার নাম দিক্‌পাল। ইহারা সংখ্যায় দশটি।

দশদিকপাল মন্ত্রাঃ।

যান্মুলোম তৃতীয়স্থ দ্বিতীয়স্থ বিলোমতঃ।
চতুর্থং ফানুলোমেন রানুলোমেন চাষ্ট মম্॥
তৃতীয়ং রানুলোমেন লবিলোমাৎ তৃতীয়কম্।
চতুর্থং সপ্তমং বর্ণং রানুলোমেন সংস্থিতম্॥
চতুর্থং থানুলোমেন তৃতীয়ং গবিলোমতঃ।
স্বরোপান্ত্যস্বনাদাভ্যাং ভেদিতং সর্ব্বমেবতৎ॥
আনুপূর্ব্ব্যোদ্ধৃতং বীজং ব্রহ্মান্তং বাসবাদিমং॥

যকারমারভ্যানুলোমপাঠে তৃতীয় বর্ণো লকারঃ এবং দ্বিতীয়ো রেফঃ। ফকারস্য চতুর্থো মকারঃ, রেফস্যাষ্টমঃ ক্ষকারঃ রেফস্য তৃতীয়ো বকার ইতি।

দশদিক পালের পূজা।

পূর্ব্বদিক হইতে এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ লাং ইন্দ্র পীতবর্ণ ঐরাবতবাহন বজ্রহস্ত সশক্তিক সপরিবার সুরাধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ১॥ অগ্নিকোণে—ওঁ রাং অগ্নি রক্তবর্ণ মেষ বাহন শক্তি হস্ত সশক্তিক সপরিবার তেজোধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ২॥ দক্ষিণে—ওঁ যাং যম কৃষ্ণবর্ণ মহিষ বাহন দণ্ড হস্ত সশক্তিক সপরিবার প্রেতাধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ৩॥ নৈর্ঋত কোণে ওঁ ক্ষাং নির্ঋতি ধূম্র বর্ণ অশ্ববাহন খড়্গ হস্ত সশক্তিক সপরিবার রাক্ষসাধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং

ল বিলোমাৎ তৃতীয়কমিতি লকারা রধি বিলোমপাঠাৎ তৃতীয়ে বর্ণো বকারঃ, রেফস্তানুলোমক্রমেণ চতুর্থ বর্ণঃ শকারঃ, সপ্তমো হকারঃ, থকারস্তানুলোম পাঠাৎ চতুর্থ বর্ণো নকারঃ, গকারস্ত বিলোম পাঠেন তৃতীয় ককাবঃ। স্বরোপান্ত্যস্থেত্যাদি স্বরাণামুপান্ত্যস্থো বিন্দুঃ স চ নাদশ্চ তাভ্যাং ভেদিতং যুক্ত মিতি। তেন লঁ রঁ মঁ ক্ষঁ বঁ যঁ শঁ হঁ নঁ কঁ ইতি।

দশ দিকপাল।

ইত্থমাবরণং ভক্ত্যা অভ্যর্চ্য মনু বিত্তমঃ।
অন্তে যজেল্লোক পালাং স্তেষামন্ত্রাণিচক্রমাৎ॥
ইন্দ্রং সুরাধিপং পীতং বজ্র হস্তং গজাধিপম্;
অগ্নিং তেজোঽধিপং রক্তং শক্তি হস্তং শুভুষণম্॥
যমং প্রেতাধিপং কৃষ্ণং দণ্ড হস্তং সমচর্চ্চয়েৎ।
রক্ষোঽধিপঞ্চ নৈঋত্যাং খড়্গহস্তং সুধূম্রকম্॥
পাশ হস্তং সুশুভ্রাঙ্গং বরুণং যাদসাম্পতিম্।
বায়ুং প্রাণাধিপং ধূম্র মঙ্কুশাঢ্য করং যজেৎ॥
যক্ষপতিং কুবেরঞ্চ শুক্লবর্ণং গদাধরং।
বিদ্যাধরং তথেশানং মন্ত্রী শূল করং যজেৎ॥
নাগাধিপং তথানন্তং গৌরং চক্রায়ুধং যজেৎ।
লোকাধিপঞ্চ ব্রহ্মাণং রক্ত পদ্ম করং যজেৎ॥

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকাধৃত তূর্ণাযাগে।

পূজয়ামি নমঃ ॥ ৪ ॥ পশ্চিমে ওঁ বাং বরুণ শুক্লবর্ণ মকরবাহন পাশহস্ত সশক্তিক সপরিবার জলাধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৫ ॥ বায়ুকোণে—ওঁ যাং বায়ু ধূম্রবর্ণ মৃগবাহন অঙ্কুশ হস্ত সশক্তিক সপরিবার প্রাণাধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৬ ॥ উত্তরে—ওঁ কুং কুবের শুক্লবর্ণ নরবাহন গদাহস্ত সশক্তিক সপরিবার যক্ষাধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৭ ॥ ঈশান কোণে—ওঁ হাং ঈশান শুক্লবর্ণ বৃষভবাহন শূলহস্ত সশক্তিক সপরিবার গণাধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৮ ॥ অধঃ—ওঁ হ্রীং অনন্ত গৌরবর্ণ গরুড় বাহন চক্র হস্ত সশক্তিক সপরিবার নাগাধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৯ ॥ ঊর্দ্ধে—ওঁ আং ব্রহ্মা অরুণবর্ণ হংসবাহন পদ্ম হস্ত সশক্তিক সপরিবার প্রজাধিপতি শ্রীমৎ অমুক দেবতা পারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ১০ ॥

দশদিক পালের অস্ত্র পূজা।

পূর্ব্বাদিক হইতে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ, বা—ওঁ বজ্রাং শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ ক্রমে। ওঁ শক্তয়ে নমঃ। ওঁ দণ্ডায় নমঃ। ওঁ খড়্গায় নমঃ। ওঁ পাশায় নমঃ। ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ। ওঁ গদায়ৈ নমঃ ওঁ শূলায় নমঃ। ওঁ চক্রায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ বলিবে, ইহার পর যে মূল দেবতার পূজা করা হইবে সেই দেবতার অস্ত্র পূজা করিবে।

ইতি দশদিকপাল পূজা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যপূজা প্রকরণ তৃতীয় স্তম্ভ।

বলি প্রদান।

বলি অর্থে পূজোপহার, ভূতযজ্ঞ, জীবগণকে আহার প্রদান করা। পূজাধার হইতে কিঞ্চিৎ ফল মূলাদি গ্রহণ করিয়া দেবতার বামে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি বলিপাত্র সংস্থাপন করিয়া মন্ত্র বলিবে। যথা—

"এতৎ বলয়ে নমঃ" বলিয়া পরে—

(বীজ) সর্ব্ব বিঘ্ন কৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুঁ ফট্ নমঃ,

এষঃ বলিঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ।

বলিয়া জলের ছিটা দিয়া ভূতগণকে নিবেদন করিয়া দিবে। ইহাই সাধারণ বলি মন্ত্র। এই সময় পশু বলিও দিতে পারা যায়।

পশু বলি। যথা—

মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকর স্তথা।

শল্লকী শশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড়্গী দশ মৃতাঃ ॥ ১০৫ ॥

৬ উল্লাস মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কালীপূজায় বলিদান।

দেবতার বামদিকে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে গোলাকার বৃত্ত অঙ্কিত করিবে, গোলাকারের চতুর্দ্দিকে চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। পরে মণ্ডলের পূজা করিবে। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ"। বলিয়া

আধার স্থাপন করিবে, আধারোপরি বলিপাত্র স্থাপন করিয়া ঐ পাত্রে তণ্ডুল, হরিদ্রা, লবণ, আর্দ্রক, মাংস, মৎস্য, দধি ও তীর্থজল (বিশেষার্ঘ্য হইতে) বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যোগে বলিপাত্র ধারণ করিয়া মন্ত্র বলিবে। যথা—

"এহ্যেহি জগতাং মাতর্জ্জগতাং জননি শুভে।

গৃহ্ণ গৃহ্ণ নিত্যং সিদ্ধিং দেহি মে দেহি সুব্রতে ॥

মৃগ-হরিণ, ছাগ-ছাগল, মেষ-ভেড়া, লুলাপ-মহিষ, শূকর-শুয়ার, শল্লকী-সজারু, শশক-খরগোস, গোধা-গোসাপ, কূর্ম্ম-কচ্ছপ, খড়্গী-গণ্ডার। এই দশ প্রকার পশু বলি প্রশস্ত।

তদ্ভিন্ন ভূচর, খেচর ও জলচর জীবও বলি দিবার রীতি আছে। এ স্থলে সে সকলের পদ্ধতি বিবৃত করিলাম না কারণ, নিত্যপূজায় তাহা অনাবশ্যক। অর্থাৎ নিত্য পূজায় পশু বলি হয় না। বৎসরান্তে একটী পশু বলি দিতে হয়, হিংসা কার্য্য অধর্ম্ম, অহিংসা পরমোধর্ম্ম। হত্যা না করিলে, ছেদন না করিলে পশু বলি হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে হত্যাকাণ্ড পাপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্রই হত্যাকাণ্ডের বিধি দিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন—যে হিংসা দুই প্রকার—বৈধ এবং অবৈধ। যাগ যজ্ঞ পূজাদিতে যে পশুহিংসা তাহা বৈধ, অর্থাৎ ন্যায় সঙ্গত. তাহাতে পাপ নাই। আর অবৈধ কিনা অযথাহিংসা অধর্ম্ম তাহাতে পাপ আছে। একথার অর্থ সাধারণ জ্ঞানে বুঝা যায় না কারণ, কার্য্য একই অথচ ফল পৃথক্ পৃথক্। এ সকল কথা বজায় রাখিবার জন্য নিশ্চয়ই স্বার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। সাধারণ চক্ষে ইহা নিশ্চয়ই পাপ কিন্তু শাস্ত্র একটু বিশেষ করিয়া হিংসা কার্য্যকে পুণ্য কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া-

---

মম শত্রু ক্ষয়ং কুরু কুরু হুঁ ফট্ স্বাহা॥"

পরে—বীজ, এষ বলিঃ বা এষ সামিষান্ন সমাংস বলিঃ শ্রীমদ্দক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। বলিয়া বলি নিবেদন করিবে।

মহাকালের বলি মন্ত্র। যথা-

"বীজ—মহাকাল ভৈরব শ্মশানাধিপ ইমং বলিং গৃহ্ণাপয় বিঘ্ন নিবারণং কুরু সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা, এষ সামিষান্ন সমাংস বলিঃ মহাকাল ভৈরবায় শিবায় নমঃ।"

তারা পূজায় বলি প্রদান।

উপরোক্ত রূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উপরোক্ত সামগ্রী সংস্থাপন পূর্ব্বক উপরোক্ত প্রকারে বলিপাত্র ধারণ করিয়া মন্ত্র বলিবে। যথা--

"হ্রীং শ্রীমদেকজটে মহাযক্ষাধিপতয়ে মন্ত্রোপনীতং
বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় মম সর্ব্ব শান্তিং
কুরু কুরু পর বিদ্যামাক্রম্য ক্রম্য ত্রুট ত্রুট ছিন্দি
ছিন্দি ভিন্ধি ভিন্ধি সর্ব্ব জগদ্বশমানয় হ্রীং স্বাহা।"

ছেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল পশুহিংসা অনেক পরিমাণে অল্প করিবার জন্য শাস্ত্রের এই বিধি। অর্থাৎ মাংসলোলুপ মনুষ্য বহু, যাহাতে তাহারা যদৃচ্ছা পশুহিংসা না করিতে পারে তজ্জন্য শাস্ত্রের এই বৈধ এবং অবৈধ ব্যবস্থা। যদৃচ্ছা হত্যা করিতে অনুমোদন থাকিলে পাছে পশুর বংশ লোপ হয় এই আশঙ্কায় বৈধাবৈধ ব্যবস্থা হইয়াছে; তা হউক, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখিতে পাওয়া যায় যে হিংসা কার্য্য যদি পাপই হইল তবে স্বভাবের এ নিয়ম হইল কেন? যে—

অহস্তানি সহস্তানাং অপদানি চতুষ্পদাং।
ফল্গুনি চৈব মহতাং জীবঃ জীবস্য ভক্ষণং॥

শ্রীমদ্ভাগবতং।

অর্থাৎ যে সকল জীবের হস্ত নাই তাহারা হস্ত বিশিষ্ট জীবের ভক্ষ্য। অর্থাৎ হস্ত হীন জীব মৎস্যাদি মনুষ্যগণের ভক্ষ্য। যেসকল জীবের পদ নাই অর্থাৎ বৃক্ষ লতা তৃণাদি চতুষ্পদ জীবগণের ভক্ষ্য, কিনা গোমেষাদির ভক্ষ্য। মহৎ জীব-গণের ক্ষুদ্র জীবগণ ভক্ষ্য, কিনা গোমেষাদি সিংহ ব্যাঘ্রাদির ভক্ষ্য। ফলকথা জীব জীবেব ভক্ষ্য। স্বভাবের এই নিয়ম দেখিয়া হিংসা কার্য্যকে কিরূপে পাপ বা অধর্ম্ম বলিব? এই কথা বিচার স্থলে আনয়ন করিলে কি মীমাংসা হয় বলা যায় না। যেহেতু অনেক দেশের লোক মৎস্য মাংস দ্বারা জীবনধারণ করে।

ইতি বলিদান।

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পরে পুনরায় মন্ত্র বলিবে। যথা—

বীজ—শ্রীমদেক জটে বল্লপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্
স্বাহা এষ বলিঃ শ্রীমদেক জটায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।"

এই মন্ত্র বলিয়া দেবতাকে নিবেদন করিয়া বলি দিবে এবং
শ্রীমন্নীল সরস্বতী পক্ষেও উপরোক্ত মন্ত্রে বলি দিতে পারিবে।

বিধিনা পরমেশানি যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ।
বৎসরান্তে প্রদাতব্যো বলিরেকঃ সুরেশ্বরি॥
অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদাজন্ম পূজনাদপি।
বলিদানং মহাযজ্ঞং কলিকালে চ চণ্ডিকে॥

ভোগ দান।

দেব বা দেবীর বাম দিকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি নানাবিধ ভোগোপকরণ পুং দেবতা হইলে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল এবং স্ত্রী দেবতা হইলে অধোমুখ (১) ত্রিকোণমণ্ডল জল দ্বারা অঙ্কিত করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ" বলিয়া একটি গন্ধ সংযুক্ত পুষ্প ঐ মণ্ডলে অর্পণ পূর্ব্বক ঐ পুষ্পোপরি ভোগোপোকরণগুলি সংস্থাপন করিবেন। পরে "ফট্" মন্ত্রে ভোগপাত্র (অন্নব্যঞ্জন সহিত) প্রোক্ষিত করিবে। পরে "হুঁ" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক চক্র মুদ্রা অভিবক্ষিত করিয়া "যং" মন্ত্রে দোষ সংহরণ করিবে। পরে "বং" মন্ত্রে দহন এবং "বং" মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অমৃতীকরণ করিবে। পবে মৎস্য মুদ্রায় ভোগপাত্র আচ্ছাদন করিয়া দশবার মুলমন্ত্র জপ করিবে। পরে বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বাবা ভোগপাত্র স্পর্শ করিয়া মন্ত্র বলিবে। যথা—দেবতার বীজ মন্ত্র বলিয়া পরে—

"ইদং সঘৃত সোপকরণ অন্ন ব্যঞ্জনং শ্রীঅমুক দেবতায়ৈ
নিবেদয়ামি নমঃ।"

এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে কুশী করিয়া বিশেষার্ঘ্য হইতে জল লইয়া নিবেদন কবিবে : পরে আবার কুশী করিয়া জল লইয়া মন্ত্র বলিবে—

অশ্বমেধাদিকং যজ্ঞং কলৌ নাস্তি সুবেশ্ববি।
কেবলং বলিদানেন চাশ্বমেধ ফলং লভেৎ॥
৫ পটল, নিবন্ধ তন্ত্র।

ভূত হিংসা ন কর্ত্তব্যা পশু হিংসা বিশেষতঃ।
বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥
বলিদানায় যা হিংসা ন দেযোয় প্রকীর্ত্তিতা।
বেদ সম্মত সিদ্ধান্তঃ স মমাপি চ সম্মতঃ॥
পশু যাগে মহেশানি পশুং হন্যায় সংশয়।
সা হিংসা নিন্দিতা বেদৈ র্যা চ বৈধে তবা ভবেৎ॥
বৈধ হিংসা চ কর্ত্তব্যা সংশয়ো নাস্তি কশ্চনঃ॥
৬ পটল বৃহন্নীল তন্ত্র।

ইহার পর নরবলি প্রভৃতি বহু বিচাব, বলি সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে।

মন্ত্র যথা—

"বীজ অমুক দেবং বা দেবী এতজ্জলং অমৃতোপিস্তরণমসি স্বাহা"

বলিয়া জল দিবে। পরে বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যেরূপ শিশু সন্তানকে আহার করায় সেইরূপ হস্ত নাড়িতে নাড়িতে বলিবে—

"প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা" এই মন্ত্র বলিতে বলিতে ভোজন করিতেছেন চিন্তা করিবে। করিয়া দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে কুশী করিয়া জল লইয়া মন্ত্র বলিবে—

"বীজ অমুক দেব বা দেবী এতজ্জলং অমৃতোপিধানমসি স্বাঁহা" বলিয়া ঐ কুশীর জল তাম্রকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে।

পরে—"বীজ ইদং পানার্থোদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ"। বলিয়া কুশী করিয়া জল লইয়া ঐ পানার্থোদকে নিক্ষেপ করিবে।

পরে—"বীজ ইদং পুনরাচমনীয়োদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ"। পরে দেবতার সম্মুখে আধারোপরি তাম্বূল রাখিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ পূর্ব্বক পূর্ব্বমত অর্চ্চনা করিয়া বলিবে--

"বীজ এতৎ তাম্বূলং শ্রী অমুক দেবতায়ৈ নমঃ"

বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে কুশী করিয়াএকটু জল দিয়া নিবেদন করিবে।

ইতি ভোগদান।

অন্য প্রকার ভোগ মন্ত্র—

"ইদং সমৃত সোপকরণ অন্নব্যঞ্জনং সাঙ্গায়ৈ, সাবরণায়ৈ, সায়ুধায়ৈ, সপরিবারায়ৈ, সবাহনায়ৈ শ্রী অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি নমঃ"।

স্ত্রীদেবতা হইলে "অমুক ভৈরব সহিতায়ৈ যুক্ত করিয়া নিবেদয়ামি নমঃ" বলিবে। পুং দেবতা হইলে—অমুক শক্তি (নাম) দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া নিবেদন করিবে।

নীরাজন-বা, আরত্রিক।

লোক পালাং স্ততো বাহ্যে তদস্ত্রাণি চ তদ্বহিঃ।
ততো নীরাজনং কুর্য্যাদ্দশ বারন্তু দীপকৈঃ॥

৩ পটল কুমারী তন্ত্র।

লোকপাল (দিকপাল) প্রভৃতি বাহ্য পূজার পর অস্ত্রাদি পূজান্তে নীরাজন (আরত্রিক—আরতি) করিবে। দীপদ্বারা দশবার আরতি করিতে হয়। তাহার নিয়ম এইরূপ, যথা—

পঞ্চঃনীরাজনং কুর্য্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া।
দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা॥
চূতাশ্বত্থাদিপত্রেণ চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্।
পঞ্চমং প্রণিপাতেন সাষ্টাঙ্গেন যথাবিধি॥

কালোত্তর তন্ত্র।

প্রথম দীপমালাদ্বারা, দ্বিতীয় জলপূর্ণ শঙ্খদ্বারা, তৃতীয় ধৌত বস্ত্রদ্বারা, চতুর্থ পত্র (অশ্বত্থ, বিল্বপত্র, আম্রপত্র ইত্যাদি) দ্বারা, পঞ্চম যথাবিধি প্রণিপাত (প্রণাম) দ্বারা, নীরাজন কিনা আরত্রিক করিবে।

ইহা ব্যতীত দর্পণ, চামর, কর্পূর, দীপ, ধূপ, পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা নীরাজন করিবার রীতি আছে।

নীরাজন মন্ত্র।

প্রথমত পঞ্চপ্রদীপ বা দীপমালা (ঘৃতের বা তৈলের) প্রজ্জলিত করিয়া সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিবে। মন্ত্র যথা—প্রথমে "ফট্" মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া বলিবে—

ইত্থমারত্রিকং কৃত্বা প্রণম্য পরদেবতাম্।
পৌরানিকৈর্ব্বৈদিকৈর্ব্বা মূলমন্ত্রেণ বা ততঃ॥
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
ন্যাসং কৃত্বা যথা পূর্ব্বং ধ্যাত্বা দেবীং মুখাম্বুজে।
মূলমন্ত্রং যথা শক্তি জপেত্তদ্গতমানস॥

কাত্যায়নী তন্ত্র।

"এতস্মৈ বা এতস্যৈ নীরাজন দীপমালায়ৈ নমঃ"।

বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা দীপপাত্র স্পর্শ করিয়া ঐ মন্ত্র বলিবে। পরে—

"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে অমুক দেবতায়ৈ নমঃ"।

পরে "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া বাম চরণ (পুং দেবতা হইলে দক্ষিণ চরণ) অগ্রসর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বাম হস্তে অর্চ্চিত ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে দেবতার চরণপ্রান্তে চারিবার, নাভিস্থানে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার, সর্ব্বাঙ্গে সাতবার দীপমালা ভ্রামিত করিয়া দেবতার বাম বা দক্ষিণ দিকে স্থাপিত করিয়া চক্রমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ঐরূপে অন্যান্য নীরাজন সামগ্রীদ্বারা নীরাজন করিবে। উহাদের আর অর্চ্চনা করিতে হইবে না। শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে।

ইতি নীরাজন।

নমস্কার প্রকার।

কায়িকো বাচিকশ্চৈব মানস স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
নমস্কারাস্তু তত্ত্বজ্ঞৈ রুত্তমাধম মধ্যমাঃ॥

বৃহস্পতি।

শ্রীবিদ্যার নীরাজনে বিশেষত্ব।

ষোড়শী দেবীর আবত্রিক কার্য্য সাধারণের মত নহে, উহা অষ্টপ্রকার যথা—প্রথমে কাংস্য পাত্রে কুঙ্কুমাদি দ্বারা বালা দেবীর যন্ত্র লিখিয়া সেই যন্ত্রের অষ্ট যোনিতে (ত্রিকোণে) কর্পূরগর্ভবর্ত্তিযুক্ত ঘৃতপূরিত অষ্ট প্রদীপ স্থাপন করিবে, আর যন্ত্রের মধ্যস্থলের ত্রিকোণে পিষ্টকাদি রচিত মস্তকোপবি একটি মহা (বড়) প্রদীপ স্থাপন করিবে। তৎপরে শ্রীং হ্রীং ঌং ঌৃং ঌূং ঌৄং ঌ্ং হ্রীং শ্রীং মন্ত্র সকল দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ঐ কাংস্য পাত্র সহিত দীপ সকল মস্তক পর্য্যন্ত উত্তোলন করত নয়বার নীরাজন করিবে। মন্ত্র যথা—

সমস্ত চক্র চক্রেশি শুভে দেবি নবাত্মিকে।
আরত্রিকং মিদং দেবি গৃহাণ মমসিদ্ধয়ে॥

এই মন্ত্র বলিয়া আরত্রিক আরম্ভ করিয়া দীপ পাত্রটি নয়বার ভ্রামিত করিবে।

নমস্কার তিন প্রকার, যথা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা এই তিন প্রকার নমস্কার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুনরায় এই তিন প্রকার নমস্কার আবার উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কারণ, উহা দেবতাগণের প্রীতিপ্রদ। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম যথা—

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥

সনৎকুমার তন্ত্র।

কর, চরণ, জানু, মস্তক, চক্ষু, বচন এবং মন অষ্টাঙ্গ দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হইয়া একত্রে নমস্কার করাকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার বলে।

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং শিরসা পঞ্চাঙ্গ প্রণতিঃ স্মৃতা॥
অষ্টাঙ্গ উত্তমোজ্ঞেয়ঃ ষট্ পঞ্চ মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥

সনৎকুমার তন্ত্র।

পদদ্বয়, করদ্বয় এবং মস্তক এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা নমস্কার করাকে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার বলে। তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ নমস্কার উত্তম এবং ষট্ বা পঞ্চাঙ্গ নমস্কার মধ্যম।

পঞ্চাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পাঠ করিতে হয়।

ইতি নমস্কার প্রকার।

প্রণামের কাল নিরূপণ।

পূজাদৌ চ জপাদৌ চ পূজান্তে চ তথৈব চ।
ত্রিবিধেন নতিং কুর্য্যাচ্ছেষেঽষ্টাঙ্গ বিধানতঃ॥

৫ পটল বারাহী তন্ত্র।

পূজার আদিতে, জপের আদিতে ও পূজান্তে এই ত্রিবিধ সময়ে দেবতাকে প্রণাম করিবে এবং সর্ব্বশেষে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। পূজার আদিতে অর্থে— আবরণ পূজার আদিতে। আরাত্রিকের পরও প্রণাম করিবে। যথা—

"ইত্থমারাত্রিকং কৃত্বা প্রণমেৎ পরদেবতা"।

কাত্যায়িনী তন্ত্র।

কৃতাঞ্জলি পাঠঃ।

পুং দেবতা বিষয়ে কৃতাঞ্জলি পাঠ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যা গতির্ম্মম।
অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্টা ত্বং পরমেশ্বর॥
নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেম্বচ্যুতা ভক্তিরব্যয়াস্তু সদাত্বয়ি॥

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা।

স্ত্রীদেবতা হইলে—"নাথযোনি স্থলে"—"মাতর্যোনি সহস্রেষু" হইবে। এই মাত্র প্রভেদ। আর—"পরমেশ্বর" স্থলে, "পরমেশ্বরি" হইবে।

ইতি কৃতাঞ্জলি পাঠ।

আরতি করিয়া পরদেবতা, কিনা ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে।

প্রতিষ্ঠিত দেবতা হইলে অগ্রে প্রণাম করিয়া পরে পূজা করিবে ইহাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। মোট কথা দেবতাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিবে, নচেৎ পাতকী হইবে।

স্ত্রীদেবতা বিষয় কৃতাঞ্জলি পাঠ।

উত্থায় পুরতস্তিষ্ঠন্ পরিহৃত্য নিবেদয়েৎ।
যদ্দত্তং ভক্তিভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্॥
আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া।
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চ্চিতম্॥
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদস্তমে॥

৪র্থ পটল, কালীকুলামৃত তন্ত্র।

সমস্ত স্ত্রীদেবতা বিষয়ে এইরূপ পাঠ হইবে।

দেব দেবীর প্রণাম মন্ত্র।

শিবের প্রণাম।

নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিণাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥ নমস্ত্রিশূল হস্তায় দণ্ডপাশাসি-পানয়ে। নমস্ত্রৈলোক্য নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ॥১॥

সূর্য্যের প্রণাম।

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ॥২॥

গণেশের প্রণাম।

দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণবঃ ॥৩॥

বিষ্ণুর প্রণাম।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৪॥

বাণেশ্বর শিবের প্রণাম।

বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারনায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণামৃতসাগরায়।
কর্পূরকুন্দ ধবলেন্দুজটাধরায়, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥১॥

গণেশের অন্য প্রণাম।

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম্।
বিঘ্ন বিনাশকং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥৩॥

বিষ্ণুর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র।

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহিমাংপুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ হরো হরিঃ॥
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
অশেষ ক্লেশ নাশায় লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তুতে ॥৪॥

শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম।

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম।

ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৬॥

কার্ত্তিকেয়ের প্রণাম।

কার্ত্তিকেয়ং নমস্যামি গৌরীপুত্রং সুতপ্রদম্।
ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্পনিসূদনম্ ॥৭॥

বলরামের প্রণাম।

প্রসন্ন করুণা সিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
চরাচরসমাকীর্ণা ধৃতা যেন বসুন্ধরা।
পরাপরাণাং পরম পরমেশ নমোঽস্তুতে ॥৮॥

জগন্নাথের প্রণাম।

জয়কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাধি নাশক।
জয়াশেষ জগদ্বন্দ্য পাদাম্ভোজ নমোঽস্তুতে ॥৯॥

নৃসিংহের প্রণাম।

উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু মৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥১০॥

নৃসিংহের অন্য প্রণাম।

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যান্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥১০॥

নৃসিংহের অপর অন্য প্রণাম।

প্রহ্লাদ হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যা বিদারকম্।
শরদিন্দু রুচিং বন্দে পারীন্দ্র বদনং হরিম্ ॥১০॥

ইন্দ্রের প্রণাম।

শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ।
ঐরাবত গজারূঢ়ঃ সহস্রাক্ষো নমোঽস্তুতে ॥১১॥

কুবেরের প্রণাম।

ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ।
ভবন্তু ত্বং প্রসাদান্মে ধনধান্যাদি সম্পদঃ ॥১২॥

ইতি পুং দেবতার প্রণাম।

শ্রীশ্রীকালীর প্রণাম মন্ত্র।

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥১॥

কালিকার অন্য প্রণাম।

সুরা অসুরারাধ্য চরণাম্বু রুহদ্বয়াং।
চরাচর জগদ্ধাত্রীং কালিকাং প্রণমাম্যহং ॥২॥

লক্ষ্মীর প্রণাম। (পুষ্পাঞ্জলি)।

নমামি সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎ প্রপন্নানাং সামেভূয়াৎ ত্বদর্চ্চনাৎ ॥৩॥

পরব্রহ্মের প্রণাম।

ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ॥১॥

অন্নপূর্ণার প্রণাম।

অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্কর প্রাণ বল্লভে।
জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥২॥

লক্ষ্মীর অন্য প্রণাম।

লক্ষ্মী ত্বং সর্ব্বভূতানাং নমস্তে বিশ্বভাবিনী।
দেহি পুত্রং ধনং দেহি পাহি দেবী নমোঽস্তুতে ॥৩॥

ভগবতীর প্রণাম মন্ত্র।

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥৪॥

সরস্বতীর প্রণাম। (পুষ্পাঞ্জলি)।

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥৫॥

গঙ্গার প্রণাম।

সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥৬॥

সীতার প্রণাম।

চতুর্ভুজাং সুবর্ণাভাং রামাবলোকন তৎপরাং।
শ্রীরাম বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥৭॥

শ্রীরাধিকার প্রণাম।

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।
বৃখভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূং ॥৮॥

তুলসীর প্রণাম।

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥৯॥

সরস্বতীর অন্য প্রণাম।

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে ॥৫॥

সীতার অন্য প্রণাম।

জনক নন্দিনীং দেবীং শ্রীরাম প্রিয় বল্লভাম্।
তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীং বন্দে সীতাং মনোহরাম্ ॥৭॥

ইতি প্রণাম মন্ত্র।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যপূজা প্রকরণে চতুর্থ স্তম্ভ।

অথ নিত্য হোমঃ।

প্রথমতঃ হোমের স্থান সামান্যার্ঘ্যোদকদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সেইস্থানে পূর্ব্বাগ্রে রেখাত্রয় অঙ্কিত করিবে। অনন্তর বিধিপূর্ব্বক অগ্নি আনিয়া—"ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ" বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্নি পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুণ্ডে, স্থণ্ডিলে অথবা ভূমিতে রেখাত্রয়োপরি অগ্নি স্থাপন করিবে। তৎপরে—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা" এই ব্যাহৃতি মন্ত্রে সতিল ঘৃত আহুতিত্রয় প্রদান করিয়া দেবতার ষড়ঙ্গ মন্ত্রে ষড়াহুতি দিবে। ষড়ঙ্গ মন্ত্র—অঙ্গন্যাসের মন্ত্রের মত বলিলেই হইবে। তৎপরে মূল মন্ত্রে ষোড়শাহুতি প্রদান করিয়া সকল্লান্তে যথোক্ত হোম করিবে অর্থাৎ যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতার বীজ মন্ত্র বলিয়া দেবতার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিবে এবং হোমান্তে স্তুতিপাঠ ও নমস্কার করিয়া ইন্দুমণ্ডলে বিসর্জ্জন করিবে।

শ্যামাদি দেবতার হোমে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অসিতাঙ্গাদি অষ্ট ভৈরবকে ঘৃত ও তিল সহকারে অষ্টাহুতি প্রদান করিবে।

নিত্য হোম বিধিঃ।

নিত্য হোমং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বার্থং যেন বিন্দতি।
সপর্য্যাং সম্যগাপাত্ত বলিপূর্ব্বংচরেদ্বিধিং॥
ততো হোমং তর্পণঞ্চ চরেৎ সাধক সত্তমঃ।
বলি বৈশ্যাদিকঞ্চৈব ব্রাহ্মণঃ সমুপাচরেৎ॥
অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রোরেখাঃ সমালিখেৎ।
বিধিবদগ্নিমানীয়ক্রব্যাদেভ্যো নমস্তথা॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেপি বা।
ভূমৌ সংস্তরেদ্বহ্নিং ব্যাহৃতিত্রিতয়েন চ।
স্বাহান্তেন ত্রিধাহুত্বা ষড়ঙ্গহবনং চরেৎ।
ততো দেবীং সমাবাহ্য মূলেন ষোড়শাহুতিং॥
হুত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য বিসৃজেদিন্দু মণ্ডলে॥ নীল তন্ত্র।

ষড়ঙ্গ মন্ত্রে ষড়াহুতি প্রকার।

যে দেবতার হোম করিবে সেই দেবতার বীজমন্ত্রের ষড়ঙ্গাহুতি দিতে হইবে। মনে কর হ্রীং একটি বীজমন্ত্র। হ্রীং বীজ অনেক দেবতার মূল মন্ত্র বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এই মূলমন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গাহুতি দিতে হইবে। তাহাতে আহুতি মন্ত্র এইরূপ হইবে যথা—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্ স্বাহা হ্রৈং কবচায় হুঁ স্বাহা। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্বাহা। হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ স্বাহা। এইরূপ প্রকার হ্রীং বীজের মত ক্লীং বীজের, ক্রীং বীজের শ্রীং বীজের ইত্যাদি ক্রমে সকল বীজেরই ষড়ঙ্গাহুতি হইবে। তাহা হইলেই নিত্য হোম সিদ্ধ হইবে। অথবা অতি সহজে এইরূপ মন্ত্রেও হইতে পারে। যথা—

"ষড়ঙ্গ দেবতাভ্যঃ স্বাহা"

এই মন্ত্র দ্বারাও ষড়ঙ্গ হোম হইতে পারে। হোমান্তে দেবতাকে নমস্কার করিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা ইষ্টদেবতাকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া বলিবে—"অগ্নে ত্বং চন্দ্র মণ্ডলং গচ্ছ" বলিয়া অগ্নি বিসর্জ্জন করিবে।

ইতি নিত্য হোম।

শ্যামাদৌবিশেষঃ।

ভৈরবাংশ্চ হুনেদষ্টৌ আজ্যান্বিত তিলৈঃ শুভৈঃ।
পূর্ব্বাদি দিক্ ক্রমেণৈব ততো হোমং সমাচরেৎ॥

মন্ত্র—"ওঁ অসিতাঙ্গাদ্যষ্ট ভৈরবেভ্যঃ স্বাহা" বলিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদিকে ঘৃতধারাদ্বারা এক এক আহুতি দিবে।

হোম কার্য্যে প্রথমে হোমের স্থান প্রস্তুত করিতে হয়। অস্মদ্দেশে বালুকা দ্বারা চতুর্দ্দিকে এক হস্ত পরিমিত স্থান আবরণ করিতে হয়। সেই বালুকোপরি দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত করিতে হয়। পরে মূল উচ্চারণ পূর্ব্বক স্থণ্ডিল নিরীক্ষণ, ফট্‌মন্ত্রে-প্রোক্ষণ ও কুশ দ্বারা তাড়ন, হুঁ বা মূল মন্ত্রে প্রোক্ষণ, ফট্ মন্ত্রে উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়ে রক্ষণ। পরে মূল মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণব—ওঁকার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অভ্যুক্ষণ করিবে, কিনা জলের ছিটা দিবে। পরে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার বীজ ও নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ষড়ঙ্গ হোম করিবে। দেবতা

জপ বিধান।

কোন বীজ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ স্মরণ করার নাম জপ। যে দেবতার সাধন করিতে হয় সেই দেবতার বীজ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে হয়। তাহা হইলেই জপ করা হয়। কিন্তু জপ করিবার বিশেষ বিধি আছে তদনুসারে করিলেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর তাহা না করিলে নিষ্ফল জপ করা হয়, এজন্ত শাস্ত্রকারগণ বলেন—

"বিধানেন মন্ত্রোচ্চারণং"।

অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। কিরূপ বিধি? না—

নোচ্চৈর্জপঞ্চ সংকুর্য্যাৎ রহঃ কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
সমাহিত মনাস্তূষ্ণীং মনসা বাপি চিন্তয়েৎ॥

তন্ত্র।

উচ্চৈস্বরে মন্ত্র জপ করিবে না, অথবা নীরবেও করিবে না, তবে কিরূপে করিবে? না সমাহিত চিত্তে, আনন্দমনে, মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক জপ করিবে।

অপিচ, কিনা আর একটি কথা—

মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থ গত মানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিক পংক্তিবৎ॥

তন্ত্র।

কি কথা না—বিষয় বাসনা হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক মুক্তা শ্রেণীর মত এক একটী স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিতে হয়। কখনও বিলম্ব বা কখনও দ্রুত ভাবে জপ করিবে না।

জপ তিন প্রকার—মানসিক, বাচিক ও জিহ্বা। মানসিক জপে মন্ত্রের বর্ণ, স্বর পদ ও অর্থ চিন্তা করিয়া মনে মনে উচ্চারণ করিতে হয়। বাচিক জপে ঐরূপ প্রণালীতে কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য বাক্যের দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়। জিহ্বা জপে ঐরূপ স্মরণ পূর্ব্বক জিহ্বা চালন করিতে হয়।

ভেদে হোমের মন্ত্র ভেদ আছে তাহা বিশেষ হোমে আবশ্যক হয়। নিত্য হোমে ষড়ঙ্গ হোমই যথেষ্ট।

জপ করিবার সময় অতি পবিত্র ভাবাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য. মল মূত্র বায়ু ইত্যাদি নিঃসরণের শঙ্কা থাকিলে জপ করা উচিত নহে। মলীনবস্ত্র পরিধান করিয়া, বা দুর্গন্ধ মুখে জপ করা অবিধি, করিলে দেবতা কুপিত হন। জপ কালে অন্যমনা হওয়া, আলস্য প্রকাশ করা, হাঁচা, ভয় করা, হাইতোলা, নিদ্রাতুর হওয়া, ক্ষুধাতুর হওয়া, ক্রোধ প্রকাশ করা ও নীচাঙ্গ স্পর্শ করা ইত্যাদি কার্য্যসকল পরিত্যাগ করিবে।

মানসিক জপ।

জপঃ স্যাদক্ষরা বৃত্তির্মানসো পাংশু বাচিকৈঃ।
ধিয়া যদক্ষর শ্রেণীং বর্ণস্বর পদাত্মিকাং।
উচ্চরেদর্থ মুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃস্মৃতঃ॥

বাচিক জপ।

জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্দেবতা গতমানসঃ।
কিঞ্চিৎ শ্রবণ যোগ্যঃ স্যাদুপাংশু স জপঃ স্মৃতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকঃ স জপ স্মৃতঃ॥

জিহ্বা জপ।

উচ্চৈর্জ্জপ বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দ্দশভির্গুণৈঃ।
জিহ্বাজপঃ শতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বাজপঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কেবলং জিহ্বয়াবুধৈঃ॥

জপ বর্জ্যং।

বিন্মূত্রোৎসর্গ শঙ্কাদিযুক্তঃ কর্ম্ম করোতি চ।
জপার্চ্চনাদিকং সর্ব্বমপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে॥
মলিনাম্বর কেশাদি মুখদৌর্গন্ধ্য সংযুতঃ।
যো জপেত্তং দহত্যাশু দেবতা গুপ্তি সংস্থিতা॥
আলস্যং জৃম্ভনং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ং।
নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপ কালে বিবর্জ্জয়েৎ॥

তন্ত্র।

জপ সংখ্যা।

বিনা দর্ভৈস্তু যৎ স্নানং যচ্চ দানং বিনোদকং।
অসংখ্যেয়ন্তু যদ্ জপ্যং সর্ব্বঃ তদফলং স্মৃতং ॥

তন্ত্র।

দর্ভ অর্থাৎ কুশ ব্যতীত যেরূপ স্নান কার্য্য অসিদ্ধ, জল বিনা যেরূপ দান কার্য্য অসিদ্ধ, সংখ্যা ব্যতীত সেইরূপ জপ ফলও বৃথা।

জপ সংখ্যা তু কর্ত্তব্যা না সংখ্যাতং জপেৎ সুধীঃ।
ন সংখ্যা কারকস্যাস্য সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলং ॥

বিশ্বসার তন্ত্র।

জপ কালে সংখ্যা রাখা কর্ত্তব্য, জ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিবে না। কারণ, সংখ্যা ব্যতীত জপফল নিস্ফল হয়।

কত পরিমাণ জপ করা হইল তাহার সংখ্যা রাখিবার জন্য মুক্তা, বিদ্রুম (পলা) রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক অথবা অঙ্গুলি পর্ব্বে সংখ্যা রাখিতে হয়। যথা—

মুক্তা ফলৈর্ব্বিদ্রুমেণ রুদ্রাক্ষৈঃ স্ফটিকেন বা।
গণনা সর্ব্বথা কার্য্যা সম্যগঙ্গুলি পর্ব্বভিঃ ॥

বহ্নি পুরাণ।

জপের সংখ্যা।

প্রজপেন্নিত্য পূজায়ামষ্টোত্তর সহস্রকং।
অষ্টোত্তর শতঞ্চাপি অষ্ট পঞ্চাশতং জপেৎ ॥
অষ্টত্রিংশৎ সংখ্যকঞ্চ অষ্টবিংশতি মেব চ।
অষ্টাদশ দ্বাদশঞ্চ দশাষ্টৌ চ বিধানতঃ ॥
হোমঞ্চৈব মহেশানি এতৎ সংখ্যা বিধানতঃ।
এবং সর্ব্বত্র দেবেশি নিত্যকর্ম্ম মহোৎসবঃ ॥

৫ পটল, কঙ্কালমালিনী তন্ত্র।

নিত্য পূজায় ১০০৮, ১০৮, ৫৮, ৩৮, ২৮, ১৮, ১২, ১০, বা ৮ বার জপ করিবে। হোমও এইরূপ সংখ্যায় করিবে। সর্ব্বত্র নিত্য কর্ম্মে এই রূপ পদ্ধতি জানিবে।

এইরূপে জপের সংখ্যা রাখিতে হয়, না রাখিলে বৃথা জপ করা হয়। যাঁহারা মনে মনে সংখ্যা রাখিতে অসমর্থ, তাঁহারা অঙ্গুলিপর্ব্বে সংখ্যা রাখিয়া থাকেন। তাহাতে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা মুক্তা, প্রবাল, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি রত্ন ইত্যাদির মালা দ্বারা জপ সংখ্যা রক্ষা করেন। সাধারণতঃ অঙ্গুলি পর্ব্বেই সংখ্যা রাখা হয়। অঙ্গুলি পর্ব্বে সংখ্যা রাখাকে করমালা বলে। করমালা জপের নিয়ম দুই প্রকার। পুং দেবতার পক্ষে একপ্রকার এবং স্ত্রী-দেবতার পক্ষে অন্যপ্রকার যথা—

পুং দেবতা পক্ষে দশসংখ্যা করমালা জপ।

অনামা মধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনী মূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ ॥

সনৎকুমার সংহিতা।

অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদি ক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত পর্ব্ব সকল স্পর্শ করিয়া জপ করিলে দশবার জপ করা হইবে। যথা— ১ অনামিকার মধ্যপর্ব্ব, ২ অনামিকার মূল পর্ব্ব, ৩ কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব, ৪ কনিষ্ঠার মধ্য পর্ব্ব, ৫ কনিষ্ঠার অগ্রভাগ, ৬ অনামিকার অগ্রভাগ, ৭ মধ্যমার অগ্রভাগ, ৮ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ, ৯ তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব, ও ১০ তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব।

জপ মালার ফল।

অঙ্গুলী গণনাদেকং পর্ব্বণ্যষ্ট গুণং ভবেৎ।
পুত্রজীবৈর্দ্দশগুণং শতং শঙ্খৈঃ সহস্রকম্ ॥
প্রবালৈর্ম্মণি রত্নৈশ্চ দশসাহস্রিকং স্মৃতং।
তদেব স্ফটিকৈঃ প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে ॥
পদ্মাক্ষৈর্দ্দশ লক্ষং স্যাৎ সৌবর্ণৈঃ কোটিরুচ্যতে।
কুশ গ্রন্থ্যা কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃস্যাদনন্তকং ॥

তন্ত্র।

অঙ্গুলীতে জপ করিলে একগুণ ফল, অঙ্গুলীপর্ব্বে অষ্টগুণ, জীব পুত্রিকা (বীজ বিশেষ) মালায় দশ গুণ, শঙ্খমালায় শত গুণ, প্রবাল মালায় সহস্র গুণ, মণি ও রত্নমালায় দশ সহস্র গুণ, স্ফটিক মালায় দশ সহস্র গুণ, মুক্তা মালায় লক্ষ গুণ, পদ্ম মালায় দশ লক্ষ গুণ, স্বর্ণ মালায় কোটি গুণ, কুশমূল মালায় শত কোটি গুণ এবং রুদ্রাক্ষমালায় অনন্ত গুণ ফল হয়।

পুং দেবতাপক্ষে অষ্টসংখ্যা করমালা জপ।

এক সহস্র বা এক শত জপান্তে অষ্টসংখ্যা জপ কালে সংখ্যা রাখিবার নিয়ম আছে। করমালায় সেই সংখ্যা কিরূপে রাখিতে হইবে তাহার নিয়ম বলা যাইতেছে, যথা—

অনামা মূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনী মধ্য পর্য্যন্ত মষ্ট পর্ব্ব সুসংজপেৎ॥

সনৎকুমার তন্ত্র।

অনামিকার মূল পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্ট পর্ব্বতে অষ্ট সংখ্যা জপ করিবে। অর্থাৎ—১ অনামিকার মূল পর্ব্ব, ২ কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব, ৩ কনিষ্ঠার মধ্য পর্ব্ব, ৪ কনিষ্ঠার অগ্রভাগ, ৫ অনামিকার অগ্রভাগ, ৬ মধ্যমার অগ্রভাগ, ৭ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ, ৮ তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব।

স্ত্রী দেবতা পক্ষে দশ সংখ্যা করমালা জপ।

পর্ব্বদ্বয়মনা মায়াঃ পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ।
পর্ব্ব ত্রয়ং মধ্যমায়াস্তর্জ্জন্যেকং সমাহরেৎ॥

সনৎকুমার তন্ত্র।

অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদি ক্রমে মধ্যমার তিন পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর এক পর্ব্ব এই সমুদায়ে দশ পর্ব্ব জপ করিতে হয়। অর্থাৎ—১ অনামিকার মধ্য পর্ব্ব, ২ অনামিকার মূল পর্ব্ব, ৩ কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব, ৪ কনিষ্ঠার মধ্য পর্ব্ব, ৫ কনিষ্ঠার অগ্রভাগ, ৬ অনামিকার অগ্রভাগ, ৭ মধ্যমার অগ্রভাগ, ৮ মধ্যমার মধ্য পর্ব্ব, ৯ মধ্যমার মূল পর্ব্ব, ১০ তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব।

দেবতা বিশেষে মালা বিশেষ।

শ্মশান ধুস্তুরৈর্মালা জ্ঞেয়া ধূমাবতী বিধৌ।
ত্রিপুরা মন্ত্র জপাদৌ রক্ত চন্দন বীজাদিভিঃ॥
বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈর্গণেশ্বরে।
ত্রিপুরায়া জপেশস্তা রুদ্রাক্ষৈঃ রক্তচন্দনৈঃ।
মহাশঙ্খময়ী মালা তারা বিদ্যা জপে প্রিয়ে॥

তন্ত্র।

ধূমাবতী বিষয়ে শ্মশান ধুস্তুরের মালা প্রশস্ত। ত্রিপুরা বিষয়ে রক্তচন্দন বীজ মালা, বিষ্ণু বিষয়ে তুলসী মালা, গণেশ বিষয়ে গজদন্ত মালা, ত্রিপুরা মন্ত্র জপে রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দন মালা, তারা বিষয়ে মহাশঙ্খ মালা প্রশস্ত।

স্ত্রী দেবতা পক্ষে অষ্ট সংখ্যা করমালা জপ।

অনামা মূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্য ক্রমেণ চ।
মধ্যমা মূল পর্য্যন্তমষ্ট পর্ব্বসু সংজপেৎ॥

সনৎকুমার তন্ত্র।

অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠাদি ক্রমে মধ্যমার মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অষ্ট পর্ব্বে জপ করিতে হয়। অর্থাৎ—১অনামিকার মূল পর্ব্ব, ২ কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব, ৩ কনিষ্ঠার মধ্য পর্ব্ব, ৪ কনিষ্ঠার অগ্রভাগ, ৫ অনামিকার অগ্রভাগ, ৬ মধ্যমার অগ্রভাগ, ৭ মধ্যমার মধ্য পর্ব্ব, ৮ মধ্যমার মূল পর্ব্ব এই অষ্ট পর্ব্ব।

জপ করিবার নিয়ম।

করমালা জপকালে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসকল পরস্পর সংযুক্ত ও কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিয়া জপ করিতে হয়। জপকালে অঙ্গুলির বিচ্ছেদ হইলে জপ ফল বৃথা হয়। যথা—

হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ।
আচ্ছাদ্য বাসসাহস্তৌ দক্ষিণেন জপেৎ সদা॥

তন্ত্র।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল বক্রভাবে হৃদয়ে রাখিয়া হস্তদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ জপ করা বিধি।

করমালা জপকালে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যেন অঙ্গুলির অগ্রভাগে বা অঙ্গুলি পর্ব্ব সন্ধিতে জপ না করা হয়, করিলে সে জপের ফল হইবে না এবং জপকালে কদাচ মেরু লঙ্ঘন করিবে না। মেরুলঙ্ঘনেও ঐরূপ দোষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ করমালার মধ্যমাঙ্গুলীর দুই পর্ব্ব মেরু এবং শক্তি বিষয়ে তর্জ্জনীর দুই পর্ব্ব মেরুরূপে কল্পিত হয়। যথা—

পুং দেবতা পক্ষে।

"পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ"।

সনৎ কুমার সংহিতা।

মধ্যমাঙ্গুলির পর্ব্বদ্বয়কে মেরুরূপে কল্পনা করিতে হয়। অর্থাৎ মধ্যমার মধ্য পর্ব্ব ও মধ্যমার মূলপর্ব্ব, এই দুই পর্ব্ব পুং দেবতার মন্ত্রজপে ব্যবহার হয় না এজন্য এই দুই পর্ব্বকে মেরু বলে।

স্ত্রী দেবতা পক্ষে।

পর্ব্বদ্বয়ঞ্চ তর্জ্জন্যা মেরুং তদ্বিদ্ধিপার্ব্বতি।

হংস পরমেশ্বর তন্ত্র।

হে পার্ব্বতি! তর্জ্জনীর দুই পর্ব্ব মেরু বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ এবং তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব, এই দুই পর্ব্ব স্ত্রী দেবতার মন্ত্র জপে ব্যবহার হয় না। এজন্য এই দুই পর্ব্বকে মেরু বলে।

অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্ব সন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

তন্ত্র।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে, মেরু লঙ্ঘনে এবং পর্ব্ব সন্ধিতে জপ করিলে সেই জপ নিষ্ফল হয়।

স্তব কবচ পাঠ।

দেবতার রূপগুণ ও লীলা ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা স্তুতি করাকে স্তব বলে। স্তব চারিপ্রকার, যথা—

দেবোক্তমুত্তমং স্তোত্রং স্বীয়োক্তমুত্তমোত্তমং।
মন্ব্যুক্তং মধ্যমং জ্ঞেয়ং অধমং পণ্ডিতোক্তকং॥

গৌতমীয় তন্ত্র।

স্তব চারিপ্রকার—উত্তম, অত্যুত্তম, মধ্যম এবং অধম। দেবোক্ত স্তব উত্তম, স্বীয়োক্ত (নিজকৃত) অত্যুত্তম, মুনিকৃত মধ্যম এবং পণ্ডিতোক্ত স্তব অধম।

"কৃতাঞ্জলিপুটোভূত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ"।

৪প, কালীকুলামৃত তন্ত্র।

কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নবস্ত্র হইয়া স্তব কবচ পাঠ করিবে। মনে মনে স্তব কবচ পাঠ করিবে না, বীরের মত উচ্চৈঃস্বরে প্রতি অক্ষর স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবে। মধ্যে বিরাম করিবে না, এক চিত্ত হইয়া যত্নের সহিত ভক্তিপূর্ব্বক একাধিক্রমে পাঠ করিবে, যাহার যে ইষ্ট দেবতা তিনি সেই দেবতার স্তব

কবচ পাঠ করিবেন। স্তবের আদ্যন্তে প্রণব পাঠ করিবে। স্তবের শেষশ্লোক দুইবার পাঠ করিবে।

প্রদক্ষিণ নিয়ম।

ততঃ প্রদক্ষিণী কুর্ব্বন্ দক্ষহস্তেঽজমুত্তমম্।
বামে ঘণ্টাং বাদয়ংশ্চ অষ্টাঙ্গপ্রণতঃ স্তবেৎ॥

৪ পটল, কালীকুলামৃত তন্ত্র।

দক্ষিণ হস্তে অজ অর্থাৎ অর্ঘ্যযুক্ত শঙ্খ বা বিশেষার্ঘ্য জল লইয়া এবং বাম হস্তে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে ও স্তব পাঠ করিতে করিতে বারত্রয় বামাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিবে। এই প্রদক্ষিণ শক্তি বিষয়ে।

প্রদক্ষিণ করিবার সময় দেবতার দিকে দক্ষিণপার্শ্ব থাকিবে। চণ্ডীকে (ভগবতীর) প্রদক্ষিণ একবার, রবির (সূর্য্যের) প্রদক্ষিণ সাতবার, বিনায়কের (গণেশের) প্রদক্ষিণ তিনবার, কেশবের (বিষ্ণুর) প্রদক্ষিণ চারিবার, শিবের (মহাদেবের) প্রদক্ষিণ অর্দ্ধ চন্দ্রাকার। ভগবতীর প্রদক্ষিণ—ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ ও গোলাকার। সাধক উত্তর মুখ হইয়া পূজা করিলে আসন হইতে উঠিয়া প্রথমে দেবতার বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গমন করিবে, পরে পূর্ব্ব মুখ হইয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত আসিলেই ত্রিকোণ প্রদক্ষিণ হইবে। ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণে—দেবতার অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া নৈর্ঋতকোণ পর্য্যন্ত যাইবেন, তথা হইতে উত্তর দিক, উত্তর হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত আসিবেন। পরে দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ুকোণ পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে, তথা হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত যাইলেই ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণ হইবে। গোলাকার প্রদক্ষিণ ঘুরিলেই হইবে।

প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্র শিরা পুনঃ।
দর্শয়েদ্দক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণম্॥
ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
একং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে।
চত্বারি কেশবে দত্তাচ্ছিবে চার্দ্ধ প্রদক্ষিণম্॥

রুদ্র যামল তন্ত্র

বিলোমার্ঘ্য সমর্পণ।

বিলোমার্ঘ্য দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া মন্ত্র বলিবে যথা—

"ইদং বিলোমার্ঘ্যং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ"।

স্ত্রী দেবতা হইলে—"ইদং বিলোমার্ঘ্যং অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা"। বলিয়া দেবতার মস্তকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবতাকে প্রণাম করিবে। বিলোমার্ঘ্য স্থাপিত না হইলে সামান্যার্ঘ জলদ্বারাও এই কার্য্য করা যায়।

সামান্যার্ঘ্য সমর্পণ।

সামান্যার্ঘ্য পাত্র দক্ষিণ হস্তে ধারণ :পূর্ব্বক বাম হস্তে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে মন্ত্র বলিবে। যথা—

(বীজ) "ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা 'হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীঅমুক দেবতা চরণে সমর্পয়ামি"।

ত্রিকোণমথ ষট্ কোণ মর্দ্ধ চন্দ্র প্রদক্ষিণম্।
দণ্ডমষ্টাঙ্গ মুগ্রঞ্চ ত্রিধা চ নতি লক্ষণম্॥
ত্রিকোণাদি ব্যবস্থাতু যদি পূর্ব্বমুখো যজেৎ।
পশ্চিমাচ্ছাম্ভবীং গত্বা ব্যবস্থাং নির্দ্দিশেত্ততঃ॥
যদোত্তর মুখঃ কুর্য্যাৎ সাধকো দেব পূজনম্।
তদা গচ্ছেত্তু বায়ব্যাং গত্বা কুর্য্যাত্তু সংস্থিতিম্॥
দক্ষিণাম্বায়বীং গত্বা তস্যা ব্যাবৃত্য দক্ষিণম্।
গত্বা স্যোহংসৌ নমস্কারঃ সোহর্দ্ধ চন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সকৃৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা বর্ত্তুলাকৃতি সাধকঃ।
নমস্কারঃ কথ্যতেহসৌ প্রদক্ষিণ ইতি দ্বিজৈঃ॥
প্রদক্ষিণং বিনা যত্ত্ব নিপত্য ভুবি দণ্ডবৎ।
দণ্ড ইত্যুচ্যতে দেবৈঃ সর্ব্বদেবৌঘ মোদদ॥

ভাবচূড়ামণি তন্ত্র।

এই মন্ত্রে আরত্রিকের মত তিনবার অর্ঘ্য পাত্র দেবতার সম্মুখে ঘুরাইয়া শ্রীচরণে অর্পণ করিবে।

বিশেষার্ঘ্য সমর্পণ।

আচার বিশেষে সামান্যার্ঘ্যের মত মন্ত্র বলিয়া বিশেষার্ঘ্য সমর্পণ করা হয়। অর্থাৎ যে স্থানে যেরূপ আচার বিধিবদ্ধ আছে সাধক সেইস্থানে সেইরূপ আচরণ করিবেন।

কর্ম্মার্পণম্ বিষ্ণু বিষয়ে।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা, বুদ্ধ্যাত্মনা বা ত্বনৃত স্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ, নারায়ণায়েহ সমর্পয়ামি॥
সাধু বাসাধু বা কর্ম্ম যদ্ যদা চরিতং ময়া।
তৎসর্ব্বং ভগবান্ বিষ্ণো গৃহানারাধনং মম॥
গজাস্যাদিত্য পঞ্চাস্য শক্তি সিংহাস্যরূপবান্।
মম কৃত্যেন সর্ব্বাত্মা রামঃ প্রীণাতু চিদ্বপুঃ॥

সামান্যার্ঘ্যেণ গিরিজেদ্বার পূজা প্রকীর্ত্তিতা।
দ্বিতীয়েনেষ্টপূজা চ তৃতীয়ে নাগরার্চ্চনম্॥
বিশেষার্ঘ্যেণ দেবেশি প্রদক্ষিণ মুদাহৃতম্।
সামান্যার্ঘ্যেণ চ পুনঃ কুর্য্যাদাত্ম সমর্পণম্॥   পূজাসারে॥

তন্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, হে গিরিজে—সামান্যার্ঘ্য জলদ্বারা দ্বার দেবতার পূজা করিতে হয়। দ্বিতীয় বিশেষার্ঘ্য জলদ্বারা ইষ্টপূজা করিবে। তৃতীয় বিলোমার্ঘ্য জলদ্বারা অন্যান্যার্চ্চনা করিবে। শেষে বিশেষার্ঘ্যদ্বারা প্রদক্ষিণ কার্য্য এবং সামান্যার্ঘ্যদ্বারা আত্ম সমর্পণ করিবে।

স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা বিশেষার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ।
আত্ম সমর্পণং কৃত্বা সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ॥
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্ট পূর্ব্বিকা।
নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া॥ তোড়ল তন্ত্র।

এই মন্ত্র বলিয়া পুং দেবতার দক্ষিণ করে এবং স্ত্রী দেবতার বাম করে শঙ্খ জল অর্পণ করিবে।

আত্ম সমর্পণম্।

যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃত দুষ্কৃতং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎ প্রযুক্তঃ করোম্যহং ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সামান্য অর্ঘ্য জল দ্বারা আত্ম সমর্পণ করিবে।

ক্ষমা প্রার্থনা পুং দেবতা বিষয়ে।

আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥

ঐ স্ত্রী দেবতা বিষয়ে।

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে।
তব কৃত্যমিদং সর্ব্ব মিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব মে ॥

অপিচ অন্য মন্ত্র।

আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জ্জনং।
পূজাঞ্চৈব ন জানামি ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি ॥

পুং দেবতা হইলে পরমেশ্বরির স্থলে পরমেশ্বর বলিবে।

স্তব কবচ পাঠের পর বিশেষার্ঘ্যদ্বারা আত্ম সমর্পণ করিবে (মতান্তরে সামান্যার্ঘ্যদ্বারা আত্মসমর্পণ করা হয়), তৎপরে সংহার মুদ্রাদ্বারা বিসর্জ্জন করিবে। পরে ঈশানকোণে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিণীর পূজা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ নৈবেদ্য স্বীকার করিয়া, যদৃচ্ছা বিচরণ করিবে

কর্ম্মার্পণম্ শিব বিষয়ে।

অর্ঘ্যপাত্রং সমুদ্ধৃত্য মূলমুচ্চার্য্য মন্ত্রবিৎ।
সাধু বা সাধু বা কর্ম্ম যদ্ যদা চরিতং ময়া ॥
তৎ সর্ব্বং ভগবান্ শম্ভো গৃহাণারাধনং পরম্।
ইত্যর্ঘ্যোদকমাদায় কিঞ্চিদ্দেবস্য দক্ষিণে।
করে সমর্পয়েদ্বিদ্বান্ কৃতমারাধনং শিবে ॥ শৈবাগমে।

বিসর্জ্জনং ।

ঈশান কোণে জলাভ্যুক্ষণ দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা পূজাধার হইতে একটি নির্ম্মাল্য পুষ্প গ্রহণ করিয়া তাহাতে তেজোময় দেবতাকে আনয়ন পূর্ব্বক বলিবে—

"অমুক দেব বা দেবি ক্ষমস্ব"।

বলিয়া ঐ নির্ম্মাল্য পুষ্পটি নাসিকাগ্রে লইয়া আঘ্রাণ করিয়া চিন্তা করিতে হইবে যে, তেজোময় দেবতাকে শ্বাস পথ দ্বারা হৃদ্‌পদ্মে আনয়ন করতঃ পূর্ব্ববৎ পুনঃ স্থাপন করা হইল। পরে নীরমাণক্রমে ঐ পুষ্পসহিত হস্তদ্বয় আনয়ন করিয়া সেই পুষ্পটি পূর্ব্বকৃত ত্রিকোণ মণ্ডলে রাখিবে। পরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নির্ম্মাল্য পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পূজা মন্ত্র যথা—

শক্তি বিষয়ে (শেষিকায়ৈ নমঃ) হ্রীং নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ, কালিকাদি বিষয়ে (উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিন্যৈ নমঃ"), গণেশ বিষয়ে (বিশ্বকসেনায় নমঃ) শিব বিষয়ে (চণ্ডেশ্বরায় নমঃ), সূর্য্য বিষয়ে (চণ্ডাংশবে নমঃ), গণেশ বিষয়ে (বক্রতুণ্ডায় নমঃ) বা (উচ্ছিষ্ট গণেশায় নমঃ) বলিয়া পূজা করিবে।

পরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নৈবেদ্যাংশ সমর্পণ করিবে। যথা—

লেহ্য চূষ্যান্ন পানাদি তাম্বুলস্রগ্বিলেপনম্।
নির্ম্মাল্য ভোজিনে তুভ্যং দদামি শ্রীশিবাজ্ঞয়া ॥

ঐই মন্ত্র বলিয়া শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়গণ নৈবেদ্যাংশ নিবেদন করিবেন। রামাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মন্ত্র স্বতন্ত্র। যথা—

ক্ষমা প্রার্থনা বিষ্ণু বিষয়ে।

শ্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রণীতং জগৎ ॥
অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥
যদ সাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং শ্রীহরের্নাম কীর্ত্তনাৎ ॥
যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥
পূর্ণ ভবতু তৎসর্ব্বং তৎ প্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥

"এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিয়া একটু জল দিবে

বিষ্ণু বিষয়ে (শ্রীরামচন্দ্র)।

সর্ব্বদেব স্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে।

শ্রীরাম সেবা যুক্তায় বিশ্বক্ সেনায়স্তে নমঃ ॥

তদনন্তর নির্ম্মাল্য পুষ্পটী গ্রহণ করিয়া ক্ষমস্ব বলিয়া এই মন্ত্র বলিবে। যথা

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বর।

যত্র ব্রহ্মাদয়া দেবা লভেয়ুঃ পরমং পদং ॥

পরে পুষ্পচয় আঘ্রাণ লইয়া মন্ত্র বলিবে। যথা—

তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বর।

যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বেস্থরস্তিষ্ঠ স্তিমে হৃদি ॥

নিত্য পূজায় যদি যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া পূজা করা হয় তাহা হইলে আবাহন ও বিসর্জ্জন আবশ্যক, নচেৎ না।

দেবী বিষয়ে বিসর্জ্জন মন্ত্র। যথা—

উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বত বাসিনী।

ব্রহ্মযোনি সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি যমান্তরং ॥

ইহার পর দেব বা দেবীকে পুনর্ব্বার পঞ্চাঙ্গ বা অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া যে দেব দেবীর পূজা করা হইল সেই দেবতার যথাসাধ্য নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আসন পরিত্যাগ করিবে।

বিপ্রপাদোদক পান মন্ত্র :

বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।

তাবৎ পুষ্কর পাত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকং ॥

বিষ্ণুর চরণামৃত পান মন্ত্র।

অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং।

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥

ইতি মন্ত্রভাগ সম্পূর্ণ।

ওঁ তৎ সৎ